Visit Dwarkadheeshvastu.com For

FREE Vastu Consultancy, Music, Epics, Devotional Videos
Educational Books, Educational Videos, Wallpapers

———— **** ————

All Music is also available in CD format. CD Cover can also be print with your Firm Name

———— **** ————

We also provide this whole Music and Data in PENDRIVE and EXTERNAL HARD DISK.

Contact : Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

VAYU PURAN

(NEPALI)

সুচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১ অঃ।	অনুক্রমণিকা কথন	১
২ অঃ।	দ্বাদশবার্ষিক সত্র নিরূপণ	১৩
৩ অঃ।	সৃষ্টিপ্রকরণ	১৬
৪ অঃ।	পুরাণ লক্ষণাদিকীর্ত্তন	১৯
৫ অঃ।	প্রকৃতি ক্ষোভকথন	২৫
৬ অঃ।	বরাহরূপবর্ণনাদি	২৮
৭ অঃ।	প্রতিসন্ধি কীর্ত্তন	৩৪
৮ অঃ।	চতুরাশ্রম বিভাগ	৩৯
৯ অঃ।	দেবাদি সৃষ্টি কথন	৫৩
১০ অঃ।	মন্বন্তরাদি কথন	৬১
১১ অঃ।	পাশুপত যোগ	৬৭
১২ অঃ।	যোগোপসর্গ নিরূপণ	৭১
১৩ অঃ।	যোগৈশ্বর্য্য নিরূপণ	৭৪
১৪ অঃ।	গর্ভোৎপত্তি প্রকার বর্ণন	৭৬
১৫ অঃ।	পাশুপতযোগ নিরূপণ	৭৯
১৬ অঃ।	শৌচাচার কথন	৮০
১৭ অঃ।	পরমাশ্রমবিধি কথন	৮২
১৮ অঃ।	যতিপ্রায়শ্চিত্তবিধি কথন	৮৩
১৯ অঃ।	অরিষ্ট নিরূপণ	৮৪
২০ অঃ।	ওঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণ কীর্ত্তন	৮৭
২১ অঃ।	কল্প নিরূপণ	৯১
২২ অঃ।	কল্পসংখ্যা নিরূপণ	৯৬
২৩ অঃ।	মাহেশ্বর অবতার কথন	৯৮
২৪ অঃ।	শার্ব্বস্তব	১১৩
২৫ অঃ।	মধুকৈটভোৎপত্তি ও তদ্বিনাশবর্ণন	১২৫
২৬ অঃ।	স্বরোৎপত্তি কথন	১৩২
২৭ অঃ।	মহাদেবমূর্ত্তিবর্ণন	১৩৬
২৮ অঃ।	ঋষিবংশকীর্ত্তন	১৪০
২৯ অঃ।	অগ্নি বর্ণন	১৪৩
৩০ অঃ।	দক্ষকৃত শিবস্তব	১৪৭
৩১ অঃ।	দেববংশ বর্ণন	১৬৮
৩২ অঃ।	যুগধর্ম্মকথন	১৭২
৩৩ অঃ।	স্বায়ম্ভুববংশ বর্ণন	১৭৭
৩৪ অঃ।	জম্বুদ্বীপ বর্ণন	১৮১
৩৫ অঃ।	মেরুপর্ব্বতের আয়াম বর্ণন	১৮৮
৩৬ অঃ।	ভূবন-বিন্যাস	১৯১
৩৭ অঃ।	ভূবনবিন্যাস-প্রসঙ্গে শ্রীসরঃ ও শ্রীবনাদি বর্ণন	১৯৪
৩৮ অঃ।	উদুম্বর বন বর্ণনাদি	১৯৬
৩৯ অঃ।	শীতান্তাদি পর্ব্বত বর্ণন	২০১
৪০ অঃ।	ভূবনকোষ বিন্যাস	২০৬
৪১ অঃ।	ভূবন-বিন্যাস কথন	২০৮
৪২ অঃ।	আকাশগঙ্গা বর্ণন	২১৪
৪৩ অঃ।	গণ্ডিকাদি বর্ণন	২২০
৪৪ অঃ।	কেতুমাল বর্ণনাদি	২২২
৪৫ অঃ।	ভারতবর্ষ বর্ণনাদি	২২৪
৪৬ অঃ।	কিম্পুরুষাদি বর্ষ বর্ণন	২৩৩
৪৭ অঃ।	কৈলাস বর্ণনাদি	২৩৬
৪৮ অঃ।	অগ্যস্তভবন, লঙ্কা ও গোকর্ণাদি বর্ণন	২৪২
৪৯ অঃ।	প্লক্ষদ্বীপ বর্ণনাদি	২৪৫
৫০ অঃ।	জ্যোতিষ্প্রচার	২৫৮
৫১ অঃ।	মেঘ হইতে জলবর্ষণ প্রকার বর্ণন	২৭৩
৫২ অঃ।	ধ্রুবচর্য্যা	২৭৮
৫৩ অঃ।	জ্যোতিঃসন্নিবেশ কথন	২৮৫
৫৪ অঃ।	নীলকণ্ঠ স্তব	২৯৪
৫৫ অঃ।	লিঙ্গোদ্ভব স্তব	৩০৩
৫৬ অঃ।	পিতৃবর্ণন	৩০৮
৫৭ অঃ।	যজ্ঞপ্রবর্ত্তন	৩১৫
৫৮ অঃ।	চতুর্যুগ কথন	৩২৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
৫৯ অঃ।	ঋষিলক্ষণ	৩৩২
৬০ অঃ।	বেদশাস্ত্র প্রণয়ন বর্ণন	৩৪১
৬১ অঃ।	প্রজাপতিবংশ কীর্ত্তন	৩৪৭
৬২ অঃ।	পৃথিবী দোহন কথন	৩৬১
৬৩ অঃ।	পৃথুবংশ বর্ণন	৩৭৫
৬৪ অঃ।	বৈবস্বত সৃষ্টিবর্ণন	৩৮০
৬৫ অঃ।	ভৃগু ও শুক্র প্রভৃতির উৎপত্তি বিবরণ	৩৮২
৬৬ অঃ।	কশ্যপীয় প্রজাসৃষ্টি	৩৯৩
৬৭ অঃ।	ব্রহ্মা হইতে আকুতাদির উৎপত্তি	৪০৫
৬৮ অঃ।	দনুবংশ বর্ণন	৪১৫
৬৯ অঃ।	মৌনেয়াখ্য দেব-গন্ধর্ব্বাদির বিবরণ	৪১৭
৭০ অঃ।	ঋষিবংশ বর্ণন	৪৪১
৭১ অঃ।	শ্রাদ্ধপ্রক্রিয়া কথন	৪৪৭
৭২ অঃ।	কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বিবরণ	৪৫৩
৭৩ অঃ।	শ্রাদ্ধকল্প কথন	৪৫৭
৭৪ অঃ।	পিতৃ-পাত্র নির্দ্দেশ	৪৬১
৭৫ অঃ।	বলিপাত্র কীর্ত্তন	৪৬৩
৭৬ অঃ।	বিশ্বদেবের উৎপত্তি	৪৬৮
৭৭ অঃ।	শ্রাদ্ধকল্প প্রসঙ্গে তীর্থ-যাত্রা কথন	৪৭২
৭৮ অঃ।	শ্রাদ্ধের উপাদেয় দ্রব্য কথন	৪৮১
৭৯ অঃ।	ব্রাহ্মণপ্রদক্ষিণফল কথন	৪৮৬
৮০ অঃ।	শ্রাদ্ধ কথন প্রসঙ্গে দানফল কথন	৪৯৩
৮১ অঃ।	শ্রাদ্ধফল কথন	৪৯৭
৮২ অঃ।	নক্ষত্রবিশেষে শ্রাদ্ধফল কথন	৪৯৯
৮৩ অঃ।	পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধক দ্রব্য কথন	৫০০
৮৪ অঃ।	বৈবস্বতোৎপত্তি কথন	৫০৯
৮৫ অঃ।	বৈবস্বতকৃত সৃষ্টি কথন	৫১৪
৮৬ অঃ।	বৈবস্বতবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে গান্ধর্ব্ব মুর্চ্ছনা লক্ষণ কথন	৫১৭
৮৭ অঃ।	গীতালঙ্কার নির্দ্দেশ	৫২১
৮৮ অঃ।	ইক্ষ্বাকুবংশ কথন	৫২৪
৮৯ অঃ।	মৈথিলবংশ বর্ণন	৫৩৯
৯০ অঃ।	সোমোৎপত্তি কথন	৫৪১
৯১ অঃ।	অমাবসু-বংশ বর্ণন	৫৪৪
৯২ অঃ।	রজিযুদ্ধ বর্ণন	৫৫৩
৯৩ অঃ।	যযাতির উৎপত্তি বিবরণ	৫৬১
৯৪ অঃ।	কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনোৎপত্তি	৫৬৮
৯৫ অঃ।	জ্যামঘবৃত্তান্ত কথন	৫৭২
৯৬ অঃ।	বিষ্ণুবংশ বর্ণন	৫৭৬
৯৭ অঃ।	বিষ্ণুমাহাত্ম্যে শম্ভুর স্তব	৫৯৫
৯৮ অঃ।	বিষ্ণুমাহাত্ম্য কথন	৬০৯
৯৯ অঃ।	তুর্ব্বসু প্রভৃতির বংশ বর্ণন	৬১৮
১০০ অঃ।	মন্বন্তর কথন	৬৫১
১০১ অঃ।	শিবপুর বর্ণন	৬৬৮
১০২ অঃ।	প্রতিসর্গ বর্ণন	৬৯২
১০৩ অঃ।	সৃষ্টিবর্ণন	৭০২
১০৪ অঃ।	ব্যাসসংশায়পনোদন	৭০৭
১০৫ অঃ।	গয়া-মাহাত্ম্য	৭১৫
১০৬ অঃ।	গয়াসুর-বৃত্তান্ত কথন	৭১৮
১০৭ অঃ।	শিলা-বৃত্তান্ত কথন	৭২৬
১০৮ অঃ।	শিলা-মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন	৭৩০
১০৯ অঃ।	গদাধর-বৃত্তান্ত কথন	৭৩৭
১১০ অঃ।	গয়া-যাত্রা কথন	৭৪২
১১১ অঃ।	উত্তরমান সতীর্থে স্নানফলাদি	৭৪৭
১১২ অঃ।	গয়রাজের যজ্ঞ বর্ণন	৭৫৩

সুচীপত্র সমাপ্ত

বায়ুপুরাণম্

প্রক্রিয়াপাদঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ।।

জয়তিপরাশরসূনুঃ
সত্যবতী-হৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং
বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ।।১
প্রপদ্যে দেবমীশানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
মহাদেবং মহাত্মানং সর্ব্বস্য জগতঃ পতিম্।।২
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্।
প্রভুং ভূতভবিষ্যস্য সাম্প্রতস্য চ সৎপতিম্।। ৩
জ্ঞানমপ্রতিমং যস্য বৈরাগ্যঞ্চ জগৎপতেঃ ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চৈব ধর্ম্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্।। ৪
য ইমান পশ্যতে ভাবান্নিত্যং সদসদাত্মকান্।
আবিশন্তি পুনস্তং বৈ ক্রিয়াভাবার্থমীশ্বরম্ ।। ৫
লোককৃল্লোকতত্ত্বজ্ঞো যোগমাস্থায় তত্ত্ববিৎ।
অসৃজৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।। ৬
তমজং বিশ্বকর্ম্মাণং চিৎপতিং লোকসাক্ষিণম্।
পুরাণাখ্যানজিজ্ঞা সুর্ব্রজামি শরণং প্রভুম্।। ৭
ব্রহ্মবায়ুমহেন্দ্রেভ্যো নমস্কৃত্য সমাহিতঃ ।
ঋষীণাঞ্চ বরিষ্ঠায় বসিষ্ঠায় মহাত্মনে ।। ৮
তন্নপ্তে চাতিযশসে জাতুকর্ণ্যায় চর্ষয়ে ।
বসিষ্ঠায়ৈব শুচয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় চ।। ৯

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে।

যাঁহার মুখ-কমল-গলিত বাঙ্ময় অমৃত এই জগদ্বাসী পান করে, সেই সত্যবতীর হৃদয়ানন্দপ্রদ পরাশরনন্দন বেদব্যাস জয়যুক্ত হউন। যিনি শাশ্বত ধ্রুব অব্যয় পুরুষ, যিনি মহাত্মা মহাদেব, যিনি সর্ব্ব জগতের প্রভু, আমি সেই দেবদেব ঈশানের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বলোক-কর্ত্তা, অপরাজিত, এবং ভূত ভাবী ও বর্ত্তমানের প্রভু, — যে জগৎ পতির জ্ঞান, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য এবং সিদ্ধিচতুষ্টয়সম্পন্ন ধর্ম্ম অপ্রতিম, যিনি এই সদসদাত্মক ভাবসমূহ নিত্য প্রত্যক্ষ করেন, যাঁহাতে পুনরায় এই সকল আবিষ্ট হয়, যিনি লোককর্ত্তা ও লোকতত্ত্বজ্ঞ এবং যিনি যোগাবলম্বনে এই চরাচর নিখিল প্রাণীর সৃষ্টিবিধাতা, আমি পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসু হইয়া সেই অজ অব্যয় চিৎপতি বিশ্বকর্ম্মা লোকসাক্ষী ব্রহ্মার শরণ লইলাম। ১—৭। আমি সমাহিত-চিত্তে ব্রহ্মা, বায়ু ও মহেন্দ্রকে এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠ,

পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মোক্তং বেদসম্মিতম্।
ধর্ম্মার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমৈঃ সুবিভূষিতম্।। ১০
অসীমকৃষ্ণে বিক্রান্তে রাজন্যে হনুপমাত্ম ষ ।
প্রশাসতীম্যং ধর্ম্মেণ ভূমিং ভূমিপসত্তমে ।। ১১
ঋষয়ঃ সংশিতাত্মানঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
ঋজবো নষ্টরজসঃ শান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রন্তু ঈজিরে ।। ১২
নদ্যাস্তীরে দৃষদ্বত্যাঃ পুণ্যায়াঃ শুচিরোধ্যসঃ ।
দীক্ষিতাস্তে যথাশাস্ত্রং নৈমিষারণ্যগোচরাঃ।।
দ্রষ্টুং তাং স মহাবুদ্ধিঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ
লোমানি হর্ষরাঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যৎসুভাষিতৈঃ
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোকেহ স্মল্লোমহর্ষণঃ।। ১৫
তপঃশ্রুতাচারনিধের্ব্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ ।
শিষ্যো বভুব মেধাবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।।
পুরাণবেদো হ্যখিলস্তান্মন্ সম্যক্প্রতিষ্ঠিতঃ।। ১৭
ভারতী চৈব বিপুলা মহাভারতবর্দ্ধিনী।। ১৮
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থাঃ কথা যস্মিন প্রতিষ্ঠিতাঃ *
মুক্তাঃ সুপরিভাষাশ্চ ভূমাবোষধয়ো যথা ।। ১৯
স তাং ন্যায়েন সুধিয়ো ন্যায় ধম্মুনিপুঙ্গবান্ ।
অভিগম্যোপসংসৃত্য নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ ।। ২০
তোষায়ামাস মেধাবী প্রণিপাতেন তানৃপীন্।
তে চাপি সত্রিণঃ প্রীতাঃ সসদস্যা মহৌজসঃ।। ২১
তস্মৈ সাম চ পূজাং চ যথাবৎ প্রতিপেদিরে।
অথ তেষাং পুরাণস্য শুশ্রূষা সমপদ্যত।। ২২
দৃষ্ট্বা তমতিবিশ্বস্তং বিদ্বাংসং লোমহর্ষণম্।
তস্মিন সত্রে গৃহপতিঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।। ২৩
ইঙ্গিতৈর্ভাবমালক্ষ্য তেষং সূতমচোদয়ৎ ।
ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধির্ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ।। ২৪
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সমুপাসিতঃ ।
দুদোহ বৈ মতিং তস্য ত্বং পুরাণাশ্রয়াং কথাম্

তাঁহার নপ্তা প্রথিতযশা ঋষি জ্ঞাতুকর্ণ্য ও পবিত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করিয়া এই ধর্ম্ম, অর্থ ও ন্যায়সম্পন্ন আগম-ভূষিত ব্রহ্মাভাষিত বেদ-সম্মিত পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। নরপতি-প্রবর অমিতপ্রভাব পরাক্রান্ত রাজা অসীমকৃষ্ণ, যখন ধর্ম্মানুসারে এই পৃথ্বী শাসন করেন, তৎকালে নৈমিষারণ্যবাসী সংশিতাত্মা সত্যব্রত-রত সরল-চিত্ত শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া পুণ্যতটশালিনী পুণ্যজলবতী দৃষদ্বতী নদীর তীরদেশে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঐ সময় মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করিবার জন্য পৌরাণিকপ্রবর মহাবুদ্ধি সূত লোমহর্ষণ তথায় আগমন করেন। ইনি সুষ্ঠুবাক্যে শ্রোতৃগণের রোমরাজি হর্ষিত করিতেন, তাঁহার এই বর্ম্ম দ্বারা লোকে তিনি লোমহর্ষণ নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। সূত লোমহর্ষণ তপস্যা, শ্রুত ও আচার-নিধি ধীমান্ বেদব্যাসের ত্রিলোক-বিখ্যাত মেধাবী শিষ্য ছিলেন। সমস্ত পুরাণ-বেদ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষমূলক কথাসমূহের তিনি আধার ছিলেন। মহাভারতময়ী বিপুল ভারতী তাঁহার আয়ত্ত ছিল। ভূমিতলে ওষধিরাজির ন্যায় সর্ব্ববিধ সূক্ত সুপরিভাষা তাঁহাতে বিরাজ করিত। সেই ন্যায়-নীতিজ্ঞ সূত লোমহর্ষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তত্রত্য যজ্ঞসভায় সমাগত হইয়া ধীমান্ মুনিপুঙ্গবদিগকে যথানিয়মে নমস্কার করিলেন। মেধাবী সূত প্রণিপাত দ্বারা সকল ঋষির সন্তোষ জন্মাইলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান-তৎপর, মহৌজা মহর্ষিগণও তাঁহাকে যতারীতি সম্মানপূর্ব্বক সমাদর করিলেন। অনন্তর সেই অতি বিশ্বস্ত বিদ্বান লোমহর্ষণকে দেখিয়া সকল ঋষিরই পুরাণপ্রস্তাব শুনিবার বাসনা হইল। ৮ —২২। সেই যজ্ঞে যিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ গৃহপতি ছিলেন, তিনি ইঙ্গিতক্রমে সমস্ত ঋষির অভিপ্রায় বুঝিয়া লোমহর্ষণকে বলিলেন — হে সূত! তুমি ইতিহাস পুরাণ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মহাবুদ্ধি ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তম ব্যাসদেবের সম্যক্ উপাসনা করিয়াছ।

*এতৎপাদ চতুষ্কং ক্বচিন্ন লভ্যতে।

এষাঞ্চ ঋষিমুখ্যাণাং পুরাণং প্রতি ধীমতাম্।
শুশ্রূষাস্তি মহাবুদ্ধে তচ্ছ্রাবয়িতুমর্হসি ।। ২৬
সর্ব্বে হোমে মহাত্মানো নানাগোত্রাঃ সমাগতাঃ
স্বাং স্বাং বংশান্ পুরাণৈস্তু শৃণুয়ুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ।।
সপুত্রান দীর্ঘসত্রেহ স্মং শ্রাবয়েথা মুনীনথ ।
দীক্ষিষ্যমাণৈরস্মাভিস্তেন প্রাগসি সংস্মৃতঃ ।।
ইতি সম্প্রোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরাম্
শ্লক্ষ্ণাঞ্চ ন্যায়সংযুক্তাং যাং ব্রায়াল্লোমহর্ষণঃ।। ২৯

সূত উবাচ ।

পূতোহস্ম্যনুগৃহীতশ্চ ভবদ্ভিরভিনোদিতঃ ।
পুরাণার্থং পুরাণজ্ঞৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ।। ৩০
স্বধর্ম্ম এষ সূতস্য সদ্ভিদৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাঃ চামিততেজসাম্।।
বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্
ইতিহাসপুরাণেষ দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।। ৩২
ন হি বেদেষবীকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে।
বৈন্যস্য হি পৃথোর্যজ্ঞে বর্ত্তমানে মহাত্মনঃ। ৩৩
সূত্যায়ামভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণবৈকৃতঃ ।
ঐন্দ্রেণ হবিষা তত্র হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতেঃ ।।
জুহাবেন্দ্রায় দেবায় ততঃ সূতো ব্যজায়ত ।
প্রমাদাত্তত্র সঞ্জজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তং চ কর্ম্মসু।।
শিষ্যহব্যেন যৎপৃক্তমাভভূতং গুরোর্হবিঃ ।
অধরোত্তরচারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণ-বৈকৃতঃ ।। ৩৬
যচ্চ ক্ষত্রাৎসমভবদ্ ব্রাহ্মণাবরযোনিতঃ ।
ততঃ পূর্ব্বেণ সাধম্ম্যার্ত্তুল্যধর্ম্মা প্রকীর্ত্তিতঃ ।।
মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপবীজনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্। ৩৮
তৎস্বধর্ম্মমহং পৃষ্টো ভবদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
কস্মাৎ সম্যঙ্ ন বিব্রূয়াং পুরাণমৃষিপূজিতম্ ।।
পিতৃণাং মানসী কন্যা বাসবী সমপদ্যত ।
অপধ্যাতা চ পিতৃভির্মৎস্যযোনৌ বভূব সা ।।
অরণীব হুতাশস্য নিমিত্তং যস্য জন্মনঃ ।

তাঁহার বুদ্ধি হইতে তুমি পুরাণবিষয়িণী কথা দোহন করিয়া লইয়াছ। হে মহা বুদ্ধি! এখানে এই যে সকল ধীমান ঋষি প্রধান আছেন, ইহাঁদের পুরাণ শ্রবণে ঔসুক্য হইয়াছে, অতএব তুমি ইহাঁদিগের শ্রবণেচ্ছাপুরণ কর। এই সমাগত ব্রহ্মবাদী মহাত্মা ঋষিগণ নানা গোত্রে বিভক্ত; ইহাঁরা পৌরাণিক প্রস্তাবে স্ব স্ব বংশ বিবরণ শ্রবণ করুন। তুমি সপুত্র মুণিগণকে পুরাণ প্রস্তাব শ্রবণ করাইবে; এইজন্য আমরা এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলাম। পুরাণজ্ঞ সত্যবতরত মুনিগণ এইরূপে তখন সূতকে পুরাণ কথনে প্রণোদিত করিলেন। বস্তুতঃ প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে অমিততেজা দেব, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত জানিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম্ম। ব্রহ্মবাদিগণ ইতিহাস-পুরাণ-সম্বন্ধেই সূতের এইরূপ অধিকার নির্দ্দেশ করেন; পরন্তু দেবসমূহে সূতের কোনই অধিকার দেখা যায় না। বৈননন্দন মহাত্মা পৃথুর যজ্ঞে সূত্যা হইতেই প্রথমে সূতের উৎপত্তি হয়। সূত বর্ণসঙ্কর। ঐ যজ্ঞে ঐন্দ্র হবির সহিত বৃহস্পতির হবিঃ সম্পৃক্ত হইয়াছিল, সেই হবি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাতে সূত জন্মগ্রহণ করে। শিষ্যহব্যে সম্পৃক্ত হইয়া গুরুর হবি অভিভূত হইয়াছিল; এইজন্য অধরোত্তর ক্রমে বর্ণসঙ্কর সূতের উৎপত্তি হয়। সূত্র হইতে ব্রাহ্মণেতর যোনিতে জন্ম হওয়ায় সাধর্ম্ম্যক্রমে সূত পূর্ব্বের সহিত তুল্যধর্ম্মা বলিয়াই কীর্ত্তিত। ২৩-৩৭। কিন্তু এই ক্ষত্রবৃত্তি সূতের মধ্যম ধর্ম্ম, আর রথ, নাগ ও অশ্ব চালনা বা চিকিৎসা সূতের জঘন্য ধর্ম্ম। অতএব আপনার ব্রহ্মাণী ঋষি, আমাকে আমার স্বধর্ম্মই জিজ্ঞাস করিয়াছেন সূতরাং আমি সেই ঋষিপূজিত পুরাণ কথা কেন না বলিব ? পিতৃগণের বাসবী নামে এক মানসী কন্যা ছিল। সে পিতৃগণ কর্ত্তৃক অপধ্যাত হইয়া মৎস্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। অরণি যেমন হুতাশনজন্মের

তস্যাং জাতো মহাযোগী ব্যাসো বেদবিদাং
বরঃ।। ৪১
তস্মৈ ভগবতে কৃত্বা নমো ব্যাসায় বেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় ভৃগুবাক্য প্রবর্ত্তিনে।
মানুষচ্ছন্দরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
জাতমাত্রঞ্চ যং বেদ উপভস্থে সসংগ্রহঃ ।। ৪৩
ধর্ম্মমেব পুরস্কৃত্য জতুকর্ণ্যাদ্বাপ তম্ ।
মতিং মন্থানমাবিধ্য যেনাসৌ শ্রুতিসাগরাৎ ।
প্রকাশং জনিতো লোকে মহাভারতচন্দ্রমাঃ ।।
বেদদ্রুমশ্চ যং প্রাপ্য সশাখঃ সমপদ্যত ।
ভূমিকালগুণান প্রাপ্য বহুশাখো যথা দ্রুমঃ ।।
তস্মাদহমুপশ্রুত্য পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ।
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্ববেদেষু পুজিতাদ্দীপ্ততেজসঃ।
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং মাতরিশ্বা।। ৪৭
পৃষ্টেন মুনিভিঃ পূর্ব্বং নৈমিষীয়ৈর্মহাত্মভিঃ ।
মহেশ্বরঃ পরোহব্যক্তশ্চ তুর্বাহুশ্চতুর্ম্মুখঃ । ৪৮

নিমিত্ত, তেমনি সেই মৎস্যসম্ভবা কন্যা মহর্ষি বেদব্যাসের উৎপত্তির নিমিত্ত হইয়া ছিল। বেদবিদ্‌গণের অগ্রণী মহাযোগী ব্যাস সেই মৎস্যদুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আমি সেই ভগবান পুরাণপুরুষ মানুষচ্ছদ্মরূপী প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পুরাণপ্রস্তাব আরম্ভ করিব। যাঁহার জন্মমাত্রই সাঙ্গ বেদ আয়ত্ত হইয়াছিল, যিনি ধর্ম্ম পুরঃসর জাতুকর্ণ্য হইতে বেদপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন; যিনি স্বীয় মতি মন্থনদণ্ডরূপে পরিচালিত করিয়া শ্রুতিসাগর হইতে জগতে মহাভারতরূপ চন্দ্রমাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যোগ্য ভূমি ও যোগ্যকাল প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ যেমন বহুশাখায় সমন্বিত হয়, তেমনি যাঁহাকে পাইয়া বেদ বৃক্ষ শাখাশালী হইয়াছিল, আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববেদপূজিত দীপ্ত তেজা ব্রহ্মবাদী মহর্ষির মুখে পুরাণকথা শ্রবণ করিয়া অধুনা বায়ুপ্রোক্ত পুরাণ বর্ণন করিব। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণ বায়ুর নিকট জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে বায়ু এই পুরাণ

অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ স্বয়ম্ভুহেতুরীশ্বরঃ ।
অব্যক্তং কারণং যদ্‌যন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।। ৪৯
মহদাদিবিশেষান্তং সৃজতীতি বিনিশ্চঃ।
অণ্ডং হিরণ্ময়ং চৈব বভুবাপ্রতিমং ততঃ।। ৫০
অণ্ডস্যাবরণং চাদ্ভিরপামপি চ তেজসা ।
বায়ুনা তস্য নভিসা নভো ভূতাদিনাবৃতম্।।
ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেনাহবৃতো মহান্।
অতোহত্র বিশ্বদেবানামৃষীণাং চোপবর্ণিতম্।।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ প্রাদুর্ভাবো হত্র শস্যতে।
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষাং কল্পানাং চোপবর্ণম্।। ৫৩
কীর্ত্তনং ব্রহ্মক্ষত্রস্য ব্রহ্মজন্ম চ কীর্ত্ত্যতে।
অত্বো ব্রহ্মণি স্রষ্টৃত্বং প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।। ৫৪
অবস্থাশ্চাত্র কীর্ত্ত্যন্তে ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ।
কল্পানাং বৎসরঞ্চৈব জগতঃ স্থাপনং তথা।। ৫৫
শয়নঞ্চ হরেকুত্র পৃথিব্যুদ্ধরণং তথা।
সন্নিবেশঃ পুরাদীনাং বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।। ৫৬
বৃক্ষাণাং গৃহসংস্থানাং সিদ্ধীনাঞ্চ বিনাশনম্।

বলিয়াছিলেন। যিনি মহেশ্বর পরম পুরুষ অব্যক্ত চতুর্ব্বাহু, চতুর্ম্মুখ, যাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য, যিনি অপ্রমেয়, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বহেতু ঈশ্বর, তিনিই এই নিত্য সদসদাত্মক মহদাদি বিশেষান্ত নিখিল পদার্থ সৃজন করেন, ইহাই নিশ্চিত। প্রথমে এক অপ্রতিম হিরণ্ময় অণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়। সেই অণ্ডের আবরণ জল, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ভূতাদিতে, ভূতাদি মহতে এবং মহান অব্যক্তে আবৃত। আদি সৃষ্টিক্রম এইরূপেই বর্ণিত। ৩৮-৫২। যাহা হউক, অতঃপর এই পুরাণে বিশ্বদেব ও ঋষিগণের বিবরণ নিরূপণ, নদী ও পর্ব্বত সমূহের প্রাদুর্ভাব প্রকটন, সমস্ত মন্বন্তর ও কল্প বর্ণন, ব্রহ্ম ক্ষত্র ও ব্রহ্মজন্ম কীর্ত্তন, ব্রহ্মে স্রষ্টৃত্ব ও গজাসৃষ্টি উপবর্ণন, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার অবস্থাকীর্ত্তন, এবং কল্প, বৎসর, ও জগৎ স্থাপন, হরিশয়ন, পৃথিবীর উদ্ধার সাধন, পুরাদির সন্নিবেশ, বর্ণাশ্রম বিভাগ, গৃহসংস্থা বৃক্ষাদির বিনাশ, যোজন ও পথসমূহের

যোজনানাং পথাঞ্চৈব সঞ্চরং বহুবিস্তরম্।। ৫৭
স্বর্গে স্থানবিভাগঞ্চ মর্ত্ত্যানাং শুভচারিণাম্।
বৃক্ষাণামোষধীনাঞ্চ বীরুধাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্।। ৫৮
বৃক্ষনারকিকীটত্বং মর্ত্ত্যানাং পরিকীর্ত্তনম্।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ দ্বে সৃতী পরিকীর্ত্তিতে।। ৫৯
অন্নাদানাং তনূনাঞ্চ সৃজনং ত্যজনং তথা।
প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।। ৬০
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।
অঙ্গানি ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।। ৬১
পশূনাং পুরুষাণাঞ্চ সম্ভবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তথা নির্ব্বচনং প্রোক্তং কল্পস্য চ পরিগ্রহঃ।। ৬২
নব সর্গাঃ পুনঃ প্রোক্তা ব্রহ্মণোঽবুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
ত্রয়োঽন্যে বুদ্ধিপূর্ব্বাস্তু ততো লোকানকল্পয়ৎ
ব্রহ্মণোঽবয়বেভ্যশ্চ ধর্ম্মাদীনাং সমুদ্ভবঃ।
যে দ্বাদশ প্রসূয়ন্তে প্রজাঃ কল্পে পুনঃপুনঃ।। ৬৪
কল্পয়োরন্তরং প্রোক্তং প্রতিসন্ধিশ্চ যস্তয়োঃ।
তমোমাত্রাবৃতত্বাচ্চ ব্রহ্মণোঽধর্ম্মসম্ভবঃ। ৬৫
তথৈব শতরূপায়াঃ সম্ভবশ্চ ততঃ পরম্।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকূতয়শ্চ তাঃ।। ৬৬

কীর্ত্ত্যন্তে ধৃতপাপানো যেষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতা
রুচেঃ প্রজাপতেশ্চোর্দ্ধমাকূত্যাং মিথুনোদ্ভবঃ।।
প্রসূত্যামপি দক্ষস্য কন্যানাং প্রভবস্ততঃ।
দাক্ষায়ণীষু চাপ্যূর্দ্ধং শ্রদ্ধাদ্যাসু মহাত্মনাম্।। ৬৮
ধর্ম্মস্য কীর্ত্ত্যতে সর্গঃ সাত্ত্বিকস্য সুখোদয়ঃ।
তথাধর্ম্মস্য হিংসায়াং তামসোঽশুভলক্ষণঃ।।
মহেশ্বরস্য সত্যাঞ্চ প্রজাসর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিরাময়ঞ্চ ব্রহ্মাণং তাদৃশং কীর্ত্তিতং পুনঃ।। ৭০
যোগং যোগনিধিঃ প্রাহ দ্বিজানাং মুক্তি-
কাঙ্ক্ষিণাম্।
অবতারশ্চ রুদ্রস্য মহাভাগ্যং তথৈব চ।। ৭১
ত্রৈবেদিকা কথা বাপি সংবাদঃ পরমো মহান্।
ব্রহ্মনারায়ণাভ্যাঞ্চ যত্র স্তোত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।।
স্তুতস্তাভ্যাং স দেবেশস্ততোঽথ ভগবান্ শিবঃ।
প্রাদুর্ভাবোঽথ রুদ্রস্য ব্রহ্মণোঽঙ্গে মহাত্মনঃ।।
কীর্ত্ত্যতে নাম হেতুশ্চ যথারোদীন্মহামনাঃ।
রুদ্রাদীনি যথা হ্যষ্টৌ নামান্যাপ্নোৎ স্বয়ম্ভুবঃ।।
যথা চ তৈর্ব্যাপ্তমিদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ভৃগ্বাদীনামৃষীণাঞ্চ প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।। ৭৫

বহুবিস্তার সঞ্চার, ভূতলগত ও মর্ত্ত্যগণের স্বর্গে স্থান-বিভাগ, বৃক্ষ, ওষধি ও লতারাজির উৎপত্তিবার্ত্তা, মর্ত্ত্যদিগের বৃক্ষত্ব ও নারকীয় কীটত্ব কীর্ত্তন, দেব ও ঋষিদিগের দ্বিবিধ পদবী-কথন, অন্নাদি ও তনু প্রভৃতির সর্জ্জন ও বিসর্জ্জন, সমস্ত শাস্ত্র মধ্যে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অগ্রে পুরাণ-বেদন, অনন্তর তদায় বক্ত্রসমূহ হইতে সাঙ্গ বেদচতুষ্টয়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অন্যান্য ব্রত নিয়মাদির আবির্ভাব, পশু ও পুরুষদিগের উৎপত্তি, কল্পনির্ব্বাচন, কল্প-পরিগ্রহ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অবুদ্ধিপূর্ব্বক পুনরায় নববিধ সৃষ্টি, বুদ্ধিপূর্ব্বক অন্য ত্রিবিধ সৃষ্টি, অনন্তর লোককল্পন, ব্রহ্মার অবয়ব হইতে ধর্ম্মাদির উদ্ভব, দ্বাদশবিধ প্রজার প্রতিকল্পীয় পুনঃপুনঃ উৎপত্তি, কল্পদ্বয়ের মধ্য ও তাহার প্রতিসন্ধি, তমোমাত্রে আবৃত হওয়ায় ব্রহ্মা হইতে অধর্ম্মের আবির্ভাব, অনন্তর শতরূপার সম্ভব, প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, প্রসূতি ও আকূতি প্রভৃতি লোকপ্রতিষ্ঠা নিষ্পাপ ব্যক্তিবর্গের বিবরণ, আকূতির গর্ভে প্রজাপতি রুচির মিথুনোৎপত্তি, প্রসূতির গর্ভে দক্ষ-কন্যাগণের উদ্ভব, শ্রদ্ধাদি দক্ষকন্যার সাত্ত্বিক ধর্ম্মের সুখজনক সৃষ্টি, হিংসার গর্ভে অধর্ম্মের অশুভ-লক্ষণ তামস সৃষ্টি, সতীর গর্ভে মহেশ্বরের প্রজাসৃষ্টি, ব্রহ্মার নিরাময়ত্ব, মুমুক্ষু দ্বিজগণের জন্য যোগনিধি কর্ত্তৃক যোগক্রম কীর্ত্তন, রুদ্রের অবতার ও মহাভাগ্য-কথন, ত্রৈবেদিক কথা, ব্রহ্মা ও নারায়ণের পরমোদার সংবাদ, ব্রহ্মা ও নারায়ণ-কৃত মহেশ্বর-স্তব, ব্রহ্মা ও নারায়ণের স্তবে ভগবান শিবের পরিতুষ্টি, মহাত্মা ব্রহ্মার অঙ্গে রুদ্রের আবির্ভাব, তদীয় রোদনের হেতু, স্বয়ম্ভুর নিকট তাঁহার রুদ্রাদি অষ্টনাম প্রাপ্তি, রুদ্রগণ কর্ত্তৃক এই চরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্তি, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের প্রজাসৃষ্টি,

বশিষ্ঠস্য চ ব্রহ্মর্ষের্যত্র গোত্রানুকীর্ত্তনম্।
অগ্নেঃ প্রজায়াঃ সম্ভূতিঃ স্বাহায়াং যত্র কীর্ত্তিতা
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং স্বধায়াস্তদনন্তরম্।
পিতৃবংশপ্রসঙ্গেন কীর্ত্ত্যতে চ মহেশ্বরাৎ। ৭৭
দক্ষস্য শাপঃ সত্যর্তে ভৃগ্বাদীনাঞ্চ ধীমতাম্।
প্রতিশাপশ্চ রুদ্রস্য দক্ষাদদ্ভুত কর্ম্মণঃ।। ৭৮
প্রতিষেধশ্চ বৈবস্য কীর্ত্ত্যতে দোষদর্শনাৎ।
মন্বন্তরপ্রসঙ্গেন কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।। ৭৯
প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য কন্যা যা শুভলক্ষণা।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং কীর্ত্ত্যতে যত্র বিস্তরঃ।। ৮০
তেষাং নিয়োগো দ্বীপেষু দেশেষু চ পৃথক্ পৃথক্
স্বায়ম্ভুবস্য সর্গস্য ততশ্চাপ্যানুকীর্ত্তনম্।। ৮১
উক্তো নাভেনিসর্গশ্চ রজসশ্চ মহাত্মনঃ।
দ্বীপানাং সসমুদ্রাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।। ৮২
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ তদ্ভেদানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
দ্বীপভেদসহস্রাণামন্তর্ভেদশ্চ সপ্তসু।। ৮৩
বিস্তরান্মণ্ডলাশ্চৈব জম্বুদ্বীপসমুদ্রয়োঃ ।
প্রমাণং যোজনাগ্রেণ কীর্ত্ত্যতে পর্ব্বতৈঃ সহ।।
হিমবান্ হেমকূটস্তু নিষধো মেরুরেব চ।
নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবাংশ্চ কীর্ত্ত্যন্তে বর্ষ পর্ব্বতাঃ।।
তেষামন্তর বিষ্কম্ভা উচ্ছ্রায়ায়ামবিস্তরাঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে যোজনাগ্রেণ যে চ তত্র নিবাসিনঃ।।
ভারতাদীনি বর্ষাণি নদীভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা।
ভূতৈশ্চোপনিবিষ্টানি গতিমদ্ভিশ্চ বৈস্তথা। ৮৭
জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রৈঃ সপ্তাভর্বৃতাঃ।
ততশ্চাপ্যময়ী ভূমির্লোকালোকশ্চ কীর্ত্ত্যতে।।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
ভূরাদয়শ্চ কীর্ত্ত্যন্তে বরণৈঃ প্রাকৃতৈঃ সহ।। ৮৯
সর্ব্বঞ্চ তৎপ্রধানস্য পরিমাণৈকদেশিকম্।
সব্যাসপরিমাণঞ্চ সঙ্ক্ষেপেণৈব কীর্ত্ত্যতে।। ৯০
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চৈব পৃথিব্যাশ্চাপ্যশেষতঃ।
প্রমাণং যোজনাগ্রেণ সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ।।
মহেন্দ্রাদ্যাঃ সভাঃ পুণ্যা মানসোত্তরমূর্দ্ধনি।
অত ঊর্দ্ধং গতিশ্চোক্তা স্বর্গস্যালাতচক্রবৎ।।
নাগবীথ্যজবীথ্যোশ্চ লক্ষণং পরিকীর্ত্ত্যতে।
কাষ্ঠয়োর্লেখয়োশ্চৈব মণ্ডলানাঞ্চ যোজনৈঃ।।
লোকালোকস্য সন্ধ্যায়া অহ্নো বিষূবতস্তথা
লোকপালাঃ স্থিতাশ্চোর্দ্ধং কীর্ত্ত্যন্তে যে
চতুর্দ্দিশম্।।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ পন্থানৌ দক্ষিণোত্তরৌ।
গৃহিণাং ন্যাসিনাং চোক্তৌ রজঃসত্ত্বসমাশ্রয়ৎ।।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রানুকীর্ত্তন, স্বাহাগর্ভে অগ্নির প্রজাসৃষ্টি, স্বধা হইতে দ্বিবিধপিতৃগণসৃষ্টি, পিতৃবংশপ্রসঙ্গে মহেশ্বর হইতে সতী নিমিত্ত দক্ষ ও ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের উদ্দেশ্যে অভিশাপ, অদ্ভুতকর্ম্মা দক্ষের রুদ্রকে প্রতিশাপ প্রদান, বিস্তৃতরূপে বৈর-নির্যাতন কথন, দ্বীপ ও দেশসমূহে তাহা দিগের পৃথক্ পৃথক্ বিনিয়োগ, স্বায়ম্ভুব সৃষ্টি কীর্ত্তন, মহাত্মা নাভি ও রজার সৃষ্টি কথন, দ্বীপ, সমুদ্র, ও পর্ব্বত-বর্ণন, বর্ষ, নদী, তদ্ভং ভেদ ও সপ্ত দ্বীপের অন্তর্গত সহস্র সহস্র দ্বীপভেদ, জম্বুদ্বীপ ও সমুদ্রের মণ্ডল বিস্তার হইতে পর্ব্বতসমূহ সহ যোজনাধিক প্রমাণ কীর্ত্তন, হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গ বান, প্রভৃতি বর্ষপর্ব্বতসমূহের বিবরণ, পর্ব্বত সকলের অন্তর বিষ্কম্ভ, উচ্ছ্রয়, আয়াম ও বিস্তার, এবং তত্তৎ পর্ব্বতের অধিবাসীদিগের বৃত্তান্ত, ৫৩-৮৬; স্থাবর জঙ্গম প্রাণিনিচয়াধ্যুষিত ভরতাদি বর্ষসমূহের এবং তত্রত্য নদী ও বর্ষাদির বিবরণ, জম্বু দ্বীপাদি দ্বীপসকলের সপ্ত সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টন কীর্ত্তন, তৎপরবর্ত্তী জলময়ী ভূমি ও লোকালোক পর্ব্বত-বিবরণ, সপ্তদ্বীপা মেদিনী ও এই সকল লোকের অণ্ডমধ্যে অবস্থান কীর্ত্তন, বিভিন্ন প্রাকৃত আবরণসহ ভূরাদির বর্ণন, সূর্য্য-চন্দ্র ও পৃথিবীর প্রমাণ কীর্ত্তন, মানসোত্তর শৈলশিখরে মহেন্দ্রাদির পুণ্য সভাবর্ণন, অতঃপর স্বর্গের অলাতচক্রাৎ গতি-নিরূপণ, নাগবীথী ও অজবীথীর লক্ষণ কীর্ত্তন, চারিদিকের উর্দ্ধস্থ লোকপালদিগের নাম নিরূপণ, পিতৃ ও দেবগণের দাক্ষিণোত্তর পথ-নির্দ্দেশ, রজ ও সত্ত্বগুণের আশ্রয়-নিবন্ধন গৃহী ও সন্ন্যাসীদিগেরও উক্ত দ্বিবিধ পথ

কীর্ত্ত্যতে চ পদং বিষ্ণোর্ধর্ম্মাদ্যা যত্র ধিষ্ঠিতাঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারো গ্রহাণাং জ্যোতিষাং তথা
কীর্ত্ত্যতে ধ্রুবসামর্থ্যাৎ প্রজানাঞ্চ শুভাশুভম্।
ব্রহ্মাণানির্ম্মিতঃ সৌরঃ স্যন্দনোঽর্থবশাৎ স্বয়ম্
কীর্ত্ত্যতে ভগবান যেন প্রসর্পতি দিবি স্বয়ম্।
সরেথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা ।।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ।
অপাং সারময়শ্চেন্দোঃ কীর্ত্ত্যতে চ রথস্তথা ।।
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চ সোমস্য কীর্ত্ত্যেতে সূর্য্যকারিতৌ
সূর্য্যাদীনাং স্যন্দনানাং ধ্রুবাদেব প্রকীর্ত্তনম্।।
কীর্ত্ত্যতে শিশুমারশ্চ যস্য পুচ্ছে ধ্রুবঃ স্থিতঃ।
তারারূপাণি সর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।। ১০১
নিবাসা যত্র কীর্ত্ত্যন্তে দেবানাং পুণ্যকারিণাম্
সূর্য্যরশ্মিসহস্রে চ বর্ষশীতোষ্ণনিঃস্রবঃ।। ০২
প্রবিভাগশ্চ রশ্মীনাং নামতঃ কর্ম্মনোঽর্থতঃ।
পরিমাণগতী চোক্তে গ্রহাণাং সূর্য্যাসংশ্রয়াৎ।।
যথা চাশু বিষাৎ প্রাপ্তা শম্ভোঃ কণ্ঠস্য নীলতা
ব্রহ্মা প্রসাদিতস্যাশু বিষাদঃ শূলপাণিনাঃ।।
স্তূয়মানঃ সুরৈর্বিষ্ণুঃ স্তৌতি দেবং মহেশ্বরম্।
লিঙ্গোদ্ভবকথাং পুণ্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম।।
বিশ্বরূপাৎ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ।
পুরূরবস ঐলস্য মাহাত্ম্যানু প্রকীর্ত্তনম্। ১০৬
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং তর্পণং চামৃতস্য বৈ।
ততঃ পর্ব্বাণি কীর্ত্ত্যন্তে পর্ব্বণাং চৈব সন্ধয়ঃ।।
স্বর্গলোকগতানাঞ্চ প্রাপ্তানাং চাপ্যধোগতিম্।
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং শ্রাদ্ধেনানুগ্রহো মহান্।।
যুগসংখ্যা প্রমাণঞ্চ কীর্ত্ত্যতে চ কৃতং যুগম্।
ত্রেতাযুগে চাপকর্ষাদ্বার্ত্তায়াঃ সম্প্রবর্ত্তনম্।। ১০
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সংখ্যানাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সংস্থিতির্ধর্ম্মতস্তথা।। ১১০
যজ্ঞ প্রবর্ত্তনঞ্চৈব সংবাদো যত্র কীর্ত্ত্যতে।
ঋষীণাং বসুনা সার্দ্ধং বসোশ্চাধঃ পুনর্গতিঃ।।
প্রশ্নানাং দুর্ব্বিত্বঞ্চ স্বায়ম্ভুবমৃতে মনুম্।
প্রশংসা তপসশ্চোক্তা যুগাবস্থাশ্চ কৃৎস্নশঃ।।
দ্বাপরস্য কলেশ্চাত্র সঙ্ক্ষেপেণ প্রকীর্ত্তনম্।
দেবতির্যঙ্মনুষ্যাণাং প্রমাণানি যুগে যুগে।। ১১৩

কথন, ধর্ম্মাদির অধিষ্ঠান বিষ্ণুপদ কীর্ত্তন, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সঞ্চার বর্ণন, ধ্রুবসামর্থ্যে প্রজাবর্গের শুভাশুভ নিরূপণ, প্রয়োজনবশে স্বয়ং ব্রহ্মা যে সৌর স্যন্দন নির্ম্মাণ করেন, ভগবান দিবাকর যাহাতে আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, যাহাতে দেবতা, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রথকার, সর্প ও রাক্ষস-গণ বিদ্যমান সেই রথের ও জলসারময় চন্দ্ররথের বিবরণ, সূর্য্যনিমিত্ত চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় কথন, ধ্রুব হইতে সূর্য্যাদির স্যন্দন-সমূহের কীর্ত্তন, শিশুমার-বিবরণ, তদীয় পুচ্ছে ধ্রুবের অবস্তান বর্ণন, গ্রহগণ সহ তারারূপী সমুদয় নক্ষত্রবিবরণ, তথায় পুণ্যকারী দেবগণের নিবাস কথন, সূর্য্যের সহস্ররশ্মিতে বর্ষরূপ শীত ও উষ্ণ নিস্রব কথন, নাম, কর্ম্ম ও অর্থানুসারে রশ্মিসমূহের বিভাগ বর্ণন, সূর্য্যের সংস্রবে গ্রহগণের পরিণাম ও গতি নিরূপণ, বিষপানে শম্ভুর আশু নীলকণ্ঠত্ব-প্রাপ্তি বর্ণন, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া শূলপাণির বিষ ভক্ষণ, সুরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বিষ্ণুর মহেশ্বর-স্তব, সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী পাবনী লিঙ্গোদ্ভবকথা, বিশ্বরূপ হইতে প্রধানের অদ্ভুত পরিণাম, ঐল পুরূরবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, দ্বিবিধ পিতৃ-পুরুষের তর্পণ বর্ণন, অন্তনর পর্ব্ব ও পর্ব্ব-সন্ধিসমূহের কীর্ত্তন, স্বর্গগত ও অধোগত এই দ্বিবিধ পিতৃ পুরুষগণের শ্রাদ্ধ দ্বারা বিশেষ সুযোগপ্রাপ্তি বর্ণন, যুগসংখ্যা প্রমাণ, কৃত ও ত্রেতাযুগাদির বিবরণ বর্ণন, বর্ণ ও আশ্রমসমূহের সংখ্যা ও প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মানুসারে বর্ণ ও আশ্রমসমূহের সংস্থান, যজ্ঞ প্রবর্ত্তন, বসু সহ ঋষিগণের সংবাদ কীর্ত্তন, বসুর অধোগতি কথন, স্বায়ম্ভুর মনু ব্যতীত প্রশ্নসমূহের দুর্ব্বচত্ব কথন, তপস্যার প্রশংসা, সমুদয় যুগবার্ত্তা এব সংক্ষেপে দ্বাপর ও কলির বৃত্তান্ত বর্ণন, দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্য-দিগের প্রতিযুগীয় প্রমাণ নিরূপণ যুগ

কীর্ত্ত্যন্তে যুগসামর্থ্যাৎ পরিণাহোচ্ছ্রায়ায়ুষঃ।
শিষ্টাদীনাঞ্চ নির্দ্দেশঃ প্রাদুর্ভাবশ্চ কীর্ত্ত্যতে।।
মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ লক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্।
ঈশ্বরাণামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ ।।
বেদস্য তদ্বিজাতানাং মন্ত্রাণাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্।
শাখানাং পরিমাণঞ্চ বেদব্যাসাদিশব্দনম্।।
মন্বন্তরাণাং সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ।। ১১৭
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুমিত্যুক্তঞ্চ সমাসতঃ ।
মন্বন্তরস্য সংখ্যা চ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা ।। ১১৮
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষামেতদেব চ লক্ষণম্ ।
অতীতানাগতানাঞ্চ বর্ত্তমানেন কীর্ত্ত্যতে।।
তথা মন্বন্তরাণাঞ্চ প্রতিসন্ধানলক্ষণম্ ।
অতীতানাগতানাঞ্চ প্রোক্তং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।।
মন্বন্তরত্রয়ঞ্চৈব কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।
মন্বন্তরেষু দেবানাং প্রজেশানাঞ্চ কীর্ত্তনম্ ।।
দক্ষস্য চাপি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়া দুহিতুঃ সুতাঃ ।
ব্রহ্মাদিভিস্তে জনিতা দক্ষেণৈব চ ধীমতা।।
সাবর্ণ্যাদ্যাশ্চ কীর্ত্ত্যন্তে মনবো মেরুমাশ্রিতাঃ।
ধ্রুবস্যোত্তানপাদস্য প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ।। ১১৩
পৃথুনা বাপি বৈন্যেন ভূমের্দোহপ্রবর্ত্তনম্।
পাত্রাণাং পয়সাঞ্চৈব বংশানাঞ্চ বিশেষণম্।।
ব্রহ্মাদিভিঃ পূর্ব্বমেব দুগ্ধা চেয়ং বসুন্ধরা।
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতেঃ
দক্ষস্য কীর্ত্ত্যতে জন্ম সোমস্যাংশেন ধীমতঃ।
ভূতভব্যভবেশত্বং মহেন্দ্রাণাঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।।
মন্বাদিকা ভবিষ্যন্তি আপ্যানৈর্বহ্বভির্বৃতাঃ।
বৈবস্বতস্য চ মনোঃ কীর্ত্ত্যতে সর্গবিস্তরঃ।
দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্।
ব্রহ্মণ্ডক্রাৎ সমুৎপত্তির্ভৃগ্বাদীনাঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।।
বিনিবৃত্তে প্রজাসর্গে চাক্ষুষস্য মনোঃ শুভে।
দক্ষস্য কীর্ত্ত্যতে সর্গো ধ্যানাদ্বৈবস্বতেঽন্তরে
নারদঃ প্রিয়সংবাদো দক্ষপুত্রান্মহাবলান্।
নাশয়ামাস শাপায় আত্মনো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।।
ততো দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বীরিণ্যামেব বিশ্রুতা
কীর্ত্ত্যতে ধর্ম্মসর্গশ্চ কশ্যপস্য চ ধীমতঃ।।
অত উর্দ্ধং ব্রহ্মণশ্চ বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ।
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ বিশেষত্বঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।। ১৩২

দিগের প্রতিযুগীয় প্রমাণ নিরূপণ যুগ প্রভাবে প্রাণীদিগের পরিণাহ, উচ্ছ্রায় ও আয়ুষ্কাল কীর্ত্তন, শিষ্টাদির নির্দ্দেশ ও প্রাদুর্ভাব কথন, বেদ ও বেদমন্ত্রসমূহের কীর্ত্তন, বেদ শাখাসমূহের পরিমাণ, বেদব্যাসাদি-শব্দের ব্যুৎপত্তি, মন্বন্তরসমূহের সংহার ও সংহারান্তে পুনরায় তৎসমুদয়ের সম্ভব, দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণের বহু বিস্তৃত সম্ভববার্ত্তা সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন, মানুষ মানে মন্বন্তর সংখ্যা-নিরূপণ, সমস্ত মন্বন্তরেরই ঐরূপ লক্ষণ কীর্ত্তন, বর্ত্তমান সহ অতীত ও অনাগত মন্বন্তরসমূহের কীর্ত্তন, মন্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধিলক্ষণ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতীত ও অনাগত মন্বন্তরবার্ত্তা, মন্বন্তরত্রয় ও কালজ্ঞান কীর্ত্তন, মন্বন্তরীয় দেব ও প্রজাপতিগণের নাম কীর্ত্তন, প্রজাপতি দক্ষের দয়িতা, দুহিতা ও দৌহিত্রদিগের বিবরণ, মেরুগিরিবাসী সাবর্ণাদির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন, ঔত্তানপাদ ধ্রুবের প্রজাসৃষ্টিবর্ণন, বেননন্দন পৃথুর পৃথিবীদোহন বিবরণ, দোহনব্যাপারে পাত্র, দুগ্ধ ও দোহনকর্ত্তৃগণের বিশেষত্ব কীর্ত্তন, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক পৌর্ব্বকালিক পৃথ্বীদোহন বিবরণ, মারিষার গর্ভে দশ প্রচেতা হইতে সোমের অংশে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম কীর্ত্তন, মহেন্দ্রগণের ভূত, ভাবী ও ভবেশত্ব কথন, ৮৭-১১৬। ভাবী মন্বাদির বহু আখ্যানময়ী কথা, বৈবস্বত মনুর সৃষ্টিবিস্তার বর্ণন, যজ্ঞে মহাদেবের বারুণী তনু ধারণ, ব্রহ্মণ্ডক্র হইতে ভৃগু প্রভৃতির সমুৎপত্তি বার্ত্তা, চাক্ষুষ মনুর শুভ প্রজাসৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ধ্যানযোগে দক্ষপ্রজাপতির প্রজাসৃষ্টি কথন আপনার শাপ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মপুত্র নারদ কর্ত্তৃক মহাবল দক্ষনন্দনগণের ধ্বংস সাধন, অনন্তর দক্ষ হইতে বীরিণীর গর্ভে বিখ্যাত দক্ষকন্যাগণের উৎপত্তি, ধীমান কশ্যপের ধর্ম্মসর্গ কথন অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ভবের একত্ব, পৃথক্ত্ব, ও বিশেষত্ব কীর্ত্তন,

ঈশত্বাচ্চ যথা শপ্তা জাতা দেবাঃ স্বয়ম্ভুবা।
মরুৎ প্রসাদৌ মরুতাং দিত্যা দেবাংশসম্ভবাঃ
কীর্ত্ত্যন্তে মরুতাং চাথ গণাস্তে সপ্তসপ্তকাঃ ।
দেবত্বং পিতৃবাক্যেণ বায়ুস্কন্ধেন চাশ্রয়।।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সর্পভূতপিশাচানাং পশূনাং পক্ষিবীরুধাম্।।
উৎপত্তয়শ্চাপ্সরসাং কীর্ত্ত্যন্তে বহুবিস্তরা।
সমুদ্রসংযোগকৃতং জন্মৈরাবতহস্তিনঃ ।। ১৩৬
বৈনতেয়সমুৎপত্তিস্তথা চাস্যাভিষেচনম্।
ভৃগূণাং বিস্তরশ্চোক্তস্তথা চাঙ্গিরসামপি। ১৩৭
কশ্যপস্য পুলস্ত্যস্য তথৈবাত্রের্মহাত্মনঃ ।
পরাশরস্য চ মুনেঃ প্রজানাং যত্র বিস্তরঃ ।।
দেবতাণামৃষীণাঞ্চ প্রজোৎপত্তিস্ততঃ পরম্।
তিস্রঃ কন্যাঃ প্রকীর্ত্ত্যন্তে যাসুলোকাঃপ্রতিষ্ঠিতাঃ
পিতৃদৌহিত্রনির্দ্দেশো দেবানাং জন্ম চোচ্যতে
বিস্তরস্তে ভগবতঃ পঞ্চানাং সুমহাত্মনাম্।।
ইলায়া বিস্তরশ্চোক্ত আদিত্যস্য ততঃ পরম্।
বিকুক্ষিচরিতং চোক্তং ধুন্ধোশ্চৈব নিবর্হণম্ ।।

প্রভুত্ব হেতু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবগণের প্রতি অভিশাপপ্রদান, দিতির গর্ভে মরুদ্‌গণের উৎপত্তি, দেবগণ সহ তাঁহাদিগের সদ্ভাব ও দেবত্ব প্রাপ্তি, মরুদ্‌গণের ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যা নিরূপণ, পিতৃবাক্যে তাহাদিগের দেবত্ব ও বায়ুস্কন্ধে আশ্রয় লাভ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ রাক্ষস, সর্ব্বভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, লতা, ও অপ্সরঃসমূহের বহু বিস্তৃত উৎপত্তিবিবরণ, সমুদ্র হইতে ঐরাবতের জন্মবৃত্তান্ত, বৈনতেয়ের উৎপত্তি ও অভিষেকবর্ণন; ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, পুলস্ত্য, মহাত্মা অত্রি, ও পরাশর মুনির সৃষ্ট প্রজাসমূহের বিস্তৃতবার্ত্তা, অনন্তর দেব ও ঋষিগণের প্রজোৎপত্তিবিবরণ, সর্ব্বলোকপ্রসূতি কন্যাত্রয়ের বিবরণ, সুমহাত্মা পঞ্চ দেবগণের জন্ম ও পিতৃদৌহিত্র নির্দ্দেশ, ইলা ও আদিত্যের বিস্তৃত বিবরণ, বিকুক্ষি চরিত ও ধুন্ধুনিবর্হণ, এবং

বৃহদ্‌বলান্তসঙ্ক্ষেপাদিক্ষ্বাকাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নিম্যাদীনাং ক্ষিতীশানাং যাবজ্জহ্নুগণাদিতি।।
কীর্ত্ত্যতে বিস্তরো যশ্চ যজ্জাতেরপি ভূপতেঃ।
যদুবংশসমুদ্দেশো হৈহয়স্য চ বিস্তরঃ।। ১৪৩
ক্রোষ্টোরনন্তরং চোক্তস্তথা বংশস্য বিস্তরঃ।
জ্যামঘস্য চ মাহাত্ম্যং প্রজাসর্গশ্চ কীর্ত্ত্যতে।।
দেবাবৃধস্য ত্বর্কস্য বৃষ্ণেশ্চৈব মহাত্মনঃ।
অনমিত্রান্বয়শ্চৈব বৃষ্ণের্দিব্যাভিশংসনম্।। ১৪৫
বিবস্বতোহয় সম্প্রাপ্তির্মাণরত্নস্য ধীমতঃ।
যুধাজিতঃ প্রজাসর্গঃ কীর্ত্ত্যতে চ মহাত্মনঃ।।
কীর্ত্ত্যতে চান্বয়ঃ শ্রীমান রাজর্ষের্দেবমীঢুষঃ।
পুনশ্চ জন্ম চাপ্যুক্তং চরিতঞ্চ মহাত্মনঃ ।। ১৪৭
কংসস্য চাপি দৌরাত্ম্যমেকান্তেন সমুদ্ভবঃ।
বাসুদেবস্য দেবক্যাং বিষ্ণোর্জন্ম প্রজাপতেঃ।।
বিষ্ণোরনন্তরঞ্চাপি প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।
দেবাসুরে সমুৎপন্নে বিষ্ণুনা স্ত্রীবধে কৃতে।।
সংরক্ষতা শক্রবধং শাপঃ প্রাপ্তঃ পুরা ভৃগোঃ
ভৃগুশ্চোত্থাপয়ামাস দিব্যাং শুক্রস্য মাতরম্।।
দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামা দ্বাদশাদ্ভুতাঃ ।

ইক্ষ্বাকু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদ্বল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূপতির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন, নিম্যাদি ক্ষিতীশগণের বিবরণ, ভূপতি যযাতির বিস্তৃত বার্ত্তা, যদুবংশ কীর্ত্তন, হৈহয়ের বিস্তৃত বৃত্তান্ত, ক্রোষ্টুর পরবর্ত্তী বংশধরগণের বিবরণ, জ্যামঘের মাহাত্ম্য ও প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, দেবায়ুধ, অর্ক ও মহাত্মা বৃষ্ণি প্রভৃতির বিবরণ, অনমিত্রবংশ বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর দিব্যাভিশাস্ত, ধীমান বিবস্বানের মণিরত্ন প্রাপ্তি, মহাত্মা যুধাজিতের প্রজাসৃষ্টি কীর্ত্তন, রাজর্ষি দেবমীঢুষের সুসমৃদ্ধ বংশবিবরণ এবং ঐ মহাত্মার পুনরুৎপত্তি ও চরিতাখ্যান, কংসের দৌরাত্ম্য, দেবকীর গর্ভে বাসুদেবাখ্য বিষ্ণুর একান্তে জন্ম বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর পরবর্ত্তী প্রজা সৃষ্টিবর্ণন, দেবাসুর-সংঘর্ষে বিষ্ণু কর্ত্তৃক স্ত্রীবধ ও ইন্দ্রের জীবন রক্ষা বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর অভিশাপ, ভৃগু কর্ত্তৃক শুক্রমাতার উত্থাপন, সুরাসুরগণের দ্বাদশ

নারসিংহপ্রভৃতয়ঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রাণনাশনাঃ। ১৫১
শুক্রোণারাধনং স্থাণোর্ধীরেণ তপসা কৃতম্।
বরদানপ্রলুব্ধেন যত্র শর্ব্বস্তবঃ কৃতঃ। ১৫২
অনন্তরং বিনির্দ্দিষ্টং দেবাসুরবিচেষ্টিতম্।
জয়ন্ত্যা সহ সক্তে তু যত্র শুক্রে মহাত্মনি।। ১৫৩
অসুরান্মোহয়ামাস শুক্ররূপেণ বুদ্ধিমান্।
বৃহস্পতিস্তু তান শুক্রঃ শশাপ সুমহাদ্যুতিঃ।।
উক্তঞ্চ বিষ্ণুমাহাত্ম্যং বিষ্ণোর্জন্মাদিশব্দনম্।
তুর্ব্বসুঃ শুক্রদৌহিত্রো দেবযান্যাং যদোরভূৎ
অনুর্দ্রুহ্যস্তথা পূরুষযাতিতনয়া নৃপাঃ।
অত্র বংশ্যা মহাত্মানস্তেষাং পার্থিবসত্তমাঃ।। ১৫৬
কীর্ত্ত্যন্তে যত্র কার্ৎস্ন্যেন ভূতিরদ্রবিণতেজসঃ।
কুশিকস্য চ বিপ্রর্ষেঃ সম্যগ্ যো ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ।।
বার্হস্পত্যং তু সুরভির্বত্র শাপমিহানুদৎ।
কীর্ত্তনং জহ্নু বংশস্য শান্তনোর্বীর্য্যশব্দনম্।।
ভবিষ্যতাং তথা রাজ্ঞামুপসংহারশব্দনম্।
অনাগতানাং সপ্তানাং মনূনাং চোপবর্ণনম্।।
ভৌমস্যান্তে কলিযুগে ক্ষীণে সংহারবর্ণনম্।
পরার্দ্ধপরয়োশ্চৈব লক্ষণং পরিকীর্ত্ত্যতে।।

ব্রহ্মণো যোজনাগ্রেণ পরিমাণবিনির্ণয়ঃ।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তি চঃ স্মৃতঃ।।
ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানাং কীর্ত্ত্যতে প্রতিসঞ্চরঃ।
অনাবৃষ্টির্ভাস্কারাচ্চ ঘোরঃ সম্বর্ত্তকোঽনলঃ।। ১৬২
মেঘো হ্যেকার্ণবং বায়ুস্তথা রাত্রির্মহাত্মনঃ।
সংখ্যালক্ষণমুদ্দিষ্টং ততো ব্রাহ্মং বিশেষতঃ।।
ভূরাদীনাঞ্চ লোকানাং সপ্তানামুপবর্ণনম্।
কীর্ত্ত্যন্তে চ ত্র নিরয়াঃ পাপানাং রৌরবাদয়ঃ।।
ব্রহ্মালোকোপরিষ্টাত্তু শিবস্য স্থানমুত্তমম্।
যত্র সংহারমায়ান্তি সর্ব্বভূতানি সঙক্ষয়ে।। ১৬৫
সর্ব্বেষাং চৈব সত্ত্বানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ।
ব্রহ্মণঃ প্রতিসংসর্গে সর্ব্বসংহারবর্ণনম্।। ১৬৬
অষ্টরূপ্যমতঃ প্রোক্তং প্রাণস্যাষ্টকমেব চ।
গতিশ্চোর্দ্ধমধশ্চোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসমাশ্রয়াৎ।। ১৬৭
কল্পে কল্পে চ ভূতানাং মহতামপি সঙক্ষয়ঃ।
প্রসংখ্যায় চ দুঃখানি ব্রহ্মণশ্চাপ্যনিত্যতা।। ১৬৮
দৌরাত্ম্যং চৈব ভোগানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ।
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।। ১৬৯
ব্যক্তাব্যক্তং পরিত্যজ্য সত্ত্বং ব্রহ্মণি সংস্থিতম্।

বর্ষব্যাপী সংগ্রাম, নরসিংহাদি দৈত্যপ্রাণহর অবতার কথন, শুক্রের তপস্যা ও স্থাণুর আরাধনা, বরদানে প্রলুব্ধ হইয়া শুক্র কর্ত্তৃক মহাদেবের স্তব, সুরাসুরগণের কার্য্য নির্দ্দেশ, মহাত্মা শুক্র জয়ন্তী সহ সংসক্ত হইলে বুদ্ধিমান বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অসুরদিগের মোহ উৎপাদন, মহাপ্রভু শুক্রের অসুরগণের প্রতি শাপ প্রদান, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন ও তদীয় জন্মাদি বিবরণ, যযাতি হইতে শুক্রদৌহিত্র যদু, তর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু প্রভৃতির উৎপত্তি, এই বংশে যে সকল প্রভূতবলবীর্য্য ও কীর্ত্তি-সম্পত্তিশালী, মহাত্মা নরপতি ছিলেন তাঁহাদের বিবরণ, বিপ্রষিকুশিকের যথাযথ ধর্ম্মসংশ্রয় কীর্ত্তন, সুরভির শাপদান বিবরণ, জহ্নু বংশ কীর্ত্তন, শান্তনুর বীর্য্য-ব্যাখ্যা, ভাবী রাজগণের উপসংহার কথন, অনাগত সপ্ত মনুর বিবয়ণ, কলিযুগ ক্ষীণ হইবার পর সংহার বর্ণন, পরার্দ্ধদ্বয়ের লক্ষণ কীর্ত্তন, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক এই ত্রিবিধ প্রলয়কথন, ভাস্কর হইতে অনাবৃষ্টি ও সম্বর্ত্তকাখ্য অনলের আবির্ভাব, অনন্তর মেঘবর্ষণে একাণবীভাব, বায়ুপ্রবাহ ও ব্রাহ্ম রাত্রির সমাগম এবং উহাদের সংখ্যা ও লক্ষণ কীর্ত্তন ভূরাদি সপ্তলোক বর্ণন, রৌরবাদি পাপসমূহের বিবরণ, প্রলয়ে সর্ব্ব প্রাণী যথায় সংহৃত হয়, ব্রহ্মলোকোপরি শিবের সেই উত্তম স্থান নির্দ্দেশ, সর্ব্বপ্রারীর পরিণাম নির্ণয়, ব্রহ্মার প্রত্যেক সৃষ্টির পর সৃষ্ট প্রাণীদিগের সংহার কথন, ১১৭-১৬৬। প্রাণের অষ্টবিধত্ব কীর্ত্তন, ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়ে ঊর্দ্ধ ও অধোগতি বর্ণন, প্রতি কল্পে মহাভূতগণেরও সংহার বিবরণ, দুঃখ-প্রসংখ্যা, ব্রহ্মার অনিত্যত্ব, ভোগসমূহের দৌরাত্ম্য ও পরিণাম নির্ণয়, মোক্ষের দুর্লভতা, বৈরাগ্যবশে সংসারের দোষ দর্শন, ব্যক্তাব্যক্ত

নানাত্বদর্শনাচ্ছুদ্ধং ততস্তদভিবর্ত্ততে।। ১৭০
ততস্তাপত্রয়াতীতো নীরূপাখ্যো নিরঞ্জনঃ।
আনন্দো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো ন বিভেতি কুতশ্চন
কীর্ত্ত্যতে চ পুনঃ সর্গো ব্রহ্মণোঽন্যস্য পূর্ব্ববৎ
কীর্ত্ত্যতে ঋষিবংশশ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।। ১৭২
ইতিকৃত্যসমুদ্দেশঃ পুরাণস্যোপবর্ণিতঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে জগতো হ্যত্র সর্ব্বপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।। ১৭৩
প্রবৃত্তয়শ্চ ভূতানাং নিবৃত্তীনাং ফলানি চ।
প্রাদুর্ভাবো বশিষ্ঠস্য শক্ত্রের্জন্ম তথৈব চ।। ১৭৪
সৌদাসান্নিগ্রহস্তস্য বিশ্বামিত্রকৃতেন চ।
পরাশরস্য চোৎপত্তিরদৃশ্যত্বং যথা বিভোঃ।।
জজ্ঞে পিতৃণাং কন্যায়াং ব্যাসশ্চাপি যথা মুনিঃ
শুকস্য চ তথা জন্ম সহ পুত্রস্য ধীমতঃ।। ১৭৬
পরাশরস্য প্রদ্বেষো বিশ্বামিত্রকৃতো যথা।
বশিষ্ঠসম্ভূতশ্চাগ্নিবিশ্বামিত্রজিঘাংসয়া।। ১৭৭
সন্তানহেতোর্বিভুনা চীর্ণঃ স্কন্দেন ধীমতা।
দৈবেন বিধিনা বিপ্র বিশ্বামিত্রহিতৈষণা।। ১৭৮
একং বেদং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধাপুনরীশ্বরঃ।
যথা বিভেদ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্বান স্ববুদ্ধিতঃ।।

প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মকেই শুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়রূপে কীর্ত্তন, অনন্তর তাপত্রয়াতীত নীরূপাখ্য নিরঞ্জন আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণন, পুনরায় ব্রহ্মার পূর্ব্ববৎ অপর এক সৃষ্টি কথন, সর্ব্বপাপহর ঋষিবংশ কীর্ত্তন, পুরাণ সম্বন্ধীয় ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয়, জগতের সর্ব্ববিধ প্রলয় বিক্রিয়া কীর্ত্তন, ভূতসমূহের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ফল কথন, বশিষ্ঠের প্রাদুর্ভাব, শাক্ত্রর জন্ম, বিশ্বামিত্রের উত্তেজনায় সৌদাব কর্ত্তৃক তাহার নিগ্রহ, পরাশরের উৎপত্তি, পিতৃগণের কন্যায় ব্যাস মুনির জন্ম, শুকের উৎপত্তি, পরাশরের প্রতি বিশ্বমিত্র-কৃত দ্বেষ, বিশ্বামিত্রকে নিহত করিবার জন্য বশিষ্ঠের অগ্নিসংরক্ষণ, বিশ্বামিত্রের হিতৈষণায় দৈব বিধি অনুসারে ধীমান্ স্কন্দ কর্ত্তৃক সন্তান হেতু অনুষ্ঠানবিশেষ, ভগবান্ ব্যাস কর্ত্তৃক স্বীয় বুদ্ধিবলে একই বেদ চতু র্ভাগে বিভাগ, তদীয়

তস্য শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈশ্চ শাখাভেদাঃ পুনঃকৃতাঃ
প্রয়োগৈঃ ষড়গুণীয়ৈশ্চ যথা পৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।।
পৃষ্টেন চানুপৃষ্টাস্তে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ।
দেশং পুণ্যমভীপ্সন্তো বিভুনা তদ্ধিতৈষিণা।।
সুনাভং বিদ্যরূপাখ্যং সত্যাঙ্গং শুভবিক্রমন্।
অনৌপম্যমিদং চক্রং বর্ত্তমানমতন্দ্রিতাঃ।। ১৮২
পৃষ্ঠতো যাতি নিয়তাস্ততঃ প্রাপ্স্যথ যদ্ধিতম্।
গচ্ছতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমির্বিশীর্য্যতে।। ১৮৩
পুণ্যঃ স দেশো মন্তব্য ইত্যুবাচ তদা প্রভুঃ।
উক্ত্বা চৈবমৃষীন্ ব্রহ্মা হ্যদৃশ্যত্বমগাৎ পুনঃ।। ১৮৪
গঙ্গাগর্ভসমাহারং নৈমিষেয়ত্বমেব চ।
ঈজিরে চৈব সত্রেণ মুনয়ো নৈমিষে তদা।। ১৮৫
মৃতে শরদ্বতি তথা তস্য চোত্থাপনং কৃতম্।
ঋষয়ো নৈমিষেয়াস্তু শ্রদ্ধয়া পরয়া পুনঃ।। ১৮৬
নিঃসীমাং গামিমাং কৃৎস্নাং কৃত্বা রাজানমাহরন্
যথাবিধি যথাশাস্ত্রং তমাতিথ্যৈরপূজয়ন্। ১৮৭

শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রশ্নানুসারে ষড়গুণ্য প্রয়োগ সহকারে বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রকাশ, পবিত্র দেশ প্রাপ্তি বাসনায় ব্রহ্মার নিকট ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মুনিগণের প্রশ্ন, তদুত্তরে মুনিগণের হিতাভিলাষী ব্রহ্মার কথা এই যে, এই সুনাভ সত্যাঙ্গ, শুভবিক্রম অনুপম দিব্যরূপাখ্য চক্র আছে, আপনারা অতন্দ্রিত হইয়া ইহার পশ্চাৎ পাশ্চাৎ গমন করুন, তাহা হইলেই হিতকর দেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই ধর্ম্মচক্র গমন করিতে থাকিলে যথায় গিয়া ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে, তাহাই পুণ্য দেশ বলিয়া মনে করিবেন। মুনিগণকে এই কথা কহিবার পর ব্রহ্মার অন্তর্ধান, গঙ্গাগর্ভ-সমাহার, নৈমিষেয়ত্ব কথন, নৈমিষারণ্যে মুনিগণের যজ্ঞারম্ভ, শরদ্বানের মৃত্যু, ঋত্বিগণ কর্ত্তৃক পুনরায় তাহার উত্থাপন, নৈমিষেয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে ঐড় রাজাকে যথাবিধি সমগ্র পৃথিবীরাজ্যে বরণ করিয়া অতিথিজনোচিত

প্রীতং চৈব কৃতাতিথ্যং রাজানং বিধিবত্তদা।
অন্তর্দ্ধানগতঃ ক্রূরঃ স্বর্ভানুরসুরোঽহরৎ।। ১৮০
অনুসম্মূর্হ্তং চাপি নৃপমৈড়ং যথা পুরা।
গন্ধর্ব্বসংহিতং দৃষ্ট্বা কলাপগ্রামবাসিনম্।। ১৮৯
সন্নিপাতঃ পুনস্তস্য যথা যজ্ঞে মহর্ষিভিঃ।
দৃষ্ট্বা হিরণ্ময়ং সর্ব্বং যজ্ঞে বস্তু মহাত্মনাম্।। ১৯০
তদা বৈ নৈমিষেয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
যথা বিবদমানস্তু ঐড়ঃ সংস্থাপিতস্তু তৈঃ।। ১৯১
জনয়িত্বা ত্বরণ্যান্ত ঐড়পুত্রং যথায়ুষম্।
সম্মাপয়িত্বা তৎসত্রমায়ুষং পর্য্যুপাসতে।। ১৯২
এতৎসর্ব্বং যথাবৃত্তং ব্যাখ্যাতং দ্বিজসত্তমাঃ।
ঋষীণাং পরমং চাত্র লোকতত্ত্বমনুত্তমম্।। ১৯৩
ব্রহ্মণা যৎপুরা প্রোক্তং পুরাণং জ্ঞানমুত্তমম্।
অবতারশ্চ রুদ্রস্য দ্বিজানুগ্রহকারণাৎ।। ১৯৪
তথা পাশুপতা যোগাঃ স্থানানাং চৈব কীর্ত্তনম্
লিঙ্গোদ্ভবস্য দেবস্য নীলকণ্ঠত্বমেব চ।। ১৯৫
কথ্যতে যত্র বিপ্রাণাং বায়ুনা ব্রহ্মবাদিনা।

সৎকার করণ, কৃতাতিথ্য প্রীতিমান রাজাকে প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি ক্রূর অসুর স্বর্ভানু কর্ত্তৃক হরণ, ঋষি কর্ত্তৃক হৃত ঐড় নরপতির অনুসরণ ও কলাপ গ্রামে গন্ধর্ব্বসহ রাজার সাক্ষাৎ লাভ, ঋষিগণের চেষ্টায় পুনরায় যজ্ঞক্ষেত্রে রাজার আগমণ, নৈমিষেয় ঋষিগণের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে সমস্ত যজ্ঞীয় পাত্র সুবর্ণময় দেখিয়া ঐড় রাজার বিবাদ, তাহাতে ঋষিগণ কর্ত্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান, অরণ্যপ্রান্তে ঐড়পুত্র আয়ুকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাধান ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক আয়ু রাজার যথেষ্ট সমাদর; হে দ্বিজগণ! এই সকল বিবরণ এই পুরাণে যথাযথ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ পুরাণে ঋষিগণের অনুত্তম লোকতত্ত্বতা, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পুরা প্রোক্ত অনুত্তম জ্ঞানোৎপাদক পুরানাখ্যান, দ্বিজগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ রুদ্রাবতার, পাশুপত যোগ ও নানা স্থান এবং লিঙ্গোদ্ভব দেবের নীলকণ্ঠত্ব, ব্রহ্মবাদী বায়ু কর্ত্তৃক বিপ্রগণের নিকট এই সকল পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃত হয়। এ পুরাণ

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।। ১৯৬
কীর্ত্তনং শ্রবণং চাস্য ধারণঞ্চ বিশেষতঃ।
অনেন হি ক্রমেণেদং পুরাণং সম্প্রচক্ষ্যতে।।
সুখমর্থঃ সমাসেন মহানপ্যুপলভ্যতে।।
তস্মাৎ কিঞ্চিৎ সমুদ্দিশ্য পশ্চাদ্বক্ষ্যামি বিস্তরম্
পাদমাদ্যমিদং সম্যগ্যোঽধীয়ীত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তেনাধীতং পুরাণং তৎ সর্ব্বং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ
ন চেৎপুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ।।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।। ২০০
অভ্যসন্নিমমধ্যায়ং সাক্ষাৎ প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা।
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত যথেষ্টাং প্রাপুয়াদগতিম্
যস্মাৎপুরা হ্যনীতীদং পুরাণং তেন তৎস্মৃতম।

ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য পুণ্য ও পাপহর, ইহার কীর্ত্তন, শ্রবণ, বিশেষতঃ ধারণ সমধিক পুণ্যপ্রদ। এই উপক্রমণিকা অনুসারেই এই পুরাণ কীর্ত্তিত। ১৬৭-১৯৭। এ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বার্ত্তা শ্রবণেও মহান অর্থ লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব অগ্রে কিঞ্চিৎ মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহার এই আদ্য পাদও সম্যক্ অধ্যয়ন করে, সমস্ত পুরাণই তৎকর্ত্তৃক অধীত হয়, সংশয় নাই, যিনি সাঙ্গোপণিষদ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন, তাদৃশ ব্যক্তি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান উপচিত করিয়া লইতে হয়। অন্যথা 'আমাকে এই ব্যক্তি প্রহার করিবে' এই মনে করিয়া অল্পজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রুতি ভীত হইয়া থাকেন। সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু এই অধ্যায়ের বক্তা। যে ব্যক্তি এই অধ্যায় অভ্যাস করেন, তিনি আপদগ্রস্ত হইয়াও মুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার যথেষ্ট গতি লাভ হয়। যেহেতু ইহা পুরাকালে ছিল, এই জন্য ইহার নাম পুরাণ। পুরাণ শব্দের এই নিরুক্তি যে

নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।
নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ব্যাপ্য প্রবর্ত্ততে।
তস্যাপি জগতঃ স্রষ্টুঃ স্রষ্টা দেবো মহেশ্বরঃ।।
অতশ্চ সঙ্ক্ষেপমিমং পৃণুধ্বং
মহেশ্বরঃ সর্ব্বমিদং পুরাণম্।
সংসর্গকালে চকিরোতি সর্গং
সংহারকালে পুনরাদদীত।। ২০৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়া-
পাদেহনুক্রমণিকাকথনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ।। ১।।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

শুক উবাচ।

প্রত্যব্রুবন্ পুনঃ সূতমৃষয়স্তে তপোধনাঃ।
কুত্র সত্রং সমভবত্তেষামদ্ভুতকর্ম্মণাম্।। ১
কিয়ন্তং চৈব তৎকালং কথঞ্চ সমবর্ত্তত।
আচচক্ষ পুরাণঞ্চ কথং তেভ্যঃ প্রভঞ্জনঃ।। ২
আচক্ষ্ব বিস্তরেণেদং পরং কৌতূহলং হি নঃ।
ইতি সম্প্রোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভং বচঃ।।
শৃণুধ্বং যত্র তে ধীরা ঈজিরে সত্রমুত্তমম্।
যাবন্তং চাভবৎ কালং যথা চ সমবর্ত্তত।। ৪
সিসৃক্ষমাণা বিশ্বং হি যত্র বিশ্বসৃজং পুরা।
সত্রং হি ঈজিরে পুণ্যং সহস্রং পরিবৎসরান্।। ৫
তপোগৃহপতির্যত্র ব্রহ্মা ব্রহ্মাভবৎ স্বয়ম্।
ইলায়া যত্র পত্নীত্বং শামিত্রং যত্র বুদ্ধিমান্।। ৬
মৃত্যুশ্চক্রে মহাতেজাস্তস্মন্ সত্রে মহাত্মনাম্।
বিবুধা ঈজিরে তত্র সহস্রং প্রতিবৎসরান্।। ৭
ভ্রমতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমিরশীর্য্যত।
কর্ম্মণা তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্।। ৮
যত্র সা গোমতী পূণ্যা সিদ্ধচারণসেবিতা ।
রোহিণী সুষুবে তত্র ততঃ সৌম্যোহভবৎ সুতঃ
শক্তিজ্যেষ্ঠাঃ সমভবন বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
অরুন্ধত্যাঃ সুতা যত্র শতমুত্তমতেজসঃ।। ১০

জানে, তাহারও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। ভগবান নারায়ণ এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান; সেই জগৎস্রষ্টারও স্রষ্টা — দেব মহেশ্বর। অতএব সংক্ষেপতঃ ইহাই শুনিয়া রাখুন যে, মহেশ্বরই এই নিখিল পুরাণের প্রতিপাদ্য। তিনিই সৃষ্টিকালে সমস্ত সৃষ্টি করেন এবং সংহারকালে তিনিই পুনরায় সমস্ত সংহার করিয়া লয়েন। ১৯৮-২০৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুক কহিলেন, তপোধন ঋষিগণ পুনরায় সূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত! কোথায় সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষিগণের যজ্ঞ হইয়াছিল? ঐ যজ্ঞ কতকাল ধরিয়া কিভাবে নির্ব্বাহিত হয়? প্রভঞ্জন কিরূপে সেই ঋষিগণের নিকট পুরাণ ব্যাখ্যা করেন? আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে; তুমি সেই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। সূত এই প্রকারে প্রেরিত হইয়া শুভবাক্যে প্রত্যুত্তরে বলিলেন — ঋষিগণ! যথায় যে প্রকারে যতকাল ধরিয়া তপস্বিগণের সেই উত্তম যজ্ঞ হইয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যথায় বিশ্বস্রষ্টৃগণ বিশ্বসৃষ্টিকামনায় পুরাকালে সহস্রবর্ষাবধি পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যথায় স্বয়ংব্রহ্মা ব্রহ্ম-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, যেখানে ইলার পত্নীত্ব হয়, মহাতেজা মহাবুদ্ধি মৃত্যু যথায় শামিত্র করিয়াছিলেন, বিবুধগণ সহস্র বৎসর ধরিয়া যেখানে যজ্ঞ করেন, যেথায় ভ্রমণশীল ধর্ম্মচক্রের নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, এইজন্য যাহা মুনিপূজিত নৈমিষ আখ্যায় বিখ্যাত হয়, যথায় সিদ্ধচারণ-সেবিতা পাবনী গোমতী নদী প্রবাহিত, যথায় রোহিণী প্রসব করেন ও বুধের জন্ম হয়, যেখানে অরুন্ধতীর গর্ভে মহাত্মা বশিষ্ঠের শক্তি প্রমুখ শতসংখ্যক উত্তম-

কল্মাষপাদো নৃপতির্যত্র শপ্তশ্চ শক্তিনা।
যত্র বৈরং সমভবদ্বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ।। ১১
অদৃশ্যন্ত্যাং সমভবনমুনির্যত্র পরাশরঃ।
পরাভবো বশিষ্ঠস্য যস্মিন জাতেঽপ্যবর্ত্তত। ১২
তত্রত ঈজয়ে সত্রং নৈমিষে ব্রহ্মবাদিনঃ।
নৈমিষ ঈজিরে যত্র নৈমিষেয়াস্ততঃ স্মৃতাঃ। ১৩
তৎসত্রমভবত্তেষাং সমা দ্বাদশ ধীমতাম্।
পুরূরবসি বিক্রান্তে প্রশাসতি বসুন্ধরাম্।। ১৪
অষ্টাদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্বন্ পুরূরবাঃ।
তুতোষ নৈব রত্নানাং লোভাদি ত হি নঃ শ্রুতম
উর্ব্বশী চকমে যঞ্চ দেবহূতিপ্রণোদিতা।
আজহার চ তৎসত্রং স্বর্ব্বেশ্যাসহসঙ্গতঃ।। ১৬
তস্মিন্নরপতৌ সত্রং নৈমিষেয়াঃ প্রচক্রিরে।
যং গর্ভে সুষুবে গঙ্গা পাবকাদ্দীপ্ততেজসম্।।
তদুল্বং পর্ব্বতে ন্যস্তং হিরণ্যং প্রত্যপদ্যত।
হিরণ্ময়ং ততশ্চক্রে যজ্ঞবাটং মহাত্মনাম্।। ১৮
বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং দেবো ভাবঘল্লোকতাবনম্।
বৃহস্পতিস্ততস্তত্র তেষামমিততেজসাম।। ১৯
ঐড়ঃ পুরূরবা ভেজে তং দেশং মৃগয়াং চরন্।
তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং যজ্ঞবাটং হিরণ্ময়ম্।। ২০
লোভেন হতবিজ্ঞানস্তদাদাতুং প্রচক্রমে।
নৈমিষেয়াস্ততস্তস্য চুক্রুধুর্নৃপতের্ভৃশম্।। ২১
নিজঘ্নুশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ কুশবজ্রৈর্নিনীষিণঃ।
ততো নিশাতে রাজানং মুনয়ো দৈবনোদিতাঃ
কুশবজ্রৈর্বিনিষ্পিষ্টঃ স রাজা ব্যজহাত্তনুম্।
ঔর্ব্বশেয়ং ততস্তস্য পুত্রং চক্রুর্নৃপং ভুবি।। ২৩
নহুষস্য মহাত্মানং পিতরং যং প্রচক্ষতে।
স তেবু বর্ত্ততে সম্যগ্ধর্ম্মশীলো মহীপতিঃ।। ২৪
আয়ুরারোগ্যমত্যগ্রং তস্মিন স নরসত্তমঃ।

তেজা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যথায় নৃপতি কল্মাষপাদ শক্তিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ছিলেন, যেখানে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের পরস্পর বৈরিভাব বদ্ধমুল হয়, যথায় অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশর মুনি জন্মগ্রহণ করেন, পরাশরের জন্ম হইলে যেখানে বশিষ্ঠের পরাভব নিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তথায় — সেই নৈমিষাখ্য অরণ্যে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মুনিগণ নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া নৈমিষেয় নামে বিখ্যাত হন। বিক্রমশালী রাজা পুরূরবা যখন বসুন্ধরা শাসন করেন, সেই সময়েই মুনিগণের এই দ্বাদশবর্ষ-সাধ্য যজ্ঞ নিস্পন্ন হয়। আমরা শুনিয়াছি, - রাজা পুরূরবা সাগরের অষ্টাদশ দ্বীপ উপভোগ করিয়াও রত্নলোভে তৃপ্তিলাভ করেন নাই। স্বর্গ-বেশ্যা উর্ব্বশী দেবহূত কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া এই পুরূরবা রাজাকে কামনা করিয়া ছিল। নরপতি পুরূরবা ঐ উর্ব্বশী সমভিব্যাহারেই যজ্ঞ আহরণ করেন। নৈমিষেয় ঋষিগণ ঐ নরপতি পুরূরবার শাসন-সময়েই যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী পাবক হইতে যে এক প্রদীপ্ততেজা উল্ব গর্ভে ধারণপূর্ব্বক প্রসব করেন, তাহা শৈলোপরি ন্যস্ত হইয়া হিরণ্মক আকারে পরণিত হয়। লোকহিতৈষী দেব বিশ্বকর্ম্মা তত্রত্য হিরণ্য দ্বারাই নৈমিষারণাবাসী মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞবাট্ নির্ম্মাণ করেন। সেই অমিততেজা ঋষিগণের যজ্ঞে দেবগুরু বৃহস্পতি উপস্থিত ছিলেন। ১—১৯। ঐল রাজা পুরূরবা একদা মৃগয়া উপলক্ষে সেই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঋষিগণের সেই মহাশ্চর্য্যজনক হিরণ্ময় যজ্ঞভূমি দর্শনে লোভে হতজ্ঞান হইয়া তাহা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তখন নৈমিষেয় ঋষিগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কুশ বজ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। দৈব-প্রেরিত মুনিগণ সেই রাজাকে কুশ-বজ্র দ্বারা নিষ্পিস্ট করিলে, নিশাবসানে, তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পুরূরবার অভাবে মুনিগণ তদীয় উর্ব্বশীগর্ভজাত পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। লোকে এই রাজাই মহাত্মা নহুষ-পিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি একজন ধর্ম্মশীল মহীপতি। মুনিগণের প্রতি ইনি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইনি দীর্ঘায়ু ও উত্তম আরোগ্যলাভের অধিকারী হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

সান্ত্বয়িত্বা চ রাজানং ততো ব্রহ্মবিদাং বরাঃ।।
সত্রমারেভিরে কর্ত্তুং যথাবদ্ধর্ম্মভৃতয়ে।
বভুব সত্রং তত্তেষাং বহ্বাশ্চর্য্যং মহাত্মনাম্।।
বিশ্বং সিসৃক্ষমণিনিং পুরা বিশ্বসৃজামিব।
বৈখানসৈঃ প্রিয়সখৈর্বালখিল্যৈর্মরীচিকৈঃ।।
অন্যৈশ্চ মুনিভিজু ষ্টং সূর্য্যবৈশ্বানর প্রভৈঃ।
পিতৃদেব পূসরঃসিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বৈ রগচারণৈঃ।।
সম্ভারৈস্তু শুভৈজু ষ্টং তৈরেবেন্দ্রসদো যথা।
স্তোত্রসত্রগ্র হৈর্দেবান পিতৃন্ পিত্র্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ
আনর্চ্চুশ্চ যথাজতি গন্ধর্ব্বদীন্ যথাবিধি।
আরাধয়িতুমিচ্ছন্তস্ততঃ কর্ম্মান্তরেঽথ।। ৩০
জগুঃ সামানি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ব্যাজহ্রু র্মুনয়ো বাচং চিত্রাক্ষরপদাং শুভাম্।।
মন্ত্রাদি তত্ত্ববিদ্ধাংসো জগদুশ্চ পরস্পরম্।
বিতণ্ডাবচনাশ্চৈকে নিজঘ্নুঃ প্রতিবাদিনঃ।।
ঋষয়স্তত্র বিদ্বাংসঃ সাংখ্যার্থন্যায়কোবিদাঃ।
ন তত্র দুরিতং কিঞ্চিদ্বিদধুর্ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।। ৩৩
ন চ যজ্ঞহনো দৈত্যা ন চ যজ্ঞমুষোঽসুরাঃ।
প্রায়াশ্চত্তং দু রষ্টং বা ন তত্র সমজ্ঞায়ত।। ৩৪
শক্তি প্রজ্ঞা ক্রয়াযোগৈর্বিধিরাসীৎ স্বনুষ্ঠিতঃ।
এবং বিতোনরে সত্রং দ্বাদশাব্দং মনীষিণঃ।।
ভৃগ্বাদ্যা ঋষয়ো ধীরা জ্যোতিষ্টোমনি্ পৃথক্।
পৃথক।
চক্রিরে পৃষ্ঠগমনানং সর্ব্বানযুতদক্ষিণান্।। ৩৬
সমাপ্তযজ্ঞাস্তে সর্ব্বে বায়ুমেব মহাধিপম্।
পপ্রচ্ছুরমিতাত্মানং ভবদ্ভির্যদহং দ্বিজাঃ।। ৩৭
প্রণোদিতশ্চ বংশার্থং স চ তানব্রবীৎ প্রভুঃ।

পুরাকালে বিশ্বসৃষ্টি-সমুৎসুক বিশ্বস্রষ্টাদিগের ন্যায় সেই সকল নৈমিষেয় মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞ অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে বৈখানসগণ, প্রিয়সখ বালখিল্যগণ, মরীচিকগণ, সূর্য্য ও বৈশ্বানরপ্রভ অন্যান্য মুনিগণ এবং পিতৃ, দেব, অপ্সরা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও চারণগণ আগমন করিয়াছিলেন। এত উত্তম উত্তম দ্রব্য-সম্ভার সে যজ্ঞে সমাহৃত হইয়াছিল যে, উহা ইন্দ্রসভার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। মুনিগণ স্তোত্র ও সত্রাদি দ্বারা দেবগণকে এবং পিত্র্য কার্য্যসমূহ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে অর্চ্চনা করিলেন। গন্ধর্ব্বাদি অভ্যাগতগণ যথাবিধি অর্চ্চিত হইলেন। অনন্তর কর্ম্মাবসানে যজ্ঞে সমাগত দেব-ঋষিদিগকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য গন্ধর্ব্বগণ সাম গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। মুনিগণ পরস্পর বিচিত্র পদবিন্যাসে শুভ বাক্যে আলাপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রাদিতত্ত্বে অভিজ্ঞ দ্বিজগণ পরস্পর মন্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক বিতণ্ডাবাদী লোক প্রতিবাদীকে কূটতর্কে পরাস্ত করিতে লাগিল। তথায় বহু বিজ্ঞ সাংখ্যার্থ ও ন্যায়কোবিদ ঋষি ছিলেন। তাঁহারাও পরস্পর শাস্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মঘাতী রাক্ষসেরা, যজ্ঞঘাতী দৈত্যেরা বা যজ্ঞচৌর অসুরেরা সে যজ্ঞের কোনই বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিল না। অথবা কোন প্রায়শ্চিত্ত বা যজ্ঞদোষ তাহাতে ঘটিল না। ২০-৩৪। ঋষিগণের প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াযোগ দ্বারা ঐ যজ্ঞবিধি অতি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মনীষী মুনিগণ এইরূপে তখন দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ সমাধা করেন। ভৃগুপ্রভৃতি ধীরচেতা ঋষিগণ তথায় পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সমস্ত যজ্ঞেই অযুত সংখ্যক দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পর ঋষিগণ সকলেই মহাপ্রভাব অমিতাত্মা বায়ুর নিকট পুরাপ্রশ্ন করেন। হে দ্বিজগণ! আমাকে আপনারা যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই ঋষিরাও বায়ুর নিকট এই প্রশ্নই উত্থাপন করেন। বংশবিবরণ বর্ণন করিবার জন্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক

শষ্যঃ স্বয়ম্ভুবো দেবঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষধৃগ্বশী।। ৩৮
অণিমাদিভিরষ্টাভিরৈশ্বর্য্যৈর্যঃ সমন্বিতঃ।
তির্যগ্‌যোন্যাদিভির্ধর্ম্মৈঃ সর্ব্বলোকান্ বিভর্ত্তি যঃ
সপ্তস্কন্ধাদিকং শশ্বৎ প্লবতে যোজনাদ্বারঃ।
বিষয়ে নিয়তা যস্য সংস্থিতাঃ সপ্তকা গণাঃ।।
ব্যূহাংস্ত্রয়াণাং ভূতানাং কুর্ব্বন্ যশ্চ মহাবলঃ।
তেজসশ্চাপ্যুপষ্যানং দধাতীমং শরীরিণাম্।।
প্রাণাদ্যা রত্তয়ঃ পঞ্চ করণানাঞ্চ বৃত্তিভিঃ।
প্রের্য্যয়াণাঃ শরীরাণাং কুর্ব্বতে যাস্তু ধারণম্।।
আকাশযোনের্হি গুণঃ শব্দস্পর্শসমন্বিতঃ।
তৈজসপ্রকৃতিশ্চোক্তোহপ্যয়ং ভাবো মনীষিভিঃ
তত্রাভিমানী ভগবান্ বায়ুশ্চাতিক্রিয়াত্মকঃ।
বাতারণিঃ সমাখ্যাতঃ শব্দশাস্ত্রবিশারদঃ।। ৪৪
ভারত্যা শ্লক্ষ্ণয়া সর্ব্বান্ মুনীন প্রহ্লাদয়ন্নিব।
পুরাণজ্ঞঃ সুমনসঃ পুরাণাশ্রয়যুক্তয়াঃ।। ৪৫
ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে দ্বাদশবার্ষিক সত্রনিরূপণং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়।। ২ ।।

প্রণোদিত হইয়া বায়ু তাঁহাদিগকে পুরাণকথা বলিতে আরম্ভ করেন। এই বায়ুদেব স্বয়ম্ভুর শিষ্য, ইতি সর্ব্বদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত। ইনি তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতির সমুচিত ধর্ম্মানুসারে এই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া থাকেন। ইনি এক এক যোজনান্তর সপ্ত সপ্ত গণে বিভক্ত হইয়া নিত্য প্রবহমান। ইহাঁর বিষয়ে নিয়ত গণসপ্তক অবস্থিত। এই মহাবল বায়ু ভূতত্রয়ের সঙ্ঘাত বিধান করেন। ইনি তেজের উত্তাপ হরণ ও শরীরীদিগকে পালন করেন। এই বায়ুই প্রাণাদি পঞ্চবৃত্তিস্বরূপ; ইনিই ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া শরীরীদিগকে ধারণ করিয়া থাকেন। এই বায়ুই আকাশযোনি, ইহাঁর গুণ শব্দ ও স্পর্শান্বিত। মনীষিগণ ইহাঁকে তৈজসপ্রকৃতি বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বাতারণি আখ্যায় অভিহিত শব্দশাস্ত্রবিশারদ পুরাণজ্ঞ এ হেন অতিক্রিয়াত্মক ভগবান বায়ু সুমধুর পৌরাণিক

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মহেশ্বরায়োত্তমবীর্য্যকর্ম্মণে
সুরষভায়ামিতবুদ্ধিতেজসে।
সহস্রসূর্য্যানলবর্চ্চসে নমঃ
ত্রিলোকসংহারবিসৃষ্টয়ে নমঃ।। ১
প্রজাপতীল্লোকনমস্কৃতাংস্তথা
স্বয়ম্ভুরুদ্রপ্রভৃতীন্ মহেশ্বরান্।
ভৃগুং মরীচিং পরমেষ্ঠিনং মনুং
রজস্তমোধর্ম্মমথাপি কশ্যপম্।। ২
বশিষ্ঠদক্ষাত্রিপুলস্ত্যকর্দ্দমান্
রুচিং বিবস্বন্তমথাপি চ ক্রতুম্।
মুনিং তথৈবাঙ্গিরসং প্রজাপতিং
প্রণম্য মূর্দ্ধাপুলহঞ্চ ভাবতঃ।। ৩
তথৈব চাক্রোধনমেকবিংশতিং
প্রজাবিবৃদ্ধ্যার্পিতকার্য্যশাসনম্।
পুরাতনানপ্যপরাংশ্চ শাশ্বতাং
স্তথৈব চান্যান্ সগণানবস্থিতান্।। ৪
মনূংশ্চ সর্ব্বানখিলানবস্থিতাং
স্তথৈব চান্যানপি ধৈর্য্যশোভিনঃ।

বাক্যে সমস্ত নৈমিষীয় মুনিদিগকে যেন আহ্লাদিত ও মুদিতচিত্ত করিয়াই পুরাণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ৩৫-৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২ ।

তৃতীয় অধ্যায়

সূত বলিলেন, — সহস্র সূর্য্য ও অনল তুল্য তেজস্বী, অমিতবুদ্ধি, মহাবীর্য্য, মহাকর্ম্মা, ত্রিলোকসংহর্ত্তা, সুরশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরকে নমস্কার। লোকনমস্কৃত প্রজাপতিগণ, স্বয়ম্ভু রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণ, ভৃগু, মরীচি, পরমেষ্ঠী, মনু, রজস্তমোধর্ম্মা কশ্যপ, বশিষ্ঠ, দক্ষ, অত্রি, পুলস্ত্য, কর্দ্দম, রুচি, বিবস্বান, ক্রতু, অঙ্গিরামুনি, পুলহ,

মুনীন্ বৃহস্পত্যুশনঃপুরোগমাং
স্তপঃশুভাচারঋষীন্ দয়ান্বিতান্।। ৫
প্রণম্য বক্ষ্যে কলিপাপনাশিনীং
প্রজাপতেঃ সৃষ্টিমিমামনুত্তমাম্।
সুরেশদেবর্ষিগণৈরলঙ্কৃতাং
শুভামতুল্যামমদামৃষাপ্রয়াম্।। ৬
প্রজাপতীনামপি চোল্বণার্চ্চিষাং
বিশুদ্ধবাগ্‌বুদ্ধি শরীরতেজসাম্।
তপোভৃতাং ব্রহ্মাদিনাদিকালিকীং
প্রভূতমাবিষ্কৃতপৌরুষশ্রিয়ম্। ৭
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসৃতামুদাহৃতাং
পরাং পরাণামনিলপ্রকীর্ত্তিতাম্।
সমাসবন্ধৈর্নিবতৈর্যথাতথং
বিশব্দনেনাপি মনঃ প্রহর্ষিণীম্।। ৮
যস্যাঞ্চ বদ্ধা প্রথমা প্রবৃত্তিঃ
প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ।
যত্তৎ স্মৃতং কারণমপ্রমেয়ং
ব্রহ্ম প্রধানং প্রকৃতিপ্রসূতি।। ৯
আত্মা গুহাযোনিপ্রথাপি চক্ষুঃ
ক্ষেত্রং তথৈবামৃতমক্ষরঞ্চ।
শুক্রং তপঃ সত্ত্বমভিপ্রকাশং
তদ্ব্যষ্টি নিত্যং পুরুষং দ্বিতীয়ম্।। ১০

তমপ্রমেয়ং পুরুষেণ যুক্তং
স্বয়ম্ভুবা লোকপিতামহেন।
উৎপাদকত্বদ্রিজসোহি তরেকাৎ
কালস্য যোগান্নিয়মাবধেশ্চ।। ১১
ক্ষেত্রজ্ঞযুক্তান্ নিয়তান্ বিকারা
শ্লোঁকস্য সম্মানবিবৃদ্ধিহেতুন।
প্রকৃত্যবস্থা সুষুবে তথাষ্টৌ
সঙ্কল্পমাত্রেণ মহেশ্বরস্য। ১২
দেবাসুরাদ্রিদ্রুমসাগরাণাং
গন্ধর্ব্বযক্ষোরগমানুষণাম্।
মনু প্রজেশার্ষিপিতৃদ্বিজানাং
পিশাচযক্ষোরগরাক্ষসানাম্।। ১৩
তারাগ্রহার্কর্ক্ষ নিশাচরাণাং
মার্সত্তুসংবৎসররাত্র্যহানাম্।
দিক্কালযোগাদিযুগাযনানাং
বনৌষধীনামপি বীরুধাঞ্চ।। ১৪
জলৌকসমাঙ্গর সাং পশূনাং
বিদ্যুৎসরিন্মেঘবিহঙ্গমানাম্।
যৎসূক্ষ্মগং যদ্ভুবি যদ্বিয়ৎস্থং
যৎস্থাবরং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ।। ১৫

অপরাপর প্রজাবর্দ্ধন কর্ম্মাসক্ত পুরাতন মুনিগণ, এবং ধৈর্য্যশালী বৃহস্পতি ও শুক্রাদি তপঃসম্পন্ন দয়ালু ঋষিগণকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক কলিপাপ-নাশক বায়ুপ্রোক্ত উত্তম পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা সুরেশ-দেবার্ষিগণের মনোহর বিবরণে অলঙ্কৃত এবং শুভ জনক, অতুলনীয় প্রজাপতির অত্যুত্তম সৃষ্টি। মহাতেজা প্রজাপতিগণের তপস্যা, পৌরুষ ও সমৃদ্ধি বিবরণে পরিপূর্ণ, এই মহাপুরাণে শ্রুতি ও স্মৃতির রহস্যতত্ত্ব নিহিত; অপিচ ইহা শ্রুতিমধুর শব্দবিন্যাস ও সমাসবন্ধে মনোরম। ইহাতে প্রকৃতি-পুরুষকৃত প্রথম সৃষ্টি-বিবরণ বিশেষরূপেই বর্ণিত। ১-৮। অপ্রমেয়, সর্ব্বকারণ, প্রকৃতি প্রকাশক, গুহাযোনি, জ্ঞানময়, ক্ষেত্রস্বরূপ, অমৃত, অক্ষর, শুক্র, তপঃ, সত্ত্ব, স্বপ্রকাশ, এবং ব্যষ্টি ভাবে দ্বিতীয় পুরুষরূপ, পরব্রহ্ম স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মার অন্তরে নিরন্তর বর্ত্তমান। উৎপাদকত্ব, রজোগুণ-বাহুল্য, ও লয়স্থানত্ব নিবন্ধন কালযোগে তাঁহা হইতে লোকসন্তানকর ক্ষেত্রজ্ঞ-সমন্বিত বিকার নিয়ত উদ্ভূত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই প্রকৃতি-দেবী অষ্টবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; তাহা হইতে সৃষ্টিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। দেব, অসুর, অদ্রি, দ্রুম, সাগর, মনু, প্রজাপতি, ঋষি, পিতৃ, দ্বিজ, পিশাচ, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, তারা, গ্রহণ, সূর্য্য, নক্ষত্র, নিশাচর, মাস, ঋতু, সংবৎসর, রাত্রি, দিবা, দিক্, কাল, যোগ, যুগ, অয়ন, বন, ওষধি, লতা, জলৌক, অপ্সরা, পশু, বিদ্যুৎ, সরিৎ, মেঘ, বিহঙ্গ, ইত্যাদি স্থূল সূক্ষ্ম, স্থাবর

সর্ব্বস্য তস্যাস্তি গতিবিভক্তি-
রা ব্রহ্মণো যাবদিয়ং প্রসূতিঃ।
ছন্দাংসি বেদাঃ সঋচো যজূংষি
সামানি সোমশ্চ তথৈব যজ্ঞঃ।
আজীব্যমেষাং যদভীপ্সিতঞ্চ
দেবস্য তস্যৈব চ বৈ প্রজানাম্।। ১৬
বৈবস্বতস্যাস্য মনোঃ পুরস্তাৎ
সম্ভূতিরুক্তা প্রসবশ্চ তেষাম্।। ১৭
যেষামিদং পুণ্যকৃতাং প্রসূত্যা
লোকত্রয়ং লোকনমস্কৃতানাম্।
সুরেশদেবর্ষিমনুপ্রধান -
মাপুরিতং চোপরিভূষিতঞ্চ।। ১৮
রুদ্রস্য শাপাৎ পুনরুদ্ভবশ্চ
দক্ষস্য চাপ্যত্র মনুষ্যলোকে।
বাসঃ ক্ষিতৌ বা নিয়মাত্তবস্য
দক্ষস্য চাত্র প্রতিশাপলাভঃ।। ১৯
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
যুগেষু সম্ভূতিবিকল্পনঞ্চ।
ঋষিত্বমার্য্যস্য চ সম্প্রবৃদ্ধি-
যথা যুগাদিষ্বপি চেস্তদত্র।। ২০

যে দ্বাপরেষু প্রথয়ন্তি বেদান
ব্যাসাশ্চ তেহত্র ক্রমশো নিবদ্ধাঃ।
কল্পস্য সংখ্যা ভুবনস্য সংখ্যা
ব্রাহ্মস্য চাপ্যত্র দিনস্য সংখ্যা।। ২১
অণ্ডোদ্ভিদ্স্বেদজরায়ু জানাং
ধর্ম্মাত্মনাং স্বর্গনিবাসিনাং বা।
যে যাতনাস্থানগতাশ্চ জীবা-
স্তর্কেণ তেষামপি চ প্রমাণম্।। ২২
আত্যন্তিকঃ প্রাকৃতকশ্চ যোহয়ং
নৈমিত্তিকশ্চ প্রতিসর্গহেতুঃ।
বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ বিশিষ্য তত্র
প্রোক্তা চ সংসারগতিঃ পরা চ।। ২৩
প্রকৃত্যবস্থেষু চ কারণেষু
যা চ স্থিতির্যা চ পুনঃ প্রবৃত্তিঃ।
তচ্ছাস্ত্রযুক্ত্যা স্বমতিপ্রযত্নাৎ
সমস্তমাবিষ্কৃতধীধৃতিভ্যঃ।
বিপ্রা ঋষিভ্যঃ সমুদাহৃতং যদ্-
যথাতথং তচ্ছৃণুতোচ্যমানম্।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়াপাদে
সৃষ্টিপ্রকরণং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।। ৩।।

বর, যেখানে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থ আছে, তৎসমস্তই সেই প্রকৃতি-দেবীর স্থিতি গতি-পরিণতি দ্বারা সমাক্রান্ত। ছন্দ, বেদ, ঋক্, যজু, সাম, ও সোম-যজ্ঞাদি বিবিধ জীবিকা-বিবরণ সহ ব্রহ্মসৃষ্ট জগতের সম্পূর্ণ বিবরণ এই মহাপুরাণে বর্ণিত। ৯ - ১১। ইহাতে প্রথমতঃ বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি ও তদীয় সৃষ্টি বিবরণ আছে। অনন্তর যাঁহাদিগের সন্ততিগণ দ্বারা এই লোকত্রয় পরিপূরিত ও বিভূষিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দেব, ঋষি ও মনু প্রভৃতি প্রতিভা শালী লোক নমস্কৃত পুণ্যাত্মাদিগের বৃত্তান্ত ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে, অতঃপর রুদ্রশাপে দক্ষের এই নরলোকে পুনরুৎপত্তি, ভবদেবের নিয়ম সহকারে ক্ষিতিতলে বাস, এবং দক্ষ হইতে প্রতিশাপ প্রাপ্তি, মন্বন্তর পরিবর্ত্তন, যুগে যুগে উৎপত্তি ভেদ, ঋষিত্ব, এবং যুগানুসারে আর্যধর্ম্মের যেমন যেমন পরিব ঘটে, তদ্বিবরণ, আর দ্বাপরযুগে যাহা ব্যাস হইয়া বেদ বিস্তার করেন, তাঁহাদিগের ক্রম বিবরণও এই বায়ুপুরাণে বর্ণিত। কল্পসংখ্যা, ভুবনসংখ্যা, ব্রাহ্ম দিনের সংখ্যা, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ ও জরায়ুজদিগের বিবরণ, যাঁহারা স্বর্গবাসী, যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, যাঁহারা নরকগত জীব, তাঁহাদিগের প্রমাণ ও যুক্তিযুক্ত বৃত্তান্ত; আত্যন্তিক, প্রাকৃতিক, ও নৈমিত্তিক প্রলয় এবং বন্ধ, মোক্ষ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ তত্ত্বাবার্ত্তা এই বায়ু পুরাণে পরিব্যক্ত। প্রকৃতি গত কারণসমূহের স্থিতিপ্রবৃত্তি যেমন যেমন হইয়া থাকে, ধতি-বুদ্ধি-সম্পন্ন ঋষিগণ যাহা যেমন বলিয়া থাকেন, আমি সযত্নে শাস্ত্রযুক্তি সহকারে

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিয়স্ত ততঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
প্রত্যুচুস্তে ততঃ সর্ব্বে সূতং পর্য্যাকুলেক্ষণাঃ
ভবান বৈ বংশকুশলো ব্যাসাৎ প্রত্যক্ষদর্শিবান
তস্মাত্ত্বং ভবনং কৃৎস্নং লোকস্যামুষ্য বর্ণয়।। ২
যস্য যস্যান্বয়া যে যে তাংস্তানিচ্ছাম বেদিতম্
তেষাং পূর্ব্বর্ষিসৃষ্টিঞ্চ বিচিত্রাং তাং প্রজাপতেঃ
অসরুৎ পরিপৃষ্ঠৈর্নৈর্মহাত্মা লোমহর্ষণঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথয়ামাস সত্তমঃ।। ৪

লোমহর্ষণ উবাচ।

পৃষ্টাঞ্চৈতাং কথাং দিব্যাং শ্লক্ষ্ণাং পাপ-
প্রণাশিনীম্।
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহ্বর্থাং শ্রুতিসম্মতাম্।।
যশ্চেমাং ধারয়ে ন্নত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
শ্রবয়েচ্চাপি বিপ্রেভ্যো যতিভ্যশ্চ বিশেষতঃ
শুচিঃ পর্ব্বসু যুক্তাত্মা তীর্থেষ্বায়তনেষু চ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স পুরাণানুকীর্ত্তনাৎ।। ৭
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
বিস্তারাবয়বং তেষাং যথাশব্দং যথাশ্রুতম্।। ৮
কীর্ত্ত্যমানং নিবোধধ্বং সর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
ধন্যং যশস্যং শত্রুঘ্নং স্বর্গমায়ুর্বিবর্দ্ধনম।। ৯
কীর্ত্তনং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং পুণ্যকারিণাম্
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।। ১০
কল্পেভ্যোঽপি হি যঃ কল্পঃ শুচিভ্যো নিয়তঃ।
শুচিঃ।।১১
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি মারুতং বেদসম্মিতম্।
প্রবোধঃ প্রলয়শ্চৈব স্থিতিরুৎপত্তিরেব চ।। ১২
প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ কথ্যবস্তুপরিগ্রহঃ।
উপোদঘাতোঽনুষঙ্গশ্চ উপসংহার এব চ।। ১৩

যথামতি তৎসমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। হে বিপ্রগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। ১৭-২৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায়

নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ এই বিবরণ শ্রবণে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে পুনরায় সূতকে বলিলেন;— আপনি ব্যাসের নিকট প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় সমস্ত জগত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছেন; অতএব এই লোক সকলের উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণন করুন। যে যে বংশে যাহার যাহার জন্ম, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে আমাদিগের বাসনা। প্রজাপতি প্রথমে যে আর্যসৃষ্টি বিস্তার করেন, উহা অতি বিচিত্র; সেই সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা লোমহর্ষণ, সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক বারম্বার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাক্রমে সবিস্তরে সমস্ত সৃষ্টিবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত কহিলেন,— হে মুনিগণ! আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত এই দিব্য মনোহর পাপনাশক বিচিত্র শ্রুতিসম্মত, অনেকার্থযুক্ত সৃষ্টি-বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি। যে মানব, পর্ব্বদিনে শুচি ও সংযতভাবে তীর্থে বা দেবালয়ে এই পুরাণাখ্যান আলোচনা করে, কিম্বা নিরন্তর শ্রবণ করে, অথবা বিপ্রদিগকে বিশেষতঃ যতিগণকে শ্রবণ করায়, সে দীর্ঘায়ু হয় — স্ববংশ বিবরণ অভ্যাস করিলে স্বর্গে সম্মাণিত হয়। যাহা হউক আমি সেই সমস্ত স্থিরকীর্ত্তি পুণ্যাত্মাদিগের কীর্ত্তিকথা যথাশ্রুত কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, শত্রুনাশক, স্বর্গপ্রাপক ও কীর্ত্তিবর্দ্ধক। আপনারা অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। ১-১০। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশজাত জনগণের বিবরণ, এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। সমস্ত মঙ্গলসাধন অপেক্ষা যাহা মঙ্গল, সমস্ত শুচি অপেক্ষা যাহা শুচি, আমি সেই বেদসম মহনীয় বায়ুপুরাণ বলিতেছি। প্রবোধ, প্রলয়, স্থিতি, উৎপত্তি — এই চতুর্ব্বিধ বিবরণ-সম্বলিত প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ , উপাদ্‌ঘাত ও উপসংহার,— এই চারি ভাগে

ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
এবং হি পাদাশ্চত্বারঃ সমাসাৎ কীর্ত্তিতা ময়া।।
বক্ষ্যাম্যেতান পুনস্তাংস্তু বিস্তরেণ যথাক্রমম্।
তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় পুরুষায়েশ্বরায় চ।। ১৫
অজায় প্রথমায়ৈব বিশিষ্টায় প্রজাত্মনে।
ব্রহ্মণে লোকতন্ত্রায় নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবে।। ১৬
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণম্।
পঞ্চপ্রমাণং ষট্শ্বেতং পুরুষাধিষ্ঠিতং নুতম্।। ১৭
অসংশয়াৎ, প্রবক্ষ্যামি ভূতসর্গমনুত্তমম্।
অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদসদাত্মকম্।। ১৮
প্রধানং প্রকৃতিশ্চৈব যমাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ।
গন্ধবর্ণরসৈহীনং শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্।। ১৯
অজাতং ধ্রুবমক্ষয্যং নিত্যং স্বাত্মন্যবস্থিতম।
জগদ্যোনিং মহদ্ভূতং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।। ২০
বিগ্রহং সর্ব্বভূতানামব্যক্তমভবৎ কিল।
অনাদ্যন্তমজং সূক্ষ্মং ত্রিগুণং প্রভাবাপ্যয়ম্।।
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
তস্যাত্মনা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তমাসীত্তমোময়ম্।। ২২

গুণসাম্যে তদা তস্মিন গুণভাবে তমোময়ে।
সর্গকালে প্রধানস্য ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্য বৈ।। ২৩
গুণভাবাদ্বাচ্যিমানো মহান্ প্রাদুর্বভূব হ।
সূক্ষ্মেণ মহতা সোহথ অব্যক্তেন সম বৃতঃ।। ২৪
সত্ত্বোদ্রিক্তো মহানগ্রে সত্ত্বমাত্রং প্রকাশকম্।
মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয়ো মনস্তংকারণং স্মৃতম্।।
লিঙ্গমাত্রসমূৎপন্নং ক্ষেত্রজ্ঞা ধষ্ঠিতস্তু সঃ।
ধর্ম্মাদীনাং তু রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ।। ২৬
মহাংস্তু সৃষ্টিং কুরুতে নোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া।
মনো মহান্মতির্ব্রহ্মা পূর্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।। ২৭
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সংবিদ্বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ
মনুতে সর্ব্বভূতানাং যস্মাচ্চেষ্টাফলং বিভুঃ।।২৮
সূক্ষ্মত্বেন বিবৃদ্ধানাং তেন তন্মন উচ্যতে।
তত্ত্বানামগ্রজো যস্মান্মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
শেষেভ্যোহ্যপ গুণেভ্যোহসৌ মহানিভি
ততঃ স্মৃতঃ।
বিভর্ত্তি মানং মনুতে বিভাগং মন্যতেহপি চ।।
পুরুষোপভোগসম্বন্ধাত্তেন চাসৌ মতিং স্মৃতঃ।

এই মহাপুরাণ বিভক্ত। ধর্ম্ম্য, যশস্য, আয়ুষ্য ও পাপ-নাশক এই পাদচতুষ্টয়ের কথা সংক্ষেপে কহিলাম। পুনরায় বিস্তারক্রমে এ সকল বৃত্তান্ত বলিব। অজ, প্রথম, বিশিষ্ট পুরুষ, লোকতন্ত্রপ্রবর্ত্তক, ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মাকে নমস্কারপূর্ব্বক মহত্তত্ত্বাবিধি বিশেষ তত্ত্বান্ত, সবিকার, পুরুষাধিষ্ঠিত, পঞ্চ প্রমাণ ষট্শ্বেত বিবরণ ও লক্ষণ সহ পুরুষাধিষ্ঠিত প্রশংসনীয় ভূতসর্গ আমি নিঃশংসয়রূপে বলিতেছি। নিত্য সদসদাত্মক যে অব্যক্ত কারণকে তত্ত্বচিন্তকগণ প্রধান প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে সেই ব্রহ্মাই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না। সেই ব্রহ্ম,— গন্ধ-বর্ণ-রসহীন, শব্দস্পর্শাদি বর্জ্জিত, অজাত, স্থিতিশীল, অক্ষয়, নিত্য আত্মস্থ, জগদ্যোনি, সনাতন, সর্ব্বভূতের মূলস্বরূপ, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ, সৃষ্টি-সংহারময়, অবিজ্ঞেয়, অসীম ও সকলের পরবর্ত্তী। তাঁহার দ্বারা এই সমস্তই ব্যাপ্ত ও তমোময় ছিল। ১১-২২। সৃষ্টির পূর্ব্বকালে প্রকৃতির গুণসমূহ সমভাবেই ছিল। পরে ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে গুণবৈষম্য হেতু মহান প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত দ্বারা সম্যক্রূপে আবৃত। ঐ মহান সত্ত্বগুণ-বহুল। উহা হইতে সত্ত্বমাত্রের প্রকাশ হইয়া থাকে। মহানই নানারূপে পরিণত হইয়াছে; মহানই মনের কারণ। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত সেই মহান লিঙ্গমাত্র; ধর্ম্মাদি লোকতত্ত্বসমূহের উহাই হেতু। সৃষ্টিবাসনায় প্রেরিত হইয়া মহানই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মন মতি, ব্রহ্মা, পুরবুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, ক্ষিতি, স্মৃতি, সংবিদ, বিপুর,— মহানেরই এই সমস্ত নাম। সেই বিভু পরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বভূতের চেষ্টাকালসমূহ সূক্ষ্মরূপে সাধন করেন বলিয়া তাঁহাকে মন বলা যায়। তিনি তত্ত্বসমূহের অগ্রজ এবং পরিমাণে অপরাপর গুণবিকার অপেক্ষা মহান; তজ্জন্য তাঁহাকে মহান বলে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সলিলাশ্রয়ে থাকিয়া ভাবসমূহের বৃংহণ

বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ ভাবানাং সলিলাশ্রয়াৎ।। ৩১
যস্মাদ্‌বৃংহয়তে ভাবান্ ব্রহ্মা তেন নিরুচ্যতে।
আপূরয়িত্বা যস্মাচ্চ কৃৎস্নান্ দেহাননুগ্রহৈঃ।।
তত্ত্বভাবাংশ্চ নিয়তাংস্তেন পূরিতি চোচ্যতে।
বুধ্যতে পুরুষশ্চাত্র সর্ব্বভাবান হিতাহিতান্।।
যস্মাদ্‌বোধয়তে চৈব তেন বুদ্ধির্নিরুচ্যতে।
খ্যাতিঃ প্রত্যুপভোগশ্চ যস্মাৎ সংবর্ত্ততে ততঃ।
ভোগস্য জ্ঞাননিষ্ঠত্বাত্তেন খ্যাতিরিতি স্মৃতঃ।।
খ্যায়তে তদ্‌গুণৈর্বাপি নামাদিভিরনেকশঃ।।
তস্মাচ্চ মহতঃ সংজ্ঞা খ্যাতিরিত্যভিধীয়তে।।
সাক্ষাৎসর্ব্বং বিজানাতি মহাত্মা তেন চেশ্বরঃ
তস্মাজ্জাতা গ্রহাশ্চৈব প্রজ্ঞা তেন স উচ্যতে
জ্ঞানাদীনি চ রূপাণি ক্রতুকর্ম্মফলানি চ।
চিনোতি যস্মাদ্ভোগার্থং তেনাসৌ চিতিরুচ্যতে
বর্ত্তমানান্যতীতানি তথা চানাগতান্যপি।
স্মরতে সর্ব্বকার্য্যাণি তেনাসৌ স্মৃতিরুচ্যতে।।

কৃৎস্নঞ্চ বিন্দতে জ্ঞানং তস্মান্মাহাত্ম্যমুচ্যতে ।।
তস্মাদ্বিন্দোর্বিদশ্চৈব সংবিদিত্যভিধীয়তে।
বিদ্যতে স চ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বং তস্মিংশ্চ বিদ্যতে
তস্মাৎ সংবিদিতি প্রোক্তো মহান্ বৈ বুদ্ধিমত্তরৈঃ
জ্ঞানত্বু জ্ঞানমিত্যাহ ভগবান্ জ্ঞানসন্নিধিঃ।। ৪১
দ্বান্দ্বানাং বিপুরীভাবাদ্বিপুরং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
সর্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যঞ্চ তথেশ্বরঃ।। ৪২
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাদ্ভব উচ্যতে।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানাদেকত্বাচ্চ স কঃ স্মৃতঃ।।
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।
নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি চোচ্যতে
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈস্তত্ত্বমাদ্যমনুত্তমম্।
ব্যাখ্যাতং তত্ত্বাভাবজ্ঞৈরেবং সদ্ভাবচিন্তকৈঃ।। ৪৫
মহান্ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ তস্য বৃত্তিদ্বয়ং স্মৃতম্।। ৪৬

অর্থাৎ পুষ্টিবিধান করেন; এজন্য ইহাঁকে ব্রহ্মা বলে। তত্ত্বাভাবাত্মক জীবসমূহ ইহাঁরই করুণায় নিয়ত পরিপূরিত হয় বলিয়া ইহাঁকে পূর বলে। পুরুষ সকল ইহাঁকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত হিতাহিত বুঝে, আর ইনিই সকলকে বুঝাইয়া থাকেন; এজন্য ইহাঁকে বুদ্ধি বলা যায়। খ্যাতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ভোগসমূহ ইহাঁ হইতে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইনি খ্যাতিপদবাচ্য। অথবা ইনি গুণগণ দ্বারা নানাবিধ নাম রূপাদি যোগে খ্যাতিসম্পন্ন হয়েন বলিয়া ইহাঁকে খ্যাতি বলে। সেই মহাত্মা ঈশ্বর সাক্ষাৎ রূপে সমস্ত জানিয়া থাকেন, আর তাঁহা হইতেই গ্রহসমূহ জন্মিয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রজ্ঞা বলা যায়। ২৩-৩৬। ভোগহেতু নিখিল জ্ঞানগম্য বিষয়, ক্রতু ও কর্ম্মফলসমূহ সঞ্চয় করেন বলিয়া তাঁহাকে চিতি শক্তি বলে। অতীত অনাগত বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ কার্য্যস্মরণ করেন বলিয়া ইহাঁকে স্মৃতি বলা যায়। সমগ্র জ্ঞানের আধার বলিয়া ইহাঁকে সংবিদ্ বলে; বিদ্ বা বিন্দ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যামান, সমস্ত প্রপঞ্চও তাঁহাতেই বিদ্যমান, এজন্য মহানকে বুদ্ধিমান জনগণ সংবিদ্ বলেন। সেই জ্ঞাননিধি ভগবান সমগ্র জ্ঞানময় বলিয়া জ্ঞান-পদবাচ্য। দ্বন্দ্বসমূহ বিপুর অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন; সেই মহান সর্ব্বদ্বন্দ্বের আশ্রয় বলিয়া বিপুর শব্দে খ্যাত। তিনি সকলের নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর। বৃহত্ব হেতু তিনি ব্রহ্মা, সর্ব্বভূতরূপী বলিয়া ভব। আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া প্রজাপতি পদ-বাচ্য। অব্যক্ত পুরে নিরন্তর শয়ন করেন বলিয়া তিনি পুরুষ; তিনি কাহারও উৎপাদিত নহেন, অপিচ তিনি সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বয়ম্ভু পদবাচ্য। সদ্ভাব-চিন্তক তত্ত্বজ্ঞগণ এই সকল পর্য্যায়বাচক শব্দ দ্বারা সেই আদ্য তত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন; এই মহানই প্রকৃতির সৃষ্টিবাসনাবশে বিকারাত্মক সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন; সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় এই দুইটি

ধর্ম্মাদীনি চ রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ।
ত্রিগুণস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সত্ত্বরাজসতামসঃ।। ৪৭
ত্রিগুণদ্রজসো দ্রিক্তাদহঙ্কারস্ততোহভবৎ।
মহর্তা চাবৃতঃ সর্গো ভূতাদিবিকৃতস্তু সঃ।। ৪৮
তস্মাচ্চ তমসোদ্রিক্তাদহঙ্কারাদজায়ত।
ভূততন্মাত্রসর্গস্তু ভূতাদিস্তামসস্তু সঃ।।৪৯
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ।
আকাশং শুষিরং তস্মাদুদ্রিক্তং শব্দবক্ষণম্।।৫০
আকাশং শব্দমাত্রন্তু ভূতাদিশ্চাবৃণোৎ পুনঃ।
শব্দমাত্রং তদাকাশং স্পর্শন ত্রং সর্জ্জস হ। ৫১
বলবান জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ।।৫২
বায়ুশ্চাপি বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমূচ্যতে।।
স্পর্শমাত্রন্তু বৈ বায়ো রূপমাত্র সমবিণোৎ।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।।
সম্ভবন্তি ততো হ্যাপঃ পশ্চাত্ত বৈ রসাত্মিকাঃ
রসমাত্রাস্ততা হ্যাপো রূপমাত্রাভিরাবৃণোৎ।।
আপো রসান্ বিকুর্ব্বত্যো গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাত্তস্য গন্ধো গুণঃ স্মৃতঃ
রসমাত্রস্তু তত্তোয়ং গন্ধমাত্রং সমাবৃণোৎ।
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্ত্রাত্রতা স্মৃতা
অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষাস্ততঃ স্মৃতাঃ।
অশান্তঘোরমূঢ়ত্বাদবিশেষাস্ততঃ পুনঃ।। ৫৮
ভূততন্মাত্রসর্গোহয়ং বিজ্ঞেয়স্তু পরস্পরাৎ।
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্রিক্তাত্তু সাত্ত্বিকাৎ।।
বৈকারিকঃ স সর্গস্তু যুগপৎসম্প্রবর্ত্ততে।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি।। ৬০
সাধকাণীন্দ্রিয়্যাণি স্যুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনস্তত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।।
শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে। ৬২
পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাগ্দশমী ভবেৎ।
গতিবিসর্গে হ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্ম চ।
আকাশং শব্দমাত্রঞ্চ স্পর্শাত্রং সমাবিশৎ।

ইহাঁর বৃত্তি। লোক-তত্ত্বার্থহেতু ধর্ম্মাদি সমস্তই ইহাঁর রূপ। ইনি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়। এই গুণত্রয় মধ্যে রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে ইহাঁ হইতে অহঙ্কার জন্মে। এই অহঙ্কার মহান দ্বারা সম্যক্ আবৃত। তমঃপ্রধান অহঙ্কার বিকৃত হইয়া ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি করে; এ নিমিত্ত ইহাকে ভূতাদি বলে। এই ভূতাদি বিকৃত হইয়া শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি করে; ইহা হইতেই শব্দগুণ যুক্ত আকাশের উৎপত্তি। আকাশ ছিদ্রযুক্ত। উক্ত আকাশকে ভূতাদি আবৃত করে। পরে শব্দ তন্মাত্রাত্মক আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্রাত্মিক বায়ু সৃষ্ট হয়। বায়ু— বলবান্ ও স্পর্শগুণাত্মক। ঐ বায়ুকে শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশ আবরণ করে। বায়ু বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রূপতন্মাত্র জ্যোতিঃ সৃষ্টি করে; উহার গুণ-রূপ। ঐ জ্যোতিঃপদার্থকে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ু আবরণ করে। জ্যোতিঃ বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্রাত্মক জল সৃষ্টি করে; সেই জল রূপতন্মাত্রাত্মক জ্যোতি দ্বারা সমাবৃত হয়। সেই জল বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্রাত্মক সঙঘাত উৎপাদন করে। উহা গন্ধগুণাত্মক। রসতন্মাত্রাত্মক জল সেই গন্ধগুণাত্মক সঙঘাতকে আবৃত করে। সেই সেই পদার্থে অল্পাল্প মাত্রায় থাকে বলিয়া তন্মাত্রা বলা যায়। ইহাদিগের বিশেষ বাচক অপর কিছু নাই; এজন্য ইহাদিগকে অবিশেষ বলে। আর ইহারা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় নহে বলিয়াও অবিশেষ পদ-বাচ্য। ৩৭-৫৮। ভূততন্মাত্র সৃষ্টির বিবরণ এই বলিলাম। বৈকারিক ও সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যুগপৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রর সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রিয়নিচয় পুরুষব্যাপার-সাধক; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা দশটী; ইহারা বৈকারিক। মন একাদশ ইন্দ্রিয়। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা— বুদ্ধিযুক্ত এই পাঁচটি শব্দাদি বিষয়বোধক। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য,— এই পাঁচটী দ্বারা যথাক্রমে গতি,

দ্বিগুণস্তু ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ।।
রূপং তথৈব বিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততশ্চাগ্নঃ স শব্দস্পর্শরূপবান।। ৬৫
স শব্দস্পর্শরূপশ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা হ্যাপো বিজ্ঞেযাস্তু রসাত্মকাঃ।।
সশব্দস্পর্শরূপেষু গন্ধস্তেষু সমাবিশৎ।
সংযুক্তা গন্ধমাত্রেণ আচিন্তন্তো মহীমিমাম্। ৬৭
তস্মাৎ পঞ্চগুণ ভূমঃ স্থূলভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
ভূমেরন্তাস্ত্বদং সর্ব্বং লোকালোকমনাবৃতম্।।৬৯
বিশেষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।
গুণং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্।। ৭০

মলত্যাগ, আনন্দ, শিল্প, বাক্য ও কর্ম্ম সাধন হয়। শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশ স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ুতে প্রবেশ করে বলিয়া বায়ু— শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণযুত। শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী গুণ, রূপে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া তেজঃ — শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণাত্মক। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ইহারা রসতন্মাত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া জল — শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, —এই চতুর্গুণযুক্ত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, — ইহারা গন্ধতন্মাত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া গন্ধতন্মাত্রাত্মক সঙ্ঘাত-শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ — এই পঞ্চ গুণাত্মক। এই সঙ্ঘাতই পৃথিবীরূপে পরিণত হয়। স্থূল ভূতমধ্যে পৃথিবীই পঞ্চগুণযুক্ত দৃষ্ট হয়। ইহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহারা পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরকে ধারণ করিয়া থাকে। ভূমি মধ্যে ইহারা লোকলোচনের অগোচরভাবে গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়াও ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহাদিগের পরপর ভূতসকল পূর্ব্বপূর্ব্ব ভূতের গুণসকল প্রাপ্ত হয়;

তেষাং যাবচ্চ যদ্‌যচ্চ তত্তদ্ভাবদ্‌গুণং স্মৃতম্।
উপলভ্য গুচের্গন্ধং কেচিদ্বায়োরনৈপুণাৎ।। ৭১
পৃথিব্যামেব তদ্বিদ্যাদেষাং বায়োশ্চ সংশ্রয়াৎ।
এতে সপ্ত মহাবীর্য্যা নানাভূতাঃ পৃথক্ পৃথক্
নাশক্নুবন প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ।
তে সমেত্য মহাত্ম নো হ্য ন্যান্যস্যৈব সংশ্রয়াৎ
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদয়ো বিশেষান্তা অণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে।। ৭৪
এককালং সমুৎপন্ন জলবুদ্‌বদবচ্চ তৎ।
বিশেষেভ্যোঽণ্ডম ভবদ্‌রহস্তদুদঞ্চ যৎ।। ৭৫
তত্তস্মিনং কার্য্যকরণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মণস্তদা।
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবুদ্ধে সন ক্ষেত্রজ্ঞোব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।। ৭৭
হিরণ্যগর্ভঃ সোঽগ্রেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।।
করণৈঃ সহ সৃজ্যন্তে প্রত্যাহারে ত্যজন্তি চ।

সুতরাং পরত্বের তারতম্যে ইহাদিগের গুণেরও তারতম্য ঘটে। নৈপুণ্য-রহিত কোনও ব্যক্তি বিশুদ্ধ বায়ুর গন্ধ উপলব্ধ করিয়া বায়ুরও গন্ধগুণ আছে, এরূপ মনে করিতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত বায়ুর যে গন্ধ উপলব্ধ হয়, উহা তৎসহকৃত পৃথিবীরই গুণ; বায়ুর গুণ নহে। মহান অবধি বিশেষ পর্য্যন্ত এই সপ্ত মহাবীর্য্য ভূত পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া প্রজা-সৃষ্টি করিতে পারে না; পরে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের আশ্রয়ে পুরুষাধিষ্ঠিত অব্যক্তের অনুগ্রহে একটি অণ্ড উৎপাদন করে। সেই বিশেষ পদার্থ হইতে এককালে উৎপন্ন জলবদ্বুবৎ বৃহৎ অণ্ডটী ব্রহ্মার কার্য্য-কারণ রূপ জলমধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সেই অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা হইয়া রহিলেন। ইনিই প্রথম শরীরধারী। ইহাঁকেই পুরুষ বলে। ইনিই আদিকর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। সকল সৃষ্টিতেই এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে

ভজন্তে চ পুনর্দেহানসমাহারসন্ধিষু।। ৭৯
হিরণ্ময়স্তু যো মেরুস্তস্যোল্বং তন্মহাত্মনঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ জরাদ্যস্থীনি পর্ব্বতাঃ।। ৮০
তস্মিন্নণ্ডে ত্বিমে লোকা অন্তর্ভূতাস্তু সপ্ত বৈ।
সপ্তদ্বীপা চ পৃথিবী সমুদ্রৈঃ সহ সপ্তভিঃ।। ৮১
পর্ব্বতৈঃ সুমহদ্ভিশ্চ নদীভিশ্চ সহস্রশঃ।
অন্তস্তস্মিংস্ত্বিমে লোকা অন্তর্বিশ্বামিদং জগৎ।।
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ সগ্রহৌ সহ বায়ুনা।
লোকালোকঞ্চ যৎকিঞ্চচ্চাণ্ডে তস্মিন্ সমর্পিতম
অন্তির্দশগুণাভিস্তু বাহ্যতোঽণ্ডং সমাবৃতম্।
আপো দশগুণা হ্যেবং তেজসা বাহ্যতো বৃতাঃ
তোজো দশগুণেনৈব বাহ্যতো বায়ুনাবৃতম্।
বায়ুর্দশগুণেনৈব বাহ্যতো নভসাবৃতঃ *।। ৮৫
আকাশেনাবৃতো বায়ুঃ খঞ্চ ভূতাদিনাবৃতম্।
ভূতাদির্মহতা চাপি অব্যক্তেনাবৃতো মহান।।
এতৈরাবরণৈরণ্ডং সপভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্।

ব্রহ্মা বলে। ইনি ইন্দ্রিয় সহ সমস্ত সৃষ্টি করেন, আবার সংহার কালে সৃষ্টি হইতে বিরত হয়েন। পুনঃসৃষ্টি জন্য দেহ ভজন করেন। হিরণ্ময় মেরু, সেই মহাত্মার জরায়ু, সমুদ্র সকল গর্ভোদক, পর্ব্বতনিচয় তাঁহার অস্থি স্থানীয়। ৫৯-৮০। সেই অণ্ড মধ্যে এই সপ্ত লোক অবস্থিত। সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও সুমহান পর্ব্বতসমূহ সহ পৃথিবীও তাহারই মধ্যে বিরাজিত। সেই অণ্ড মধ্যেই এই সমগ্র জগৎ বর্ত্তমান। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ, বায়ু, ইত্যাদি প্রত্যক্ষগোচর যাহা কিছু সমস্তই সেই অণ্ডমধ্যে অবস্থিত। দশগুণ জল দ্বারা সেই অণ্ড, বহির্ভাগে আবৃত; সেই জল দশগুণ তেজ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই তেজ দশগুণ বায়ু দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই

* ইদমর্দ্ধং কচিন্নাস্তি।

এতাশ্চাবৃত্য চান্যোন্যমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ।।
প্রসর্গকালে স্থিত্বা চ গ্রসন্ত্যেতাঃ পরস্পরম্।
এবং পরস্পরোৎপন্না ধারয়ন্তি পরস্পরম্।। ৮৮
আধারাধেয়ভাবেন বিকারাশ্চ বিকারিষু।
অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।।
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং প্রাগাসীৎ প্রাদুর্ভূতা তড়িদযথা।।৯০
এতদ্ধিরণ্যগর্ভস্য জন্ম যো বেদ তত্ত্বতঃ।
আয়ুষ্মান কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবাংশ্চ ভবত্যুত
নিবৃত্তিকামোহপি নরঃ শুদ্ধাত্মা লভতে গতিম্
পুরাণশ্রবণান্নিত্যং সুখঞ্চ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ।। ৯২

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণকথনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

বায়ু দশগুণ আকাশ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই আকাশ ভূতাদি দ্বারা, ভূতাদি মহানের দ্বারা আর মহান্ অব্যক্ত দ্বারা সমাবৃত। এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে সেই অণ্ড আবৃত। এই অষ্টবিধ প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরকে আবৃত করিয়া বর্ত্তমান। লয়কালে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারা পরস্পর উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে আধারাধেয় ভাবে ধারণ করে। এই বিকারসমূহের অব্যক্তই ক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই প্রাকৃত সৃষ্টি, মহেশ্বরের বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় নাই; পরন্তু তড়িৎপ্রকাশের ন্যায় সহসা প্রকটিত হইয়াছিল। হিরণ্যগর্ভের এই জন্ম-বিবরণ যথাযথ অবহত হইলে মানব আয়ুষ্মান, কীর্ত্তিমান্ ও প্রজাবান্ হয়। আর নিষ্কাম নর এই পুরাণশ্রবণে শুদ্ধাত্মা হইয়া নিত্য সুখ ও ক্ষেম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে সদগতি লাভ করে। ৮১-৯২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।। ৪ ।।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

লোমহর্ষণ উবাচ

যদ্বিসৃষ্টেস্তু সংখ্যাতং ময়া কালান্তরং দ্বিজাঃ।
এতৎকালান্তরং জ্ঞেয়মহর্বৈ পারমেশ্বরম্।। ১
রাত্রিস্ত্বেতাবতী জ্ঞেয়া পরমেশস্য কৃৎস্নশঃ।
অহস্তস্য তু যা সৃষ্টিঃ প্রলয়ো রাত্রিরুচ্যতে।। ২
অহশ্চ বিদ্যতে তস্য ন রাত্রিরিতি ধারণা।
উপচারঃ প্রক্রিয়তে লোকানাং হিতকাম্যয়া।।
প্রজাঃ প্রজানাং পতয় ঋষয়ো মুনিভিঃ সহ।
ঋষীনং সনৎকুমারাখ্যান্ ব্রহ্মসাযুজ্যগৈঃ সহ। ৪
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ।
তন্মাত্রা ইন্দ্রিয়গণো বুদ্ধিশ্চ মনসা সহ।। ৫
অহস্তিষ্ঠন্তি তে সর্ব্বে পরমেশস্য ধীমতঃ।
অহরন্তে প্রলীয়ন্তে রাত্র্যন্তে বিশ্বসম্ভবঃ।। ৬
স্বাত্মন্যবস্থিতে সত্ত্বে বিকারে প্রতিসংহৃতে।
সাধর্ম্ম্যেণাবতিষ্ঠেতে প্রধানপুরুষাবুভৌ।। ৭
তমঃসত্ত্বগুণাবেতৌ সমত্বেন ব্যবস্থিতৌ।
অত্রোদ্রিক্তৌ প্রসূতৌ চ তৌ তথা চ পরস্পরম্
গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিরুচ্যতে
তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্
তথা তমসি সত্ত্বে চ রজোহব্যক্তাশ্রিতং স্থিতম্
উপাস্য রজনীং কৃৎস্নাং পরাং মাহেশ্বরীং তদা
অহর্মুখে প্রবৃত্তে চ পরঃ প্রকৃতিসম্ভবঃ।
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ।। ১১
প্রধানং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাণ্ডং মহেশ্বরঃ।
প্রধানাৎ ক্ষোভ্যমাণাত্তু রজো বৈ সমবর্ত্তত।। ১২
রজঃপ্রবর্ত্তকং তত্র বীজেষ্বপি যথা জলম্।
গুণবৈষম্যমাসাদ্য প্রসূয়ন্তে হ্যধিষ্ঠিতাঃ।। ১৩
গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে
আশ্রিতাঃ পরমা গুহ্যাঃ সর্ব্বাত্মানঃ শরীরিণঃ।।
রজো ব্রহ্মা তমো হ্যগ্নিঃ সত্ত্বং বিষ্ণুরজায়ত।
রজঃপ্রকাশকো ব্রহ্মা সৃষ্ঠত্বেন ব্যবস্থিতঃ।। ১৫
তমঃপ্রকাশকোহগ্নিস্তু কালত্বেন ব্যবস্থিতঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

লোমহর্ষণ কহিলেন, — হে দ্বিজগণ! আমি যে পূর্ব্বে সৃষ্টি বর্ণন প্রসঙ্গে কালান্তরের উল্লেখ করিয়াছি, সেই কালান্তর, পরমেশ্বরের একটি দিনমাত্র। তাঁহার রাত্রির পরিমাণও এতত্তুল্য। সৃষ্টিকাল তাঁহার দিন, আর প্রলয়কাল তাঁহার রাত্রি। তাঁহার কেবল দিনই আছে, রাত্রি নাই, এ ধারণা লোকহিত -কামনায় উপচার করা হয় মাত্র। প্রজাপতি, প্রজা, ঋষি, মুনি, সনৎ কুমারাদি ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তি অপরাপর ব্যক্তিগণ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বিষয় পঞ্চ মহাভূত, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়বর্গ, বুদ্ধি, মন,— এ মস্ত সেই পরমেশ্বরের দিবাভাগেই বিদ্যমান থাকে; দিবাবসানে সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়। আবার রাত্রির অবসানে এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়। বিকার সকল প্রতিসংহৃত হইলে সত্ত্ব আত্মাবস্থিত হয়; প্রকৃত ও পুরুষ উভয়ে তখন সাধর্ম্ম্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। তখন তম ও সত্ত্বগুণ পরস্পর সমভাবে অবস্থান করে। ইহারা উদ্রিক্ত হইয়াই সৃষ্টির কারণ হয়। গুণের সমতা হইলেই লয় হয়, আর বৈষম্য কালে সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। তিলের মধ্যে যেমন তৈল থাকে, কিম্বা দুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘৃত থাকে, তদ্রূপ অব্যক্তাশ্রিত রজোগুণ সেই সত্ত্ব ও তমোগুণের মধ্যে অবস্থান করে। সেই মাহেশ্বরী পরা রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রকৃতিস্থ পুরুষরূপী পরমেশ্বর দিবাভাগে পরম যোগ দ্বারা প্রকৃতি দেবীকে ক্ষোভিত করেন। ১-১১। প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলে রজঃ প্রবর্ত্তিত হয়। জল যেমন বীজের প্রবর্ত্তক, তেমনি রজোগুণ সমস্ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। গুণ-বৈষম্য অবলম্বন করিয়াই অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞ সকল প্রসূত হইয়া থাকে। গুণক্ষোভ হইতেই তিন দেবতার উৎপত্তি। ইহাঁরা সর্ব্বজীব আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। রজঃ ব্রহ্মা, তমঃ অগ্নিঃ, সত্ত্ব বিষ্ণু। রজঃ প্রকাশক ব্রহ্মা, স্রষ্টরূপে, তমঃপ্রকাশক অগ্নি

সত্ত্বপ্রকাশকো বিষ্ণুরৌদাসীন্যে ব্যবস্থিতঃ।।
এত এব ত্রয়ো লোকা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ।
এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।। ১৭
পরস্পরাশ্রিতা হ্যেতে পরস্পরমনুব্রতাঃ।
পরস্পরেণ বর্ত্তন্তে ধারয়ন্তি পরস্পরম্।। ১৮
অন্যোন্যমিথুনা হ্যেতে হ্যন্যোন্যমুপজীবিনঃ।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্।
ঈশ্বরো হি পরো দেবো বিষ্ণুস্তু মহতঃ পরঃ।
ব্রহ্মা তু রজসোদ্রিক্তঃ সর্গায়েহ প্রবৃত্ততে।
পরশ্চ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ প্রকৃতি পরাস্মৃতা।। ২০
অধিষ্ঠিতোহসৌ হি মহেশ্বরেণ
প্রবর্ত্ততে চোদ্যমানঃ সমন্তাৎ।
অনুপ্রবর্ত্তন্তি মহান্তমেব
চিরস্থিতাঃ স্বে বিষয়ে প্রিয়ত্বাৎ।। ২১
প্রধানং গুণবৈষম্যাৎ সর্গকালে প্রবর্ত্ততে।
ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ পূর্ব্বং তস্মাৎ সদসদাত্মকাৎ।।
ব্রহ্মা বুদ্ধিশ্চ মিথুনং যুগপৎ সম্বভুবতুঃ।
তস্মাত্তমোহব্যক্তময়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
সংসিদ্ধঃ কার্য্যকরণৈর্ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।। ২৩
তেজসা প্রথমো ধীমানব্যক্তঃ সম্প্রকাশতে।
স বৈ শরীরী প্রথমঃ কারণত্বে ব্যবস্থিতঃ।। ২৪
অপ্রতীঘেন জ্ঞানেন ঐশ্বর্য্যেণ চ সোঽন্বিতঃ।
ধর্ম্মেন চাপ্রতীঘেন বৈরাগ্যেণ সমন্বিতঃ।। ২৫
তস্যেশ্বরস্যাপ্রতিঘং জ্ঞানং বৈরাগ্যলক্ষণম্।।২৬
ধর্ম্মৈশ্বর্য্যকৃতা বুদ্ধির্ব্রাহ্মী জজ্ঞেঽভিমানিনঃ
অব্যক্তাজ্জায়তে চাস্য মনসা চ যদিচ্ছতি।। ২৭
বশীকৃতত্বাদ্বৈগুণ্যাৎ সুরেশত্বাৎ স্বভাবতঃ।
চতুর্ম্মুখস্তু ব্রহ্মত্বে কালত্বে চান্তকোঽভবৎ।।২৮
সহস্রমূর্দ্ধা পুরুষস্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
সত্ত্বং রজশ্চ ব্রহ্মত্বে কালত্বে চ রজস্তমঃ।। ২৯
সাত্ত্বিকং পুরুষত্বে চ গুণবৃত্তিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
লোকান্ সৃজতি ব্রহ্মত্বে কালত্বে সাঽঙ্কপত্যপি
পুরুষত্বে হ্যুদাসীনস্তিস্রোঽবস্থাঃ প্রজাপতেঃ।

কালরূপে, এবং সত্ত্ব প্রকাশক বিষ্ণু উদাসীন রূপে অবস্থিত। ইহাঁরাই তিন লোক, ইহাঁরাই তিন গুণ, ইহাঁরাই তিন বেদ এবং ইহাঁরাই তিন অগ্নি। ইহাঁরা পরস্পর আশ্রিত, পরস্পর অনুরক্ত, পরস্পরের সাহায্যই বর্ত্তমান এবং পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া অবস্থিত। ইহাঁরা পরস্পর সংসক্ত হইয়া পরস্পরকেই উপজীব্য করিয়া থাকেন। ইহাঁ দিগের ক্ষণমাত্রও পরস্পরে বিয়োগ হয় না; কদাচ ইহাঁরা পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বর — পর দেব। বিষ্ণু — মহানের পরবর্ত্তী। রজোগুণাধিক ব্রহ্মা এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত। পুরুষ— পর, — আর প্রকৃতি পরা পদবাচ্য। মহেশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি সেই মহেশ্বরেরই প্রেরণায় সৃষ্টিরূপে প্রবৃত্ত হয়েন। মহানের অন্তর্গত ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ সুখাভিলাষে সেই মহানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্ত হইয়া তাকে। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরাধিষ্ঠিত সদসদাত্মক প্রকৃতির গুণবৈষম্য হয়; তখন ব্রহ্মা ও বুদ্ধি — যুগপৎ এই মিথুন উদ্ভূত হয়। এই তমোময় প্রপঞ্চে ব্যক্তরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মপদ-বাচ্য। ইনি কার্য্যকারণ সমষ্টি স্বরূপ। এই অব্যক্তরূপী ধীমান্ ব্রহ্মাই সর্ব্বপ্রথমে তেজ দ্বারা বযক্ত হয়েন। সর্ব্বকারণ স্বরূপ ব্রহ্মাই প্রথম শরীরধারী। ইনি অনন্তজ্ঞানের, অসীম ঐশ্বর্য্যের, অশেষধর্ম্মের ও অপ্রমি বৈরাগ্যের আধার। ১২-২৫। সেই ঈশ্বরের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পরিসীমা নাই। অভিমানী ব্রহ্মার ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য সংপৃক্ত ব্রাহ্মী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ইনি স্বভাবতঃ বশীকরণশক্তিশালী, গুণপরিণামসাধক ও সুরগণেরও ঈশ্বর; এজন্য ইনি — যাহা যাহা কামনা করেন, তৎসমস্তই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইনি স্রষ্টরূপে চতুর্ম্মুখ, কালরূপে অন্তক এবং বিষ্ণুরূপে সহস্রশীর্ষা পুরুষ। স্বয়ম্ভুর এই ত্রিবিধ অবস্থা উক্ত হইল। ব্রহ্মা ব্রহ্মারূপে সত্ত্ব ও রজঃ, কালরূপে রজঃ ও তমঃ এবং পুরুষরূপে সত্ত্ব গুণকে আশ্রয় করেন। স্বয়ম্ভুর গুণবৃত্তি এই প্রকার। ব্রহ্মারূপে লোকসকল সৃজন করেন, কালরূপে সমস্ত সংহার করেন, আর

ব্রহ্মা কমলগর্ভাভঃ কালো জাত্যাঞ্জন প্রভঃ।
পুরুষঃ পুণ্ডরীকাভো রূপং তৎপরমাত্মনঃ।
যোগেশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ।।
নানাকৃতিক্রিয়ারূপনামবৃত্তিঃ স্বলীলয়া।
ত্রিধা যদ্ধর্ত্ততে লোকে তস্মাত্রিগুণ উচ্যতে।।
চতুর্দ্ধা প্রবিভক্তত্বাচ্চতূর্ব্যূহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ং প্রতি।। ৩৪
তচ্চাস্য সততং ভাবস্তস্মাদাত্মা নিরুচ্যতে।
ঋষিঃ সর্ব্বগতত্বাচ্চ শরীরাদ্ যাত্যয়ং প্রভুঃ।। ৩৫
স্বামিত্বমস্য তৎসর্ব্বং বিষ্ণুঃ সর্ব্বপ্রবেশনাৎ।
ভগবান্ ভগসদ্ভাবাদ্রাগো রাগস্য শাসনাৎ।।
পরশ্চ তু প্রকৃষ্টত্বাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বং যতস্ততঃ।। ৩৭
নরাণাময়নং যস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।

ত্রিধা বিভজ্য স্বাত্মানং ত্রৈলোক্যং সম্প্রবর্ত্ততে
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চত্রিভিস্তু যৎ।
অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ স প্রাদুর্ভূ শ্চতুন্মুখঃ।। ৩৯
আদিত্বাচ্চাদিদেবোহসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ
পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরতঃ স্মৃতঃ
দেবেষু চ মহান্ দবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যত্বাত্তথেশ্বরঃ।। ৪১
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাদ্ভূত উচ্যতে।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাদ্বিভুঃ সর্ব্বগতো যতঃ।।
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।
নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি স স্মৃতঃ
ইজ্যত্বাদুচ্যতে যজ্ঞ কাবর্বিক্রান্তদর্শনাৎ।
ক্রমণঃ ক্রমণীয়ত্বাদ্বর্ণকস্যাভিপলানৎ।। ৪৪

পুরুষরূপে উদাসীন থাকেন। প্রজাপতির এই ত্রিবিধ অবস্থা। ব্রহ্মা পদ্মগর্ভাভ, কাল নীলাঞ্জনসম, আর পুরুষ শ্বেতকমলপ্রভ। পরমাত্মার এই রূপ উক্ত হইল। সেই যোগেশ্বর, নিজ লীলানুসারে বিবিধ নাম, রূপ, আকৃতি ও বৃত্তিসম্পন্ন শরীর ধারণ করেন, আবার তাহার সংহারও করেন। লোকসমূহে তিন প্রকারে বর্ত্তমান বলিয়া ইহাকে ত্রিগুণ এবং চারিভাগে বিভক্ত বলিয়া চতুর্ব্যূত বলা যায়। ইনি যাহা প্রাপ্ত হয়েন, যাহা আদান অর্থাৎ গ্রহণ করেন, যাহা অদন অর্থাৎ ভক্ষণ করেন, তৎসমস্তই ইহাঁর নিত্য ভাব, এ জন্য ইহাঁকে আত্মা বলে। ইনি সর্ব্ব ভূতের অন্তর্গত বলিয়া ঋষিশব্দে উক্ত হয়েন। সর্ব্ব শরীর হইতেই লয়কালে ইনি প্রয়াণ করেন, সর্ব্বভূতেই ইহাঁর স্বামত্ব বিদ্যমান, আর সর্ব্বভূত ব্যাপিয়া ইনি বিরাজিত; এ নিমিত্ত ইহাঁকে বিষ্ণু বলে। ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ইহাঁর নিয়ত বিদ্যমান বলিয়া ইহাঁকে ভগবান আর রাগ সমস্তের শাসন করেন বলিয়া ইনি পর আর অবন অর্থাৎ রক্ষা করেন বলিয়া ইনি ওঁ শব্দ-বাচ্য। সমস্ত বিজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ আর ইনিই সর্ব্ব পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া ইহাঁকে সর্ব্ব বলা যায়। ইনি নরগণের অয়ন অর্থাৎ গম্যস্থান বলিয়া নারায়ণ। ইনি আপনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যে সেই রূপত্রয় দ্বারা সৃজন, সংহরণ ও উদাসীনভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এই চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইনি সকলের আদি বলিয়া আদিদেব এবং ইহাঁর জন্ম নাই বলিয়া ইনি অজ-পদবাচ্য। ২৬-৪০। ইনি প্রজাসমূহ পালন করেন বলিয়া প্রজাপতি এবং সর্ব্ব দেবগণ মধ্যে মহান্ বলিয়া মহাদেব নামে বিখ্যাত। ইনি সকলের ঈশ্বর এবং কাহারও বশ্য নহেন, আর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; এজন্য ব্রহ্মা নামে খ্যাত। ইনিই সর্ব্বভূতরূপী; এজন্য ভূত পদবাচ্য। ক্ষেত্র সকল অবগত আছেন বলিয়া ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ; সর্ব্বভূতান্তর্গত বলিয়া বিভু; অব্যক্ত পুরমধ্যে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ; আর ইনি কাহারও উৎপাদিত নহেন, এবং সকলের পুর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বয়ম্ভূ নামে বিখ্যাত। সকলের যজনীয় বলিয়া ইনি যজ্ঞ; আর অতীত বিক্রান্ত বলিয়া কবি নামে প্রথিত। ইনি

আদিত্যসংজ্ঞঃ কপিলস্ত্বগ্রজোহগ্নিরিতি স্মৃতঃ।
হিরণ্যমস্য গর্ভোহভূদ্ধিরণ্যস্যাপি গর্ভজঃ।। ৪৯
তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভঃ স পুরাণেহস্মিন্নিরুচ্যতে।
স্বয়ম্ভুবো নিবৃত্তস্য কালো বর্ষাগ্রজস্তু যঃ ৪৬
ন শক্যঃ পরিসংখ্যাতুমপি বর্ষশতৈরপি।
কল্পসংখ্যানিবৃত্তস্তু পরাখ্যো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ।।৪৭
তাবচ্ছেষোহস্য কালোহন্যস্তস্যান্তে প্রতি -
সৃজ্যতে।
কোটিকোটিসহস্রাণি অন্তর্ভূতানি যানি বৈ।।
সমতীতানি কল্পানাং তাবচ্ছেষাঃ পরাস্ত যে।
যস্ত্বয়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহং তং নিবোধত।। ৪৯
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোহয়ং বর্ত্ততে দ্বিজা
তস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদ্যাস্তু মনবঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।। ৫০

ইনি সকলের ক্রমণীয় অর্থাৎ গম্য বলিয়া ক্রমণ, এবং বর্ণসকলের পালন করেন বলিয়া আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। সকলের অগ্রজ এবং অগ্নি স্বরূপ বলিয়া ইনি কপিল। ইহাঁর গর্ভ হিরণ্য আর ইনি হিরণ্যের গর্ভ স্বরূপ; এজন্য পুরাণশাস্ত্রে ইহাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। সেই স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে কত বর্ষাকাল কি ভাবে যে অতিক্রান্ত হয়, তাহা শত বর্ষেও বর্ণন করা দুঃসাধ্য। সৃষ্টিপ্রবৃত্ত পরব্রহ্মের যাবৎকাল সৃষ্টি প্রবাহ, উহাকে কল্প বলে। সৃষ্টি নিবৃত্ত হইলেও তাঁহার ততকালই অতিক্রান্ত হয়; তৎপরে পুনরায় সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র কোটি কোটি কল্প অতীত হইয়া তাঁহাতে লয় পাইয়াছে; আর তাবৎ পরিমাণকাল অবশেষও রহিয়াছে। এই যে কল্প বর্ত্তমান, ইহা বারাহ কল্প বলিয়া জ্ঞাতব্য। হে দ্বিজগণ! বারাহ কল্পেরও এই প্রথম ভাগই চলিতেছে। এই কল্পে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতীত, কেহ কেহ বর্ত্তমান, এবং কেহ কেহ ভবিষ্যকালে উৎপন্ন হইবেন। সেই নরেশ্বরগণ এই সপ্তদ্বীপা

অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ ভবিষ্যা যে চ বৈ পুনঃ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সমন্ততঃ।। ৫১
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাল্যা নরেশ্বরৈঃ।
প্রজাভিস্তপসা চৈব তেষাং শৃণুত বিস্তরম্।। ৫২
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ভবিষ্যাণি ভবিষ্যৈশ্চ কল্পঃ কল্পেন চৈব হ।। ৫৬
অতীতানি চ কল্পানি সোদকানি সহাম্বয়ৈঃ।
অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্য্যো বিজানতা। ৫৪
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়াপাদে
প্রকৃতিক্ষোভণো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।। ৫

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

সূচ উবাচ।

আপো হ্যগ্নেঃ সমভবন্নষ্টেহগ্নৌ পৃথিবীতলে।
সান্তরালৈকলীনেহস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।। ১
একার্ণবে তদা তস্মিন্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তদা স ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।। ২

পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে প্রজোৎপাদন ও তপস্যাদ্বারা সম্পূর্ণ সহস্রযুগ যাবৎ পরিপালন করেন। বিস্তরক্রমে তাঁহাদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন। এক মন্বন্তর দ্বারা অপর মন্বন্তর, এক কল্প দ্বারা অপর কল্প, অতীত দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্য,— পূর্ব্ব কারণ দ্বারা পরবর্ত্তী ফল,— এই ক্রমে ধীমান্ ব্যক্তি অনাগত বিষয়সমূহের তত্ত্ব অবগত হয়েন। ৪১-৫৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,— অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সান্তরাল পৃথিবীতল একার্ণবাকারে পরিণত হইলে অগ্নি বিনষ্ট হয়, তখন আর কোন কিছুরই উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মা তখন সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, স্বর্ণবর্ণ, অতীন্দ্রিয়, নারায়ণ নামক পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সেই

সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণোহহ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যঃ স সুষ্বাপ সলিলে তদা।। ৩
ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।। ৪
আপো নারা বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুম।
অপ্সু শেতে চ যত্তস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।। ৫
তুল্যং যুগসহস্রস্য নৈশং কালমুপাস্য সঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মাত্বঃ সর্গকারণাৎ।। ৬
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমুদীক্ষ্য সঃ
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন বায়ুর্ভূত্বা তদা চরন্।
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে ততস্ততঃ।।
ততস্তু সলিলে তস্মিন বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্।
অনুমানাদসম্মূঢ়ো ভূমেরুদ্ধরণং প্রতি।। ৮
অকরোৎ স তনুং হ্যন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ।। ৯
সলিলেনাপ্লুতাং ভূমিং দৃষ্ট্বা স তু সমন্ততঃ।
কিংনুরূপং মহৎ কৃত্বা উদ্ধরেয়মহং মহীম্।। ১০
জলক্রীড়াসু রুচিরং বারাহং রূপমস্মরৎ।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং বাঙময়ং ধর্ম্মসংজ্ঞিতম্।। ১১
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্।
নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিস্তনম্।। ১২
মহাপর্ব্বতবর্ষ্মাণং শ্বেতং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রিণম্।
বিদ্যুদগ্নিপ্রকাশাক্ষমাদিত্য সমতেজসম্।। ১৩
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
পীনোন্নতকটীদেশং সুশ্লক্ষ্ণং শুভলক্ষণম্।। ১৪
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ।
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্।। ১৫
স বেদপাদ্‌যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ষাশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ।। ১৬
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্।। ১৭
সত্যধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মবিক্রমসংস্থিতঃ।
প্রায়শ্চিত্তরথো ঘোরঃ পশুজানুর্মহাকৃতিঃ।। ১৮

সলিলরাশি মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। নারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক প্রচলিত আছে যে,— জলীয় পরমাণুপুঞ্জের নাম 'নারা' এইরূপ শুনা যায়; জলমধ্যে শয়ন করেন বলিয়া সেই পুরুষকে নারায়ণ বলে। তিনি সহস্রযুগ তুল্য নৈশ কাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অন্তে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ক্রমে সত্ত্ব গুণের উদ্রেক বশতঃ সেই ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া সকল লোক শূন্যকার — সমস্তই জলপূর্ণ দর্শনে বায়ুর আকারে বর্ষাকালীন নিশাভাগে খদ্যোতবৎ বিচরণ করিতে থাকেন। ক্রমে বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মা অনুমান দ্বারা সেই জলরাশি মধ্যে পৃথিবী রহিয়াছে; ইহা জানিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক অন্যান্য কল্পের ন্যায় রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে অভিলাষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি কোন্ মহৎরূপ ধারণ করিয়া এই ধরণীর উদ্ধার করিতে পারিব? এবম্বিধ চিন্তান্বিত ব্রহ্মা চতুর্দ্দিক্ জলাকীর্ণ দর্শনে জলক্রীড়াকুশল বারাহ-রূপ স্মরণ করিলেন। ঐরূপ বাঙময় ও সর্ব্বভূতের অনভিভাব্য। উহারই নামান্তর ধর্ম্ম। ঐ মূর্ত্তি দশযোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন উন্নত ও নীল-মেঘ-তুল্য। উহার দেহ — মহাপর্ব্বত-সম, বর্ণ— শ্বেত, দংষ্ট্রা— তীক্ষ্ণ ও উগ্র; স্বর— মেঘগর্জ্জন সদৃশ, নয়ন — বিদ্যুৎ ও অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল; দেহদ্যুতি আদিত্যসদৃশ, স্কন্ধদেশ — পীন ও সুবৃত্ত, গমন— সিংহের ন্যায়। কটিদেশ— পীনোন্নত, সুমসৃণ ও সুলক্ষ ণাক্রান্ত। ১-১৪। অতঃপর সেই হরি বিপুলাকার বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চারিপদ- চারিবেদ, দংষ্ট্রা— যুপ, বক্ষঃস্থল — ক্রতু, মুখ— চিতী, জিহ্বা— অগ্নি, রোম— কুশ, ব্রহ্মা— মস্তক, মহত্ত্ব- তপস্যা, চক্ষু — আহোরাত্র, কর্ণভূষণ— বেদাঙ্গ, নাসা — আজ্য, মুখ— স্রুব, শব্দ — সামধ্বনি, দেহকান্তি — সত্য ও ধর্ম্ম বিক্রম— ধর্ম্ম, রথ — প্রায়শ্চিত্ত, জানুদেশ

উদগাত্রস্ত্রো হোমলিঙ্গঃ স্থানবীজো মহৌষধিঃ
বেদ্যন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগাজ্যস্পৃক্ সোমশোণিতঃ
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিরেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ।।
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো বিভুঃ।
উপাকর্ম্মৌষ্ঠরুচিরং প্রবর্গ্যবির্ত্তভূষণঃ।। ২১
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ।। ২২
ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ স প্রাবিশৎ প্রভুঃ।
অদ্ভিঃ সঞ্ছাদিতামুর্ব্বীং স তামগ্নন প্রজাপতিঃ।।
উপগম্যোজ্জহারাশু অপস্তাশ্চ স বিন্যসন্।
সামুদ্রীর্ব্বৈ সমুদ্রেষু নাদেয়ীশ্চ নদীষ্বথ।। ২৪
রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলে গতাম্।
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহার গাম্।। ২৫
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীকরঃ।
মুমোচ পূর্ব্বং মনসা ধারয়িত্বা ধরাধরঃ।। ২৬
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
চরিতত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি বিপ্লবম্। ২৭
ততোদ্ধৃত্য ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া
পৃথিব্যাঃ প্রবিভাগায় মনশ্চক্রেহম্বুজেক্ষণঃ।।
পৃথিবীন্তু সমীকৃত্য পৃথিব্যাং সোহচি
নোদিগরীন্।
প্রাক্ সর্গে দহ্যমানাস্তু তদা সম্বর্ত্তকাগ্নিনা।। ২৯
তেনাগ্নিনা বিশীর্ণাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ।
শৈত্যাদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনাপস্তু সংহৃতাঃ।।
নিবিক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলোহভবৎ।
স্কন্নাচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বাভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ।। ৩১
গিরয়োহস্তনিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ।
ততস্তেষু বিশীর্নেষু লোকোদধিগিরিষ্বথ।। ৩২
বিশ্বকর্ম্মা বিভজতে কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
সসমুদ্রামিমাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্।।

— পশু, অস্ত্র— উদ্‌গাতা, লিঙ্গ — হোম, বীর্য্য— মহৌষধিনিচয়, অন্তরাত্মা — বেদি, কটিদেশ— মন্ত্র, স্পৃহা— ঘৃত, শোণিত— সোম, স্কন্ধদেশ — বেদ, গন্ধ — হবিঃ, বেগ— হব্য-কব্য, শরীর— প্রাগবংশ, দেহদ্যুতি — নানাবিধ দীক্ষা, হৃদয়দেশ — দক্ষিণা, ওষ্ঠ — উপাকর্ম্ম, রোমাবর্ত্ত — প্রবর্গ্য, গতিপথ— বিবিধ ছন্দ, আসন — গুহ্য উৎনিষৎসমূহ, এবং পত্নী — ছায়া। সেই মহাসত্ত্বময় যোগী বিভু — মণিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত। সেই বিভু প্রজাপতি এবম্বিধ যজ্ঞবরাহাকার ধারণ করত জলরাশি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া জলনিমগ্ন পৃথিবীকে প্রাপ্তি হয়েন, এবং অনায়াসেই তাহাকে উদ্ধার করেন। তৎকালে তিনি সেই জলরাশিকেও বিভাগপূর্ব্বক সমুদ্রজল সমুদ্রে আর নদীর জল নদীতে স্থাপন করিয়া অতল জলমগ্না, রসাতলগতা পৃথিবীকে লোকাহত-কামনায় দংষ্ট্রা দ্বারা উত্তোলন করিলেন। পৃথিবীধর বরাহদেব, সেই পৃথিবীকে উত্তোলনপূর্ব্বক জলরাশির উপরে স্থাপন করিলেন। পৃথিবী সেই জলরাশিরর উপরি মহতী নৌকার ন্যায় ভাসমান রহিল। সেই দেব মনোদ্বারা পূর্ব্বে পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে জলোপরি বিন্যস্ত করিলেন। কিন্তু পৃথিবী বিস্তীর্ণা বলিয়া ভুলিল না! অম্বুজলোচন বরাহদেব, অতঃপর জগদ্বিস্তার বাসনায় পৃথিবীর বিভাগ বিষয়ে মনোযোগ করিলেন। ১৫-২৮। তিনি পৃথিবীকে সমভূমি করিয়া স্থানে স্থানে পর্ব্বতসমূহ বিন্যাস করিলেন। পূর্ব্বসৃষ্টিতে সংবর্ত্তক অগ্নিদ্বারা পর্ব্বতসকল দগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; পরে একর্ণিবের শৈত্যবশতঃ বায়ুদ্বারা জলরাশি স্থানে স্থানে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া পুনরায় পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। তখন চলন রহিত বলিয়া উহারা অচল এবং পর্ব্ব অর্থাৎ স্তর আছে বলিয়া পর্ব্বতসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। পূর্ব্বকল্পায় লোক, সাগর ও গিরিসকল বিনষ্ট হইয়া যায়; পরকল্পের প্রারম্ভে বিশ্বকর্ম্মা পুনরায় সপ্তদ্বীপা সসমুদ্রা সপর্ব্বতা পৃথিবী বিভাগপূর্ব্বক বিন্যাস করিয়া থাকেন। তিনি ভূ প্রভৃতি লোকচতুষ্টয়

ভুরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পুনঃ সোঽথ প্রকল্পবৎ।
লোকান প্রকল্পয়িত্বা চ প্রজাসর্গং সসর্জ্জ হ।।৩৪
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
সসর্জ্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং কল্পাদিষু যথা পুরা।।৩৫
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তদা বৈ বুদ্ধিপূর্ব্বকম্।
প্রধ্যানসমকালং বৈ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ।।৩৬
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রাহ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।।৩৭
পঞ্চধা চাশ্রিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোঽভিমানিনঃ।
সর্ব্বতস্তমসা চৈব দীপঃ কুম্ভবদাবৃতঃ।।৩৮
বহিরন্তঃ প্রকাশশ্চ শুদ্ধো নিঃসংজ্ঞ এব চ।
যস্মাত্তৈঃ সংবৃতা বুদ্ধির্মুখ্যানি করণানি চ।
তস্মাত্তে সংবৃতাত্ম নো নৈগ্য মুখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
মুখ্যসর্গং তথাভূতং ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা হ্যসাধকম্।।৪০
অপ্রসন্নমনাঃ সোঽথ ততো ন্যাসোঽভ্যমন্যত
তস্যাভিধ্যায়তস্তত্র তির্যক্‌স্রোতোঽভ্যবর্ত্তত
যস্মাত্তির্য্যগ্‌ব্যবর্ত্তন্ত তির্য্যক্‌স্রোতস্ততঃ স্মৃতম্
তমোবহুত্বাত্ত সর্ব্বে হ্যজ্ঞানবহুলাঃ স্মৃতাঃ।।৪২
উৎপথগ্রাহিণশ্চাপি তে ধ্যানাদ্ধ্যানমানিনঃ।
তির্য্যক্‌স্রোতস্তু দৃষ্ট্বা বৈ দ্বিতীয়ং বিশ্বমীশ্বরঃ।
অহঙ্কৃতা অহস্মানা অষ্টাবিংশদ্বিধাত্মকাঃ
একাদশেন্দ্রিয়বিধা নবধা চোদয়স্তথা।।৪৪
অষ্টৌ চ তারকাদ্যাশ্চ তেষাং শক্তিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্ব্ব আবৃতাশ্চ বহিঃ পুনঃ।।৪৫
যস্মাত্তির্য্যক্ প্রবর্ত্তেত তির্য্যক্‌স্রোতাঃ স উচ্যতে
তির্য্যক্‌স্রোতশ্চ দৃষ্ট্বা বৈ দ্বিতীয়ং বিশ্বমীশ্বরঃ।।
অভিপ্রায়মথোদ্ভূতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বং তথাবিধম্।
তস্যাভিধ্যায়তো চিত্তং সাত্ত্বিকং সমবর্ত্তত।।৪৭
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়স্তু স চৈবোর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ।
যস্মাদ্ব্যবর্ত্ততোঽর্দ্ধন্তু ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ।।
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তশ্চ সংবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ।।৪৯
তেন বাতাদয়ো জ্ঞেয়াঃ সৃষ্টাত্মানো ব্যবস্থিতাঃ
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়ো বৈ তেন সর্গস্তু স স্মৃতঃ।।

কল্পনা করিয়া প্রজা সৃজনে প্রবৃত্ত হয়েন। বিবিধ প্রজা সৃজনাভিলাষী ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায়ই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিতে থাকিলে প্রথমতঃ তমোময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র,— এই পঞ্চ পর্ব্বাত্মিক। অবিদ্যাই সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্ট হয়। ইহারা সেই অভিমানী ব্রহ্মাকে পঞ্চ বধ আবরণে সমাচ্ছিন্ন করিল; তাহাতে তিনি ঘট দ্বারা দীপের ন্যায় বহির্ভাগে সম্পূর্ণ আবৃত এবং অন্তরে শুদ্ধ প্রকাশমান অথচ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। মোহাদি দ্বারা বুদ্ধি ও মুখ্য ইন্দ্রিয়সমূদয় সমাবৃত হওয়ায় উহারা সংবৃতাত্মা বলিয়া খ্যাত; উহারাই স্থূল পর্ব্বতাকার ধারণ করে। ২৯-৩৯। প্রথম সৃষ্টি ব্রহ্মার অভিপ্রায়ানুরূপ না হওয়ায় তিনি অপ্রসন্নমনে সৃষ্টিব্যাপারে বিরত হইয়া পুনরায় ভাবনা করিতে লাগিলেন। তখন স্রোতঃসমূহ তির্য্যক্ (কুটিল) ভাবে প্রবাহিত হওয়ায় তাহা হইতে তির্য্যক্‌জাতির উৎপত্তি হইল। তির্য্যগ্‌ভাগে ইহাদিগের বৃত্তি বলিয়া ইহাদিগকে তির্য্যক্‌স্রোতঃ বলে। তাহারা তমোগুণবহুল, সুতরাং অজ্ঞানাচ্ছন্ন, উৎপথগ্রাহী এবং ধ্যানোৎপন্ন বলিয়া ধ্যানাভিমানী। এই তির্যক্যক্‌স্রোতঃসৃষ্টি যেন দ্বিতীয় বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ। ইহারা অহঙ্কৃত, অভিমানী, অষ্টাদশবিধ আত্মযুক্ত, একাদশবিধ ইন্দ্রিয়ান্বিত, নববিধ উদয়বিশিষ্ট ও অষ্টবিধ তারকাদি শক্তিসম্পন্ন। এতৎসমস্তই ইহাদিগের অন্তরে প্রকাশমান, কিন্তু বাহিরে অপ্রকাশ। এই সৃষ্টির তির্য্যক্‌ভাবে প্রবৃত্তি বলিয়া ইহারা নাম— তির্য্যক্‌স্রোতঃ। ঈশ্বর দ্বিতীয় জগতের ন্যায় তির্য্যক্‌স্রোতঃসৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের কথাঞ্চৎ সাফল্য বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ উৎসাহান্বিত হইলেন; তখন তাঁহার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ

ঊর্দ্ধস্রোতঃসু সৃষ্টেষু দেবেষু স তদা প্রভুঃ।
প্রীতিমানভবদ্‌ব্রহ্মা ততোহন্যং সোহভ্যমন্যত
সসর্জ্জ সর্গমন্যং স সাধকং প্রভুরীশ্বরঃ।
অথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা।।৫২
প্রাদুর্বভুব চাব্যক্তাদ বাক্‌স্রোতঃ সুসাধকম্।
যস্মাদব্বাগ্‌ব্যবর্ত্তেত ততোহর্ব্বাক্‌স্রোত উচ্যতে
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমঃসত্ত্বরজোহধিকাঃ।
তস্মাত্তে দুঃখবহুলা ভূয়ো ভূয়শ্চ কারিণঃ।।৫৪
প্রকাশ্য বাহারস্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে।
লক্ষণৈস্তারকাদ্যৈস্তে অষ্টধা চ ব্যবস্থিতাঃ।।৫৫
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তে গন্ধর্ব্বসহধর্ম্মিণঃ।
ইত্যেষ তৈজসঃ সর্গো হ্যর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ।।৫৬

হওয়ায় ঊর্দ্ধস্রোতাঃ সৃষ্টি হইল। ইহা প্রজাপতির তৃতীয় সৃষ্টি। ইহা ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইল। ঊর্দ্ধদিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে ঊর্দ্ধস্রোতাঃ বলে। ঊর্দ্ধস্রোতসৃষ্টিজাত জীবগণ সকলেই অন্তরে-বাহিরে প্রকাশ ও অপ্রকাশযুক্ত। বায়ু প্রভৃতি এই ঊর্দ্ধস্রোতঃসৃষ্টির অন্তর্গত। ঊর্দ্ধস্রোতঃসৃষ্টি ব্রহ্মার তৃতীয় সৃষ্টি। দেবতা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধস্রোতঃসমূহ সৃষ্টি হইলে প্রভু ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ প্রীত হইলেন। তখন তিনি অপর সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অপর আরও সাধক সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব করিলেন। অতঃপর সত্যসঙ্কল্প অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মার সৃষ্টি কার্য্যের সুসাধক অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ সৃষ্ট হইল। অর্ব্বাক্ অর্থাৎ নিম্নদিকে ইহার প্রবৃত্তি বলিয়া অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ নাম হইয়াছে। ইহারা প্রকাশবহুল ও সমধিক রজোগুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত ইহারা প্রায়শঃ দুঃখাক্রান্ত; আর ইহারা পুনঃপুনঃ ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী। অন্তরে-বাহিরে প্রকাশযুক্ত এই মনুষ্যসৃষ্টিই সাধক সৃষ্টি। ইহা তারকাদি অষ্টবিধ লক্ষণাক্রান্ত। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ এই মনুষ্যসৃষ্টির প্রকারভেদ মাত্র। অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ সৃষ্টি এইরূপ।

পঞ্চমোহনুগ্রহঃ সর্গশ্চতুর্দ্ধা স ব্যবস্থিতঃ।
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ।।৫৭
বিবৃত্তং বর্ত্তমানঞ্চ তেহর্থং জানন্তি তত্ত্বতঃ।
ভূতাদিকানাং সত্ত্বানাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে।।
তে পরিগ্রহণঃ সর্ব্বে সংবিভাগরতাঃ পুনঃ।
খাদনাশ্চাপ্যশীলাশ্চ জ্ঞেয়া ভূতাদিকাস্তু তে।।
বিপর্য্যয়েণ ভূতাদিরশক্ত্যা চ ব্যবস্থিতঃ।
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো মহতস্তু সঃ।।৬০
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে।
বৈকারিকস্ত্বতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ।।৬১
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতোহবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।।৬২
তির্য্যক্‌স্রোতাশ্চ যঃ সর্গস্তির্য্যক্‌যোনিঃ সপঞ্চমঃ
ততোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।।
তথার্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ
অষ্টমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসস্তু সঃ।।৬৪
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয় স্মৃতাঃ

এ সমস্তই তৈজস সৃষ্টি। ৪০-৫৬। বিপর্য্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও ঋদ্ধি— এই চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত অনুগ্রহ সর্গ পঞ্চম সৃষ্টি। ভবিষ্য ও বর্ত্তমান সমস্ত তত্ত্বই ইহাদিগের অবগত। তামস জীব-জাতির সৃষ্টি ষষ্ঠ। ইহারা সকলেই পরিগ্রহশালী, সংবিভাগরত, ভোগাসক্ত ও দুঃশীল। ইহারা বিপর্য্যয় ক্রমে জড়ভাবাপন্ন। মহানের সৃষ্টি প্রথম, তন্মাত্রসৃষ্ট দ্বিতীয়, ইহাকে ভূতসৃষ্টি বলে। বৈকারিক সৃষ্টি তৃতীয়, ইহাকেই ইন্দ্রিয় সৃষ্টি বলে। এই কয়টী প্রাকৃত সৃষ্টি ব্রহ্মার অবুদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়াছিল। স্থাবরদিগকেই মুখ্য বলে। মুখ্য সৃষ্টি চতুর্থ। তির্য্যক্‌স্রোতঃ অর্থাৎ তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি পঞ্চম। ঊর্দ্ধস্রোতঃ অর্থাৎ দেবসৃষ্টি ষষ্ঠ। অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি সপ্তম। অনুগ্রহ সৃষ্টি তমঃসত্ত্ব-বহুল; ইহা অষ্টম। এই অষ্টবিধ সৃষ্টি মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি প্রাকৃত আর শেষোক্ত পাঁচটি বৈকৃত

প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ।।
প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ সর্গাঃ কৃতাস্তেঽবুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রবর্ত্তন্তে ষট্‌সর্গা ব্রহ্মনস্তু তে।।৬৬
বিস্তরানুগ্রহং সর্গং কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত।
চতুর্থাবস্থিতঃ সোঽথ সর্ব্বভূতেষু কৃৎস্নশঃ।।৬৭
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ।
স্থাবরেষু বিপর্য্যাসস্তির্য্যগ্‌যোনিষু শক্তিতাঃ।।
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তু তুষ্টির্দ্দেবেষু কৃৎস্নশঃ।।
ইত্যেতে প্রাকৃতাশ্চৈব বৈকৃতাশ্চ নব স্মৃতাঃ।
সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ।
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।।৭০
সনন্দনঞ্চ সনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্।
বিজ্ঞানেন নিবৃত্তাস্তে বৈবর্ত্তেন মহৌজসঃ।।৭১
সম্বুদ্ধাশ্চৈব নানাত্বাদপ বদ্ধ স্ত্রয়োবপি তে।
অসৃষ্ট্বৈব প্রজাসর্গং প্রতিসর্গং গতাঃ পুনঃ।।৭২
তদা তেষু ব্যতীতেষু তদান্যান্ সাধকাংশ্চ তান
মানসানসৃজদ্‌ব্রহ্মা পুনঃ স্থানাভিমানিনঃ।।৭৩
আভূতসংপ্লবাবস্থান নামতস্তান্নিবোধত।

আপোগগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিশস্তথা।।
স্বর্গং দিবঃ সমুদ্রাংশ্চ নদান শৈলান বনস্পতীন
ওষধীনাং তথাত্মানো হ্যাত্মানো বৃক্ষবীরুধাম্।।
লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তাঃ সন্ধিরাত্র্যহাঃ।
অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ অয়নাব্দযুগানি চ।।৭৫
স্থানাভিমানিনঃ সর্ব্বে স্থানাখ্যাশ্চৈব তে স্মৃতাঃ
বক্ত্রাদ্‌যস্য ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা-
স্তদ্বক্ষস্তঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোর্ব্বোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সম্প্রসূতা।।৭৭
নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে পুনর্ব্রহ্মা লোকান্তেন কৃতাঃ স্বয়ম্
এষ বঃ কথিতঃ পাদঃ সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ।
অনেনাদ্যেন পাদেন পুরাণং সম্প্রকীর্ত্তিতম্।।
ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।।৬।।
সমাপ্তঃ প্রক্রিয়াপাদঃ।

সৃষ্টি। কৌমার সৃষ্টি নবম। প্রাকৃত, বৈকৃত ও কৌমার — এই ত্রিবিধ সৃষ্টির মধ্যে প্রাকৃত তিনটি সৃষ্টিই অবুদ্ধিপূর্ব্বক, আর অবশিষ্ট ছয়টি বুদ্ধিপূর্ব্বক। ৫৭-৬৬। এক্ষণে অনুগ্রহ সর্গ সবিস্তার কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবগত হউন। এই সৃষ্টি সর্ব্ব-ভূতেই বিপর্য্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই চারি প্রকারে বিদ্যমান। স্থাবরে বিপর্য্যাস, তির্য্যকযোনিতে শক্তি, মনুষ্যে সিদ্ধি এবং দেবতাতে তুষ্টি বর্ত্তমান। প্রাকৃত ও বৈকৃত সমুদায়ে মিলিত এই নববিধ সৃষ্টি আবার প্রত্যেকে প্রকারভেদে বহুবিধ। ব্রহ্মা প্রথমে আত্মসম সনন্দন, সনক, সনাতন, এই তিনটি মানস সন্তান সৃষ্টি করেন। ইহারা তিন জনেই মহা তেজস্বী, বিবর্ত্ত বিজ্ঞান-সম্পন্ন, এবং ব্রহ্মজ্ঞানবান্। ইহাঁরা প্রজা সৃষ্টি না করিয়াই নিবৃত্তিপথাবলম্বী হইয়া মহাপ্রস্থান করেন। ব্রহ্মা ইহাদিগকে তাদৃশভাবে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুনরায় স্থানাভিমানী সৃষ্টিসাধক অপর পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন। ইহারা প্রলয়পর্যন্ত স্থায়ী। ইহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক্, স্বর্গ, দিব, সমুদ্র, নদ, শৈল, বনস্পতি, এ সকলের আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কল, মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিবা, অর্দ্ধমাস, মাস, অয়ন, অব্দ, যুগ,— ইহারা সকলেই স্থানাভিমানী; সুতরাং স্থানপদবাচ্য। পরম পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য, পদযুগল হইতে শূদ্র; — এই ভাবে সর্ব্বগাত্র হইতে বর্ণসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পরমপুরুষ নারায়ণ অব্যক্তেরও পরবর্ত্তী; অব্যক্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব; অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি; এই ব্রহ্মা স্বয়ং সকল লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট আদ্য প্রক্রিয়া

অনুষঙ্গপাদঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইত্যেষ প্রথমঃ পাদঃ প্রক্রিয়ার্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রুত্বা তু সংহৃষ্টমনাঃ কাশ্যপেয়ঃ সনাতন।।১
সম্বোধ্য সূতং বচসা পপ্রচ্ছাথোকরাং কথাম্।
অতঃ প্রভৃতি কল্পজ্ঞ প্রতিসান্ধং প্রচক্ষ্ব নঃ।।২
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ।
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ প্রতিসান্ধ্যতস্তয়োঃ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামো হ্যত্যন্তকুশলো হ্যসি।।৩

লোমহর্ষণ উবাচ।

অত্র বোঽহং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসন্ধিশ্চ যত্তয়োঃ
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ।।৪
মন্বন্তরাণি কল্পেষু যেষু যানি চ সুব্রতাঃ।
যশ্চায়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাম্প্রকঃ শুভঃ
অস্মাৎ কল্পাচ্চ যঃ কল্পঃ পূর্ব্বোঽতীতঃ সনাতনঃ
তস্য চাস্য চ কল্পস্য মধ্যাবস্থাং নিবোধত।।৬
প্রত্যাহৃতে পূর্ব্বকল্পে প্রতিসন্ধিশ্চ তত্র বৈ।
অন্যঃ প্রবর্ত্ততে কল্পো জনাল্লোকাৎ পুনঃপুনঃ।।
ব্যুচ্ছিত্যাৎ প্রতিসন্ধেস্তু কল্পাৎ কল্পঃ পরস্পরম্
ব্যুচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কল্পান্তে সর্ব্বশস্তদা
তস্মাৎ কল্পাত্তু কল্পস্য প্রতিসন্ধির্বিগদ্যতে।
মন্বন্তরযুগ খ্যানামব্যুচ্ছিত্যাশ্চ সম্ভবঃ।।৯
পরস্পরঃ প্রবর্ত্তন্তে মন্বন্তরযুগৈঃ সহ।
উক্তা যে প্রক্রিয়ার্থেন পূর্ব্বকল্পাঃ সমাসতঃ।।১০
তেষাং পরার্দ্ধকল্পনাং পূর্ব্বো হ্যস্মার্ত্তু যঃ পরঃ
আসীৎ কল্পো ব্যতীতো বৈ পরার্দ্ধং ন পরস্তু সঃ
অন্যে ভবিষ্যা যে কল্পা অপরার্দ্ধাদ্‌গণীকৃতাঃ।
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোঽয়ং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ
যস্মিন পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধে তু দ্বিতীয়ে পর উচ্যতে
এতাবান স্থিতিকালস্য প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ।।

পাদ, সংক্ষেপে কহিলাম; বিস্তর সহকারে বলা হইল না; এই আদ্য পাদে বায়ুপুরাণের সৃষ্টিবৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। ৬৭-৭৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

সূত-কথিত বায়ুপুরাণের প্রথম পাদ-- সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শ্রবণে নৈমিষীয় মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে সূতকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত সমুদয় জিজ্ঞাসা করিলেন। -- হে কল্প তত্ত্বজ্ঞ সূত। অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের অন্তর ও প্রতিসন্ধি বিবরণ আমরা জানিতে অভিলাষ করি। আপনি পুরাবৃত্ত-কথনে সবিশেষ কুশল। অতএব আমাদিগের নিকট তাহা বর্ণন করুন। সূত কহিলেন, -- অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের প্রতিসন্ধি বৃত্তান্ত আমি আপনাদিগের নিকট বলিতেছি। হে সুব্রত মুনিগণ। যে কল্পে যত মন্বন্তর, এবং বর্ত্তমান বারাহ কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী কল্প আর ইহাদিগের মধ্যাবস্থা, এতৎসমস্ত বিবরণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব কল্প প্রত্যাহৃত হইলে অন্য কল্প প্রবৃত্ত হয়, এতদুভয়ের মধ্যাবস্থারূপ প্রতি সন্ধিতে জনলোক হইতে অপর সৃষ্টি প্রারব্ধ হইয়া থাকে। প্রতি সন্ধিকাল যদি বিচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিধারা যদি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তবে কল্পসকলও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; তখন আর পূর্ব্বকল্পিয় ক্রিয়াকলাপ পরকল্পগামী হইতে পারে না। পরন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়।১-৮। এ নিমিত্ত এক কল্প হইতে অপর কল্পের প্রতিসন্ধি কল্প বিবরণ বলিতেছি। যুগযুগান্তরাদেরও সন্ধিকাল অবিচ্ছিন্নই থাকে। ক্রিয়াকলাপ অপর মন্বন্তর যুগাদির সহিতই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রক্রিয়, বিবরণে সংক্ষেপে কল্পসমূহের বর্ণনা করিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে যে কল্প অতীত হইয়াছে, উহা পূর্ব্ব পরার্দ্ধান্তর্গত। পরপরার্দ্ধ কালের কল্প সকলের মধ্যে বর্ত্তমান বারাহ কল্পই প্রথম। হে দ্বিজগণ। পূর্ব্ব পরার্দ্ধ ও পরপরার্দ্ধ-- এই দ্বিবিধ কালের পর এ জগৎপ্রপঞ্চ

অস্মাৎ কল্পাত্তু যঃ পূর্ব্বং কল্পোঽতীতঃ সনাতন
চতুর্যুগসহস্রান্তে অহোমন্বন্তরৈঃ পুরা।।১৪
ক্ষীণে কল্পে তদা তস্মিন্ দাহকালে হ্যুপস্থিতে
তস্মিন্ কল্পে তদা দেবা আসন্ বৈমানিকাস্তু যে
নক্ষত্রগ্রহতারাস্তু চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্চ যে।
অষ্টাবিংশতিরেবৈতাঃ কোট্যস্তু সুকৃতাত্মনাম্
মন্বন্তরে তথৈকস্মিংশ্চতুর্দ্দশসু বৈ তথা।
ত্রীণি কোটি শতান্যাসন্ কোট্যো দ্বিনবতিস্তথা
অষ্টাধিকাঃ সপ্তশতাঃ সহস্রাণাং স্মৃতাঃ পুরা।
বৈমানিকানাং দেবানাং কল্পেঽতীতে তু যেহ
ভবন।।১৪
একৈকস্মিংস্তু কল্পে বৈ দেবা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ
অথ মন্বন্তরেষ্বাসংশ্চতুর্দ্দশসু বৈ দিবি।।১৫
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা।
তেষামনুচরা যে চ মনুপুত্রাস্তথৈব চ।।
বর্ণাশ্রমিভিরীড্যাশ্চ তস্মিন কালে তু যে সুরাঃ
মন্বন্তরেষু যে হ্যাসন্ দেবলোকে দিবৌকসঃ।।
তে তৈঃ সংযোজকৈঃ সার্দ্ধং প্রাপ্তে সঙ্কালনে
তথা।

তুল্যনিষ্ঠাস্তু তে সর্ব্বে প্রাপ্তে হ্যাভূতসংপ্লবে।।
ততস্তেঽবশ্যভাবিত্বাদ্বুদ্ধা পর্য্যায়মাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবা ইহস্থানাভিমানিনঃ।।
স্থিতিকালে তদা পূর্ণে হ্যাসন্নে পশ্চিমেঽন্তরে।
কল্পাবসানিকা দেবাস্তস্মিন্ প্রাপ্তে হ্যুপপ্লবে।।
তেনৌৎসুক্যাবষাদেন ত্যক্ত্বা স্থানানি ভবতঃ
মহর্লোকায় সংবিগ্নাস্ততস্তে দধিরে মতিম্।।২৫
তে যুক্তা উপপদ্যন্তে মহসি বৈঃ শরীরকৈঃ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।।
তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্দ্ধং মহানাসাদিতস্তু যৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈস্তদ্ভক্তৈশ্চাপরেজনৈঃ।।
গত্বা তু তে মহর্লোকং দেবসংঘাশ্চতুর্দ্দশ।
ততস্তে জনলোকায় সোদ্বেগা দধিরে মতিম্।।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।।
তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্দ্ধং মহানাসাদিতস্তু যৈঃ।
দশকৃত্ব ইবাবৃত্য তস্মাদ্ গচ্ছন্তি বস্তুপঃ।
তত্র কল্পান্ দশ স্থিত্বা সত্যং গচ্ছন্তি বৈ পুনঃ
এতেন ক্রমযোগেন যান্তি কল্পনিবাসিনঃ।
এবং দেবযুগনাস্তু সহস্রাণি পরস্পরাৎ।।৩১

উপসংহৃত হইয়া থাকে। এই কল্পের পূর্ব্বে যে সনাতন কল্প অতীত হইয়াছে, চতুঃসহস্র যুগাত্মক মন্বন্তর-পরিমিত ব্রাহ্ম দিবাবসানে ঐ কল্প ক্ষীণ হইলে যখন জগতের দাহকাল ঘটিয়াছিল, তদানীন্তন রাশি, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহ প্রভৃতি বিমানবিহারী দেবগণের সংখ্যা, — অষ্টাবিংশতি কোটি। ইহা এক মন্বন্তরের পরিমাণ। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে দেবসংখ্যা তিনশত দ্বিনবতি কোটি আট সহস্র সাত শত। ইহারা অতীত কল্পের বৈমানিক দেবতা। এইরূপ প্রতিকল্পেই বৈমানিক দেবগণ বিদ্যমান থাকেন। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে অন্তরীক্ষলোক দেবতা, পিতৃ, মুনি, মনু, মনুপুত্র, ইহাঁদিগের অনুচর, বর্ণাশ্রমধর্ম্মিগণের উপাস্য দেবতা, আর অতীত মন্বন্তরের দেবলোকবাসী, — ইহাঁরা সকলেই সেই সংহারসময়ে আপনাদিগের বিপদাশঙ্কায় চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। সেই সকল স্থানাভিমানী দেবগণমধ্যে আত্মরক্ষার্থমহর্লোক গমন জন্য মহান্ ব্যাকুলভাব ঘটে। সেই সকল কল্পবাসীদিগের সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র— যাঁহারা বিশুদ্ধিবহুল ও মনঃসিদ্ধ সম্পন্ন, তাঁহারাই যোগপ্রভাবে সশরীরে মহর্লোকে যাইতে পারেন। সেই সেই চতুর্দ্দশ দেবসংঘ মহর্লোকে গমনান্তর সেস্থান হইতেও উদ্বিগ্নচিত্তে জনলোকে যাইবার অভিপ্রায় করেন।৯-২৮। মানসসিদ্ধি সম্পন্ন, অতিবিশুদ্ধ মহর্লোকবাসী মহর্ষিগণ কল্পবাসীদিগের সহিত জনলোকে যাইয়া তথা হইতে স্বর্লোকে প্রস্থান করেন। তাহাদিগের পথিমধ্যে দশবার গতিরোধ হয়, কিন্তু তাঁহারা প্রবল উদ্যমে তথা হইতে স্বর্লোকে যাইয়া উপস্থিত হন, সেখানে তাঁহারা দশকল্পকাল বাস করেন, পরে তথা হইতে আবার সত্যলোকে গমন করেন। কল্পবাসীদিগের এইক্রমে পরম গতি হইয়া

গতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাবর্ত্তনীং গতিম্।
আধিপত্যং বিনা তে বৈ ঐশ্বর্যেণ তু তৎসমাঃ
ভবন্তি ব্রহ্মণস্তু রূপেণ বিষয়েণ চ।
তত্র তে হ্যবতিষ্ঠন্তি প্রীতিযুক্তাঃ প্রসঙ্গমাৎ।।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন প্রাকৃতেনৈব তে স্বয়ম্।।
নানাত্বেনাভিসংবদ্ধাস্তদা তৎকালভাবিনঃ।
স্বপতো বুদ্ধিপূর্ব্বং হি যথা ভবতি জাগ্রতঃ।।৩৫
তৎকালভাবি কেষাঞ্চ তথা জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।
প্রত্যাহারে তু ভেদানাং যেষাং ভিন্নানি সূত্রণাঃ
তৈঃ সার্দ্ধং প্রতিসৃজ্যন্তে কার্য্যাণি করণানি চ
নানাত্বদর্শনাস্তেষাং ব্রহ্মলোকনিবাসিনাম্।
বিনষ্টস্বাধিকারাণাং স্বেন ধর্ম্মেণ তিষ্ঠতাম্।।৩৮
তে তুল্যলক্ষণাঃ সিদ্ধাঃ শুদ্ধাত্মানো নিরঞ্জনাঃ
প্রকৃতৌ কারণাতীতাঃ স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতাঃ
প্রখ্যাপয়িত্বা হ্যাত্মানং প্রকৃতিস্তেষু সর্ব্বশঃ।
পুরুষাব্যবহৃত্বেন প্রতীতা ন প্রবর্ত্ততে।।৪০
প্রবর্ত্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বা কারণে পুনঃ।।
সংযোগে প্রাকৃতে তেষাং যুক্তানাং তত্ত্বদর্শিনাম্
অত্রাপবর্গিণাং তেষাংপুনর্মার্গগ্যামিণাম্।
অভাবঃ পুনরুৎপত্তৌ শান্তানামর্চ্চিষামিব।।৪২
ততস্তেতু গতেযুর্দ্ধং ত্রৈলোক্যাৎ সুমহাত্মসু।
তৈঃ সার্দ্ধং যে মহর্লোকাত্তদা নাসাদিতো জনঃ
তচ্ছিষ্টাশ্চেহ তিষ্ঠন্তি কল্পান্দেহমুপাসতে।।৪৩
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচান্তা মানুষা ব্রাহ্মণাদয়ঃ
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব স্থাবরাঃ সসরীসৃপাঃ।।৪৪
তিষ্ঠৎসু তেষু তৎকালং পৃথিবীতলবাসিষু।
সহস্রং যত্তু রশ্মীনাং সূর্য্যস্যেহ বিভাসতে।।৪৫
তে সপ্তরশ্মীনাং ভূত্বা হ্যেকৈকো জায়তে রবিঃ
ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানাস্তে ত্রীল্লোকান্ প্রদহন্ত্যুত।।
জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব নদীঃ সর্ব্বাশ্চ পর্ব্বতান।
পূর্ব্বে শুষ্কা হ্যনাবৃষ্ট্যা সূর্য্যৈস্তৈশ্চ প্রধুপিতাঃ।।
তদা তে বিবশাঃ সর্ব্বে নির্দগ্ধাঃ সূর্য্যরশ্মীভিঃ
জঙ্গমাঃ স,থাবরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মতাস্তু বৈ।।
দগ্ধদেহাস্ততস্তে বৈ গতাঃ পাপযুগাত্যয়ে।

থাকে। সহস্র সহস্র দেবযুগের জীবগণ এই প্রকারে ব্রহ্মলোকে পুনরাবর্ত্তনহীন গতি লাভ করে। তাঁহারা তথায় আধিপত্য ব্যতীত ঐশ্বর্য্য, রূপ ও বিষয়সমূহে সর্ব্বথা ব্রহ্মার তুল্য হইয়া ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদসম পরম প্রীতি ভোগ সহকারে বাস করেন। পরে ব্রহ্মার সহিতই তাঁহাদিগের মুক্তিলাভ হয়। অবশ্যাম্ভাবী বিবিধ প্রাকৃত বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সেই সময় অতিবাহিত করেন। জাগ্রৎ ব্যক্তির ইচ্ছা করিয়া শুইয়া থাকার মত তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন জ্ঞানে বিষয়ধ্যান বর্জ্জনপূর্ব্বক অবস্থান করেন। সেই বিষয়-বিনিবৃত্ত-বুদ্ধি ব্রহ্মা লোকবাসীদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের বিষয়াভিলাষ উদ্বুদ্ধ হয়, সৃষ্টিকালে তাঁহাদিগের সহিত কার্য্যকারণ সকল সৃষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকবাসীদিগের নানাত্ব ও যথেচ্ছাচারবীহিত্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মরূপেই অবস্থান করেন। প্রকৃতি দেবী, পুরুষসমূহকে সর্ব্বথা আপনার স্বরূপ দেখাইয়া তাহাদিগের অনাসক্তি দর্শনে স্বয়ং নিবৃত্ত হয়েন। কারণসমূহের যোগে পুনরায় সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলেও সেই যোগযুক্ত তত্ত্বদর্শী মোক্ষাভিলাষী নিবৃত্তিনিরত জীবগণের, নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না।২৯-৪২। সেই সুমহাত্মা জীবগণ ত্রৈলোক্যের উর্দ্ধভাগ আশ্রয় করিয়া, পূর্বের্ব যাহারা মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন নাই, তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানে বাস করেন, এবং কল্পান্তে দেহধারণ করিয়া থাকেন। তখন ভূমণ্ডল, গন্ধর্ব্বাদি পিশাচান্ত দেবতা, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর ও সরীসৃপাদি প্রাণিগণে পরিপূর্ণ থাকে। সূর্য্যের একসহস্র রশ্মি আছে, উহারা বিভক্ত হইয়া সপ্ত সূর্য্যাকার ধারণ করে। তখন প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ে ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকে। স্থাবর, জঙ্গম, নদী, পর্ব্বত, — সকলই পূর্ব্ব হইতে অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক থাকে,

যোন্যা তয়া হ্যনির্ম্মুক্তাঃ শুভপাপানুবন্ধয়া।।৪৯
ততস্তে হ্যপপদ্যন্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।।
উষিত্বা রজনীং তত্র ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ।
পুনঃ সর্গে ভবন্তীহ ব্রহ্মণো মানসীপ্রজাঃ।।৫১
ততস্তেষ্বপ্রবৃত্তেষু জনে ত্রৈলোক্যবাসিষু।
নির্দগ্ধেষু চ লোকেষু তেষু সূর্য্যৈস্তু সপ্তভিঃ।।
বৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ প্লাবিতায়াং বিশীর্ণেষ্বালয়েষু চ।
সামুদ্রাশ্চৈব মেঘ্যাশ্চ আপঃ সর্ব্বাশ্চ পার্থিবাঃ।
ব্রজন্ত্যেকার্ণবত্বং হি সলিলাখ্যাস্তদাশ্রিতাঃ।
আগতাগতিকং তদ্বৈ যদা তু সলিলং বহু।।৫৪

সঞ্জাদ্যেমাং স্থিতাং ভূমিমর্ণবাখ্যা তদা চ সা।
আভান্তি তস্মান্নাভান্তি ভাসন্তো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু
সর্ব্বতঃ সমনুপ্লাব্য ভাসাং চান্তো বিভাব্যতে।
তদন্তস্তনুতে যস্মাৎ সর্ব্বা পৃথ্বীং সমন্ততঃ।।৫৬
ধাতুস্তনোতির্বিস্তারে তেনাম্বস্তনবঃ স্মৃতাঃ।

সূর্য্যকাপে প্রধূপিত হয়; সমস্তই তখন সূর্য্যতেজে দগ্ধ হইতে থাকে, ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক স্থাবর জঙ্গম সকলেই তখন দগ্ধদেহ হইয়া শুভাশুভ যে কোন যোনিতে প্রবেশ করে। এই ক্রমে তাহারা সকলেই সারূপ্যমুক্তি লাভ করিয়া জনলোক পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাহারা শুচি, শুদ্ধ মনঃসিদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা অপর ব্রহ্মরজনী অতিবাহিত করিয়া পুনঃ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার মানস সন্তান রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। এইরূপে ত্রৈলোক্য প্রাণিহীনস লোক সকল সপ্ত সূর্য্য দ্বারা দগ্ধ, ক্ষিতিতল বৃষ্টিদ্বারা প্লাবিত, ও লোকালয়সমূহ বিশীর্ণ হইলে সমুদ্র, মেঘ ও পৃথিবী— ইহাদিগের সলিলরাশি পরস্পর মিলিত হইয়া এক সাগরাকার ধারণ করে। পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বহু জল থাকিলেও তাহাদিগকে জলই বলা যায়, কিন্তু যখন মিলিত বহু জল পৃথিবীর বহুস্থান ব্যাপিয়া থাকে, তখন তাহাকে সাগরসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। আভাত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, আবার নাও হয়; পরন্তু স্বীয়

অরমিত্যেষ শীঘ্রস্তু নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ।।
একার্ণবে ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রাস্তেন তে নরাঃ।
তস্মিন যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোহহনি।।
রজন্যাং বর্ত্তমানায়াং তাবত্তসলিলাত্মনা।
ততস্তু সলিলে তস্মিন্নষ্টেহগ্নৌ পৃথিবীতলে।।
প্রশান্তবাতেহন্ধকারে নিরালোকে সমন্ততঃ।
যেনৈবাধিষ্ঠিতং হীদং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ।।৬০
বিভাগমস্য লোকস্য পুনর্বৈ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
একার্ণবে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।।৬১
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।।৬২
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যাস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা।
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্য লোকমবেক্ষ্য চ।।
ইমং চোদহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।।

ব্যাপ্তি ও দীপ্তিদ্বারা বিভাসিত অর্থাৎ জ্ঞানগোচর হয়, এজন্য ইহাকে অন্তঃ বলে। এই অন্তঃসমস্ত পৃথিবীকে বিস্তারিত করে; এজন্য বিস্তারার্থক তনুধাতু 'তনু' শব্দেও জলকেই বোঝায়। অর শব্দ শীঘ্র গমনার্থক; একার্ণবকালে জল সকল শীঘ্রগামী হয় না, এজন্য জলের অপর একটী নাম নার। যুগসহস্রাত্মক ব্রাহ্ম্য দিবাবসানে রাত্রিকাল একার্ণবাকারেই অতিবাহিত হয়। তখন অগ্নি ও পৃথিবী বিনষ্ট, বায়ু প্রশান্ত, সমস্ত অন্ধকার— নিরালোক ও জল পরিপূর্ণ। পুরুষরূপী প্রভু ব্রহ্মা সেই সময়ে পুনরায় এই লোক সকলের বিভাগ করিতে অভিলাষ করেন। সেই স্থাবর-জঙ্গমহীন একার্ণবে তখন ব্রহ্মা সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ, সহস্রমস্তক, স্বর্ণবর্ণও উৎসাহসম্পন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি সেই জল মধ্যে তৎকালে শয়ন করিয়া থাকেন। তদবস্থায় তাঁহাকে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়। যখন তাঁহার সত্ত্ব গুণের উদ্রেক হয়, তখন তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্ত লোক শূন্যাকারদর্শনে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।৪৩—৬৩। নারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক

আপো নরাখ্যাস্তনব ইত্যাপাং নাম শুশ্রুম।
আপূর্য্য নাভিং তস্মাদ্বস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ
সহস্রশীর্ষা সুমনাঃ সহস্রপাৎ
সহস্রচক্ষুর্বদনঃ সহস্রভুক্।
সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতি
ত্রয়ীপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে।।৬৬
আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
একো হ্যপূর্ব্বঃ প্রথমং ত্বরাষাট্।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা
স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরাস্তাৎ।।৬৭
কল্পাদৌ রজসোদ্রিক্তো ব্রহ্মা ভূত্বাসৃজৎ প্রজাঃ
কল্পান্তে তমসোদ্রিক্তঃ কালো ভূত্বাগ্রসৎ পুনঃ
স বৈ নারায়ণাখ্যস্তু সত্ত্বোদ্রিক্তোঽর্ণবে স্বপন।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সমবর্ত্তত।।
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিস্তু তান
একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।।৭০
চতুর্যুগসহস্রান্তে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু অপ্রকাশার্ণবে স্বপন।।৭১
চতুর্ব্বিধাঃ প্রজা সৃষ্ট্বা ব্রাহ্মাং রাত্রাং মহার্ণবে
পশ্যন্তি তং মহর্লোকাৎ সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ।।
ভৃগ্বাদয়ো যথা সপ্ত কল্পে হ্যস্মিন্মহর্ষয়ঃ।
ততো বিবর্ত্তমানৈস্তৈর্মহান্ পরিগতঃ পরঃ।।৭৩
গত্যার্থাদৃষতের্ধাতোর্নামনির্ব্বৃত্তিরাদিতঃ।
তস্মাদৃষিপরত্বেন মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ।।৭৪
মহর্লোকস্থিতৈর্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ।
সত্যাদ্যাঃ সপ্ত যে হ্যসন্ কল্পেঽতীতে মহর্ষয়ঃ
এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রীষু হ্যতীতাসু সহস্রশঃ।
দৃষ্টবন্তস্তথা হ্যন্যে সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ।।৭৬
কল্পস্যাদৌ তু বহুশো যস্মাৎ সংহ্লাশ্চতুর্দ্দশ।
কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাৎ কল্পো নিরুচ্যতে।।
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।।

প্রচলিত আছে যে, জল সকলই 'নর' নামক তনু; জলের এইরূপ নাম প্রসিদ্ধ; সেই নরের অর্থাৎ জলের মধ্যে নাভি পর্য্যন্ত আপূরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নারায়ণ নামে খ্যাতি হয়। এই সহস্র প্রাণ, মন, মুখ, মস্তক, হস্ত, পদ, চক্ষু ও কর্ণ সম্পন্ন, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী, প্রজাপতি পুরুষের বিষয় ত্রয়ীতে সবিশেষ উল্লেখ আছে। এই মহাত্মাই বেদে আদিত্যবর্ণ, ভুবনপালক, অপূর্ব্ব, প্রথম প্রজাপতি, তমঃ পরবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ মহাপুরুষ বলিয়া পঠিত। কল্পান্তে সৃষ্টি প্রারম্ভে এই পুরুষই রজোগুণোদ্রেকে ব্রহ্মা হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন; আবার কল্পান্তকালে তমোগুণের উদ্রেক হেতু কাল হইয়া গ্রাস করেন। সত্ত্বগুণোদ্রেকে তিনি একার্ণবে শয়ান থাকিয়া নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। তিনি আপনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যে বিরাজমান। তিন মূর্ত্তি দ্বারা তিনি সৃজন, গ্রসন ও বীক্ষণ করিয়া থাকেন। চতুঃসহস্র যুগান্তে যখন স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট ও দশদিক্ জলমগ্ন হইয়া একার্ণবাকার হয়, যখন ব্রহ্মা কালরূপে চতুর্ব্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া নিরালোক জলরাশি মধ্যে নারায়ণরূপে শয়ান থাকেন, তখন তাঁহাকে তৎকালীয় মহর্লোকবাসী ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ দেখিতে পান। সেই মহর্ষিগণ পরম পুরুষ মহানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; এইজন্য ইহাঁদিগকে মহর্ষি বলা যায়।৬৪-৭৪। গমনার্থক ঋষ ধাতু হইতেই ঋষি নাম নিষ্পন্ন। মহর্লোকস্থিত সেই সমস্ত ঋষিগণ তখন কালকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকল্পে সত্য প্রভৃতি যে সকল মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারাও এইরূপে কালকে শয়ন করিতে দেখিয়াছেন। এই অতীত সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম রাত্রিতে পূর্ব্বপূর্ব্ব মহর্ষিগণ কালের শয়ন দর্শন করিয়াছেন। কল্পের আদিতে ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ বিভাগে অনেকানেক জীবজাত কল্পনা করিয়া থাকেন; এজন্য সেই সময়কে কল্প বলে। সেই ব্যক্তাব্যক্ত মহাদেবই কল্পাদি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করেন

ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্ব্বঃ কীর্ত্তিতঃ কল্পয়োর্দ্বয়ো।
সাম্প্রতাতীতয়োর্মধ্যে প্রাগবস্থা বভূব যা।।
কীর্ত্তিতা তু সমাসেন কল্পে কল্পে যথা তথা।
সাম্প্রতং তে প্রবক্ষ্যামি কল্পমেতং নিবোধত।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রতিসন্ধি-
কীর্ত্তনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়।।৭।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

তুল্যং যুগসহস্রস্য নৈশ কালমুপাস্য সঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রবুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ।।১
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন বায়ুর্ভূত্বা তদা চরন্।
অন্ধকারে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।।২
জলেন সমনুব্যাপ্তে সর্ব্বতঃ পৃথিবীতলে।
অবিভাগেন ভূতেষু সমন্তাৎ সুস্থিতেষু তু।।৩
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্কালে ততস্ততঃ।
তদাকাশে চরন সোঽথ বীক্ষ্যনাণঃ স্বয়ম্ভূবঃ।।
প্রতিষ্ঠায়া হ্যপায়ং তু মার্গমাণস্তদা প্রভুঃ।
ততস্তু সলিলে তস্মিন জ্ঞাত্বা হ্যন্তর্গতাং মহীম
অনুমানাত্তু সম্বুদ্ধো ভূমেরুদ্ধারণং প্রতি।
চকারান্যাং তনুং চৈব পূর্ব্বকল্পাদিষু স্মৃতাম্।।
স তু রূপং বরাহস্য কৃত্বাপঃ প্রবিশৎ প্রভুঃ।
অদ্ভিঃ সঞ্ছাদিতামুর্ব্বীং সমীক্ষ্যাথ প্রজাপতিঃ।।
উদরত্যোর্ব্বীমথাদ্ভ্যস্তু অপস্তাস্তু স বিন্যসন।।
সামুদ্রীস্তু সমুদ্রেষু নাদেয়ীর্নিম্নগাস্বপি।
পার্থিবীস্তু সবিন্যস্য পৃথিব্যাং সোঽচিনোদ
গিরীন।।৯
প্রাক্সর্গে দহ্যমানে তু তদা সংবর্ত্তকাগ্নিনা।
তেনাগ্নিনা প্রলীনাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ।
শৈত্যাদেবার্ণবে তস্মিন বায়ুনাপস্তু সংহতা।।
নিবদ্ধা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলোঽভবৎ।
স্কন্নাচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ।।
গরয়োঽদ্ভির্নিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ।

এজগৎ তাঁহারই। অতীত ও বর্ত্তমান কালের মধ্যভাগে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সেই প্রতি সন্ধিবৃত্তান্ত আপনাদিগের নিকট এই আমি বর্ণন করিলাম। কল্পে কল্পে যেরূপ অবস্থা ঘটে, তাহাও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই যাহা বলিলাম, ইহা বর্ত্তমান কল্পেরই বিবৃতি। আপনারা এ তত্ত্ব বৃত্তান্ত অবধারণ করুন।৭৫-৮০।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।।৭।

অষ্টম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, সেই পুরুষ, যুগসহস্রাত্মক রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অবসানে সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মামূর্ত্তি গ্রহণ করেন। সেই স্থাবরজঙ্গমহীন, অন্ধকারযুক্ত জলময়, ভূত-বিভাগহীন নিশাকালে ব্রহ্মা তরু ন্যায় নভোনণ্ডলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত সৃষ্টিবিভাগের উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পরে সেই সলিল মধ্যে পৃথিবী নিমগ্না রহিয়াছে, অনুমানে ইহা বুঝিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ চিন্তাপূর্ব্বক পূর্ব্বাপূর্ব্ব কল্পের ন্যায় অপর শরীর ধারণ করেন। তিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন পৃথিবীকে জলসমাদিত দেখিয়া সেই জলসমূহও বিভাগ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করেন। তিনি সমুদ্রজল সমুদ্রে, নদীজল নদীতে এবং পার্থিব জল পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া পর্ব্বতসমূহ স্থাপনার্থ উদ্যত হয়েন।১-৯। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সংবর্ত্তক অগ্নিদ্বারা সমস্ত পর্ব্বত দগ্ধ হইয়া যায়; পরন্তু একার্ণবে শৈত্যাধিক্যবশতঃ বায়ু দ্বারা জল সকল স্থানে স্থানে কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতরূপে পরিণত হয়। চলন রহিত বলিয়া উহাদিগকে অচল বলে আর উহাদিগের পর্ব্ব অর্থাৎ স্তর আছে বলিয়া পর্ব্বত সংজ্ঞা হইয়াছে। জলে নিগীর্ণ অর্থাৎ গ্রস্ত ছিল বলিয়া গিরি,

ততস্তু তাং সমুদ্ধৃত্য ক্ষিতিমম্ভর্জ্জলাৎ প্রভুঃ।।
স্বস্থানে স্থাপয়িত্বা চ বিভাগমকরোৎ পুনঃ।
সপ্ত সপ্ত তু বর্ষাণি তস্যা দ্বীপেষু সপ্তসু।।১৩
বিষমাণি সমীকৃত্য শিলাভিরচিনোদিগরীন।
দ্বীপেষু তেষু বর্ষাণি চত্বারিংশন্নবৈব চ।।১৪
তাবন্তঃ পর্ব্বতাশ্চৈব বর্ষান্তে সমবস্থিতাঃ।
সর্গাদৌ সন্নিবিষ্টাস্তে স্বভাবেনৈব নান্যথা।।১৫
সপ্ত দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ অন্যোন্যস্য তু মণ্ডলম।
সন্নিকৃষ্টাঃ স্বভাবেন সমাবৃত্য পরস্পরম।।১৬
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকাংশ্চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সহ
পূর্ব্বন্তু নির্ম্মমে ব্রহ্মা স্থানানীমানি সর্ব্বশঃ।।১৭
কল্পস্য চাস্য ব্রহ্মা বৈ হ্যসৃজৎ স্থানিনঃ পুরা।
আপোহগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিবং তথা
স্বর্গং দিশঃ সমুদ্রাংশ্চ নদীঃ সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান।
ওষধীনাং তথাত্মানমাত্মানং বৃক্ষবীরুধাম।।
লবান্ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তং সন্ধিরাত্র্যহম্।
অর্দ্ধমাসাংশ্চ মাসাংশ্চ অয়নাব্দযুগানি চ।।২০
স্থানাভিমানিনশ্চৈব স্থানানি চ পৃথক্ পৃথক্।
স্থানাত্মনঃ স সৃষ্টা বৈ যুগাবস্থাং বিনির্ম্মমে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব তথা যুগম্।
কল্পাস্যাদৌ কৃতযুগে প্রথমে সোহসৃজৎ প্রজাঃ
প্রাগুক্তা যা ময়া তুভ্যং পূর্ব্বকালং প্রজাস্তু তাঃ
তস্মিন্ সংবর্ত্তমানে তু কল্পে দগ্ধাস্তদাগ্নিনা।।
অপ্রাপ্তা যাস্তপোলোকং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ
প্রবর্ত্তন্তে পুনঃ সর্গে বীজার্থং তা ভবন্তি হি।।
বীজার্থেন স্থিতাস্তত্র পুনঃ স্বর্গস্য কারণাৎ।
ততস্তাঃ সৃজ্যমানাস্তু সন্তানার্থং ভবন্তি হি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামিহ তাঃ সাধিকাঃ স্মৃতাঃ।
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মানবস্তথা।।২৬
ততস্তে তপসা যুক্তাঃ স্থানান্যাপূরয়ন্তি হি।
ব্রহ্মণো মানসাস্তে বৈ সিদ্ধাত্মানো ভবন্তি হি
যে সঙ্গাদ্দ্বেষযুক্তেন কর্ম্মণা তে দিবং গতাঃ।।

এবং শিলাসমূহের চয়নে উহাদিগের উৎপত্তি বলিয়া উহাদিগের আর একটী নাম— শিলোচ্চয়। প্রভু প্রজাপতি জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া ক্রমে তাহাকে প্রতিদ্বীপে সাত সাতটী বর্ষযুক্ত সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করেন। আর বিষম ভূভাগ সমীকরণপূর্ব্বক শিলাদ্বারা গিরিগণের বৃদ্ধিসাধন করেন। সমুদায় দ্বীপের পর্ব্বতসংখ্যার সমষ্টিসংখ্যা ঊনপঞ্চাশ। প্রতিবর্ষে এতৎসম সংখ্যক পর্ব্বতও বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এই সকল পর্ব্বত স্বভাবতই এইরূপ নিবিষ্ট হইয়াছে। সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র স্বভাবতঃ পরস্পরকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান। ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারাদিসহ ভূ প্রভৃতি চারিলোক নির্ম্মান করেন।১০-১৭। কল্পের প্রথমে ব্রহ্মা সৃষ্টির আশ্রয়ভূত মূল পদার্থ সকল সৃজন করেন যথা - জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, স্বর্গ, দিক্, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, ওষধি, বৃক্ষ, লতা, এতৎসমস্তের আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্তে, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, পৃথক্ পৃথক্ স্থান, স্থানাভিমানী,—ইত্যাদি স্থানাশ্রয় পদার্থচয় নির্ম্মাণ করিয়া পরে যুগাবস্থা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।১৮-২১। যুগ চারিটী,- কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কল্পের আদিম সত্যযুগের প্রথম ভাগে, ব্রহ্মা প্রজাসকল সৃজন করেন। পূর্ব্বকল্পীয় প্রজাসকল যে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৎকালে যাঁহারা তপোলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই, জনলোকেই রহিয়াছেন; পরবর্ত্তী সৃষ্টির তাঁহারাই বীজস্বরূপ। তাঁহারাই পরবর্ত্তী কালে প্রজা সৃষ্টি করেন, প্রজাসমূহ হইতে আবার অপর প্রজা, এই ক্রমে প্রজাবিস্তার হইয়া থাকে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের ইহাঁরাই সাধক। দেব, পিতৃ, ঋষি ও মনুগণ, তপঃপ্রভাবে স্থানসমূহের পূরণার্থ- ব্রহ্মার তপঃসিদ্ধ মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা দ্বেষযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সঙ্গগুণে স্বর্গগামী

আবর্ত্তমানা ইহ তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে।।২৮
স্বকর্ম্মফলশেষেণ খ্যাতাশ্চৈব তথাত্মিকাঃ।
সম্ভবন্তি জনাল্লোকাৎ কর্ম্মসংশয়বন্ধনাৎ।।২৯
আশয়ঃ কারণং তত্র বোদ্ধব্যং কর্ম্মণাং তু সঃ।
তৈঃ কর্ম্মাভস্তু জায়ন্তে জনাল্লোকাঃ শুভাশুভৈঃ
গৃহ্নন্তি তে শরীরাণি নানারূপাণি যোনিষু।
দেবাদ্যস্থাবরান্তে চ উৎপদ্যন্তে পরস্পরম্।।
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্টেঃ প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানা পুনঃপুনঃ।।৩২
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মে ঋতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে।।

কল্পেষ্বাসং ব্যতীতেষু রূপনামানি যানি চ।
তান্যেবানাগতে কালে প্রায়শঃ প্রতিপেদিরে
তস্মাত্তু নামরূপাণি তান্যেব প্রতিপেদিরে।
পুনঃপুনস্তে কল্পেষু জায়ন্তে নামরূপতঃ।।৩৫

ততঃ সর্গে হ্যবষ্টব্ধে সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মনস্তু বৈ।
প্রজাস্তা ধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা।।৩৬
মিথুনানাং সহস্রন্তু সোঽসৃজদ্বৈ মুখাত্তদা।
জনাস্তে হ্যপপদ্যন্তে সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সুচেতসঃ
সহস্রমন্যদ্বক্ষস্তো মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
তে সর্ব্বে রজসোদ্রিক্তাঃ শুস্মিণশ্চাপ্যশুস্মিণঃ।।
সৃষ্ট্বা সহস্রমন্যত্তু দ্বন্দ্বানামুরুতঃ পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামুদ্রিক্তা ঈহাশীলাস্তু তে স্মৃতাঃ।।
পদ্ভ্যাং সহস্রমন্যত্তু মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
উদ্রিক্তাস্তমসা সর্ব্বে নিঃশ্রীকা হ্যল্পতেজসঃ।।৪০
ততো বৈ হর্ষমানাস্তে দ্বন্দ্বোৎপন্নাস্তু প্রাণিনঃ।
অন্যোন্যা হ্যন্বয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমুঃ।।৪১
ততঃ প্রভৃতি কল্পেঽস্মিন্ মৈথুনোৎপত্তিরুচ্যতে
মাসিমাস্যার্ত্তবং যদ্‌যত্তদাসীন্ন যোষিতাম্।।
তস্মাত্তদা ন সুষুবুঃ সবিতৈরপি মৈথুনৈঃ।
আয়ুষোঽন্তে প্রসূয়ন্তে মিথুনান্যেব তে সকৃৎ

হইয়াছেন, তাঁহারা যুগে যুগে এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে সকল জনলোকবাসীর কর্ম্মাবশেষ বিদ্যমান, তাঁহারাই জনলোক হইতে তখন ভূতলে আসিয়া জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ আকৃতি ও প্রকৃত্যনুসারে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করে। ইচ্ছাই কর্ম্মসমূহের জননী। কর্ম্মবশেই জনলোক হইতে শুভাশুভ ফল-ভোগার্থ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। দেবাদি স্থাবরান্ত নানা যোনিতে সেই জনলোকবাসীরা নানাকারে উৎপন্ন হয়েন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যিনি যিনি যেমন যেমন কর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী সৃষ্টিতেও সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই কর্ম্মাচরণ করিবেন। তত্তদ্ বিষয়ের ভাবনা বশত হিংস্র অহিংস্র, ম-দু ক্রূর, সত্য মিথ্যা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম,— সমস্তই পূর্ব্ব কল্পীয় জন্মের ন্যায় হইয়া থাকে। উহাই তত্তদ্ জীবের রুচিজনক। পূর্ব্ব কল্পে যাহার যাহা রূপ-নামাদি ছিল, ভাবিকল্পেও জীবগণ প্রায়শঃ তাহাই প্রাপ্ত হয়; এজন্য বিভিন্ন কল্পে জন্মগ্রহণ করিলেও নাম রূপাদি একই প্রকার হয়। তাঁহারা একই নাম-রূপে বিভিন্নকল্পে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।২২-৩৫। সৃষ্ট্যন্মুখ সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা ধ্যানপ্রভাবে মুখ হইতে সহস্র প্রজা সত্ত্বোদ্রিক্ত ও প্রশান্তচেতাঃ। পরে তিনি আবার বক্ষঃস্থল হইতে অপর সহস্র প্রজা সৃষ্টি করেন; ইহারা রজোগুণবহুল। গর্ব্ব ও উৎসাহ সম্পন্ন। তিনি উরু হইতে রজস্তমোবহুল অপর সহস্র প্রজা উৎপাদন করেন। উহারা অত্যন্ত স্পৃহা সম্পন্ন। তিনি পদদ্বয় হইতে সহস্র শূদ্র মিথুন সৃষ্টি করেন। ইহারা তমোগুণবহুল; শ্রীহীন ও অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট। সেই সমস্ত প্রজা হর্ষবশে পরস্পর কামাক্রান্ত হইয়া মৈথুনার্থ উদ্যুক্ত হইলে সেই হইতেই লোকে মিথুনোৎপত্তি প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। এখন যেমন নারীগণের মাসে মাসে আর্ত্তব হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এজন্য তখন মৈথুন করিলেও তাহাদিগের সন্তানোৎপত্তি হইত না। আয়ুষ্কালের অন্তে তাহারা একবার একসঙ্গে পুত্র-কন্যা উৎপাদন

কুটকাঃ কুবিকাশ্চৈব উৎপদ্যন্তে মুমূর্ষিতাঃ।
ততঃ প্রভৃতি কল্পেঽস্মিন মিথুনানাং হি সম্ভবঃ
ধ্যাতে তু মনসা তাসাং প্রজানাং জায়তে সকৃৎ
শব্দাদিবিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণঃ।।৪৫
ইত্যেবং মানসী পূর্ব্বং প্রাক্‌সৃষ্টির্বা প্রজাপতেঃ
তস্যাম্বয়ে সম্ভূতা যৈরিদং পূরিতং জগৎ।।৪৬
সরিৎসরঃসমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতানপি।
তদা নাত্যুষ্ণশীতোষ্ণ যুগে তস্মিংশ্চরন্তি বৈ।।
পৃথ্বিরসোদ্ভবং নাম আহারং হ্যহরন্তি বৈ।
তাঃ প্রজাঃ কামচারিণ্যো মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং নির্ব্বিশেষাঃ প্রজাস্তু তাঃ
তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন কৃতে যুগে
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং কল্পাসৌ তু কৃতে যুগে
স্বেন স্বেনাধিকারেণ জজ্ঞিরে তে কৃতে যুগে।।
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং দিব্যসংখ্যয়া।

আদ্যাং কৃতযুগং প্রাহুঃ সন্ধ্যানান্তু চতুঃশতম্
ততঃ সহস্রশস্তাসু প্রজাসু প্রথিতাস্বপি।
ন তাসাং প্রতিঘাতোঽস্তি ম দ্বন্দ্বং নাপি চ ক্লমঃ
পর্ব্বতোদধিসেবিন্যো হ্যনিকেতাশ্রয়াস্তু তাঃ।
বিশোকাঃ সত্ত্ববহুলা একান্তসুখিতপ্রজাঃ।।৫৩
তা বৈ নিকামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব ন তদাসন সরীসৃপাঃ।।
নোদ্ভজ্জা নারকাশ্চৈব তে হ্যধর্ম্মপ্রসূতয়ঃ।
ন মূলফলপুষ্পঞ্চ নার্ত্তবমৃতবো ন চ।।৫৫
সর্ব্বকামসুখঃ কালো নাত্যর্থং হ্যকশীততা।
মনোভিলষিতাঃ কামাস্তাসাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।।৫৬
উত্তিষ্ঠন্তি পৃথিব্যাং বৈ তাভির্ধ্যাতা রসোত্থিতাঃ
বলবর্ণকরা তাসাং সিদ্ধিঃ সা রোগনাশিনী।।
অসংস্কার্য্যৈঃ শরীরৈশ্চ প্রজাস্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ
তাসাং বিশুদ্ধাৎ সঙ্কল্পাজ্জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ
সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চৈব তাঃ সমম্।।৫৯

করিত। কুটুক ও কুবিক নামক সন্তান সকল তাহাদিগরই বৃদ্ধকালে সমুৎপন্ন হয়। মৈথুন দ্বারা সন্তানোৎপত্তি- তাহার পর হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহারা একবার মাত্র ধ্যান করিলেই অভীষ্ট সন্তান উৎপন্ন হইত। ধ্যানমাত্রেই তাঁহাদিগের শব্দাদি পঞ্চলক্ষণসমন্বিত শুদ্ধ বিষয়সমূহ প্রাদুর্ভূত হইত। প্রজাপতি পূর্ব্বে এই ভাবে যে সকল মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বংশজাত প্রজা দ্বারাই এই জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে।৩৬-৪৬। সেই যুগাদিমকালে শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি অত্যল্পই ছিল। প্রজাগণ সরিৎ, সরোবর, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদিতে তখন বাস করিত। সেই সমস্ত কামচারী মনঃসিদ্ধিসম্পন্ন প্রজাগণ পৃথিবীরসজাত আহার সমুদয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই সমস্ত প্রজাগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছিল না, সকলই নির্ব্বিশেষ ছিল। আয়ু, রূপ, সুখ,—সমস্ত বিষয়েই তাহারা সকলে তুল্য ছিল। সকলেই নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া জীবন যাপন করিত। সত্যযুগের পরিমাণ

দিব্য চারি সহস্র বৎসর। উহার সন্ধ্যা— চারিশত বর্ষ; তৎকালে সেই সহস্র সহস্র প্রজার শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ, ক্লম— কিছুই ছিল না; তাহারা পর্ব্বত সাগরাদি সেবা করিয়া একান্ত সুখী ছিল। তাহারও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। সকলেই শোকহীন, সত্ত্ববহুল, কামচারী ও প্রমুদিতচিত্ত ছিল। তখন পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ বা অধর্ম্ম জন্য দুঃখী মানব ছিল না। মূল, ফল, পুষ্প, আর্ত্তব কিম্বা ঋতু – কিছুই ছিল না। সকল কালেই তাহাদিগের সুখকর; — শৈত্য বা উষ্ণতা অল্পই অনুভূত হইত। তাহাদিগের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা মনোবাঞ্ছিত কাম সকল সুসিদ্ধ হইত। তাহাদিগের ধ্যানপ্রভাবে পৃথিবীতে বলবর্ণকরী, রোগনাশিনী রসাসদ্ধি সমদ্ভূত হইত। কদাচ শরীরসংস্কার না করিলেও তাৎকালিক প্রজাসমূত স্থিরযৌবন ছিল। তাহাদিগের বিশুদ্ধ সংকল্প প্রভাবেই মিথুন সন্তান জন্মিত। সেই মিথুনের — জন্ম, মরণ ও রূপ

তদা সত্যমজোভশ্চ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখং দমঃ।।
নির্ব্বিশেষাস্তু তাঃ সর্ব্বা রূপায়ুঃশীলচেষ্টিতৈঃ।
আবুদ্ধিপূর্ব্বকং বৃত্তং প্রজনাং জায়তে স্বয়ম্।।৬০
অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ন শঙ্করঃ।।৬১
অনিচ্ছাদ্বেষযুক্তাস্তে বর্ত্তয়ন্তি পরস্পরম্।
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমবর্জ্জিতাঃ।।৬২
সুখপ্রায়া হ্যশোকাশ্চ উৎপদ্যন্তে কৃতে যুগে।
নিত্য প্রহৃষ্টমনসো মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।।৬৩
লাভালাভৌ ন তাস্বাস্তাং মিত্রামিত্রে প্রিয়াপ্রিয়ে
মনসা বিষয়স্তাসাং নিরীহাণাং প্রবর্ত্ততে।।৬৪
ন লিপ্সন্তি হি তান্যোন্যং নানুগৃহ্ণন্তি চৈব হি।
ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।।
প্রবৃত্তে দ্বাপরে যজ্ঞো দানং কলিযুগে বরম্।
সত্ত্বং কৃতং রজস্ত্রেতা দ্বাপরস্তু রজস্তমৌ।।৬৬
কলৌ তমস্তু বিজ্ঞেয়ং যুগবৃত্তবশেন তু।।৬৭
কালঃ কৃতে যুগে স্বেষ তস্য সংখ্যাং নিবোধত
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎকৃতং যুগম্।
সন্ধ্যাংশৌ তস্য দিবানি শতান্যষ্টৌ চ সংখ্যয়া
তদা তাসাং বভূবায়ুর্ন চ ক্লেশবিপত্তিয়ঃ।
ততঃ কৃতযুগে তস্মিন সন্ধ্যাংশে হি গতে তু বৈ
পাদাবশিষ্টো ভবতি যুগধর্ম্মস্তু সর্ব্বশঃ।
সন্ধ্যায়ামপ্যতীয়ামন্তকালে যুগস্য তু।।৭০
পাদতশ্চাবশিষ্টে তু সন্ধ্যাধর্ম্মে যুগস্য তু।
এবং কৃতে তু নিঃশেষে সিদ্ধিস্তদ্বদ্ধে তদা।।
তস্যাঞ্চ সিদ্ধৌ ভ্রষ্টায়াং মানস্যামভবত্ততঃ।
সিদ্ধিরন্যা যুগে তস্মিংস্ত্রেতায়ামন্তরে কৃতা।।৭২
সর্গাসৌ যা ময়াষ্টৌ তু মানস্যো বৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ
অষ্টৌ তাঃ ক্রমযোগেণ সিদ্ধয়ো যান্তি সঙ্ক্ষয়ম
কল্পাসৌ মানসী হ্যেবা সিদ্ধির্ভবতি সা কৃতে।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু চতুর্যুগবিভাগশঃ।।৭৪

উভয়েরই সম্পূর্ণ সমান হইত। তখন ক্ষমা, তুষ্টি, সুখ, দম, —এ সকল সকলেরই ছিল। রূপ, আয়ু, স্বভাব ও ক্রিয়া দ্বারা সকলেই সমান ছিল, কাহারই কিছুমাত্র বিশেষত্ব লক্ষিত হইত না। কেহই ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কোন কাজ করিত না; পরন্তু স্বভাববশেই কর্ম্ম করিত। সত্যযুগে ও অশুভ কোন রকম কর্ম্মেরই প্রবৃত্তি ছিল না; বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না; পরন্তু বর্ণসঙ্করও হইত না। কাহারই লোভ বা দ্বেষ ছিল না; পরস্পর সকলেই সুখে কালাতিপাত করিত। রূপ ও আয়ু সকলেরই তুল্য; সুতরাং অধমোত্তম ভাব ছিল না। যত্যযুগে সুখবহুল, দুঃখহীন প্রজাই উৎপন্ন হইত। তাহারা সকলে সতত হৃষ্টচিত্ত, মহাবল ও মহাবীর্য্য। তাহারা চেষ্টাহীন; লাভালাভ, প্রিয় অপ্রিয়, মিত্র শত্রু, এ সকল তখন ছিল না; সংকল্পমাত্রেই কাম্য বিষয়সমূহ সমুৎপন্ন হইত। তাহাদিগের ভালবাসা, বা অনুগ্রহ ছিল না। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং কলিযুগে দানই প্রশংসনীয়। সত্যযুগে সত্ত্ব, ত্রেতায় রজঃ, দ্বাপরে পঞ্জস্তমঃ এবং কলিতে তমোগুণ প্রবল যুগের ক্রিয়াসমূহের তারতম্য বশেই এইরূপ ঘটে।৪৭-৬৭। এই সত্যযুগের পরিমাণ শ্রবণ করুন। দৈব চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ। ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অষ্টশত বর্ষ। তদানীন্তন প্রজাগণ ক্লেশ ও বিপত্তিহীন হইয়া এই আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিত। সত্যযুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে যুগধর্ম্ম একপাদহীন হয়। সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে সেই যুগান্তকালে প্রজাবর্গের মানসী সিদ্ধিও বিলুপ্ত হয়। মানসী সিদ্ধি বিনষ্ট হইলে সেই সত্য-ত্রেতার সন্ধিকালে অপরাপর সিদ্ধিসমূহও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়। সৃষ্টির প্রথমে যে অষ্টবিধ মানসী সিদ্ধির কথা বলিয়াছি, তৎসমস্ত তখন ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকে। সকল মন্বন্তরেই যুগ বিভাগানুসারে প্রতি সত্যযুগেরই আদিমকালে সেই সকল সিদ্ধি থাকে; কিন্তু

বর্ণাশ্রমাচারকৃতঃ কর্ম্মসিদ্ধোদ্ভবঃ স্মৃতঃ।
সন্ধ্যা কৃতস্য পাদেন সন্ধ্যাপাদেন চাংশতঃ।।
কৃতসন্ধ্যাংশকা হ্যেতে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদান্ পরস্পরান।
হ্রসন্তি যুগধর্ম্মৈস্তে তপঃশ্রুতবলায়ুষৈঃ।।৭৬
ততঃ কৃতাংশে ক্ষীণে তু বভুব তদনন্তরম্।
ত্রেতায়াং যুগমন্যত্তু কৃতাংশমৃষিসত্তমাঃ।।৭৭
তস্মিন ক্ষীণে কৃতাংশে তু তচ্ছিষ্টাসু প্রজাস্বিহ
কল্পাদৌ সম্প্রবৃত্তায়াস্ত্রেতায়াঃ প্রমুখে তদা।।
প্রণশ্যতি তদা সিদ্ধিঃ কালযোগেন নান্যথা।
তস্যাং সিদ্ধৌ প্রনষ্টায়ামন্যা সিদ্ধিরবর্ত্তত।।৭৯
অপাং সৌক্ষ্ম্যে প্রতিগতে তদা মেঘাত্মনা তু তৌ
মেঘেভ্যঃ স্তনয়িত্নভ্যঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসর্জ্জনম্।।
সকৃদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে।
প্রাদুরাসংস্তদা তাসাং বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ।।৮১
সর্ব্বপ্রত্যুপভোগস্তু তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে
বর্ত্তয়ন্তি হি তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ।।৮২
ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্য্যয়াৎ।

যুগশেষের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রমাচার ও কর্ম্ম জন্য তৎসমস্ত সিদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়। সত্যযুগের সন্ধ্যাকালে যুগধর্ম্মের একপাদ, সন্ধ্যাংশকালে সন্ধ্যাকালীন ধর্ম্মের একপাদ এবং ত্রেতাপ্রারম্ভে সেই সন্ধ্যাংশকালীন ধর্ম্মের একপাদ— এই ক্রমে তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, বল ও আয়ুঃ ক্ষয় পাইয়া থাকে।৬৮-৭৬। হে মুনিগণ! সত্যযুগ-সন্ধ্যাংশ ক্ষীণ হইলে ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হয়। তখন প্রজাগণের সেই যুগাদিমকালীন সিদ্ধি থাকে না; পরন্তু তখন আবার অপর সিদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। জলসমূহের সূক্ষ্মতা বিনষ্ট হওয়ায় উহারা গর্জ্জনকারী মেঘরূপে পরিণত হয়; তাহা হইতে বৃষ্টির সৃষ্টি হইয়া থাকে। একবারমাত্র সেই বৃষ্টি হইলেই প্রজাগণের বাসস্থানসমূহে বিবিধ উপভোগ প্রাপ্তি ঘটে। ত্রেতাযুগের প্রথমাবস্থায় প্রজাবর্গ তদ্দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে

রাগলোভাত্মকা ভাবস্তদা হ্যাকস্মিকোঽভবৎ
যত্তদ্ভবতি নারীণাং জীবিতান্তে তদার্ত্তবম।
তদা তদ্বৈ ন ভবতি পুনর্যুগবলেন তু।৮৪
তাসাং পুনঃ প্রবৃত্তন্তু মাসে মাসে তদার্ত্তবম্,
ততস্তেনৈব যোগেন বর্ত্ততাং মিথুনে তদা।৮৫
তাসাং তৎকালভাবিত্বান্মাসি মাস্যুপগচ্ছতাম্
অকালে হ্যার্ত্তবোৎপত্তির্গর্ভোৎপত্তিরজায়ত।।
বিপর্য্যয়েণ তাসাং তু তেন কালেন ভাবিনা।
প্রণশ্যন্তি ততঃ সর্ব্বে বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ।৮৭
ততস্তেষু পনষ্টেষু বিভ্রান্তা ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ।
অভিধ্যায়ন্তি তাং সিদ্ধিং সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা
প্রাদুর্বভুবুস্তাসাঞ্চ বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলান্যাভরণানি চ।৮৯
তেষ্বেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্।
অমাক্ষিকং মহাবীর্য্যং পুটকে পুটকে মধু।।৯০
তেন তা বর্ত্তয়ন্তি স্ম সুখে ত্রেতাযুগস্য বৈ।

তাহাদিগের ভাব পরিবর্ত্তন ঘটে; —আসক্তি ও লোভ দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইতে তাকে। সত্যযুগে আয়ুঃশেষেই রমণীগণের গর্ভধারণশক্তি প্রাদুর্ভূত হইত; কিন্তু ত্রেতাযুগে সে ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন নারীদিগের মাসে মাসে আর্ত্তব প্রাদুর্ভূত হয়। তাহাতে মিথুনীভূত প্রজাবর্গের প্রতিমাসে সঙ্গমবশে অকালেই গর্ভোৎপত্তি হইতে থাকে এবং বহু সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। ক্রমে কাল পরিবর্ত্তন বশে প্রজাবর্গের নিবাসভূত পূর্ব্বোৎপন্ন বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হয়। তাহাতে প্রজাবর্গ বিভ্রান্ত ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব্ব সিদ্ধি বিষয়ক ধ্যান করিতে থাকে। তাহাদিগের সত্যাভিধ্যানফলে তখন গৃহবৃক্ষ সমুহের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সেই সকল বৃক্ষ হইতে বস্ত্র, আভরণ, ইল ও উত্তম গন্ধ বর্ণ-র সমন্বিত ও মহাবীর্য্যকর, অমাক্ষিক মধু পুটকে পুটকে সমুৎপন্ন হইয়া তাকে। ত্রেতাযুগে প্রজাগণ তদ্দ্বারা সুখে কালাতিপাত

হৃষ্টতুষ্টাস্তয়া সিদ্ধ্যা প্রজা বৈ বিগতজ্বরাঃ।।৯১
পুনঃ কালান্তরেণৈব পুনর্লোভাবৃতাস্তু তাঃ।
বৃক্ষাংস্তান পর্য্যাগৃহ্ণন্ত মধু বা মাক্ষিকং বলাৎ।।
তাসাং তেনাপচারেণ পুনর্লোককৃতেন বৈ।
প্রনষ্টা মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।।৯৩
তস্যামেবাল্পশিষ্টায়াং সন্ধ্যাকালবশাত্তদা।
প্রাবর্ত্তন্ত তদা তাসাং দ্বন্দ্ব ন্যভ্যুত্থিতানি তু।।
শীতবাতাতপৈস্তীব্রৈস্ততস্তা দুঃখিতা ভৃশম্।
দ্বন্দ্বৈস্তাঃ পীড্যমানাস্তু চক্রুরাবরণানি চ।।৯৫
কৃত্বা দ্বন্দ্ব প্রতীকারং নিকেতানি হি ভেজিরে।
পূর্ব্বং নিকামচারাস্তে অনিকেতাশ্রয়া ভৃশম।।৯৬
যথাযোগ্যং যথাপ্রীতি নিকেতেষ্ববসন্ পুনঃ।
মরুধন্বসু নিম্নেষু পর্ব্বতেষু নদীষু চ।।৯৭
সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গাণি ধন্বানং শাশ্বতোদকম্।
যথাযোগং যথাকামং সমেষু বিষমেষু চ।।৯৮
আরব্ধাস্তে নিকেতান বৈ কর্ত্তুং শীতোষ্ণবারণম

ততঃ সংস্থাপয়ামাস খেটানি চ পুরাণি চ।।৯৯
গ্রামাংশ্চৈব যথাভাগং তথৈবান্তঃপুরাণি চ।
তাসামায়ামবিষ্কম্ভান সন্নিবেশান্তরাণি চ।।১০০
চক্রুস্তদা যথাপ্রজ্ঞং মিত্বা মিত্বাত্মনোঽঙ্গুলৈঃ।
মনোহর্থানি প্রমাণানি তদা প্রভৃতি চক্রিরে।।
যথাঙ্গুলপ্রদেশাংস্ত্রীন্ হস্তষিষ্কুধনংষি চ।
দশ ত্বঙ্গুলিপর্ব্বাণি প্রদেশঃ সংজ্ঞিতস্তু তৈঃ।।
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে।
তালঃ স্মৃতো মধ্যময়া গোকর্ণশ্চাপ্যনাময়া।।
কনিষ্ঠায়াং বিত স্তস্তু দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে।
রত্নিরঙ্গুলপর্ব্বাণি সংখ্যয়া ত্বেকাবংশতিঃ।।১০৪
চতুর্ব্বিংশতিভিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলাতি তু।
কিষ্কুঃ স্মৃতো দ্বিরত্নিস্তু দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলম্।।
চতুর্হস্তং ধনুর্দণ্ডো নালিকাযুগমেব চ।
ধনুঃসহস্রে দ্বাতত্র গবু তিস্তৈর্বিভাব্যতে।।১০৬
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণ যোজনং তৈর্নিরুচ্যতে।
এতেন যোজনেনেব সন্নিবেশস্ততঃ কৃতঃ।।

করে; সকলেই সেই সিদ্ধি দ্বারা হৃষ্ট, তুষ্ট ও ক্ষোভরহিতচিত্তে কাল কাটায়। তারপর আবার কালক্রমে প্রজাবর্গ লোভপরায়ণ হইয়া তৎসমস্ত বৃক্ষ ও মাক্ষিক মধু বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের সেই অপচারের ফলে তৎসমস্ত কল্পবৃক্ষ মধুসহ স্থানে স্থানে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই সন্ধ্যাংশকালে কল্পবৃক্ষ সকল ক্ষীণ হইলে তখন প্রজাবর্গের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ প্রাদুর্ভূত হয়। তাহাতে শীত বাত আতপ দ্বারা পীড়িত প্রজাবর্গ তখন গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।৭৭-৯৫। সেই যথেচ্ছবিহারী গৃহহীন প্রজাগণ গাত্রাবরণ দ্বারা শীতবাতাতপ ক্লেশ নিবারণ করিয়া বাসগৃহসমূহ আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে। তাহারা যথাযোগ্য স্ব স্ব প্রীতি অনুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে থাকে। মরু, উন্নত, নিম্ন, পর্ব্বত, নদী, জলপ্রায়, সম, বিষম, দুর্গম, ইত্যাদি নানাস্থানে আপন আপন রুচি অনুসারে শীতাতপ-ক্লেশ নিবারণার্থ

দুর্গ ভবনাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তাহাতেই খেটা (ক্ষুদ্রগ্রাম) গ্রাম, পুর, অন্তঃপুর, ইত্যাদি সংস্থাপিত হয়। সেই সকলের দীর্ঘপ্রস্থাদি পরিমাণ করণার্থ তখন অঙ্গুলি দ্বারা বিবিধ পরিমাণসংজ্ঞা বিহিত হয়। প্রাদেশ, হস্ত, কিষ্কু, ধনু, — ইত্যাদি সংজ্ঞা তখন হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। দশটী অঙ্গুলিপর্ব্বে এক প্রদেশ, অঙ্গুষ্ঠাবধি তর্জ্জনী পর্য্যন্তের ব্যাস পরিমাণ প্রাদেশ, মধ্যমা পর্য্যন্তে তাল, অনামিকান্তে গোকর্ণ এবং কনিষ্ঠান্ত প্রমাণে এক বিতস্তি হয়। বিতস্তির পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল। একবিংশতি অঙ্গুলিপর্ব্বে এক রত্নি; চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলিপর্ব্বে এক হস্ত এবং দুই রত্নিতে অর্থাৎ দ্বিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলিতে এক কিষ্কু হয়। চারি হাতে এক ধনু, দণ্ড, নালিতা এবং যুগ হয়। দুই সহস্র ধনুতে এক গব্যুতি। অষ্ট সহস্র ধনুতে এক যোজন। এই যোজন পরিমাণ অনুসারেই তাঁহারা আপন আপন বাস সন্নিবেশ করিয়া

চতুর্ণামেব দুর্গাণাং স্বসমুত্থানি ত্রীণি তু।
চতুর্থং কৃত্রিমং দুর্গং তস্য বক্ষ্যাম্যহং বিধিম্।।
সৌধোচ্চয়প্রপ্রাকারং সর্ব্বতশ্চাতকাবৃক্ষম্।
তসৈকং স্বস্তিকদ্বারং কুমারীপুরমেব চ।।১০৯
স্রোতসীসংহতদ্বারং নিখাতং পুনরেব চ।
হস্তাষ্টৌ চ দশ শ্রেষ্ঠা নবাষ্টৌ বাপরে মতাঃ।।
খেটানাং নগরাণাঞ্চ গ্রামীণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং পর্ব্বতোদকবন্ধনম্।।১১১
ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং বিষ্কম্ভায়ামমেব চ।
যোজনানাঞ্চ বিষ্কম্ভমষ্টভাগার্দ্ধমায়তম্।।১১২
পরমার্দ্ধার্দ্ধমায়ামং প্রাগুদক্প্রবণং পুরম।

ছিল। ৯৬-১০৭। তাহারা চতুর্ব্বিধ দুর্গ আশ্রয় করিত। তন্মধ্যে তিনটী দুর্গ স্বভাবজাত। চতুর্থ দুর্গটী কৃত্রিম। উহার নির্ম্মাণবিধি বলিতেছি। উহার সৌধসমূহ — সমুন্নত প্রাচীর সমন্বিত, পরিখা— বহু জলপূর্ণ, দ্বারদেশ— সেতুসংযুক্ত, দ্বার— স্বস্তিকাখ্য। ঐ দুর্গ কুমারীপুর বিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য। পরিখা, দীর্ঘে প্রস্থে আট হাত ও দশ হাত হইলেই ভাল হয়, অথবা আট হাত আর নয় হাত করিবে। খেট, নগর, গ্রাম ও ত্রিবিধ দুর্গের পর্ব্বত বা জলদ্বারাই সীমা বন্ধন করিবে। ত্রিবিধ দুর্গের যাহা বিষ্কম্ভ পরিমাণ, উহাদিগের আয়তন পরিমাণ, উহার অর্দ্ধাধিক অষ্টমাংশ। পুর নির্ম্মাণ কার্য্যে সৈন্য অপেক্ষা বিস্তারের পরিমাণ অর্দ্ধ হইলেই উত্তম। উহার পূর্ব্বোত্তর ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিবে। ছিন্নকর্ণ, বিকর্ণ, বৃত্তাকার, অতি দীর্ঘ, অতি ক্ষুদ্র, সবাকাশ কিম্বা নিরবকাশ পুর নিন্দনীয়। চতুরস্র, ঈষদ্দীর্ঘাকার ও একদিগবস্থিত নগরের মধ্যে পর-পরটী প্রশস্ত। চতুর্ব্বিংশতি হস্তাবধি অষ্টোত্তর শতহস্ত

ছিন্নকর্ণং বিকর্ণং তু ব্যঞ্জনং কৃতসংস্থিতম্।।
বৃত্তং হ্রীনঞ্চ দীর্ঘঞ্চ নগরং ন প্রশস্যতে।
চতুরস্রার্দ্ধবং দিকস্থং প্রশস্তং বৈ পরং পরম
চতুর্ব্বিংশতিরাদ্যং তু হস্তানষ্টশতং পরম্

অত্র মধ্যং প্রশংসন্তি হস্তোৎকৃষ্টবিবর্জ্জিতম।।
অথ কিঙ্কু শতান্যষ্টৌ প্রাঙ্মুখ্যং নিবেশনম্।
নগরাদর্দ্ধবিষ্কম্ভং খেটং গ্রামং ততো বহিঃ।।
নগরাদ্‌যে জনং খেটং খেটাদ্‌গ্রামোহর্দ্ধযোজনম্
দ্বিক্রোশং পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমা চতুর্ধনুঃ।।
বিংশদ্ধনূংষি বিস্তীর্ণো দিশাং মার্গস্তু তৈঃ কৃতঃ
বিংশদ্ধনুর্গ্রামমার্গঃ শ্রীমান রাজপথঃ স্মৃতঃ।
ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ স্মৃতঃ।
নৃবাজিরথনাগানামসঙ্কাধঃ সুসঞ্চরঃ।।১১৯
ধনূংষি চৈব চত্বারি শাখারথ্যাস্তু তৈঃ কৃতাঃ।
গৃহরথ্যোপরথ্যাশ্চ দ্বিকাশ্চাপ্যুপরথ্যকাঃ।।১২০
ঘন্টাপথশ্চতুষ্পাদত্রিপদঞ্চ গৃহান্তরম্।
বৃত্তিমার্গাস্তর্দ্ধপদং প্রাগ্‌বংশঃ পদিকাঃ স্মৃতঃ।।
অবষ্করং পরীবাহং পদমাত্রং সমন্ততঃ।
কৃতেষু তেষু স্থানেষু পুনশ্চক্রুর্গৃহাণি বৈ।।১২২
যথা তে পূর্ব্বমাসন বৈ বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ।

পর্য্যন্ত বিষ্কম্ভ পরিমাণযুক্ত, সম চতুরস্র মধ্যভাগ, প্রশংসনীয়। ১০৮-১১৫। পুরমধ্যবর্ত্তী মুখ্য বাসস্থানের বিষ্কম্ভ পরিমাণ অষ্টশত কিষ্কু। খেটের পরিমাণ, নগর পরিমাণের অর্দ্ধেক। গ্রামের পরিমাণ, খেট পরিমাণাপেক্ষা ন্যূন। নগরাপেক্ষা খেটের দূরত্ব একযোজন, খেট হইতে গ্রাম অর্দ্ধযোজন। সীমা নির্দ্দেশ বিষয়ে দুই ক্রোশই চরম সীমা। ক্ষেত্রের সীমা চারি ধনুঃ। এক এক দিকের পথের বিস্তার বিংশতি ধনু। গ্রাম্যপথের পরিমাণও বিংশতি ধনু। সীমাপথের পরিমাণ দশ ধনু। রাজপথ দশ ধনু বিস্তার ও শ্রীমান, এবং মনুষ্য, রথ ও হস্ত্যশ্বের সুখসঞ্চরণযোগ্য। তাৎকালিক প্রজাগণ শাখাপথ সমস্ত চারি ধনু প্রমাণ করিতেন। গৃহরথ্যা দুই ধনু, উপরথ্যা এক ধনু, ঘন্টাপথ চারিপদ, আর গৃহ হইতে গৃহান্তর ত্রিপদ প্রমাণযুক্ত। বৃত্তিপথ অর্দ্ধপদ, এবং প্রাগ্‌বংশ একপদ পরিমিত। অবষ্কর ও জলনির্গম পথের পরিমাণ একপদ। সেই প্রজাবর্গ এই সমস্ত করিয়া, পূর্ব্বে তাহারা

তথা কর্ত্তুং সমারব্ধাশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃপুনঃ।।১১৩
বৃক্ষাচ্চৈব গতাঃ শাখা ন তাশ্চৈব পরাগতাঃ।
অত ঊর্দ্ধং গতাশ্চান্যা এবং তির্য্যগ্‌গতাঃ পুরা
বুদ্ধাধিষ্যংস্তথা ন্যায়ো বৃক্ষশাখা যথা গতাঃ।
তথা কৃতাস্তু তৈঃ শাখাস্তস্মাচ্ছালাস্তু তাঃ
স্মৃতাঃ।।১২৫
এবং প্রসিদ্ধাঃ শাখাভ্যঃ শালাশ্চৈব গৃহাণি চ
তস্মাত্তা বৈ স্মৃতাঃ শালাস্তং চৈব তাসু
তৎ।।১২৬
প্রসীদন্তি মনস্তাসু মনঃ প্রসাদয়ন্তি তাঃ।
তস্মাদ্‌গৃহাণি শালাশ্চ প্রাসাদশ্চৈব সংজ্ঞিতাঃ
কৃত্বা দ্বন্দ্বোপঘাতাংস্তান বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন।
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা।।১২৮
বিষাদব্যাকুলাস্তা বৈ প্রজাস্তৃষ্ণাক্ষুধান্বিকাঃ
ততঃ প্রাদুর্বভৌ তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে পুনঃ।।
বার্ত্তার্থসাধিকাপ্যন্যা বৃত্তিস্তাসাং হি কামতঃ।

তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নৈর্গতানি তু।।
বৃষ্ট্যা তদভবৎ স্রোতঃ খাতানি নিম্নগাঃ স্মৃতাঃ
এবং নদ্যঃ প্রবৃত্তাস্তু দ্বিতীয়ে বৃষ্টিসর্জ্জনে।।১৩১
যে পরস্তাদপাং স্তোকা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে
অপাং ভূমেশ্চ সংযোগাৎসোষধ্যস্তানু চাভবন।।
পুষ্পমূলফলিন্যস্তু ওষধ্যস্তাঃ প্রজজ্ঞিরে।
অকালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।।১৩৩
ঋতুপুষ্পফলাশ্চৈব বৃক্ষা গুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে।
প্রাদুর্ভাবশ্চ ত্রেতায়াং বার্ত্তায়ামৌষধস্য তু।।
তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাস্ত্রেতাযুগে তদা।
ততঃ পুনরভূত্তাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন ত্রেতাযুগাবশেন তু।
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্লন্ত নদীঃ ক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান।।
বৃক্ষান্ গুল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্য তু যথাবলম্।
সিদ্ধাত্মানস্তু যে পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতাঃ প্রাক্‌কৃতে
ময়া।।১৩৭

যেমন বৃক্ষাশ্রয়ে গৃহনির্ম্মাণ করিত, তদ্রূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক বৃক্ষনিদর্শনে বৃক্ষের শাখাবিস্তারের ন্যায় কাষ্ঠবিস্তার করিয়া উত্তম গৃহনির্ম্মাণ করিল। বৃক্ষশাখা যেমন একটা সম্মুখে, একটা পার্শ্বে, একের উপর আর একটা ইত্যাদি ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় সেই সকল গৃহের 'শালা' নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাখাকারে নির্ম্মিত বলিয়া গৃহ সকল তৎকালাবধি শালা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ইহাই শালা শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্যার্থ। যাহাতে মন প্রসন্ন হয়, আর তাহারাও মনকে প্রসাদিত করে, এজন্য সেই সকল গৃহ শালা ও প্রাসাদ নামে বিখ্যাত হয়। তাৎকালিক প্রজাবর্গ এইভাবে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ নিবারণের উপায় করিয়া তার পর জীবিকাবিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। কল্পবৃক্ষ সকল বিনষ্ট এবং মধু বিলুপ্ত হওয়ায় প্রজাগণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় বিষাদব্যাকুল হইয়া পড়ে। অতঃপর সেই ত্রেতাযুগে পুনরায় তাহাদিগের অপর সত্যযুগের ন্যায় কামানুরূপ বার্ত্তার্থসাধক বৃষ্টিরূপ সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। সেই দ্বিতীয় বৃষ্টি-সৃষ্টিতে ভূতলে যে সকল স্থান পূর্ব্বে জলহীন শুষ্ক ছিল, তৎসমস্ত জলপূর্ণ হয় খাত সকল নদীরূপে পরিণত হয়; আর স্থানে স্থানে যে জল আবদ্ধ হইয়া থাকে তাহা দ্বারা পৃথিবী রসবতী হইয়া শস্যশালিনী হয়। তখন অফালকৃষ্ট, অনুপ্ত, পুষ্প মূল ফলান্বিত, গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দ্দশবিধ ওষধি সমুদ্ভূত হয়।১১৬-১৩৩। ঋতুভেদজাত পুষ্পফলান্বিত বিবিধ বৃক্ষ এবং বার্ত্তাসাধন নানাবিধ ঔষধ এই ত্রেতাযুগেই আবিষ্কৃত হয়। সেই সকল ঔষধের গুণে তদানীন্তন প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করিতে থাকে। তারপর অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ ক্রমে আবার তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ রাগ ও লোভ উৎপন্ন হয়। ফলে তাহারা স্ব স্ব শক্তানুসারে নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি প্রভৃতি বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে থাকে। সত্যযুগের প্রথম যে সিদ্ধাত্মা সকলের কথা বলিয়াছি, উহারা

ব্রহ্মণা মানবাস্তে বা উৎপন্না যোজনাদিহ,
শান্তাশ্চ শুষ্মিণশ্চৈব কর্ম্মিণো দুঃখনস্তদা।।
ততঃ প্রবর্ত্তমানাস্তে ত্রেতায়াং জজ্ঞিরে পুনঃ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা দ্রোহিজনাস্তথা।।
ভাবিতাঃ পূর্ব্বজাতীষু কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।
ইতস্তেভ্যো বিলা যে তু সত্যশীল হ্যহিংসকাঃ
বীতলোভা জিতাত্মানো নিবসন্তি স্মতেষু বৈ
প্রতিগৃহ্নন্ত কুর্ব্বন্তি তেভ্যশ্চান্যেহল্পতেজসঃ।।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তেভ্যশ্চৈবাবলাস্তু যে
পরিচর্য্যাসু বর্ত্তন্তে তেভ্যশ্চান্যেহল্পতেজসঃ।।
এবং বিপ্রতিপন্নেষু প্রপন্নেষু পরস্পরম্।
তেন দোষেণ তেষাং তা ওষধ্যো মিষতাং তদা
প্রনষ্টা হ্রিয়মাণা বৈ মুষ্টিভ্যাং সিকতা যথা।
অগ্রসদ্ভুর্যুগবলাদ্গ্রাম্যারণাশ্চতুর্দ্দশ।।১৪৪

ফলং গৃহ্নন্তি পুষ্পৈশ্চ পুষ্পংপত্রৈশ্চ যাঃ পুনঃ
ততস্তাসু প্রনষ্টাসু বিভ্রান্তাস্তাঃ প্রজাস্তদা।।
স্বায়ম্ভুবং প্রভুং জগ্মুঃ ক্ষুধাবিষ্টাঃ প্রজাপতিম্।
বৃত্ত্যর্থমভিলিপ্সন্ত আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু।।১৪৬
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান জ্ঞাত্বা তাসাং মনীষিতম্।
যুক্তং প্রত্যক্ষদৃষ্টেন দর্শনেন বিচার্য্য চ।
গ্রস্তাঃ পৃথিব্যা ওষধো জ্ঞাতা প্রত্যদুহৎ পুনঃ
রুত্বা বৎসং সুমেরুং তু দুদোহ পৃথিবীমিমাম্।।
দুগ্ধেয়ং গৌস্তদা তেন বীজানি পৃথিবীতলে।
জজ্ঞিরে তানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাস্তু তাঃ পুনঃ
ওষধাঃ ফলপাকান্তাঃ সপ্তসপ্তদশাস্তু তাঃ।
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধুমা অণবস্তিলাঃ।।
প্রিয়ঙ্গবোহ্যদারাশ্চ কারূষাশ্চ সতীনকাঃ।

ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি। যজন হইতেই তাহাদিগের উৎপত্তি। তাহারাই আবার ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করে। শুভাশুভ কর্ম্মের গুরুত্ব-লঘুত্ব অনুসারে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও এই তিন বর্ণের দ্রোহকারী শূদ্র— এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যাহারা বলবান, সত্যবাদী, অহিংসক, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, তাহারা তৎসমস্ত পুরাদিতে বাস করিতে থাকেন। যাঁহারা ইহাঁদের অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাঁহারা ইহাঁদিগের নিকটে প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাতে বাসস্থাপন করেন। যাহারা তদপেক্ষাও দুর্ব্বল, তাহারা ইহাদিগের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। তদপেক্ষা হীনবল জনগণ ইহাদিগের পরিচর্য্যা দ্বারা জীবন যাপন করে। এইরূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে থাকিলে তাহাদিগের সেই লোভাদি দোষে তৎসমস্ত ওষধি পরস্পর দ্বারা মুষ্টি মুষ্টি প্রমাণে হ্রিয়মাণ হইয়া বালুকারাশির ন্যায় প্রনষ্ট হইয়া গেল। যুগ দোষবশে পৃথিবী তখন গ্রাম্য আরণ্য চতুর্দ্দশবিধ শস্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রজাগণও লোভবশে তখন পুষ্প এই ভাবে অপহরণপরায়ণ হওয়ায় সমস্ত শস্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রজাবর্গ পুনরায় ক্ষধাবশে বিভ্রান্ত হইয়া বৃত্তিবিধাননার্থ স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই ত্রেতাযুগের আদিকালে ভগবান স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তাহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে বিচারপূর্ব্বক পৃথিবী যে ওষধিসমূহ গ্রাস করিয়াছে, তাহা জানিয়া পৃথিবীকে দোহনপূর্ব্বক পুনরায় তৎসমস্ত শস্যাদি আবিষ্কার করিলেন।১৩৪-১৪৭। তিনি সুমেরুকে বৎসরূপে কল্পনা করত পৃথিবীকে দোহন করেন। তাহাতে গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি বীজসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। ফল পাকিলেই যাহাদিগের বিনাশ ঘটে তাহাদিগকে ওষধি বলে। তখন সপ্তদশবিধ ওষধি জন্মে। যথা — ব্রীহি, যব, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু উদার, কারূষ, কলায়, মাষ, মুদগ, মসূর, নিষ্পাব, কুলত্থ, আঢ়কী, চণক, ও সমস্ত গ্রাম্য ওষধি। গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দ্দশবিধ ওষধি— সমস্তই যজ্ঞসাধন। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধুম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু ও

মায়া মুদগ মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ।।
আঢ়কাশ্চণকাশ্চৈব সপ্তসপ্তদশাঃ স্মৃতাঃ।
ইত্যেতা ওষধীনাস্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ স্মৃতাঃ
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধুমা অণবস্তিলাঃ।।১৫৩
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতে অষ্টমী তু কুলত্থিকা।
শ্যামকাস্ত্বথ নীবায়া জর্ত্তিকাঃ সগরেধুকাঃ।
কুরুবিন্দা বেণুযবাস্তথা মর্কটাশ্চ যে।
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।।
উৎপন্নাঃ প্রথমা হ্যেতা আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু।
অফালকৃষ্টা ওষধো গ্রাম্যারণ্যাস্তু সর্ব্বশঃ।।
বৃক্ষা গুল্মলতা বল্লী বীরুধস্তৃণজাতয়ঃ।
মূলৈঃ ফলৈশ্চ রোহিণ্যো গৃহ্নন পুষ্পৈশ্চ জায়তে
পৃথ্বী দুগ্ধা তু বীজানি যানি পুর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা।
ঋতুপুষ্পফলাস্তা ব ওষধ্যো জজ্ঞিরে ত্বিহ।।
যদা প্রসৃষ্টা ওষধো ন প্ররোহন্তি তাঃ পুনঃ
ততঃ স তাসাং বৃত্ত্যর্থং বার্ত্তোপায়ং চকার হ।।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান দৃষ্ট্বা সিদ্ধিন্তু কর্ম্মজাম্।
ততঃ প্রভৃত্যথৌষধঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে।।১৬০

কুলত্থ, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল, গবেধুক, কুরুবিন্দ, বেণুযব, মর্কটক,—এই চতুর্দ্দশ প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি। ত্রেতাযুগের আদিকালে এই সকল মনুৎপন্ন হয়। এই সকল ওষধি ফালকৃষ্ট নহে; পরন্তু আপনিই তখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী, বীরুধ্, তৃণ এতৎসমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া মূল, ফল, পুষ্পাদি দ্বারা প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা পৃথিবী দোহন করিলে পর যে সকল বীজ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে বিবিধ ঋতুসঞ্জাত পুষ্পফলাদি সমন্বিত ওষধি জন্মে। কিন্তু যখন সেই সমস্ত ওষধি ভালরূপে প্ররোহিত হইল না, তখন তিনি প্রজাবর্গের বৃত্তি বিষয়ে চিন্তা করিয়া জীবিকা বিধান করিলেন। তিনি প্রজাবর্গের কর্ম্মজ সিদ্ধির বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক ভূমিকর্ষণাদি দ্বারা শস্য বৃদ্ধির

সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবা।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথাবৃদ্ধাঃ পরস্পরম্।।
যে বৈ পরিগ্রহীতারস্তাসামসন্নধার্ম্মিকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান।।
উপতিষ্ঠন্তি যে তান বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতঃ ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে।।
যে চাস্তেঽপ্যবলাস্তেষাং বৈশসংকর্ম্ম সংস্থিতাঃ
কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাঃ প্রগতন্দ্রিয়াঃ
বৈশ্যানেব তু তানাহুঃ কীনাশান বৃত্তিসাধকান।
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাংস্তানব্রবীত্তু সঃ।
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ

ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি কর্ষণজ শস্যোৎপত্তি আরব্ধ হয়।১৪৮-১৬০। সেই প্রজাবর্গের জীবিকোপায় বিহিত হইলে ভগবান ব্রহ্মা তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নিবারণার্থ কতগুলি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বলবান ও ভূপরিগ্রহীতা, সেই ক্ষত্রিয়দিগকে ইতর-সাধারণের পরিত্রাতা কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট যাহারা গমনাগমন করিতেন, অথচ সর্ব্বদা ভয়হীন, সত্যবাদী সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞানবান ছিলেন, তাঁহারা তখন ব্রাহ্মণসংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। আর যাহারা ইহাদিগের অপেক্ষায় দুর্ব্বল অথচ ক্রূরকর্ম্মনিরত; আর যাহারা তৎপূর্ব্বে যমের ন্যায় অনলসভাবে স্বার্থ সাধনোদ্দেশে প্রজাপুঞ্জের হিংসা করিত, সেই কীনাশপদবাচ্য প্রজাবর্গকে 'বৈশ্য' শব্দে অভিহিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের বৃত্তিসাধন কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। যাহারা শোকও করিত এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ অর্থাৎ ছুটাছুটি করিত, অথচ নিস্তেজাঃ ও অল্পবীর্য্য— সেই সকল প্রজাকে 'শূদ্র' শব্দে অভিহিত করিয়া অপর বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিয়োগ করিলেন। প্রভু ব্রহ্মা তাহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মেরও বিধান প্রণয়ন করেন, উহার

সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়াত্ত চাতুর্বর্ণস্য সর্ব্বশঃ।
পুনঃ প্রজাস্তু তা মোহাত্তান ধর্ম্মান্ নানুপালয়ন
বর্ণধর্ম্মৈরজীবন্ত্যো ব্যরুধ্যন্ত পরস্পরম্।
ব্রহ্মা তমর্থং বুদ্ধা তু যাথাতথ্যেন বৈ প্রভুঃ।।
ক্ষত্রিয়াণাং বলং দণ্ডং যুদ্ধমাজীবমাদিশৎ।।
যাজমাধ্যাপনঞ্চৈব তৃতীয়ঞ্চ প্রতিগ্রহম্।
ব্রাহ্মণানাং বিভুস্তেষাং কর্ম্মাণ্যেতান্যথাদিশম্
পাশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চৈব বি শাং দদৌ
শিল্পাজীবং ভৃতঞ্চৈব শূদ্রাণাং ব্যবধাৎ প্রভুঃ
সামান্যানি তু কর্ম্মাণি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পুনঃ।।
যজনাধ্যয়নং দানং সামান্যানি তু তেষু বৈ।
কর্ম্মজীবং ততো দত্ত্বা তেভ্যশ্চৈব পরস্পরম্।।
লোকান্তরেষু স্থানানি তেষাং সিদ্ধ্যাদদাৎ প্রভুঃ
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্।
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমপজীবিনাম্।।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং প্রতিচারেণ তিষ্ঠতাম্।
স্থানান্যেতানি বর্ণানাং ব্যত্যাচারবতাং স্বয়ম।।
ততঃ স্থিতেষু বর্ণেষু স্থাপয়ামাস চাশ্রমান।
গৃহস্থো ব্রহ্মচারিত্বং বানপ্রস্থং সভিক্ষুকম্।।
আশ্রয়াংশ্চতুরো হ্যেতান্ পূর্ব্বমাস্থাপয়ৎ প্রভুঃ
বর্ণকর্ম্মাণি যে কেচিত্তেষামিহ ন কুর্ব্বতে।।১৭৭
কুতঃ কর্ম্মাক্ষিতিং প্রাহুরাশ্রমস্থানবাসিনঃ
ব্রহ্মা তান্ স্থাপয়ামাস আশ্রমান্নাম নামতঃ।।
নির্দ্দেশার্থং ততস্তেষাং ব্রহ্মা ধর্ম্মানভাষত।
প্রস্থানানি চ তেষাং বৈ যমাংশ্চ নিয়মাংশ্চ হ।।
চাতুবর্ণাত্মকঃ পূর্ব্বং গৃহস্থশ্চাশ্রমঃ স্মৃতঃ।
ত্রয়াণামাশ্রমাণাঞ্চ প্রতিষ্ঠা যোনিরের চ।।
যথাক্রমং প্রবক্ষ্যামি যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চ তে।
দারাগ্নয়োহথাতিথেয় ইজ্যাশ্রদ্ধক্রিয়াঃ প্রজাঃ

সাহায্যে চতুর্বর্ণ আপন আপন কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে থাকে। পরে আবার ক্রমে ক্রমে তাহারা মোহবশে সেই সকল নিয়মে অনাদর করত পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। প্রভু ব্রহ্মা, প্রজাবর্গের সেই ব্যত্যয় যথাযথ অবগত হইয়া মর্য্যাদারক্ষণার্থ ক্ষত্রিয়দিগের বল, শাসন ও যুদ্ধ – এই ত্রিবিধ জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ,- - এই তিনটী বৃত্তি নির্দ্দেশ করিলেন। পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি, –এই তিনটী বৃত্তি বৈশ্যদিগকে প্রদান করিলেন; আর শূদ্রদিগের জন্য শিল্প ও দাসত্ব,– এই দুইটী বৃত্তি ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য – এই বর্ণত্রয়ের যাজন, অধ্যয়ন ও দান – এই তিনটী সাধারণ বৃত্তি বিধান করিয়া দিলেন। প্রভু ব্রহ্মা এই সকল কর্ম্ম ও জীবিকা বিধানান্তে তাহাদিগের সিদ্ধির ফলস্বরূপ লোকান্তরেও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রাজাপত্য স্থান, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হীন ক্ষত্রিয়গণের জন্য ঐন্দ্র স্থান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্যগণের জন্য মারুত স্থান এবং স্বাচার নিরত শূদ্রদিগের নিমিত্ত গন্ধর্ব্ব স্থান নিরূপণ করিলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বর্ণচতুষ্টয়ের নিমিত্ত তিনি এই সকল স্থান বিধান করিলেন। এইভাবে বর্ণ সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মা অতঃপর আশ্রমসকলের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এ ভিক্ষুক, – এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম তখনই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যখন আবার অনেকেই বর্ণধর্ম্ম পালনে ঔদাস্য অবলম্বনপূর্ব্বক "ভূমণ্ডলে আমাদিগের কর্ত্তব্য এমন কি কর্ম্মই বা আছে? কিই বা করিব?" এরূপ বলিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে কর্ম্মব্যাপৃত করণার্থ আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধান করেন। প্রভু ব্রহ্মা প্রজাবর্গকে শিক্ষা দানার্থ বিবিধ ধর্ম্ম, বিবিধ আচার, ও যম নিয়মাদি উপদেশ দেন।১৬১-১৭৯। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থ আশ্রমই অপর আশ্রমত্রয়ের উৎপত্তি স্থিতির হেতু। এক্ষণে যথাক্রমে যম-নিয়মাদি সহ আশ্রম চতুষ্টয়ের বিধান বলিতেছি। দারপরিগ্রহ, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান,

ইত্যেষ বৈ গৃহস্থস্য সমাসাদ্ধর্ম্মসংগ্রহঃ।
দণ্ডী চ মেখলী চৈব হ্যধঃশায়ী তথা জটী।।
গুরুশুশ্রূষণং ভৈক্ষ্যং বিদ্যার্থে ব্রহ্মচারিণঃ।
চীরপত্রাজিনানি স্যুর্ধান্যমূলফলৌষধম্।।১৮৩
উভে সন্ধ্যেঽবগাবশ্চ হোমশ্চারণ্যবাসিনাম্।
আসন্নমুষলে ভৈক্ষমস্তেয়ং শৌচমেব চ।।১৮৪
অপ্রমাদোঽব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ ক্ষমা।
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা সত্যঞ্চ দশমঃ স্মৃতম্।।
দশলক্ষণকো হ্যেষ ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
ভিক্ষোর্ব্রতানি পঞ্চাত্র পঞ্চৈবোপব্রতানি চ।
সম্যগ্‌দর্শনমিত্যেবং পঞ্চৈবোপব্রতান্যপি।।১৮৭

ধ্যানং সমাধির্মনসেন্দ্রিয়াণাং
সমাদরৈর্ভৈক্ষ্যমথোপগম্য।
মৌনং পবিত্রোপচিতৈর্বিমুক্তিঃ
পরিব্রজো ধর্ম্মমিমং বদন্তি।

সর্ব্বে তে শ্রেয়সে প্রোক্তো আশ্রমা ব্রহ্মণা স্বয়ম্
সত্যার্জ্জবং তপঃ ক্ষান্তির্যোগেজ্যা দমপূর্ব্বিকাঃ
বেদাঃ সাঙ্গাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
ন সিধ্যন্তি প্রদুষ্টস্য ভাবদোষ উপাগতে।।১৯০
বহিঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি প্রসিধ্যন্তি কদাচ ন।
অন্তর্ভাব প্রদুষ্টস্য কুর্ব্বতোঽপি পরাক্রমান।।
সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষেণান্তরাত্মনা।
ন তেন ধর্ম্মভাক্ স স্যাদ্ভাব এবাত্র কারণম্।।
এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়ো মনস্তথা।
তেষাং স্থানমমুষ্মিংস্তু সংস্থিতানাং প্রচক্ষতে।।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতস্তু তেষাং তৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম
সপ্তর্ষীণাস্তু যৎস্থানং স্মৃতং তদ্বৈ দিবৌকসাম্
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্
যোগিনামমৃতং স্থানং নানাধীনাং ন বিদ্যতে।।
স্থানান্যাশ্রমিণাং তানি যে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।

অতিথিসৎকার, যজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য, সন্তানোৎপাদন,-গৃহস্থগণের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম সকল এই আমি সংক্ষেপে কহিলাম। দণ্ড, মেখলা ও জটা ধারণ, ভূতলে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষা,—বিদ্যালাভার্থ ব্রহ্মচারীর এই সকল বিধান প্রতিপাল্য। চীর,পত্র ও অজিন ধারণ, ধান্য, মূল ও ফলভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যাকালে অবগাহন স্নান, এবং হোমানুষ্ঠান, এ সকল বানপ্রস্থগণের পালনীয়। যখন মুষলের শব্দ শুনা যায় না, তৎকালে ভিক্ষা, অস্তেয়, শৌচ, সাবধানতা, মৈথুনবর্জ্জন, প্রাণিবর্গে দয়া, ক্ষমা, অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা ও সত্য এই দশটী বিশেষ ধর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাসীদিগের প্রথম পাঁচটী মুখ্যব্রত এবং অপর পাঁচটী গৌণব্রত। এতদ্ভিন্ন সদাচার, বিনয়, শৌচ, লালসিতাবর্জ্জন ও সম্যক্ বিবেচনা,—এই পাঁচটী উপব্রত। ধ্যান, ইন্দ্রিয়মনঃ সংযম, ভিক্ষা করিতে যাইয়া সমাদৃত হইলেও মৌনপালন আর দেহেন্দ্রিয়প্রীতিকর উপচারনিকর পরিহার; এই কয়টী সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম। সমস্ত আশ্রমই মানবগণের মঙ্গলদায়ক। ব্রহ্মা স্বয়ং একথা বলিয়াছেন। সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, যোগ, যাগ, দম, বেদ, বেদাঙ্গ,যজন, ব্রত, নিয়ম, প্রভৃতি কর্ম্ম শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ফলপ্রদ হয়না।১৮০-১৯০। যাহার অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, সে বাহিরে মহাড়ম্বর করিলেও কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কেহ কলুষিতচিত্তে সর্ব্বস্ব দান করিলেও তদ্দ্বারা সে ধর্ম্মভাগী হয় না। ধর্ম্মলাভ বিষয়ে মানসিক ভাবই কারণ। দেব পিতৃ ঋষি মনু প্রভৃতি যেমন পরলোকে বাস করেন, সন্ন্যাসীরাও তেমনি মরণান্তে পরলোকবাসী হইয়া থাকেন। অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি আছেন, তাঁহারা যেখানে বাস করেন, গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীরাও সেইখানেই বাস করেন, উহাই দেবগণের বাসস্থান। গৃহস্থগণ প্রজাপতিলোকে বাস করেন। যোগীগণের অমৃতাখ্য কৈবল্যপদে স্থান হয়।

চত্বার এত পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতাঃ।
ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রেণ আদ্যে মন্বন্তরে ভুবি।।
পন্থানো দেবযানায় তেষাং দ্বারং রবিঃ স্মৃতঃ।
তথৈব পিতৃযাণানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে।।১৯৮
এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগো কৃতে তদা।
যদ্যাস্য ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমাত্মিকাঃ।।১৯৯
ততোহন্যা মানসীঃ সোহথ ত্রেতামধ্যেহসৃজৎ প্রজাঃ
আত্মনঃ স্বশরীরাচ্চ তুল্যাশ্চৈবাত্মনা তু বৈ।।
তসিণংস্ত্রেতাযুগে ত্বাদ্যে মধ্যং প্রাপ্তে ক্রমেণ তু
ততোহন্যা মানসীস্তত্র প্রজাঃ সৃষ্টুং প্রচক্রমে।।
ততঃ সত্ত্বরজোদ্রিক্তাঃ প্রজা সোহথাসৃজৎ প্রভু
ধর্ম্মআর্থকামমোক্ষণাং বার্ত্তায়াশ্চৈব সাধিকাঃ।।
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবস্তথা।
যুগানুরূপা ধর্ম্মেণ যৈরিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ।।
উপস্থিতে তদা তস্মিন প্রজাধর্ম্মে স্বয়ম্ভুবঃ।
অভিদধৌ প্রজাঃ সর্ব্বা নানারূপাস্তু মানসীঃ।।
পূর্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ
কল্পেহতীতে তু তে হ্যাসন দেবাদ্যাস্তু প্রজা ইহ
ধ্যাতস্তস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূত্যর্থমুপস্থিতাঃ।
মন্বন্তরক্রমেণহ কনিষ্ঠে প্রথমে মতাঃ।।২০৬
খ্যাত্যানুবন্ধৈস্তৈস্তৈস্তু সর্ব্বার্থৈরিহ ভাবিতাঃ।
কুশলাখুশল প্রায়ৈঃ কর্ম্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ।।
তৎকর্ম্মফলশেষেণ উপ,টব্ধাঃ প্রজজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৃত্বৈশ্চ পশুপক্ষীসরীসৃপৈঃ।।২০৮
বৃক্ষনারকিকাটত্বৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপাস্থিতাঃ
আধীনার্থং প্রানাঞ্চ আত্মনো বে বিনির্ম্মমে

ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে চতুরাশ্রম-
বিভাগকথনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ।৮।।

পরন্তু নানাবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কুত্রাপি স্থান নাই। ঐ সকল স্থান, আশ্রমস্থ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। দেবযান মহাপথের এই চারিটী সাধারণ পথ। লোকবিস্তারার্থী ব্রহ্মা আদি মন্বন্তরে দেবযানপ্রাপ্তি নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ঐ সকল নির্ম্মাণ করেন। রবি এ সকল পথের দ্বারস্বরূপ। চন্দ্রকেই পিতৃযাণ পথের দ্বার বলা যায়। এইরূপ বর্ণাশ্রমবিভাগ প্রবর্ত্তিত করিলেও প্রজাগণ সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে শৈথিল্য করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া তিনি আবার আত্মশরীর হইতে আত্মতুল্য কতকগুলি মানসী প্রজা সৃষ্টি করিলেন। আদি ত্রেতাযুগের মধ্যাবস্থায় তিনি অপর মানস সন্তানোৎপাদনের উদ্যম করেন।১৯১-২০১। প্রভু ব্রহ্মা সেই সময়ে সত্ত্ব-রজঃপ্রধান দেব ঋষি পিতৃ ও মনু এই চতুর্ব্বিধ সন্তান সৃজন করেন। ইহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং জীবনযাত্রা, এতৎ সমস্তের সাধক। এই ব্রহ্মনন্দনই ধর্ম্মানুসারে যুগানুরূপ সন্তানোৎপাদন দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন। স্বয়ম্ভু নির্ম্মিত সেই প্রজাধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাবকালে সকলেই নানারূপ মানসিক অভিধ্যান করিতে লাগিল। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অতীত কল্পে যাঁহারা জনলোকে ছিলেন তাঁহারাই এই কল্পে উক্ত দেবাদিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ব্রহ্মা ধ্যান করিতে থাকিলেই এইরূপ প্রজা সৃষ্টি হয়। কি প্রথম, কি চরম—সকল মন্বন্তরেই সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, খ্যাতি, প্রকিপত্তি, রূপ-গুণাদি সকল বিষয়ে এক প্রকার হইয়া থাকে। প্রাণিগণের কর্ম্মফল অবশেষ থাকিলেই জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তাহারা দেব, অসুর, পিতৃ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষঃ, নারকী কীট প্রভৃতি নানাভাবে প্রাদুর্ভূত হয়। ভগবান ব্রহ্মা আত্মসৃষ্ট প্রজাবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানার্থই এই সকল ব্যবস্থা করিলেন।২০২-২০৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততোহভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসী প্রজাঃ
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈসৈতেঃ কারণৈঃ সহ।।
ক্ষেত্রাজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
ততো দেবাসুরপিতৃন মানবঞ্চ চতুষ্টয়ম্।।২
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতাংশ্চ স্বাত্মনা সমযুযুজৎ।
যুক্তাত্মনস্ততস্তস্য ততো মাত্রা স্বয়ম্ভুবা।।৩
তমভিধ্যায়তঃ সর্গং প্রযত্নোহভূৎ প্রজাপতেঃ।
ততোহস্য জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ
অসুঃপ্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রৈস্তজ্জন্মানস্ততোহসুরা
যয়া সৃষ্টা সুরাস্তস্বা তাং তনুং স ব্যপৌহত।।
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যো রাত্রিরজায়ত।
সা তমোবহুলা যস্মাত্ততো রাত্রিস্ত্রিযামিকা।।৬
আবৃতাস্তমসা রাত্রৌ প্রজাস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
দৃষ্টা সুরাংস্তু দেবেশস্তনুমন্যামপদ্যত।।৭
অব্যক্তাং সত্ত্ববহুলাং ততস্তাং সোহভ্যযুযুজৎ
ততস্তাং যুঞ্জতসতেস্য প্রিয়মাসীৎপ্রভোঃ কিল।
ততো মুখে সমুৎপন্না দীব্যতস্তস্য দেবতাঃ।
সতোহস্য দীব্যতো জাতাস্তেন দেবাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ।।৯
ধাতুর্দিবিতি যঃ প্রোক্তঃ ক্রীড়ায়াং স বিভাব্যতে।
তস্যাং তস্বাস্তু দিব্যায়াং জজ্ঞিরে তেন দেবতাঃ
দেবান সৃষ্টাথ দেবেশস্তনুমন্যামপদ্যত।
উৎকৃষ্টা সা তনুস্তেন সদ্যোহহস্তদজায়ত।।১১
তস্মাদহঃকর্ম্মযুক্তো দেবতাঃ সমুপাসতে।
সত্ত্বমাত্রাত্মিকাং দেবস্ততোহন্যাং সোহভ্যপদ্যত
পিতৃবন্মন্যমানস্তান্ পুত্রান্ প্রাধ্যায়ত প্রভুঃ।
পিতরো হ্যপপক্ষাভ্যাং রাত্র্যহ্নোরন্তরাসৃজৎ
তস্মাত্তে পিতরো দেবাঃ পুত্রত্বং তেন তেষু তৎ
যয়া সৃষ্টাস্তু পিতরস্তাং তনুং স ব্যপৌহত।।১৪

নবম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভগবান ব্রহ্মা অভিধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার মানসী প্রজা সকল সমুৎপন্ন হয়। তাঁহার শরীর হইতে কার্য্য-কারণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। তিনি দেব, অসুর, পিতৃ, মানব, এই চতপর্ব্বিধ প্রজাসৃজনার্থ জলরাশি মধ্যে আত্মযোগে নিরত হন। তাহাতে সেই স্বয়ম্ভু প্রজাপতির প্রযত্ন সমুৎপন্ন হওয়ায় তদীয় জঘন প্রদেশ হইতে অসুরগণ জন্মে। বিপ্রগণ প্রাণকেই অসু বলেন, তাহা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া সেই সন্তানগণের নাম হয়—অসুর। তদ্দর্শনে তিনি সেই শরীর পরিহার করিলেন। তৎপরিত্যক্ত সেই শরীর সদ্যই রাত্রিরূপে পরিণত হইল। উহা তমোবহুল বলিয়া রাত্রিও ত্রিযামাত্মিকা। সেই জন্যই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রজাবর্গ রাত্রিকালে তমোগুণে সমাবৃত হইয়া পড়ে। দেবেশ ব্রহ্মা অসুরগণকে দেখিয়া সে শরীর পরিহাপপূর্ব্বক অব্যক্তা সত্ত্ববহুলা অপর মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই মূর্ত্তিগ্রহণান্তে সন্তুষ্টচিত্তে যোগনিরত হইলেন। সেই যোগযুক্ত দেবন অর্থাৎ আনন্দনিরত ব্রহ্মার মুখ হইতে তখন দেবতাগণ সমুৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার দেবনযুক্ত অবস্থায় প্রাদুর্ভূত হওয়ায় উহারা দেবশব্দে প্রদিদ্ধ হয়েন।১-৯। দিব্য ধাতুর অর্থ— ক্রীড়া। দেবনযুক্ত শরীরে জন্ম হেতু উহারা দেবতাপদবাচ্য। দেবেশ ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করিয়া সে দেহ ত্যাগান্তে অপর দেহ ধারণ করিলেন। তিনি দেহ ত্যাগ করিলে তাহা সদ্যই দিবারূপে পরিণত হইল। সেই জন্য দেবগণ কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ দিবারই উপাসনা করেন। তারপর দেব ব্রহ্মা সত্ত্বমাত্রাত্মক অপর শরীর পরিগ্রহ করিয়া পিতৃবৎ সস্নেহভাবে পুত্রগণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে পক্ষদ্বয় সহ দিবা রাত্রির মধ্যভাগে পিতৃ গণকে সৃজন করিলেন। এই জন্য সেই দেবগণের পিতৃসংজ্ঞা হইল; আর তাঁহাদিগের পুত্রত্বও সেই নিমিত্ত। ব্রহ্মা অতঃপর যে শরীরে পিতৃগণকে সৃজন

সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যঃ সন্ধ্যা প্রজায়ত।
তস্মাদহস্তু দেবানাং রাত্রির্যা সাসুরী স্মৃতঃ।।
তয়োর্মধ্যে তু বৈ পৈত্রী যা তনুঃ সা গরীয়সী
তস্মাদ্দেবাসুরাঃ সর্ব্ব ঋষয়ো মনবস্তথা।
তে যুক্তাস্তামুপাসন্তে ব্রহ্মাণো মধ্যমাং তনুম্
ততোহন্যাং স পুনর্ব্রহ্মা তনুং বৈ প্রত্যপদ্যত।।
রজোমাত্রাত্মিকয়াং তু মনসা সোহসৃজৎ প্রভুঃ
রজঃপ্রায়াত্ততঃ সোহব মানসানসৃজৎ সুতান
মনসস্তু ততস্তস্য মানস্যো জজ্ঞিরে প্রজাঃ।
দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রজাশ্চাপি স্বাং তনুং তামপোতত
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন জ্যোৎস্না সদ্যস্ত্বজায়ত।
তস্মাদ্ভবন্তি সংহৃষ্টা জোৎস্নায়া উদ্ভবে প্রজাঃ
ইত্যেতাস্তনবস্তেন ব্যপবিদ্ধা মহাত্মদা।
সদ্যো রাত্র্যহনী চৈব সন্ধ্যা জ্যোৎস্না চ
জজ্ঞিরে।।২১
জ্যোৎস্না সন্ধ্যা তথাহশ্চ সত্ত্বমাত্রাত্মকং ত্রয়ম্

তমোমাত্রাত্মিকা রাত্রিঃ সা বৈ তস্মাত্রিযামিকা
তস্মাদ্দেবা দিব্যতন্বা হৃষ্টাঃ সৃষ্টা মুখাত্তু বৈ।
যস্মাত্তেষাং দিবা জন্ম বলিনস্তেন তে দিবা।।
তন্বা যদসুরান রাত্রৌ জঘনাদসৃজৎ প্রভুঃ।
প্রাণেভ্যো রাত্রিজন্মানো হ্যসহ্যা নিশি তেন তে
এতান্যেব ভবিষ্যাণাং দেবনামসুরৈঃ সহ।
পিতৃণাং মানবানাঞ্চ অতীতানাগতেষু বৈ।।২৫
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু নিমিত্তানি ভবন্তি হি।
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্যাভাসিতানি বৈ
ভান্তি যস্মাত্ততোহম্ভাংসি ভাশব্দোহয়ং মনীষিভিঃ।
ব্যপ্তিদীপ্তাং নিগদিতঃ পুনশ্চাহ প্রজাপতিঃ
সোহম্ভাংস্যেতানি দৃষ্ট্বা তু দেবদানবমানবান্।
পিতৃংশ্চ বাসৃজৎ সোহন্যানাত্মনো বিবুধানপুনঃ
তামুৎকৃত্যতনুং কৃৎস্নাং ততোহন্যামসৃজৎ প্রভুঃ

করিয়াছিলেন, সেই শরীর পরিহার করিলে উহা সদ্যই সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। তখন দিবা দেবগণের, রাত্রি অসুরগণের আর এতদুভয়মধ্যবর্ত্তী গরীয়সী সন্ধ্যা পিতৃগণের প্রীতিসাধিনী হইল। তদবধি দেব, অসুর, ঋষি, মনু — সকলেই সপ্রণিধানে ব্রহ্মার সেই তৃতীয় তনুর উপাসনা করিতে লাগিলেন। ১০-১৬। অনন্তর ব্রহ্মা রজোগুণাধিক শরীরান্তর পরিগ্রহ করিলেন। সেই রজোবহুল দেহে তিনি অপর কতকগুলি মানস সন্তান উৎপাদন করিলেন। মন হইতে জন্ম বলিয়া সেই সকল সন্তান মানস নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মা সেই সন্তানগণকে দেখিয়া সেই শরীরও পরিত্যাগ করিলে উহাও তৎক্ষণাৎ জ্যোৎস্নারূপ প্রাপ্ত হইল। সেই জন্য প্রজাবর্গ জ্যোৎস্নাপ্রাদুর্ভাবে হৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই প্রকারে শরীর দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নাকারে পরিণত হয়। জ্যোৎস্না, সন্ধ্যা ও দিবা,—এই তিনটী সত্ত্বগুণাত্মক। রাত্রি তমোগুণবহুল এবং ত্রিযাম-সমন্বিত। ব্রহ্মার দিব্য শরীরের মুখ হইতে সম্ভূত হওয়ায় দেবগণ সতত হৃষ্টচেতাঃ। দিবাতে জন্ম বলিয়া তাঁহারা দিবাভাগেই সমধিক বলবান হয়েন। প্রভু ব্রহ্মা রাত্রিকালে জঘন প্রদেশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া রাত্রিজাত অসুরগণ রাত্রিকালে সমধিক বীর্য্যবান ও অসহ্যবিক্রম হইয়া তাকে। দেব অসুর পিতৃ মনু প্রভৃতির ভূত ভবিষ্যৎ সকল মন্বন্তরেই এই ভাবে সমুৎপত্তি হয়। রাত্রি, দিবা, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না—ইহারাও এইরূপেই প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই একার্ণব জলরাশিতেই ইহারা আভাসিত হওয়ায় তদাবধি 'অম্ভস' শব্দ জলের বাচক হয়। ভা ধাতু ব্যাপ্তি ও দীপ্তি বাচক। উহা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রজাগণ ভা যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম অম্ভঃ। মনীষিগণ এইরূপ বলেন। প্রজাপতিই এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন।১৭-২৭। এই 'অম্ভ' দর্শনেই তিনি অপর নানাবিধ দেব-দানব-মানব-পিতৃগণের সৃজন করেন। ব্রহ্মা সে শরীরও পরিহারপূর্ব্বক অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্ট অবস্থায়

মূর্ত্তিং রজস্তমঃপ্রায়াং পুনরোবাভ্যযুযুজৎ।।২৯
অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্টতোহন্যাং সৃজতে পুনঃ
তেন সৃষ্টাঃ ক্ষুধাত্মানস্তেহন্তাংস্যাদাতুমুদ্যতাঃ
অন্তাংস্যেতানি রক্ষাম উক্তবন্তশ্চ তেষু চ।
রাক্ষসাস্তে সৃতঃ লোকে ক্রোধাত্মানো নিশাচরাঃ।।৩১
যেহব্রুবন ক্ষিণুমোহন্তাংসি তেষাং হৃষ্টাঃ পরস্পরম্।
তেন তে কর্ম্মণা যক্ষা গুহ্যকাঃ ক্রুরকর্ম্মিণঃ।।
রক্ষতিঃ পালনে চা প ধাতুরেষ বিভাব্যতে।
য এষ ক্ষিতিধাতুর্ব্বৈ ক্ষয়ণে সন্নিরুচ্যতে।।৩৩
তান দৃষ্ট্বা হ্যপ্রয়েণাল্য কেশাঃ শীমন্ত ধীমতঃ
শীতোষ্ণাশ্চোচ্ছ্রিতা হ্যুর্দ্ধং তদারোহন্ত তং প্রভুম্।।
হীনা তচ্ছিরসো ব্যালা ষস্মাচ্চৈবাপসর্পিতাঃ
ব্যালাত্মানঃ সৃতা ব্যালা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ।।
পন্নত্বাৎ পন্নগাশ্চৈব সর্পশ্চৈবাপসর্পিণঃ

রজস্তমোবহুল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় যাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, তাহারা ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া জন্মিল, এবং তখনই ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তন্মধ্যে যাহারা বলিল যে, এই জলরাশি রক্ষা করিব, সেই সকল নিশাচর ক্রোধাত্মাদিগের মধ্যে রাক্ষস নামে প্রসিদ্ধ হয়। আর যাহারা বলিল যে, এই জলরাশি খাইয়া ফেলিব, সেই ক্রূরকর্ম্মা গুহ্যকগণ যক্ষ নামে খ্যাত হয়। রক্ষ ধাতু পালনার্থক, তাহা হইতে রাক্ষস শব্দ নিষ্পন্ন; ক্ষি-ধাতু ক্ষয়ার্থক, এতৎসমানার্থক যক্ষ ধাতু হইতে যক্ষ শব্দ ব্যুৎপাদিত। এই আপন সৃষ্টি দর্শনে ভগবান ব্রহ্মার কেশরাশি স্খলিত হইয়া শীতোষ্ণগুণযুক্ত সর্পাকারে পরিণত হইল এবং তদীয় গাত্রে আরোহন করিতে লাগিল। ব্রহ্মার মস্তক হইতে ইহারা হীন হইয়া অপসর্পণ অর্থাৎ গমন করিয়াছিল এবং ইহারা ব্যালাত্মা অর্থাৎ ফলস্বভাব, এজন্য হীনত্ব হেতু অহি, সর্পণহেতু

তেষাং পৃথিব্যাং নিলয়াঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোরধঃ।।
তস্য ক্রোধোদ্ভবো যোহসাবগ্নির্ভর্গসুদারুণঃ
স তু সর্পসহোৎপন্নাবিবেশ বিষাত্মকান্।।
সর্পান সৃষ্ট্বা ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মানো বিনির্ম্মমে।
বর্ণেন কপিশেনোগ্রাস্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ
ভুতত্বাত্তে স্মৃতা ভূতাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাৎ
ধয়ন্তো গাস্ততস্তস্য গন্ধর্ব্বা জজ্ঞিরে তদা।।৩৯
ধয়তীত্যেষ ধাতুর্ব্বৈ পানার্থে পরিপঠ্যতে।
পিবন্তো জজ্ঞিরে গাস্ত গন্ধর্ব্বাস্তেন তে স্মৃতাঃ
অষ্টাস্বেতাসু সৃষ্টাসু দেবযোনিষু স প্রভুঃ।
ততঃ স্বচ্ছন্দতোহন্যানি বয়াংসি বয়সোহসৃজৎ
ছাদ্যতস্তানি চ্ছদাংস বয়সেহপি বয়াংস্যপি।
শূন্যান্ দৃষ্ট্বা তু দেবো বৈ সৃজৎ পক্ষিগণানপি
মুমতোহজান সসজ্জার্থ বক্ষসশ্চ বয়োহসৃজৎ

সর্প, ব্যালত্ব হেতু ব্যাল এবং পন্নত্ব অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্তিত্ব হেতু পন্নগ শব্দে অভিহিত হইল। পৃথিবীগর্ভে, চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ না হয়, এমন স্থলে ইহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময়ে ব্রহ্মার যে সুদারুণ অগ্নিতুল্য ক্রোধ জন্মে তাহা সহজাত সর্পগণে আবিষ্ট হওয়ায় সর্পসকল বিষপূর্ণ হয়। ব্রহ্মা সর্পসকলকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখন ক্রোধপরায়ণ কপিলবর্ণ ভূত ও পিশাচ সৃষ্টি করিলেন। উহারা ভূমণ্ডল আবৃতপ্রায় করিল বলিয়া ভূত এবং পিশিত অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া পিশাচ নামে খ্যাত হয়। অতঃপর গন্ধর্ব্বগণ জন্মে। ইহারা জন্মিয়াই তদীয় গো অর্থাৎ তেজঃ পান করিতে থাকে, এজন্য পানার্থক 'ধে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন গন্ধর্ব্ব শব্দ উহাদের বাচক হইয়াছে।২৮-৪০। এই অষ্টবিধ দেবযোনি সৃষ্ট হইলে প্রভু ব্রহ্মা, স্বচ্ছন্দ মনে বয়স হইতে বয়ঃসমূহ সৃজন করেন। উহারা ছাদন ক্র বলিয়া ছন্দ এবং বয়স হইতে সৃষ্ট বলিয়া বয়ঃপদবাচ্য। ব্রহ্মা শূন্যাবলোকনে পক্ষিগণ সৃষ্টি করেন।

গাশ্চৈবাথোদরাদ্‌ব্রহ্মা পার্শ্বাভ্যাঞ্চ বিনির্ম্মমে
পদ্ভ্যাং চাশ্বান্ স আতঙ্গান শরভান গবয়ান্মৃগান
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব তাশ্চান্যশ্চৈব জাতয়ঃ।।৪৪
ওষধ্যঃ ফলমূলাম রোমতস্তস্য জজ্ঞিরে।
এবং পশ্বৌষধীঃ সৃষ্ট্বা ন্যযুঞ্জৎ সোঽধ্বরে প্রভুঃ
তস্মাদাদৌ তু কল্পস্য ত্রেতাযুগমুখে তদা।
গৌরজঃ পুরুষো মেষো হ্যশ্বোঽশ্বতরগর্দ্দভৌ
এতান গ্রাম্যান পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধত
শ্বাপদা দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।।৪৭
উন্দকাঃ পশবঃ সৃষ্টাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপঃ।
গায়ত্রং বরুণশ্চৈব ত্রিবৃৎ সৌম্যং রথন্তরম্।।৪৮
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ।
ছন্দাংসি ত্রৈষ্টুভং কর্ম্ম স্তোমং পঞ্চদশং তথা।।
বৃহৎ সামমথোক্‌থঞ্চ দক্ষিণাৎ সোঽসৃজন্মুখাৎ
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।।৫০
বৈরূপ্যমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।।৫১
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং স বৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ।।৫২
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
বয়াংসি চ সসর্জ্জাদৌ কল্পস্য ভগবান প্রভুঃ।
উচ্চবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।।
ব্রহ্মণস্তু প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ
সৃষ্ট্বা চতুষ্টয়ং পূর্ব্বং দেবাসুরপিতৃন প্রজাঃ।।৫৪
ততঃ সৃজতি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যক্ষাণ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসাং গণান্
নরকিন্নররক্ষাংসি বয়ঃপশুমৃগোরগান।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্।।৫৬
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজমানাঃ পুনঃপুনঃ।।
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তস্য রোচতে।।
মহাভূতেষু নানাত্বমিন্দ্রিয়ার্থেষু মূর্ত্তিষু।

তাঁহার মুখ হইতে অজ এবং বক্ষ হইতে বয়ঃসকল উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা উদর-পার্শ্বদ্বয় হইতে গোসকল নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পদদ্বয় হইতে অশ্ব, হস্তী, শরভ, গয়ব, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর প্রভৃতি পশু সমস্ত সমুদ্ভূত হয়। তাঁহার রোম হইতে ওষধি, ফল ও মূলাদি জন্মে। প্রভু ব্রহ্মা আদিকল্পীয় ত্রেতাযুগের প্রাক্‌কালে এইরূপ পশু ও ওষদি সৃজনপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। গো, অজ, পুরুষ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ ইহারা গ্রাম্য পশু। আরণ্য পশুর কথা শ্রবণ করুন। শ্বাপদ, দ্বিখুর, হস্তী, বানর, পক্ষী, উন্দক ও সরীসৃপ; ইহারা আরণ্য পশু। গায়ক, বরুণ, ত্রিবৃৎ, সৌমে, রথন্তর, অগ্নিষ্টোম এই সকল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তাঁহার পূর্ব্বমুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। ছন্দঃসকল, ত্রৈষ্টুভ, কর্ম্ম, স্তোম, পঞ্চদশ বৃহৎসাম, উক্‌থ—এই সকল তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে; সাম, জগতীচ্ছন্দের সপ্তদশবিধ প্রকারভেদ, বৈরূপ্য অতিরাত্র — এ সকল পশ্চিম মুখ হইতে; আর একবিংশ প্রকার অথর্ব্ব, আপ্তোর্যাম, অনুষ্টুভ, বৈরাজ, এসকল উত্তর মুখ হইতে সৃষ্ট করেন হয়। ৪১-৫২। প্রভু ব্রহ্মা কল্পের আদিকালে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, নভোবৈচিত্র, ইন্দ্রধনু—এসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রজাসৃষ্টিপ্রবৃত্ত প্রজাপতির গাত্র হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণিবর্গ প্রাদুর্ভূত হয়। তিনি প্রথমে দেবাসুরপিতৃপ্রমুখ চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃজনান্তে স্থাবর-চরাদি অপরাপর সমস্ত উৎপাদন করেন। যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নর, কিন্নর, রক্ষঃ, পক্ষী, পশু, মৃগ, উরগ, অব্যয়, ব্যয়, স্থাবর, জঙ্গম, সমস্ত পদার্থই, প্রথমকল্পীয় প্রথম সৃষ্টিতে যে যেমন কর্ম্মসংযুক্ত হইয়াছিল, অপরাপর সকল জন্মেই তদনুরূপ কর্ম্মসমন্বিত হইয়া থাকে। সেই সেই কর্ম্মাবসানানুসারেই তাহাদিগের পৃথক পৃথক প্রবৃত্তি জন্মে; এজন্য তাহারা হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অনৃত্যাদি বিবিধকর্ম্মে

বিনিয়োগঞ্চ ভূতানাং ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম।।
কেচিৎ পুরুশকারান্তু প্রাহুঃ কর্ম্ম চ মানবাঃ।
দৈবমিত্যপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং দৈবচিন্তকাঃ।।
পৌরুষং কর্ম্ম দৈবাঞ্চ ফলবৃত্তি স্বভাবতঃ।
ন চৈকং ন পৃথগ্‌ভাবমধিকং ন তয়োর্বিদুঃ।।
এতদেবঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
কর্ম্মস্থান বিষয়ান ব্রুয়ুঃ স্তত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ।।
নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ।৬৩
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবাস্য দধাতি সঃ।।
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু।।
এবংবিধাসু সৃষ্টাসু ব্রহ্মণাব্যক্তজন্মনা।

নিরত হয়। বিধাতা স্বয়ংই মহাভূতের নানাত্ব এবং মূর্ত্ত ইন্দ্রিয়ার্থনিচয়ের ব্যবহাররীতি বিহিত করিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! কোন মানব কর্ম্ম, কেহ পুরুষকার, কেহবা দৈব, অপরে স্বভাবকেই কর্ম্মফলদায়ক বলিয়া নিরূপণ করেন; পরন্তু পুরুষকার, কর্ম্ম ও দৈব-- ইহারা প্রত্যেকেই স্বভাববশে ফলসাধক। ইহাদিগের মধ্যে ন্যূনাতিরিক্ত ভাব নাই; প্রত্যেকেই তুল্য প্রাধান্য-সম্পন্ন। কোন কর্ম্মই ইহাদিগের একের দ্বারা সম্পন্ন হয়, এমন বলা যায় না। এতত্ত্ব এমনই যে কর্ম্মসাধনসমূহের একত্বদ্বিত্বাদি ভেদ করিয়া নির্ব্বাচন করা যায় না। এজন্য সত্ত্বস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠগণ বিষয়সমূহ কর্ম্মস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহেশ্বর ব্রহ্মা কল্পাদি কালে বেদবচন হইতেই ভূতসমূহের নাম-রূপ ও কর্ম্মাদির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রাত্রির অবসানে দিবায় প্রারম্ভকালে ভগবান ব্রহ্মা, পূর্ব্বদিবসীয় বেদবচন সমূহ প্রকাশ করেন এবং ঋষিগণেরও পূর্ব্বদিবসীয় নাম সকল প্রচার করেন। বিভিন্ন ঋতুকালে যেমন ঋতুচিহ্নসমূহ বিবিধাকারে পরিত্যক্ত হয়, তদ্রূপ বিভিন্নযুগে,

শর্ব্বর্য্যন্তে প্রদৃশ্যন্তে সিদ্ধিমাশ্রিত্য মানসীম্।।
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি চরাণি স্তাবরাণি চ।
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ।।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান সদৃশানাত্মনো হসৃজৎ।
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।।
তেষাং ব্রহ্মাত্মকানাং বৈ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্
ততোহসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদরেং রোষাত্মসম্ভবম্
সঙ্কল্পঞ্চৈব ধর্ম্মঞ্চ পর্ব্বেষামাপ পূর্ব্বজঃ।
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসাত্মনঃ সমান্।।৭১
সনন্দনং সসনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম।
সনৎকুমারঞ্চ বিভুং সনকঞ্চ সনন্দনম্।।৭২
ন তে লোকেষু সর্জ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ সনাতনাঃ
সর্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগঃ বিমৎসরাঃ।।
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকবৃত্তানুকারণাৎ।

ভাবসমূহও বিবিধাকারে প্রকাশিত হয়। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা শর্ব্বরীর অবসানে মানসী সিদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতিদিন এইরূপ সৃষ্টিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। প্রতিদিনই এইপ্রকার স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করেন। পরে সেই সমস্ত প্রজা বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই দশজন মানস পুত্র সৃজন করেন। ইহাঁরা "নব ব্রাহ্মণ" শব্দে পুরাণশাস্ত্রে বিখ্যাত।৫০-৬৯। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মার্চ্চ্যনিষ্ঠ হইলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ক্রোধবশে রোষপরবশ রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন। পরে তিনি সঙ্কল্প ও ধর্ম্মকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে সনন্দন, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার নামক ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মসম পুত্র সকল সমুৎপাদন করেন। কিন্তু ইহাঁরা সংসারে আসক্ত হইলেন না; তাঁহারা নিরপেক্ষ, জিতেন্দ্রিয়, বীতরাগ, বিমৎসর ও ভবিষ্যজ্ঞানসম্পন্ন। ভগবান পরমেষ্ঠী হিরণ্যগর্ভ, সেই পুত্রগণ নিরপেক্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠ

হিরণ্যগর্ভো ভগবান পরমেষ্ঠী হ্যচিন্তয়ৎ।।৭৪
তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোহর্কসমদ্যুতিঃ।
অর্দ্ধনারীনরবপুস্তেজসা জ্বলনোপমঃ।।৭৫
সর্ব্বং তেজোময়ং জাতমাদিত্যসমতেজসম্।
বিভাজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত।।৭৬
এবমুক্ত্বা দ্বিধা ভূতঃ পৃথক স্ত্রী পুরুষঃ পৃথক।
স চৈকাদশধা জজ্ঞে অর্দ্ধবপ্যানমীশ্বঃ।।৭৭
তেনোক্তাস্তে মহাত্মনেঃ সর্ব্ব এব মহাত্মনা।
জগতো বহুলীভাবমধিকৃত্য বিতৈষিণঃ।।৭৮
লোকবৃত্তান্তহেতোর্হি প্রযতধ্বভদ্রিতাঃ।
বিশ্বং বিশ্বস্য লোকস্যস্থাপনায় হিতায় চ।।৭৯
এবমুক্তাস্তু রুরুদুর্দুদ্রুবশ্চ সমন্ততঃ।
রোদনাদ্দ্রবণাচ্চৈব রুদ্রা নাম্নেতি বিশ্রুতাঃ।।
যৈর্হি ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তেষামনুত্তরা লোকে সর্ব্বলোকপরায়ণাঃ।।৮১
নৈকনাগাযুতবলা বিক্রান্তাশ্চাগণেশ্বরাঃ।
তত্র যা সা মহাভাগা শঙ্করস্যার্দ্ধকায়িনী।।৮২

হইল দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ হইতে তখন সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জকলেবর, অর্দ্ধ স্ত্রী অর্দ্ধ পুরুষমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল—হইয়া ব্রহ্মাকে কহিল—"সমস্তই তেজোময় হইয়াছে, আদিত্যতুল্য তেজস্বী আত্মাকে বিভক্ত কর।" এই বলিয়া সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ভগবান ব্রহ্মা এইরূপ উক্ত হইয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক স্ত্রী ও এক পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিলেন। সেই অর্দ্ধপুরুষমূর্ত্তিকে আবার তিনি একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে কহিলেন যে, হে মহাত্মগণ! তোমরা জগতের হিতবিধানার্থ সৃষ্টিবিস্তার এবং সৃষ্ট প্রজাবর্গের মঙ্গলকর ব্যবস্থা প্রণয়ন জন্য অনলস ভাবে যত্নপরায়ণ হও। তাহারা এই কথা শুনিযা রোদনসহকারে দ্রবণ অর্থাৎ ছুটাছুটি করিতে লাগিল; এজন্য উহারা রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই রুদ্রগণ এই

প্রাগুক্তা তু ময়া তুভ্যং স্ত্রী স্বয়ম্ভোর্মুখোদগতা
কায়ার্দ্ধং দক্ষিণং তস্যাঃ শুক্লং বামাং তথাসিতম্
আত্মানং বিভজস্বেতি প্রোক্তা দেবী স্বয়ম্ভুবা।
সা তু প্রোক্তা দ্বিধা ভূতা শুক্লা কৃষ্ণা চ বৈ দ্বিজাঃ
তস্য নামানি বক্ষ্যামিন শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা মেধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
অপর্ণ চৈকপূর্ণা চ তথা স্যাদেব পাটলা।
উমা হৈমবতী ষষ্ঠী কল্যাণী চৈব নামতঃ।।৮৬
খ্যাতঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি বিশ্রুতা।
বিশ্বরূপমথার্য্যায়াঃ পৃথগ্‌দেহবিভাবনাৎ।।৮৭
শৃণু সঙ্ক্ষেপতস্তস্যা যথারূপনুপূর্ব্বশঃ।
প্রকৃতিনিয়তা রৌদ্রী দুর্গা ভদ্রা প্রমাথিনী।।
কালরাত্রির্মহামায়া রেবতী ভূতনায়িকা।
দ্বাপরান্তবিকারেষু দেব্যা নামানি মে শৃণু।।
গৌতমী কৌশিকী আর্য্যা চণ্ডী কাতচ্যায়নী সতী।

সমগ্র চরাচর সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। গণেশ্বর রুদ্রগণ সকলেই সৃষ্ট অপরাপর সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বিক্রান্ত এবং অযুত নাগসম বলবান্। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে দক্ষিণার্দ্ধে শুক্লবর্ণা ও বামাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণা শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী এক মহাভাগা দেবী প্রাদুর্ভূত হয়েন।৭০-৮৩। সেই দেবীকে ভগবান ব্রহ্মা, দেহ বিভাগ করিতে কহিলে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার এক মূর্ত্তি শুক্ল আর অপর মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ হইল। হে দ্বিজগণ! সেই দেবীর নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেদা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা, উমা, হৈমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, মহাভাগা ও গৌরী। এই আর্য্যা দেহীই পৃথক পৃথক দেহ দারণপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যাপ্ত করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁহার অপর নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি। প্রকৃতি, নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, উদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি, মহামায়া, রেবতা, ও ভূনায়িকা। দ্বাপরাদি যুগে দেবী যে সকল নামে খ্যাতিলাভ করেন, তাহা শ্রবণ

কুমারী যাদবী দেবী বরদা কৃষ্ণপিঙ্গলা।।৯০
বর্হিধ্বজা শূলধরা পরমব্রহ্মচারিণী।
মাহেন্দ্রী চেন্দ্রভগিনী বৃষকন্যৈকবাসসী।।৯১
অপরাজিতা বহুভুজা প্রগল্‌ভা সিংহবাহিনী।
একানংশা দৈত্যহনী মায়া মহিষমর্দ্দিনী।।৯২
অমোঘা বিন্ধ্যনিলয়া বিক্রান্তা গণনায়িকা।
দেবীনামবিকারাণি ইত্যেনানি যথাক্রমম্।।
ভদ্রকাল্যাস্তবোক্তানি দেব্যা নামানি তত্ত্বতঃ।
যে পঠন্তি নরাস্তেষাং বিদ্যতে ন পরাভবঃ।।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি পুরে বাপি গৃহেহপি বা
রক্ষামেতাং প্রযুঞ্জীত জলে বাপি স্থলেহপি বা
ব্যাঘ্রকুম্ভীরচৌরেভ্যো ভূতস্থানে বিশেষতঃ
আধিষ্বপি চ সর্ব্বেষু দেব্যা নামানি কীর্ত্তয়েৎ।।
অর্ভকগ্রহভূতৈশ্চ পূতনামাতৃভিঃ সদা
অভ্যর্দ্দিতানাং বালানাং রক্ষামেতাং
প্রযোজয়েৎ।।৯৭
মহাদেবীকুলে দ্বে তু প্রজ্ঞা শ্রীশ্চ প্রকীর্ত্ত্যতে
আভ্যাং দেবীসহস্রাণি যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ
সাসৃজদ্ব্যবসায়ং তু ধর্ম্মং ভূতসুখাবহম্।
সঙ্কল্পং চৈব কল্পাদৌ জজ্ঞিরেহব্যক্তযোনিতঃ।।
মানসশ্চ রুচির্নাম বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণঃ সূতঃ।
প্রাণাৎস্বাদসৃজদ্দক্ষং চক্ষুর্ভ্যাঞ্চ মরীচিনম্।।
ভৃগুস্তু হৃদয়াজ্জজ্ঞে ঋষিঃ সলিলজন্মনঃ।
শিরসোহঙ্গিরসং চৈব শ্রোত্রাদত্রিস্তথৈব চ।।
পুলস্ত্যং চ তথোদানাদ্ব্যানাচ্চ পুলহং পুনঃ।
সমানজং বসিষ্ঠং তু অপানান্নির্ম্মমে ক্রতুম্।।
অভিমানাত্মকং রুদ্রং নির্ম্মমে নীললোহিতম্।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ প্রাণজা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
ইত্যেতে মানসাঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মণঃ সুতাঃ
ভৃগ্বাদয়স্তু যে সৃষ্টা নবৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ।।১০৪
গৃহমেধিনঃ পুরাণাস্তে ধর্ম্মস্তৈঃ প্রাক্‌প্রবর্ত্তিতাঃ
দ্বাদশৈতে প্রবর্ত্তন্তে সহ রুদ্রেণ বৈ প্রজাঃ।।
ঋভুঃ সনৎকুমারস্তু দ্বাবেতাবূর্দ্ধরেতসৌ।
পূর্ব্বোৎপন্নৌ পুরাতেভ্যঃ সর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজৌ

করুন। গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিধ্বজা, শূলধরা, পরমব্রহ্মচারিণী, মাহেন্দ্রী, ইন্দ্রভগিনী, বৃষকন্যা, একবাসসী, অপরাজিতা, বহুভুজা, প্রগল্‌ভা, সিংহবাহিনী, একানংশা, দৈত্যহনী, মায়া, মহিষমর্দ্দিনী, অমোঘা, বিন্ধ্যনিলয়া, বিক্রান্তা ও গণনায়িকা। এই সমস্তই সেই দেবীর নামভেদ। হে মুনিবর! তোমার নিকট যথাক্রমে কথিত ভদ্রকালীর এই সকল নাম, যে সকল মানব পাঠ করে, তাহাদিগের কদাচ পরাভব ঘটে না। অরণ্যে, প্রান্তরে, পুরে বা গৃহে, জলে, সথেলে, ভ্যাধ কুম্ভীর চৌর ভূতাদি দ্বারা আক্রান্ত স্থলে এবং যাবতীয় মানস দুঃখকালে এই দেবীনাম পাঠরূপ রক্ষা প্রয়োগ করিবে। বালগ্রহ, ভূত, পুতনা ও মাতৃকাদি-কৃত দোষ ঘটিলে বালকদিগের জন্য এই রক্ষা প্রয়োগ করিবে। প্রজ্ঞা ও শ্রী —এই দুই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি সমুদ্ভূত হইয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে।৮৩-৯৮। সেই দেবী কল্পাদিকালে প্রথমে ব্যবসায়, ভূতসুখকর ধর্ম্ম ও সঙ্কল্প সৃজন করেন। অব্যক্তযোনি ব্রহ্মার মন হইতে রুচি নামে পুত্র জন্মে এবং প্রাণ হইতে দক্ষ, চক্ষুর্দ্বয় হইতে মরীচি, হৃদয় হইতে ভৃগু, মস্তক হইতে অঙ্গিরা, কর্ণ হইতে আত্র, উদান হইতে পুলস্ত্য, ব্যান হইতে পুলহ, সমান হইতে বশিষ্ঠ, অপান হইতে ক্রতু এবং অভিমান হইতে নীললোহিত রুদ্রকে উৎপাদন করেন। এই দ্বাদশ পুত্র ব্রহ্মার মানস সন্তান। ইহাদিগের মধ্যে ভৃগু প্রভৃতি নয়জন পুরাতন গৃহস্থ; তাঁহারাই প্রথমে ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করেন। রুদ্রের সহিত এই দ্বাদশ জন ব্রহ্মানন্দন লোকহিত বিধানার্থ নিয়ত প্রবৃত্ত। ঋভু ও সনৎকুমার এই দুইজন সকলেরই পূর্ব্বে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়ে ঊর্দ্ধরেতাঃ। প্রথম কল্পের অবসানে লোকহিতাভিলাষা এই দুই

ব্যতীতে প্রথমে কল্পে পুরাণে লোকসাধকৌ।
বৈরাজে তাবুভৌ লোকে তেজঃ সঙ্ক্ষিপ্য
চাস্থিতৌ।।১০৭
তাবুভৌ যোগধর্ম্মাণাবারোপ্যাত্মানমাত্মনি।
প্রজাধর্ম্মাঞ্চ কামঞ্চ বর্ত্তয়েভাং মহৌজসৌ।।
যথোৎপন্নস্তথৈবেহ কুমার ইতি চোচ্যতে।
তস্মাৎসনৎকুমারোহয়ামতি নামাস্য কীর্ত্তিতম্
তেষাং দ্বাদশ তে বংশা দিব্যা দেবগুণান্বিতাঃ
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ।।১১০
ইত্যেষ করণোদ্ভূতো লোকান্ স্রষ্টু স্বয়ম্ভুবঃ।
~~মহদাদিহিশোষান্তো বিকারঃ প্রকৃতেঃ স্বয়ম্।।~~
চন্দ্রসূর্য্যপ্রভালোকা গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিতঃ।
নদীভিশ্চ সমুদ্রৈশ্চ পর্ব্বতৈশ্চ সমাবৃতঃ।।১১২
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ প্রীতৈর্জ্জনপদৈস্তথা।
তস্মিন ব্রহ্মবনেহব্যক্তে ব্রহ্মা চরতি শর্ব্বরীম্
অব্যক্তবীজপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়াঙ্কুরকোটরঃ।।১১৪
মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিশেষৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পস্তু সুখদুঃখফলোদয়ঃ।।১১৫
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাময়ং বৃক্ষঃ ,নাতনঃ।
এতদ্ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মবৃক্ষস্য তস্য হ।।১১৬
অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদাসদাত্মকম্।
ইত্যেষোহনুগ্রহঃ সর্গো ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতস্তু যঃ।।
মুখ্যাদয়স্তু ষট্সর্গা বৈকৃতা বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
ত্রৈকালে সমবর্ত্তন্ত ব্রহ্মণস্তেহভিমানিনঃ।।১১৮
সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ কারণং তে বুধৈঃ স্মৃতাঃ।
দিব্যৌ সুপর্ণৌ সযুজৌ সশাখৌ পটবিদ্রুমৌ
~~একন্তু যো ক্রমং বেত্তি নান্যঃ সর্ব্বাত্মনস্ততঃ।।~~
দ্যৌর্মূর্দ্ধ্যনং যস্য বিপ্রাঃ স্তবন্তি
খঃ নাভির্বৈ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে চরণৌ চাষ্য ভুমিঃ
সোহচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রসূতিঃ।।১২০
বক্ত্রাদ্যস্য ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা
যদ্ব ক্ষন্তঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।

মহাত্মা, আত্মতেজঃ সংযমপূর্ব্বক বৈরাজ লোকে যাইয়া অবস্থান করেন। মহা তেজস্বী মহাযোগী সেই ব্রহ্মর্ষিদ্বয় আত্মাতে আত্মার সমাধানপূর্ব্বক প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও কামসমূহ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেমন জন্মিয়াছেন, তেমনই আছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কুমার ও সনৎকুমার শব্দে অভিহিত করা হয়।৯৯-১০৯। এই দ্বাদশ ব্রহ্মতনয়ের বংশ বৃদ্ধি পাইয়া দিব্য, দেবগুণান্বিত ক্রিয়াযুক্ত, প্রজাসমন্বিত ও মহর্ষিগুণালঙ্কৃত হইয়া পড়িল। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মহান হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত প্রাকৃতবিকারসমূহ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, আলোক, অন্ধকার, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বিবিধাকার পুর, সুপ্রীত জনপদাদি সমন্বিত জগৎপ্রপঞ্চ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মা সেই অব্যক্ত ব্রহ্মবনমধ্যে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মবৃক্ষ অব্যক্তবীজোৎপন্ন, অব্যক্তানুগ্রহেই সমুদ্ভূত। বুদ্ধি উহার স্কন্ধ, ইন্দ্রিয়গণ উহার কোটর, মহাভূত সমুদয় উহার শাখা প্রশাকা বিশেষ, তত্ত্ব সমুদয়ই উহার পত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম উহার সুপুষ্প, সুখ-দুঃখই উহার ফল; এবং ঐ সনাতন বৃক্ষই সর্ব্বভূতের উপজীব্য। এই ব্রহ্মবৃক্ষই ব্রহ্মবনের কারণ অব্যক্ত, নিত্য অথচ সদসদাত্মক। এই প্রাকৃত সর্গ ব্রহ্মার অনুগ্রহসর্গ নামে প্রসিদ্ধ, বৈকৃত মুখ্য সর্গ ছয়টী; উহা বুদ্ধিপূর্ব্বক বিরচিত। ঐ সকল অভিমানী সর্গ, অভিমানী ব্রহ্মার কালত্রয়েই প্রবর্ত্তিত হয়; উহারা পরস্পর পরস্পরের কারণ। ইহা পণ্ডিতগণের অভিমত। সেই ব্রহ্মবৃক্ষে সমানাকার, সমানচারী দুইটী পক্ষী বাস করে, পরন্তু তাহাদিগের একটী সেই বৃক্ষতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছে। অপরটী সে তত্ত্ব কিছুই অবগত নহে। বিপ্রগণ উর্দ্ধলোককে যাঁহার মস্তক, নভোমণ্ডলকে নাভি, চন্দ্র সূর্য্যকে নেত্র, দিক সকলকে কর্ণদ্বয় এবং ভূমিকে পদদ্বয় বলিয়া বর্ণন করেন, সেই সর্ব্বভূত, প্রসূতি অচিন্ত্যাত্মা ভগবানের মুখ হইতে

বৈশ্যাশ্চোরোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃসম্প্রসূতাঃ।।১২১।।
মহেশ্বরঃ পরোহব্যক্তাদন্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে পুণর্ব্রহ্ম যেন লোকাঃ কৃতাস্ত্বিমে।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দেবাদিসৃষ্টি
বর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ।।৯।।

দশমোহধ্যায়ঃ।
সূত উবাচ।
এবম্ভূতেষু লোকেষু ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
যদা তা ন প্রবর্ত্তন্তে প্রজাঃ কেনাপি হেতুনা।।
তমোমাত্রাবৃতে ব্রহ্ম তদাপ্রভৃতি দুখিতঃ।
ততঃ স বিদধে বুদ্ধমর্থানশ্চয়গামিনাম্।।২
অথাত্মনি সমস্রাক্ষীত্তমোম ত্রাং নিয়ামিকাম্
রাজসত্বং পরাজিত্য বর্ত্তমানং স ধর্ম্মতঃ।।৩
তপ্যতে তেন দুঃখেন শোকং চক্রে জগৎপতিঃ
তমশ্চ ব্যনুদত্তস্মাদ্রয়স্তমাবৃণোৎ।।৪
তত্তমঃ প্রতিনুত্তং বৈ মিথুনং সংব্যজায়ত।
অধর্ম্মশ্চরণাজ্জজ্ঞে হিংসা শোকাদজায়ত।।৫
ততস্তস্মিন্ সমুদ্ভুতে মিথুনেচরণাত্মনি।
ততশ্চ ভগবানাসীৎ প্রীতিশ্চৈনমশিশ্রিয়ৎ।।৬
স্বাং তনুংস ততো ব্রহ্মা তামপপৌহ-
দভাস্বরাম্
দ্বিধাকরোৎ স তং দেহমর্দ্ধেন পুরুষোহভবৎ
অর্দ্ধেন নারী সা তস্য শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রাকৃতাং ভূতধাত্রীং তাং কামার্দ্ধে সৃষ্টবানবিভুঃ।
সাদিনং পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্য ধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্ব্বং দিবমাবৃত্য তিষ্ঠাত।।৯
যা ত্বর্দ্ধাৎ সৃজতে নারী- শতরূপা ব্যজায়ত।
সা দেবী নিযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্।।১০
ভর্ত্তারং দীপ্তযশসং পুরুষং প্রত্যপদ্যতে।
স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ পুরুষো মনুরুত্যতে।।১১
তস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
লব্ধা তু পুরুষঃ শতরূপামযোনিজাম্।।১২

ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ, এইরূপে গাত্র হইতে সর্ব্ববর্ণেরই সৃষ্টি হইয়াছে। মহেশ্বর অব্যক্তেরও পরবর্ত্তী, অব্যক্ত হইতে অণ্ডের উৎপত্তি, অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম; ব্রহ্মাই এই সচরাচর ত্রৈলোক্যের স্রষ্টা। ১১০-১২২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।।৯।।

দশম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, — লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এই প্রকার সমস্ত প্রজা সৃজন করিলেও সেই প্রজাগণ বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে প্রবৃত্ত হইল না, দেখিয়া ব্রহ্মা তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া দুঃখিতমনে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয়পূর্ব্বক আপনাতে নিয়ামিকা তামসী শক্তি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাগণ রাজস ভাবসমূহ পরাজিত করিয়া সকলেই সত্ত্বগুণাবলম্বী হইল, দেখিয়া তিনি দুঃখশোকে সমাবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই তমোভাব পরিহার পূর্ব্বক রজোগুণাবলম্বন করিলে সেই রজোগুণ তদীয় তমোগুণকে আবরণ করিল। সেই পরিত্যক্ত তমোগুণ হইতে একটী মিথুন জন্মে। ব্রহ্মার চরণ হইতে অধর্ম্ম এবং শোক হইতে হিংসা সমুৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্রহ্মা প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তদীয় মলিন দেহ পরিহার করিলেন। তিনি নিজ দেহ বিভাগপূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ দ্বারা পুরুষ এবং অপর অর্দ্ধাংশ দ্বারা এক নারীমূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই রমণীর নাম শতরূপা। ইনিই প্রাকৃত ভূতধাত্রী; ইনি নিজমহিমায় ভূতল নভস্তল ব্যাপ্ত করিয়াছেন। গগনব্যাপিনী সেই ব্রাহ্মী তনু শতরূপা নিযুতবর্ষ পরম দুশ্চর তপশ্চরণ-পূর্ব্বক স্বায়ম্ভুব মনুকে পতিত্বে বরণ করেন। ব্রহ্মসৃষ্ট পুরুষ-মূর্ত্তিই স্বায়ম্ভুব মনু। একসপ্ততি যুগে একটী মন্বন্তর হয়। স্বায়ম্ভুব

তয়া স রমতে সার্দ্ধং তস্মাৎ সা রতিরুচ্যতে।
প্রথমঃ সম্প্রয়োগঃ স সমবর্ত্তর্ত।।১৩
বিরাজমসৃজদ্‌ব্রহ্মা সোঽভবৎ পুরুষো বিরাট্।
স সম্রাট সা সরূপাত্তু বৈরাজস্তু
মনুঃস্মৃতঃ।।১৪
স বৈরাজঃ স সর্গে পুরুষো মনুঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাদ্বীরাচ্ছতরূপা ব্যজায়ত।।১৫
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ।
কন্যে দ্বে চ মহাভাগে যাভ্যাং জাতাঃ
প্রজাস্ত্বমাঃ।।১৬
দেবী নায়া তথাকৃতিঃ প্রসূতিশ্চৈব তে শুভে।
স্বায়ম্ভুবঃ প্রসূতিং তু দক্ষায় ব্যসৃজৎ প্রভুঃ।।১৭
প্রাণো দক্ষস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কল্পো মনুরুচ্যতে।
রুচেং প্রজাপতেশ্চৈব আকূতিং
প্রত্যপাদয়ৎ।।১৮
আকূত্যাং নিথুনং জজ্ঞে মানসস্য রুচেঃ শুভম্।
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চৈব যমকৌ সম্বভূবতুঃ।।১৯
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াঞ্চ পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেন্তরে।।২০

যমস্য পুত্রা যজ্ঞস্য তস্মাদ্‌যামাস্তু তে স্মৃতাঃ।
অজিতাশ্চৈব শুকাশ্চ গণৌ দ্বৌ ব্রহ্মণঃ স্মৃতৌ
যামাঃ পূর্ব্বং পরিক্রান্তা যতঃ সংজ্ঞা দিবৌকসঃ।
স্বায়ম্ভুবসুতায়াস্তু প্রসূতয়াং লোকমাতরঃ।।২২
তস্যাং কন্যাশ্চতুবিংশদ্দক্ষস্ত্বজণয়ৎ প্রভূঃ।
সর্ব্বাস্তাশ্চ মহাভাগাঃ সন্নাঃ কমললোচনাঃ।।২৩
যোগপত্ন্যশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাস্তু যোগমাতরঃ।
সর্ব্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্ব্বা বিশ্বস্য মাতরঃ।।২৪
শ্রদ্ধা লক্ষ্মাধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেবা ক্রিযা তথা।
বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শান্তি সিদ্ধিঃ কীত্তিস্ত্রয়োদশী।।২৫
পত্ন্যর্থে প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষারণী প্রভূঃ।
দ্বারাণ্যেতানি চৈবাস্য বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা।।২৬
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্যা একাদশ সুলোচনাঃ।
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃ তঃ প্রীতিঃ ক্ষমাতথা
সন্নিতিশ্চাসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা।
তাস্ততঃ প্রত্যপদ্যন্ত পুনরন্যে মহর্ষয়ঃ।।২৮
রুদ্রো ভৃগুর্ণরীচিশ্চ অঙ্গরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ পিতরোঽগ্নিস্তথৈব চ।।২৯

মনু সেই অযোনিজা শতরূপাকে পত্নীরূপে পাইয়া তাঁহাতে রত হইলেন; তজ্জন্য শতরূপা রতিনামে খ্যাতিলাভ করেন। কল্পাদি কালে এই প্রথম স্ত্রী-পুরুষসংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইল।১—১৩। ব্রহ্মা বিরাট্‌কে সৃজন করেন। বিরাট্ হইতে বৈরাজ মনুর উৎপত্তি। বীর সম্রাট্ বৈরাজ মনু, শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় এবং আকুতি ও প্রসূতি নাম্নী কন্যাদ্বয় উৎপাদন করেন। প্রভু মনু প্রসূতিকে দক্ষহস্তে সম্প্রদান করেন। দক্ষই প্রাণ বলিয়া জ্ঞাতব্য; আর মনুই সংকল্পস্বরূপ। মনু, রুচি প্রজাপতিকে আকুতিনাম্নী কন্যা সম্প্রদান করেন। ব্রহ্মার মানস সন্তান রুচির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে একটী যমকামিথুন উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাগর্ভে যজ্ঞের যাম নামে বিখ্যাত দ্বাদশ পুত্র জন্মে। যজ্ঞেরই নামান্তর - যম, এজন্য যমের পুত্র যাম। ইহারা অজিত ও শূক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত; পরন্তু দেবগণ মধ্যে যাম নামেই প্রসিদ্ধ। প্রভু দক্ষ, স্বায়ম্ভুবসুতা প্রসূতির গর্ভে লোকমাতা চতুর্ব্বিংশতি কন্যা সমুৎপাদন করেন। সেই কন্যাগণ সকলেই মহাভাগ্যবতী, কমল-সমলোচনা, যোগপত্নী, যোগমাতা, ও ব্রহ্মবাদিনী। ইহাঁরাই জগতের মাতা। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি, — এই সমস্ত দক্ষতনয়াকে প্রভু ধর্ম্ম, পত্নীরূপে পরিগ্রহ করেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ধর্ম্মলাভার্থ এই সকলকেই দ্বারস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদিগের কনিষ্ঠা খ্যাতি; সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা, ও স্বধা, — এই এতাদশ কন্যাকে রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ট, পিতৃগণ ও অগ্নি, —ইহাঁরা গ্রহণ করেন। সতী

সতীং ভবায় প্রাযচ্ছৎ খ্যাতিঞ্চ ভৃগবে তথা।
মরীচয়ে চ সম্ভূতিং স্মৃতিমাঙ্গরসে দদৌ।।৩০
প্রীতিঞ্চৈব পুলস্ত্যায় ক্ষমাং বৈ পুলহায় চ।
ক্রতবে সন্নতিং নাম অনসূয়াং তথাত্রয়ে।।৩১
উর্জ্জাং দদৌ বসিষ্ঠায় স্বাহাং বৈ হ্যগ্নয়ে দদৌ।
স্বধাঞ্চৈব পিতৃভ্যস্তু তাস্বপত্যানি বক্ষ্যতে।।৩২
এতে সর্ব্বে মহাভাগাঃ প্রজ্ঞাঃস্বানুষ্ঠিতাঃ স্থিতাঃ।
মন্বনতরেষু সর্ব্বেষু যাবদাভূতসংপ্লবম।।৩৩
শ্রদ্ধা কামং বিজজ্ঞে বৈ দপো লক্ষ্মসুতঃ।
ধৃত্যাস্তু নিয়মঃ পুত্রস্তুষ্ট্যাঃ সন্তে ষ উচ্যতে।।৩৪
পুষ্ট্যালভঃ সুতশ্চাপি মেধাপুত্রঃ শ্রুতস্তথা।
ক্রিয়ায়ন্তু নয়ঃ প্রোক্তো দণ্ডঃ এব চ।।৩৫
বুর্দ্ধেবেধঃ সুভশ্চাপি অপ্রমদশ্চ বুভৌ।
লজ্জায়া বিণয়ঃ পুত্রো ব্যবসায়ো বপোঃ সুতঃ।।৩৬
ক্ষেমঃ শান্তিসুতশ্চাপি সুখং সিদ্ধেব্যজায়ত।
যশঃ কীর্ত্তেঃ সুতশ্চাপি ইত্যেতে ধম্মসূনবঃ।।৩৭
কামস্য হয়ঃ পুত্রো বৈ দেব্যাং রত্যাং ব্যজায়ত।
ইত্যেস বৈ সুখোদর্কঃ সর্গো ধর্ম্মস্য কীত্তিতঃ।।৩৮
জজ্ঞে হিংসা ত্বধর্ম্মাদ্ধৈ নিকৃতিশ্চনৃতাবুভৌ।
নিকৃত্যনৃতয়োজজ্ঞে ভয়ং নরক এব চ।।৩৯
মায়া চ বেদনা চাপি মিথুনদ্বয়মেতয়োঃ।
ভয়াজ্জজ্ঞেঽথ সা মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্।।৪
বেদানায়াস্ততশ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধিজরা শোকঃ ক্রোধোঽসূয়া চ
জজ্ঞিরে।।৪
দুঃখান্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ।
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে হ্যনিধনাঃ
স্মৃতঃ।।৪
ইত্যেষ তামসঃ সর্গো জজ্ঞে ধর্ম্মানিয়ামকঃ।
প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টো ব্রহ্মণা নীললোহিতঃ।।৪
সোঽভিধ্যায় সতীং ভার্য্যাং নিম্মমে হ্যাত্মসম্ভবান্।
নাধিকান্ন চ হীনাংস্তাং মানসানাত্মনঃ সমান্।।৪৪
সহস্রং সহস্রাণামসৃজৎ কৃত্তিবাসসাম।
তুল্য শৈচবাত্মনঃ সর্ব্বে রূপতেজোবলশ্রুতৈঃ।।৪
পিঙ্গলান সন্নিষঙ্গাংশ্চ সকপর্দ্দান বিলোহিতান।

ভবকে, খ্যাতি ভৃগুকে, সম্ভূতি মরীচিকে, স্মৃতি অঙ্গিরাকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অনসূয়া অত্রিকে, উর্জ্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে, এবং স্বধা পিতৃগণকে প্রদত্ত হয়। ইহাঁদিগের সন্তানবিবরণ বলিতেছি। এই মহাভাগা বুদ্ধিমতী দক্ষকন্যাগণ সকলেই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত, সকল মন্বন্তরে সদাচারসমূহ প্রতিপালন করিয়া থাকেন।১৪-৩২। শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র লাভ, মেধার পুত্র ক্রতু, ক্রিয়ার পুত্র নয়, দণ্ড ও সময়; বুদ্ধির পুত্র বোধ ও অপ্রমাদ; লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির পুত্র ক্ষেম, সিদ্ধির পুত্র সুখ, এবং কীর্ত্তির পুত্র যশ; — ইহারা ধর্ম্মের সন্তান। রতির গর্ভে কামের হর্ষনামক পুত্র জন্মে। সুখদায়ক ধর্ম্মের বংশবিবরণ এই কীর্ত্তিত হইল। হিংসার গর্ভে অধর্ম্মের নিকৃতি নাম্নী কন্যা ও অনৃত নামক পুত্র জন্মে। নিকৃতিতে অনৃতের ভয় ও নরক নামে পুত্রদ্বয় এবং মায়া ও বেদনানাম্নী কন্যাযুগল জন্মে। এই মিথুনদ্বয়ের মধ্যে ভয় হইতে মায়ার গর্ভে ভূতহারী মৃত্যুর জন্ম হয়। নরক হইতে বেদনার দুঃখনামে পুত্র জন্মে। মৃত্যু হইতে ব্যাধির জরা, শোক, ক্রোধ ও অসূয়া নামে সন্তান জন্মে। ইহারা সকলেই দুঃখময় ও অধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত। ইহাদিগের আর ভার্য্যা পুত্রাদি নাই; ইহারা সকলেই মরণহীন। এই তামস সর্গ, ধর্ম্মের নিরামক হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্মা নীললোহিতকে প্রজাসৃজনে আদেশ করিলে তিনি ভার্য্যা সতীকে অভিধ্যান করত ন্যূনাতিরিক্ততাশূন্য আত্মসম সহস্র সহস্র মানস সন্তান উৎপাদন করেন। সেই সন্তানগণ সকলেই রূপে তেজে বলে ও জ্ঞানে পিতৃতুল্য; সকলেই চর্ম্মপরিধারী, পিঙ্গলবর্ণ, নিষঙ্গধারী, জটাবান্, ইষৎ লোহিত বর্ণ, বসনহীন, হরিতকেশ,

বিবাসান হরিকেশাংশ্চ দৃষ্টিঘ্নাংশ্চ কপালিনঃ।।৪৬
বহুরূপান বিরূপাংশ্চ বিশ্চরূপাংশ্চ রূপিণঃ।
রথিনো বর্ম্মিণশ্চৈব চর্ম্মিণশ্চৈব বরূথিনঃ।।৪৭
সহস্রশতবাহূংশ্চ দিব্যান ভৌমান্তরিক্ষগান।
স্থূলশীর্য্যানিষ্টদংষ্ট্রানু দ্বিজহ্বাংস্ত্রি লাচনান।।৪৮
অন্নদান পিশিতাদাংশ্চ আজ্যপন্ সোমপাং
স্তথা।
মেঢ্রপাংশ্চতিকায়াংশ্চ শিতিকণ্ঠোগ্রমন্যবঃ।।
সোপাঙ্গতলত্রাংশ্চ ধন্বিনো স্বপবর্ম্মিণঃ।
আসীনান ধাবতশ্চৈব জৃম্ভণশ্চৈব ধিষ্ঠিতান।।
অধ্যায়িনোহথ জপতো যুঞ্জতো ধ্যায়তস্তথা।
জ্বলতো বর্ষতশ্চৈব দ্যোতমানান প্রধূপিতান।।
বুদ্ধান বুদ্ধতমাংশ্চৈব ব্রহ্মিষ্ঠান শুভদর্শনাম।
নীলগ্রীবান সহস্রাক্ষান সব্বাংশ্চাথ ক্ষপাচরান
অদৃশ্যান সব্বভূতানাং মহাযোগান মহৌজসঃ।
রুদতো দ্রবতশ্চৈব এবং যুক্তান সহস্রশঃ।।৫৩
অঘাতযামনসৃজদ্রুদ্ররূপান সুরোত্তমান।

ব্রহ্মা দৃষ্টবাব্রবীদেতান্মা স্রক্ষীরীদৃশীঃ প্রজাঃ।।
স্রষ্টব্যা নাত্মনস্তুল্যা প্রজা নৈবাধিকাস্ত্বয়া।
অন্যাঃ সৃজ ত্বং ভদ্রং তে প্রজা বৈ মৃত্যু
সংযুতাঃ।।৫৫
নারব্ধান্তেহে কর্ম্মাণি প্রজা বিগতমৃত্যবঃ।
এবমুক্তোহব্রবীদেনং নাহং মৃত্যুসমন্বিতাঃ।
প্রজাঃ স্রক্ষ্যামি ভদ্রন্তে স্থিতোহং ত্বং
সৃজ প্রজাঃ।।৫৬
এতে যে বৈ ময়া সৃষ্টা বিরূপা নীললোহিতাঃ।
সহস্রাণাং সহস্রন্তু আত্তনোপমনিশ্চিতাঃ।।৫৭
এতে দেবা ভবিষ্যন্তি রুদ্রা নাম মহাবলাঃ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ রুদ্রনামা প্রতিশ্রুতাঃ।।৫৮
শতরুদ্রসম মাতা ভবিস্যন্তীহ যজ্ঞিয়।
যজ্ঞভাজো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে দেবযুগৈঃ সহ।।৫৯
মন্বন্তরেষু যে দেবা ভবিষ্যন্তীহ ছন্দজাঃ।
তৈঃ সার্দ্ধমিক্যমানাস্তে স্থাস্যন্তীহা যুগক্ষয়াৎ।।
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা মহাদেবেন ধীমতা।।৬১

ক্রুরদৃষ্টি, কপালপাণি ও ত্রিলোচন। তাঁহারা কেহ কেহ বহুরূপ, বিরূপ, সুরূপ ও বিশ্বরূপ; কেহ কেহ রথী, বর্ম্মী, চর্ম্মী ও বরূথী; কেহ কেহ শতবাহু, সহস্রবাহু, স্থূলশীর্ষ, ও অষ্টদংষ্ট্রান্বিত; কেহ কেহ জিহ্বাহীন, দ্বিজিহ্ব, অতিকায়, শিতিকণ্ঠ ও নীলগ্রীব; কেহ কেহ অন্নভোজী, মাংসভোজী, ঘৃতপায়ী, লোমপায়ী, অতিক্রোধী ও ধনুর্ব্বাণাদি নানা অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী। কেহ কেহ আসীন, ধাবমান, দণ্ডায়মান ও জৃম্ভাপরায়ণ; কেহ কেহ অধ্যয়ন, জপ, যোগ, ধ্যান, জ্বলন, বর্ষণ, দ্যোতন ও ধূপনাদি কর্ম্মাসক্ত; কেহ কেহ বুদ্ধ, বুদ্ধতম, ব্রহ্মিষ্ঠ, শুভদর্শন, সহস্রলোচন, সর্ব্বাঙ্গলোচন ও রাত্রিবিচরণ পরায়ণ, সর্ব্বভূতের অদৃশ্য, মহাযোগযুক্ত, স্থিরযৌবন ও মহাতেজস্বী। ইহাঁরা তৎকালে শত সহস্র জনে দল বাঁধিয়া রোদন ও দ্রবণ (ছুটাছুটী) করিতে থাকেন। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি প্রজাসমূহ সৃজন করিতে দেখিয়া নীললোহিতকে কহিলেন,—"ওহে! তোমার কুশল হউক, তুমি আত্মতুল্য এই প্রকার আর অধিক প্রজা সৃষ্টি করিও না; মরণশীল অপর প্রজাসমূহ সৃজন কর। দেখ, মৃত্যুরহিত প্রজাবর্গ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না"। ইহা শুনিয়া নীললোহিত কহিলেন, "স্থিতোহস্মি" অর্থাৎ আমি বিরত হইলাম; আপনি প্রজা সৃজন করুন। আমি মরণশীল প্রজা সৃজন করিব না। আমি যে নীললোহিত, বিরূপ, আত্মসদৃশ সহস্র সহস্র প্রজা সৃজন করিয়াছি; এই মহাবল দেবগণ ভূলোকে ও অন্তরিক্ষে রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং শত রুদ্র নামে যজ্ঞিয় দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়া সমস্ত দেবযুগে দেবগণ সহ যজ্ঞভোজী হইবেন। প্রতি মন্বন্তরে ছন্দঃসমুৎপন্ন যে সকল যজ্ঞিয় দেবতা প্রদুর্ভূত হয়েন, ইহাঁরা তাহাদিগের সহিত অর্চ্চিত হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন।৪৭—৬০। মহাদেবের এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা সহর্ষে

প্রত্যুবোচ তদা ভীমং হৃষ্যমাণঃ প্রজাপতিঃ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে যথা তে ব্যাহৃতং প্রভো
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতে সদা সর্ব্বমভূৎ কিল।
ততঃ প্রভৃতি দেবেশো ন প্রাসূয়ত বৈ প্রজাঃ।।
ঊর্দ্ধরেতাঃ স্থিতঃ স্থাণুর্যাবদাভূতসংপ্লবম্।
যস্মাচ্চোক্তং স্থিতোহস্মীতি ততঃস্থাণুরিতি
স্মৃতঃ।।৬৪
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্রষ্টবত্বমাত্মসম্বোধস্ত্বধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।।৬৫
অথ যানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।
সর্ব্বান দেবানৃষ্যাংশ্চৈব সমেতানসুরৈঃ সহ।।
অত্যেতি তেজসা দেবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ।
অত্যেতি দেবানৈশ্চর্য্যাদ্বলেন চ মহাসুরান।।৬৭
জ্ঞানেন চ মুনীন সর্ব্বান যোগাদ্ভূতানি সর্ব্বশঃ

ঋষয় উচুঃ।

যোগং তপশ্চ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চাপি মহামুনে।
মাহেশ্বরস্য জ্ঞানস্য সাধনঞ্চ প্রচক্ষ্ব নঃ।।৬৮
যেন যেন চ ধর্ম্মেণ গতিং প্রাপ্নুন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং মাহেশ্বরং প্রভো

বায়ুরুবাচ।

পঞ্চ ধর্ম্মাঃ পুরাণে তু রুদ্রেণ সমুদাহৃতাঃ।
মাহেশ্বর্য্যং যথা প্রোক্তং রুদ্রৈরক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ।।
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
মরুদ্ভির্ভৃগুভিশ্চৈব যে চান্যে বিবুধালয়াঃ।।৭১
যমশুক্রপুরোগৈশ্চ পিতৃকালান্তকৈ স্তথা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিস্তে ধর্ম্মাঃ পর্য্যুপাসিতাঃ
তে বৈ প্রক্ষীণকর্ম্মাণঃ শারদাম্বরনির্ম্মলাঃ।
উপাসতে মুনিগণাঃ সন্ধায়াত্মানমাত্মনি।।
গুরুপ্রিয়হিতে যুক্তা গুরূণাং বৈ প্রিয়েঙ্করঃ।
বিসৃজ্যমানুষং জন্ম বিনরন্তি চ দেববৎ।।৭৪
মহেশ্বরেণ যে প্রোক্তাঃ পঞ্চ ধর্ম্মা সনাতনাঃ।
তান সর্ব্বান ক্রম যাগেণ উচ্যমানন্নিবোধত
প্রাণায়মস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারে ইথ ধারণা।

সেই ভীমমূর্ত্তি নীললোহিতকে কহিলেন, — প্রভো! আপনি যেমন বলিলেন, তদ্রূপই হইক; আপনার মঙ্গল হউক। হে মুনিগণ! সকল কালে সকল কার্য্যই বিধাতার ইঙ্গিতে সঙ্কটিত হইয়া থাকে। সেই স্থাণু দেব, তদবধি কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রজা সৃজনে বিরত ও ঊর্দ্ধরেতা রহিয়াছেন। তিনি প্রজা সৃজনে নিষিদ্ধ হইয়া "স্থিতোহস্মি" বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি 'স্থাণু' নামে প্রসিদ্ধ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টত্ব, ও অধিষ্ঠাতৃত্ব, এই দশটী গুণ সেই শঙ্কর দেবে, নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি ঋষি, দেব, অমর, -- সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক তেজস্বী বলিয়া মহাদেব নামে অভিহিত হয়েন। তদীয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা দেবগণ, বল দ্বারা মহাসুরগণ, জ্ঞান দ্বারা মুনিগণ এবং যোগ দ্বারা সর্ব্বভূত পরাজিত হইয়াছে। ৬১—৬৭। ঋষিগণ কহিলেন, — হে মহামুনে, সূত! এক্ষণে আমাদিগের নিকট মহেশ্বরানুমোদিত যোগ, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম এ জ্ঞানসাধন বিধান কীর্ত্তন করুন। হে প্রভো! দ্বিজগণ যাহার অনুষ্ঠানে সদ্‌গতি লাভ করেন, সেই সকল মাহেশ্বর যোগধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি।

বায়ু কহিলেন। -- রুদ্রদেব, পঞ্চবিধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। পুরাণসমূহে উহা মাহেশ্বর ধর্ম্ম নামে পরিব্যক্ত। অক্লিষ্টকর্ম্মা রুদ্রগণ সেই সকল ধর্ম্ম প্রতি পালন করেন। আদিত্য, বসু, সাধ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ ভৃগুবংশীয়গণ, আর সুরপুরবাসী ইন্দ্র, যম, রিতৃ, কাল, অন্তক, প্রভৃতি অনেকানেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই ধর্ম্ম পরিপালন করেন। এই ধর্ম্মের উপাসকগণ বাসনা ক্ষয় নিবন্ধন শরদম্বর-সম নির্ম্মল হয়েন। মুনিগণ আত্মাকে আত্মসমাধানপূর্ব্বক এই ধর্ম্মের উপাসনা করেন। এই ধর্ম্মের উপাসকগণ, গুরুর প্রিয় সাধন মানসে তদীয় হিতানুষ্ঠানে রত থাকিয়া মানুষজন্ম পরিহারপূর্ব্বক দেববৎ বিহার করেন। মহেশ্বর যে পঞ্চবিধ ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, আমি যথাক্রমে তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ

স্মরণঞ্চৈব যোগেঽস্মিন পঞ্চ ধর্ম্মা প্রকীর্ত্তিতাঃ
তেষাং ক্রমবিশেষেণ লক্ষণং কারণং তথা।
প্রবক্ষ্যামি তথা তত্ত্বং যথা রুদ্রেণ ভাষিতম।।
প্রাণায়ামগতিশ্চাপি প্রাণস্যায়াম উচ্যতে।
স চাপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তো মন্দো মধ্যোত্তমস্তথা
প্রাণানাঞ্চ নিরোধস্তু স প্রাণায়ামসংজ্ঞিতঃ।
প্রাণায়াম প্রমাণন্তু মাত্রা বৈ দ্বাদশ স্মৃতাঃ।।৭৯
মন্দো দ্বাদশমাত্রস্তু দ্বঘাতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
মধ্যমশ্চ দ্বিরুদ্ঘাতশ্চতুর্ব্বিংশতিমাত্রিকঃ।।৮০
উত্তমস্তস্ত্রিরুদ্ঘাতো মাত্রাঃ সট্ ত্রংশদুচ্যতে।
স্বেদকম্পবিষদানাং জননো হ্যুত্তমঃ স্মৃতঃ।।৮১
ইশৈতৈস্ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রাণাযমিস্য লক্ষণম্।
প্রমাণঞ্চ সমাসেন লক্ষণঞ্চ নিবোধত।।৮২
সিংহো বা কুঞ্জরো বাপি তথান্যো বা মৃগো বনে।
গৃহীতঃ সেব্যমানস্তু মৃদুঃ সমুপজায়তে।।৮৩
তথা প্রাণো দুরধিযঃ সর্ব্বেষামকৃতাত্মাম।
যোগতঃ সেব্যমানস্তু স এবা ভ্যাসতো ব্রজেৎ
স চৈব হি যথা সংহঃ কুঞ্জরো বাপি দুর্ব্বলঃ।
কালান্তরব শাদযোগাদগম্যতে পরিমর্দ্দণাঃ।।৮৫
পরিধায় মনো যন্দং বশ্যত্বং চাধিগচ্ছতি।
পরিধায় মনোদেবং তথা জীবতি মারুতঃ।।৮৬
বশ্যত্বং হি যথা বায়ুগচ্ছতে যোগমাস্থিতঃ।
তদ্য স্বচ্ছন্দতঃ প্রাণং নয়তে যত্র চেচ্ছতি।।৮৭
যথা সিংহো গজে বাপি বশ্যত্বাদবতিষ্ঠতে।
অভয়ায় মনুষ্যাণাং মৃগেভ্যঃ সম্প্রবর্ত্ততে।।৮৮
যথা পরিচিতশ্চায়ং বায়ুবৈবিশ্বনোমুখঃ।
পরিধায়মানঃ সংরুদ্ধঃ শরারে কিল্বিষং দহেৎ
প্রাণায়ামেন যুক্তস্যা বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ।
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যান্ত সত্ত্বঞ্চ শৈচব জায়তে।।৯০
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে ।
সর্ব্বযজ্ঞফলঞ্চৈব প্রাণায়ামশ্চ তৎসমঃ।।৯১
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসি মাসি সমশ্নুতে।

করুন। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা ও স্মরণ, —এই মাহেশ্বর যোগের পাঁচটী ধর্ম্ম কথিত হইল। ৬৮—৭৬। এ সকলের লক্ষণ ও কারণ শিব যেমন বলিয়াছিলেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রাণের বিস্তারগতিকেই প্রাণায়াম বলে। উহা মন্দ, মধ্যম ও উত্তম — এই তিনপ্রকার। আর প্রাণের নিরোধকেও প্রাণায়াম বলা যায়। প্রাণায়ামের প্রমাণ —দ্বাদশ মাত্রা। মন্দ প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাত্মক। উহাকে দ্বাদশটী আঘাত। মধ্যম প্রাণায়াম চতুর্ব্বিংশতি মাত্রাত্মক; উহাতে দুইটী আঘাত। উত্তম প্রাণায়ামের ষট্ত্রিংশৎ মাত্রা; উহাতে তিনটী উদ্ঘাত। যে প্রাণায়ামে স্বেদ, কম্প বা বিষাদ জন্মে তাহা উত্তম। এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামের লক্ষণ বলিলাম; ইহার প্রমাণ ও লক্ষণ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সিংহ, হস্তী, বা অপর কোন তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ আরণ্য পশুকে ধরিয়া তাহার আনুগত্য করিতে থাকিলে সে যেমন ক্রমে ক্রমে মৃদুভাব অবলম্বন করে, প্রাণও তদ্রুপ অজিতেন্দ্রিয় জনগণের পক্ষে দুর্দ্দমনীয়; পরন্তু যোগ সহকারে সেবিত হইলে অভ্যাস বশে বশীভূত হইয়া থাকে। সেই সিংহ বা হস্তী যেমন ক্রমে কালবশে দৌর্ব্বল্য ও বশ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অহিংসক হয়, প্রাণও তদ্রুপ কালান্তর ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হইয়া থাকে। প্রাণ বায়ু মানসব্যাপার দ্বারা সম্যক্ সমাক্রান্ত হইয়া মন্দত্ব ও বশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়; অবার সেই মনঃস্বরূপ দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণবায়ু প্রাণবায়ু জীবিত থাকে। যোগানুষ্ঠানবলে প্রাণবায়ু যখন বশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন স্বাচ্ছন্দ যথা-তথা তাহাকে নয়নানয়ন করা যায়। সিংহ বা হস্তী বশীভূত থাকিলে তদ্দ্বারা যেমন নরগণের সাধারণ পশুর ভয় দূর হয়, শরীর গত বায়ুও তদ্রুপ, অনবরুদ্ধ, ও অবরুদ্ধ —এই অবস্থাদ্বয় ভেদে সমস্ত পাপ নিরাস করিয়া থাকে। যে বিপ্র জিতেন্দ্রিয় ভাবে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করে, তাহার যাবতীয় দোষ দূরীভূত হয়। সে সত্ত্বগুণে বিরাজিত হয়। যত তপস্যা, যত ব্রত, যত নিয়ম, যত যজ্ঞ, প্রাণায়াম এতৎসমস্তের

সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামং চ তৎসমম্।।৯২
প্রাণায়ামের্দহেদ্দোষাদ্ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান ধ্যানেনানীশ্বরান গুণান
তস্মাদযুক্তঃ সদ্য যোগী প্রীণায়ামপরো ভবেৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।।৯৪

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাশুপত-
যোগে মন্বন্তরাদিবর্ণনং নাম দশমো-
হধ্যায়ঃ।।১০।।

একাদশোহধ্যায়ঃ

বায়ুরুবাচ।

একং মহান্তং দিবসমহোরাত্রমথাপি বা।
অর্দ্ধমাসং তথা মাসময়নাব্দযুগানি চ ।।১
মহাযুগসহস্রাণি ঋষয়স্তপাসল স্থিতাঃ।
উপাসতে মহাত্মানঃ প্রাণং দিব্যেন চক্ষুষা।।২
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামপ্রয়োজনম।
ফলঞ্চৈব বিশেষেণ যথাহ ভগবান প্রভুঃ।।৩
প্রয়োজনানি চত্বারি প্রাণায়ামস্য বিধি বৈ।
শান্তিঃ প্রশান্তিদীপ্তিশ্চ প্রসাদশ্চ চতুষ্টয়ম্।।৪
ঘোরাকারাশিবানাং তু কর্ম্মণাং ফলসম্ভবম্।
স্বয়ঙ্কৃতানি কালেন ইহামুত্র চ দেহিনাম্।।৫
পিতৃমাতৃপ্রদুষ্টানাং জ্ঞাতিসম্বন্ধিসঙ্করৈঃ।
ক্ষপণং হি কষায়াণাং পাপানাং শান্তিরুচ্যতে।।
লোভমানাত্মকানাং হি পাপানামপি সংযমঃ।
ইহামুত্র হিতার্থায় প্রশান্তিস্তপ উচ্যতে।।৭
সূর্য্যেন্দুগ্রহতারাণাং তুল্যস্তু বিষয়ো ভবেৎ।
ঋষিণাঞ্চ প্রসিদ্ধানাং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদাম্।।৮
অতীতানাগতানাঞ্চ দর্শনং সাম্প্রতস্য চ।
বুদ্ধস্য সমতাং যান্তি দীপ্তিঃ স্যাত্তপ উচ্যতে।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ চ মারুতান্।
প্রসাদয়তি যেনাসৌ প্রসাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ।।১০
ইত্যেষ ধর্ম্মঃ প্রথমঃ প্রাণায়ামশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সন্নিকৃষ্টফলো জ্ঞেয়ঃ সদ্যঃকালপ্রসাদজঃ।।১১
অত উদ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।

তুল্য। সম্পূর্ণ শত বৎসর, মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা বারিবিন্দু পান করত অতিবাহিত করিলে, যে ফল, প্রাণায়ামের ফল তত্তুল্য। প্রাণায়াম দ্বারা দোষরাশি, ধারণা দ্বারা পাপনিচয়, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সমূহ, এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণনিকর পরিহার করিতে পারা যায়। অতএব সকলে যোগনিষ্ঠ প্রাণায়ামপরায়ণ হইবে। যোগিগণ তাহাতে সর্ব্ব পাপরহিত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭৭—৯৪।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।১০।

একাদশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, -- মহাত্মা ঋষিগণ একটী মহাদিবস, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, অথবা সহস্র মহাযুগ কাল যাবৎ তপস্যানিরত থাকিয়া দিব্য চক্ষে দর্শন করত প্রাণের উপাসনা করেন। অতঃপর প্রাণায়ামের প্রয়োজন ও ফল বিশেষরূপে, প্রভু ভগবান যেমন বলিয়াছেন, আমি বলিতেছি। শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ,-- এই চারিটী, প্রাণায়ামের প্রয়োজন ইহ-পর কালে স্বয়ং কৃত অথবা পিতৃ-মাতৃসংক্রান্ত, কিম্বা জ্ঞাতি-সম্বন্ধি বান্ধবাদি সংসর্গজনিত পাপসমূহের যদ্দ্বারা বিনাশ হয়, তাহাকেই শান্তি বলে। ইহ-পরকালে হিত বিধানার্থ লোভ অভিমানাদি পাপবৃত্তিনিচয়ের সংযমাত্মক তপস্যাকে প্রশান্তি বলে। তপঃপরায়ণ প্রতিবুদ্ধ যোগীর যে অবস্থায়, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারাসহ বিষয়সমূহ, প্রসিদ্ধ ঋষিগণের ন্যায় বিমল জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদ্ এবং অতীত, অনাগত, সাম্প্রত এই কালত্রয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, —ইত্যাদি অলৌকিক সামর্থ্য প্রকাশ পায়, তাহাকে দীপ্তি বলে। ইন্দ্রিয়ার্থ সহ ইন্দ্রিয়গণ, মন, পঞ্চবিধ বায়ু, ইহারা যে অবস্থায় প্রসন্ন হয়, তাহাকে প্রসাদ বলে। এই চতুর্ব্বিধ প্রাণায়াম ধর্ম্ম কীর্ত্তীত হইল। ইহা আশু ফলদায়ক এবং

আসনঞ্চ যথাতত্ত্বং যুঞ্জতো যোগমেব চ।।১২
ওঁকারং প্রথমং কৃত্বা চন্দ্রসূর্য্যৌ নভস্য চ।
আসনং স্বস্তিকং কৃত্বা পদ্মমর্দ্ধাসনং তথা।।১৩
সমজানুরেকজানুরুত্তানঃ সুস্থিতেঽপি চ।
সমো দৃঢ়াসনো ভূত্বা সংহত্য চরণাবুভৌ।।১৪
সংবৃতাস্যোঽববদ্ধাক্ষ উরো বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ।
পার্ষ্ণিভ্যাং বৃষণৌ ছাদ্য তথা প্রজননং যতঃ।।
কিঞ্চিদুন্নামতশিরাঃ শিরো গ্রীবাং তথৈব চ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।
তমঃ প্রচ্ছাদ্য রজসা রজঃ সত্ত্বেন ছাদয়েৎ।
ততঃ সত্ত্বস্থিতো ভূত্বা যোগং যুঞ্জন্ সমাহিতঃ।।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ সমারুতান্।
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ।।১৮
যুস্ত প্রত্যাহরেৎ কামান্ কূর্ম্মে হঙ্গানীর সর্ব্বতঃ
তথাত্মরতিরেকস্থঃ পশ্যত্যাত্মনমাত্মনি।।১৯
পুরয়িত্বা শরীরং তু সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।
আকণ্ঠনাভিযোগেন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ।।২০
কলামাত্রা তু বিজ্ঞেয়া নিমেষোন্মেষ এব চ।
তথা দ্বাদশমাত্রস্তু প্রাণায়ামো বিধীয়তে।।২১
ধারণা দ্বাদশায়ামো যোগো বৈ ধারণাদ্বয়ম্।
তথা বৈ যোগযুক্তশ্চ ঐশ্বর্য্যং প্রতিপদ্যতে।।২২
বীক্ষতে পরমাত্মানং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
প্রাণায়ামেন যপক্তস্য বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ।।২৩
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যান্ত সত্ত্বস্থশ্চৈব জায়তে।
এবং বৈ নিয়তাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।।২৪
জিত্বা জিত্বা সদা ভূমিমারোহেত্তু সদা মুনিঃ।
অজিতা হি মহাভূমির্দোষানুৎপাদয়েদ্বহূন্।।২৫
বিবর্দ্ধয়তি সম্মোহং ন রোহেদজিতাং ততঃ।

কালভয়নিবারক।১—১১। অতঃপর প্রাণায়ামের লক্ষণ এবং যোগানুষ্ঠান যোগ্য আসন সকলের উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য্যের প্রণাম করিবে। পরে স্বস্তিক, পদ্ম, অর্দ্ধ, সমজানু, একজানু, উত্তান, সুস্থিত যে কোন আসন পরিগ্রহ করিয়া সমকায় দৃঢ়াসীন হইয়া এমন ভাবে উপবেশন করিবে, যেন পদদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত থাকে। অথবা পাদপার্ষ্ণি যুগল দ্বারা লিঙ্গ ও বৃষণদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত রাখিয়া সংবৃতমুখে, নিমীলিতনেত্রে উপবেশন করিবে। বক্ষঃস্থল ঈষৎ স্ফীত করিয়া রাখিবে। ইতস্ততঃ অবলোকন করিবে না, নাসিকাগ্রেই দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিবে। তমোগুণকেও রজোগুণ দ্বারা আবরণপূর্ব্বক রজোগুণকেও সত্ত্বগুণ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে সত্ত্বমাত্রে অবস্থানপূর্ব্বক সমাহিত মনে যোগানুষ্ঠানে নিরত হইবে। ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ, পঞ্চবায়ু, — ইহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া প্রত্যাহার অভ্যাস করিবে। কুর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গসমূহ আকুঞ্চন করিয়া দেহমধ্যে লুক্কায়িত করে, যোগী মানব তদ্রূপ বিষয় সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহারপূর্ব্বক আত্মাতেই তাহাকে নিরুদ্ধ করিবে। এরূপ করিলে তাহার আত্মদর্শন হইয়া থাকে। শুচি যোগী প্রাণায়ম কালে বায়ু দ্বারা আকণ্ঠ পূরণ করিয়া প্রত্যাহার আরম্ভ করিবে। ১২—২০। নিমোষোন্মেষ কালকে কলা বলে। ইহার নামান্তর মাত্রা। দ্বাদশমাত্রাকাল প্রাণায়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট। দ্বাদশ প্রাণায়ামে একটী ধারণা, এবং দুইটী ধারণায় একটী যোগ হয়। এই যোগানুষ্ঠান করিলে তাহার ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। তখন সে নিজতেজে দীপ্যমান পরমাত্মার দর্শন প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়ামনিষ্ঠ নিয়তাত্মা ব্রাহ্মণের সমস্ত দোয় নাশ পায়, এবং সে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মুনি মানব, আহারসংযম সহকারে, প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া এক একটী ভুমি জয় করিয়া অর্থাৎ প্রাণায়ামজনিত এক একটী অবস্থাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া অপর ভুমি-জয়ে উদ্দ্যম করিবেন। পূর্ব্ব ভুমি অজিত থাকিতে যদি পরভুমি জয়ে যত্ন করে, তবে, উহাতে সম্মোহাদি বহু দোষ জন্মে। এজন্য অজিত ভুমিতে আরোহণ অকর্ত্তব্য।

নালেন তু যথা তোয়ং যন্ত্রেণৈব বলান্বিতঃ।।২৬
আপিবেত প্রযত্নেন তথা বায়ুং জিতশ্রমঃ।
মাভ্যাঞ্চ হৃদয়ে চৈব কণ্ঠে উরসি চাননে।।
নাসাগ্রে তু তথা নেত্রে ভ্রুবোর্মধ্যেঽথ মুর্দ্ধনি
কিঞ্চিদুর্দ্ধং পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা।।২৮
প্রাণাপানসমারোধাৎ প্রণায়ামঃ স কথ্যতে।
মনসো ধারণা চৈব ধারণেতি প্রকীর্ত্তিতা।।২৯
নিবৃত্তির্বিবয়াণাং তু প্রত্যাহারস্তু সংজ্ঞিতঃ
সর্ব্বেষাং সমবায়ে তু সিদ্ধিঃ স্যাদ্‌যোগলক্ষণা
তয়োৎপন্নস্য যোগস্য ধ্যানং বৈ সিদ্ধিলক্ষণম্
ধ্যানযুক্তঃ সদা পশ্যেজ্জাত্মানং সূর্য্যচন্দ্রবৎ।৩১
সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ তু দর্শনং তু ং দিব্যতে।
অদেশকালযোগস্য দর্শনং তু ং দিব্যতে।৩২
অগ্ন্যভ্যাসে বনে বাপি শুষ্কপর্ণচয়ে তথা।
জন্তুব্যাপ্তে শ্মশানে বা জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে
সশব্দে সভয়ে বাপি চৈত্যবল্মীকসঞ্চয়ে।
উদপানে তথা নদ্যাং ন চাস্মতঃ কদাচন।৩৪

যন্ত্রসাহায্যে নাল দ্বারা যেমন জলাশয় হইতে জল আকর্ষণপূর্ব্বক স্থানান্তরে সঞ্চয় করা যায়, প্রাণায়ামও এই দৃষ্টান্তেই অক্লান্তভাবে যত্নসহকারে করিতে হয়। নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বক্ষঃ, মুখ, নাসাগ্র, নেত্র, ভ্রূমধ্য, মস্তক,ও ব্রহ্মরন্ধ্র — এ সকল স্থানে মনের ধারণা অভ্যাস করিবে। প্রাণাপানাদি বায়ুর নিরোধকেই প্রাণায়াম এবং মনের ধারণাকেই ধারণা বলে। বিষয় হইতে নিবৃত্তিকেই প্রত্যাহার বলা যায়। মিলিত এই কয়টীর অনুষ্ঠানে সিদ্ধি হইলে যোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। যোগসিদ্ধির লক্ষণ ধ্যান। ধ্যানযুক্ত যোগী আপনাকে সূর্য্য-চন্দ্রাদিরূপে ভাবনা করিবেন। যোগদ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি না হইলে কিম্বা দেশ-কালাদি বিচারহীন হইলে যোগানুষ্ঠানে দর্শনলাভ হয় না। ধ্যান পরায়ণ যোগী অগ্নিসন্নিধানে, বনমধ্যে, শুষ্ক পত্ররাশিমধ্যে, কৃমিকীটাদি ব্যাপ্ত স্থানে, শ্মশানে, পুরাতন গোষ্ঠে চতুষ্পথে, শব্দযুক্ত বা ভয়যুক্ত স্থানে, চৈত্য তরুতলে, বল্মীকোপরি বা

ক্ষুধাবিষ্টস্তথাপ্রীতো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ।
যুঞ্জীত পরমং ধ্যানং যোগী ধ্যানপরঃ সদা।৩৫
এতানদোষান্ বিনিশ্চত্য প্রযাদদয়ো ঘৃনক্তিবৈ
তস্য দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি শরীরে বিঘ্নকারকাঃ
জড়ত্বং বধিরতঞ্চ মুকত্বং চাযিগচ্ছতি।
অন্ধত্বং স্মৃতিলোপশ্চ জরা রোগস্তথৈব চ।৩৭
এতে দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি অজ্ঞানদবো যুনক্তি বৈ
তস্মাজ্‌জ্ঞানেন শুদ্ধেন যোগী যুঞ্জেৎ সমাহিতঃ
অপ্রমত্তঃ সদা চৈব ন দোষান প্রাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ
তেষাং চিকিৎসাং বক্ষ্যামি দোষাণাঞ্চ
যথক্রমম্।।৩৯
যথা গচ্ছন্তি তে দোষাঃ প্রাণায়ামসমুত্থিতাঃ।
স্নিগ্ধাং যবা গূমৎত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রাবধারয়েৎ।।
এতেন ক্রমযোগেণ বাতগুল্মং প্রশাম্যতি।
উদাবর্ত্তপ্রতীকারমিদং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।।৪১
ভুক্ত্বা দধি যবাগূং বা বায়রূর্দ্ধং ততো ব্রজেৎ।
বায়ুগ্রন্থিং ততো ভিত্ত্বা বায়ুদেশে প্রযোজয়েৎ

নদী ও কূপাদিসমীপে, উত্তপ্ত, ক্ষুধাবিষ্ট, অপ্রীত বা ব্যকুলচিত্ত হইয়া ধ্যানযোগরত হইবেন না। এ সকল দোস বিচার না করিয়া হঠকারিতাবশতঃ যোগাসক্ত হইলে তাহার দোষ সকল প্রকুপ্ত হইয়া শরীরে পীড়া উৎপাদন করে, জড়ত্ব, বধিরত্ব,অন্ধত্ব, বা মুকত্বাগি জন্মে; এবং স্মৃতিলোপ ঘটে বা জরা প্রভৃতি নানা রোগ প্রাদুর্ভূত হয়। অজ্ঞানবশতঃ উক্ত স্থান-দোষাদি বিচার না করিয়া যোগ করিলেই এই সকল জন্মে; এজন্য সমাহিতমনে, শুদ্ধ জ্ঞানে, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিবে। সতত সাবধানে যোগানুষ্ঠান করিলে কোন দোষ ঘটে না। ২১—৩৮। এক্ষণে সেই সকল প্রাণায়াম ও দোষের অপনোদনার্থ চিকিৎসা যথাক্রমে বলিতেছি। স্নেহপদার্থমক্ষিত অত্যুষ্ণ যবাগূ ভোজনান্তে কিয়ৎকাল সেই স্থানেই ধারণা করিবে; ইহাতে বাতগুল্ম বিনষ্ট হয়। উদাবর্ত্ত প্রতিকারার্ত দধি কিম্বা যবাগূ ভোজনান্তে বায়ুগ্রন্থি

তথাপি ন বিশেষঃ স্যাদ্ধারণাং মুর্দ্ধি ধারয়েৎ।
যুঞ্জানস্য তনুং তস্য সত্ত্বস্থস্যৈব দেহিনঃ।।৪৩
উদাবর্ত্তপ্রতীঘাতে এতৎকুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।
সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পেণ সমারব্ধস্য যোগিনঃ।।৪৪
ইমাং চিকিৎসাং কুর্ব্বীত তয়া সম্পদ্যতে সুখী
মনসা পর্ব্বতং কিঞ্চিদ্বিষ্টম্ভীকৃত্য ধারয়েৎ।
উরোদঘাতে উরঃস্থানং কণ্ঠদেশে চ ধারয়েৎ।
বাচোবঘাতে তাং বাচি বাধির্য্যে শ্রোত্রয়োস্তথা
জিহ্বাস্থানে তৃষার্ত্তস্তু অগ্নেঃ স্নেহাংশ্চ তদ্ভিঃ
ফলং বৈ চিন্তয়েদ্‌যোগী ততঃ সম্পদ্যতে সুখী
ক্ষয়ে কুষ্ঠে সকীলাসে ধারয়েৎ সর্ব্বসাত্ত্বিকীম্
যস্মিন্ যস্মিন্ বজোদেশে তস্মিন্ যুক্তো
বিনির্দ্দিশেৎ।।৪৮
যোগোৎপন্নস্য বিঘ্নস্য ইদং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্
বংশকীলেন মুর্দ্ধানং ধারয়াণস্য তাড়য়েৎ
মুর্দ্ধি কীলং প্রতিষ্ঠাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ
ভয়ভীতস্য সা সঙ্জ্ঞা ততঃ প্রত্যাগমিষ্যতি।।
অথ বা লুপ্তসংজ্ঞস্য হস্তাভ্যাং তত্র ধারয়েৎ।
প্রতিলভ্য ততঃ সঙ্জ্ঞাং ধারণাং মুর্দ্ধি ধারয়েৎ
সিগঘমল্পঞ্চ ভুঞ্জীত ততঃ সম্পদ্যতে সুখী।
অমানুষেণ সত্ত্বেন যদা বুধ্যতি যোগবিৎ।।
দিব্যঞ্চ পৃথিবীঞ্চৈব বায়ুমগ্নিঞ্চ ধারয়েৎ।
প্রাণায়ামেন তৎসর্ব্বং দহ্যমানং বশী ভবেৎ।।৫৩
অথাপি প্রবিশেদ্দেহং ততস্তং প্রতিষেধয়েৎ।
ততঃ সংস্তভ্য যোগেন ধারয়াণস্য মুর্দ্ধনি।।৫৪
প্রাণায়ামাগ্নিনা দগ্ধং তৎসর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ।
কৃষ্ণসর্পাপরাধস্তু ধারয়েদ্ধৃদয়োদরে।।৫৫
মহো জনস্তপঃ সত্যং হৃদি কৃত্বা তু ধারয়েৎ।
বিষস্য তু ফলং পীত্বা বিশল্যাং ধারয়েত্ততঃ।।
সর্ব্বতঃ সনগাং পৃথ্বী কৃত্বা মনসি ধারয়েৎ।।
হৃদি কৃত্বা সমুদ্রাংশ্চ তথা সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ।।৫৭
সহস্রেণ ঘটানাঞ্চ যুক্তঃ স্নায়ীত যোগবিৎ।

ভেদপূর্ব্বক উর্দ্ধদেশে পরিচালন করিবে। ইহাতে প্রতিকার না হইলে মস্তকে ধারণা করিবে। যোগরত সত্ত্বস্থ যোগী এই প্রকারে উদাবর্ত্ত রোগের প্রতীকারে সমর্থ হয়। যোগীর সর্ব্বগাত্রকম্প আরব্ধ হইলে এইরূপ চিকিৎসা করিলে শান্তি লাভ হয়। গাত্রকম্পমান হইতে থাকিলে একটী পর্ব্বত ধারণাদ্বারা দেহকে বিষ্টম্ভিত করিবে। বক্ষোভ্রংশ ঘটিলে বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠদেশে উক্তরূপ ধারণা করিবে। বাক্‌রোধ হইলে বাক্যে, ও বধিরতায় কর্ণে ধারণা করিতে হয়। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির জিহ্বাতে স্নেহাক্ত প্রজ্বলিত অগ্নি ধারণা করিবে। ফলতঃ চিকিৎসার যাহা ফল, তাহাই চিন্তা করিবে। তাহাতেই শান্তি লাভ হয়। ৩৯-৪৭। ক্ষয়, কুষ্ঠ ও কীলাসাদি রাজস বিকারে সাত্ত্বিকী ধারণা করিবে। রাজস বিকারে সাত্ত্বিকী ধারণাই বিহিত। যোগস বিঘ্নের এই প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়। ভয়বশতঃ মস্তিষ্কবিকার ঘটিলে একখণ্ড বংশকীল মস্তকে রাখিয়া অপর একখণ্ড বংশকীল দ্বারা তদুপরি তাড়না করিবে। এরূপ করিলে তাহার পুনরায় সংজ্ঞালাভ হয়। অথবা সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক ধারণা অবলম্বন করিবে। তাহাতে চৈতন্য লাভ হইবে। রোগীকে তখন অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ খাদ্য প্রদান করিবে। যোগী যখন অমানুষতত্ত্ব সকলের অনুভবে সমর্থ বয়েন, তখন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ভুমি, — এ সকল ধারণা নিহিত করিবেন। তাহাতে এ সকল তত্ত্ব তদীয় তেজে দগ্ধীভূত হইয়া বশীভূত হইবে। তথাপি যদি যোগীর দেহে কোনও দোষ সংক্রান্ত হয়, তবে তিনি সেই দোষকে মস্তকে স্তম্ভিত করিয়া ধারণাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণায়ামাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ইহাতে সেই দোষ বিনষ্ট হইবে। কৃষ্ণসর্পের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে উদরে ও হৃদয়ে ধারণা করিবে। মহঃ, জন, তপ, ও সত্যলোকের ধারণা করিতে হয়। বিষফল ভক্ষণ করিয়া বিশল্যা ধারণ করিবে। মনোমধ্যে সমুদ্র, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি

উদকে কণ্ঠমাত্রে তু ধারণাং মুর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ।।৫৮
প্রতিস্রোতোবিবাবিষ্টো ধারয়েৎ সর্ব্বগাত্রিকীম্
শীর্ণোঽর্কপত্রপুটকৈঃ পিবেৎ বল্মীকমৃত্তিকাম্।।
চিকিৎসিতবিধির্হ্যেষ বিশ্রুতো যোগনির্ম্মিতঃ।
ব্যাখ্যাভস্তু সমাসেন যোগদৃষ্টেন হেতুনা।।৬০
ব্রুবতো সক্ষণং বিদ্ধি বিপ্রস্য কথয়েৎ ক্বচিৎ।
অথ পি কথয়েন্মাহাত্তদ্বিজ্ঞানং প্রলীয়তে।।৬১
তস্মাৎ প্রবৃত্তির্যোগস্য ন বক্তব্যা কথঞ্চন।।৬২

সত্ত্বং তথারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রভা সুস্বরসৌম্যতা চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিঃ প্রথমা শরীরে।।৬৩

আত্মানং পৃথিবীঞ্চৈব জ্বলন্তীং যদি পশ্যতি।
কৃতান্যাবিশতে চৈব বিদ্যাৎ সিদ্ধিমুপস্থিতাম্।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাশুপতযোগ্

সহ পৃথিবী এবং সমস্ত দেবতার ধারণা করিবে। সহস্র ঘট জল দ্বারা স্নান করিবে। আকণ্ঠ জলে থাকিয়া মস্তকে ধারণা করিবে। অথবা স্রোতের বিপরীত দিকে থাকিয়া সর্ব্বগাত্রেই ধারণাবলম্বন করিবে। শরীর ক্ষীণ হইলে তদবস্থায় অর্কপত্রপুটকে করিয়া বল্মকী মৃত্তিকা ভক্ষণ করিবে। এই আমি যোগজ রোগসমূহের যোগদৃষ্ট হেতু বিচার সহকারে সংক্ষেপে চিকিৎসাবিধি বলিলাম। যোগসাধনজ লক্ষণ সকল কাহাকেও বলিতে নাই; ক্বচিৎ কোনও ব্রাহ্মণকে বলিতে পারে। পরন্তু মোহবশতঃ যাকে-তাকে এ সকল তত্ত্ব জানাইলে তাহার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। এজন্য যোগবৃত্তান্ত কখনই ব্যক্ত করিবে না। সত্ত্বগুণবাহুল্য, আরোগ্য, লোভরাহিত্য, বর্ণপ্রভা, সুস্বরবত্তা, সৌম্যতা, উত্তম গন্ধ এবং মূত্র পুরীষের অল্পতা, শরীরে যোগপ্রবৃত্তির ও সমস্ত প্রথম লক্ষণ। যখন আপনাকে এবং পৃথিবীকে জাজ্বল্যমান দর্শন করে, এবং সৃষ্ট পদার্থসমূহে আবিষ্ট হইতে পারে, যোগী মানবেরই তখনই সিদ্ধি সমুপস্থিত জানিবে। ৪৮—৬৪।

নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধংপ্রবক্ষ্যামি উপসর্গা যথা তথা।
প্রাদুর্ভবন্তি যে দোষা দৃষ্টতত্ত্বস্য দেহিনঃ।।১
মানুষ্যান্ বিবিধান কামান্ কাময়েত ঋতুং স্ত্রিয়ং
বিদ্যাদানফলঞ্চৈব উপসৃষ্টস্তু যোগবিৎ।।২
অগ্নিহোত্রং হবির্যজ্ঞমেতৎ প্রতপনং তথা।
মায়াকর্ম্ম ধনং স্বর্গমুপসৃষ্টস্তু কাঙ্ক্ষতি।।৩
এষ্ কর্ম্মসু যুক্তস্তু সোঽবিদ্যাবশমাগতঃ।
উপসৃষ্টস্তু জানীয়াদ্বুদ্ধ্যা চৈব বিসর্জ্জয়েৎ।।৪
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গাৎ প্রমুচ্যতে।
জিতপ্রত্যুপসর্গস্য জিতশ্বাসস্য দেহিনঃ।।৫
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে সাত্ত্বরাজসতামসাঃ।
প্রতিভা শ্রবণে চৈব দেবানাঞ্চব দর্শনম্।।৬
ভ্রমাবর্ত্তশ্চ ইত্যেতে সিদ্ধিলক্ষণসংজ্ঞিতাঃ।
বিদ্যা কাব্যং তথা শিল্পং সর্ব্ববাচাকৃতানি তু।।
বিদ্যার্থাশ্চোপতিষ্ঠন্তি প্রভাবস্যৈব লক্ষণম্।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন দেহীর যে সকল উপসর্গ প্রাদুর্ভূত হয়, তৎসমস্ত যথাযথ বলিতেছি। মানুষোচিত বিবিধ কামনা, স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ, পুত্রোৎপাদনেচ্ছা, বিদ্যাদান, অগ্নিহোত্র, হবির্যজ্ঞ, অপর তপস্যাদি, কপটতা, ধনার্জ্জন, স্বর্গস্পৃহা, —এ সকল কার্য্যে আসক্ত হইলে যোগী পুরুষ অবিদ্যায় বশীভূত হইয়অ পড়ে। এ জন্য এই সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক পরিহার করিবে। নিয়ত ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া যোগানুষ্ঠান করিলে সেই যোগী উপসর্গ জয়ে সমর্থ হয়েন। মানব, শ্বাসজয় ও উপসর্গ সকল প্রাদুর্ভূত হয়। দূরশ্রুতিশক্তি, দেবতাদর্শন, অল্পান্ন ভ্রম, — এ সকল, সিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া জ্ঞাতব্য। বিদ্যা,

শৃণোতি শব্দান্ শ্রোতব্যান্‌যোজনানাং শতাদপি
সর্ব্বজ্ঞশ্চ বিধিজ্ঞশ্চ যোগী চোম্মত্তবদ্ভবেৎ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বান্ বীক্ষ্যতে দিব্যমানুষান্।
বেত্তি তাংশ্চ মহাযোগী উপসর্গস্য লক্ষণম্।।৯
দেবদানবগন্ধর্ব্বানৃষীংশ্চাপি তথা পিতৃন।।১০
প্রেক্ষতে সর্ব্বতশ্চৈব উন্মত্তং তং বিনির্দ্দিশেৎ
ভ্রমেণ ভ্রাম্যতে যোগী চোদ্যমানোহন্তরাত্মনা।।
ভ্রমেণ ভ্রান্তবুদ্ধেস্তু সর্ব্বং জ্ঞানং প্রণশ্যতি।
প্রাবৃত্য মনসা শুক্লং পটং বা কম্বলং তথা।।১৩
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ক্ষি প্রমেবানুচিন্তয়েৎ।
তস্মাচ্চৈবাত্মানো দোষাংস্তূপসর্গানুপস্থিতান্।
পরিত্যজেত মেধাবী যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষোরগমহাসুরাঃ।।১৫
উপসর্গেষু সংযুক্তা আবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ।
তস্মাদ্‌যুক্তঃ সদা যোগী লঘ্বহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
তথা সুপ্তঃ সুসূক্ষ্মেষু ধারণাং মূর্দ্ধি ধারয়েৎ।
ততস্তু যোগযুক্তস্য জিতনিদ্রস্য যোগিনঃ।
উপসর্গাঃ পুনশ্চান্যে জায়ন্তে প্রাণসংজ্ঞকাঃ।।১৭
পৃথিবীং ধারয়েৎ সর্ব্বাং ততশ্চাপো হ্যনন্তরম্।।
ততোহগ্নিঞ্চৈব সর্ব্বেষামাকাশং মন এব চ।
ততঃ পরাং পুনর্বুদ্ধিং ধারয়েদ্‌যত্নতো যতী।।১৯
সিদ্ধীনাঞ্চৈব লিঙ্গানি দৃষ্ট্বা পরিত্যজেৎ।
পৃথ্বীং ধারয়মাণস্য মহী সূক্ষ্মা প্রবর্ত্ততে।।২০
আত্মানং মন্যতে নিত্যং পৃথ্বীগন্ধঞ্চ জায়তে।
অপো ধারয়মাণস্য আপঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি হি।।২১
শীতা রসাঃ প্রবর্ত্তন্তে সূক্ষ্মা হ্যমৃতসন্নিভাঃ।
তেজো ধারয়মাণস্য তেজঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।।২২
আত্মানং মন্যতে তেজস্তদ্ভাবমনুপশ্যতি।
বায়ুং ধারয়মাণস্য বায়ুঃসূক্ষ্মঃ প্রবর্ত্ততে।।২৩

কবিত্ব, শিল্পনৈপুণ্য, সর্ব্বভাবাবোধ ও শাস্ত্রার্থসমূহ, যোগীর প্রভাবের ফল। যোগী শত যোজন দূর হইতেও শব্দ শ্রবণ করেন, সর্ব্বজ্ঞ ও বিধিজ্ঞ হয়েন, উন্মত্ত ভাব ধারণ করেন, —এরূপ নানা লক্ষণই তাঁহার ঘটিয়া থাকে। যক্ষ, রাক্ষস, ও গন্ধর্ব্বাদি দিব্য দর্শনও যোগীর পক্ষে উপসর্গ বলিয়াই নিরূপিত। ১—৯। যোগী যখন চতুর্দ্দিকে দেব দানব গন্ধর্ব্ব ঋষি ও পিতৃগণাদির দর্শন লাভ করেন তখন উন্মত্ত হয়েন। ভ্রান্ত যোগী ভ্রমবশতঃ অন্তরাত্মা দ্বারা বিবিধ বিষয়ে যখন নিরত হয়; বার্ত্তা দ্বারা তদীয় চিত্ত আক্রান্ত হইয়া যেন বিকৃত হয়। বার্ত্তাক্রান্ত হইয়া বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়; সে তখন অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে অবিলম্বে মনে মনে শুক্ল কম্বল দ্বারা দেহ সম্যক্ আবৃত করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ মানব সিদ্ধি কামনায় আত্মদোষ এবং উপসর্গ-সমূহ পরিত্যাগ করিবেন। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, মহাসুর, — সকলেই উপসর্গযুক্ত হইয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়। অতএব যোগী ব্যক্তি অম্বু- আহারে জিতেন্দ্রিয়ভাবে নিদ্রা জয় করত মস্তকে সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করিবেন। ইহার পর সেই জিতনিদ্র যোগীর প্রাণনামক অপর উপসর্গ সকল প্রাদুর্ভূত হয়। ১০—১৭। প্রথমে পৃথিবীর ধারণা করিবে, তারপর যথাক্রমে জলের ধারণা, অগ্নির ধারণা, বায়ুর ধারণা, আকাশের ধারণা, মনের ধারণা, ও বুদ্ধির ধারণা করিতে হয়। যত্ন সহকারে এ সকলের ধারণা করিবে এবং সিদ্ধি-লক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া এক একটী পরিত্যাগ করিবে। পৃথ্বী ধারণা করিলে তৎশরীরে সূক্ষ্মরূপে পৃথ্বীতত্ত্ব সংক্রান্ত হয়। যোগী তখন নিয়ত আপনাকে পৃথ্বীময় মনে করেন, এবং তাঁহার শরীরে উত্তম গন্ধ উপলব্ধ হয়। জলের ধারণায় সূক্ষ্ম জল সংক্রান্ত হয়; তাহাতে তদীয় দেহে অমৃতসম শীত সূক্ষ্ম রস প্রবাহিত হয়। তেজের ধারণায় তেজ সূক্ষ্মরূপে সংক্রান্ত হয়; তাহাতে যোগীর আপনাকে তেজোময় বলিয়া বোধ হয়। বায়ুধারণায় বায়ু সূক্ষ্মরূপে সংক্রান্ত হয়; তাহাতে

আত্মানং মন্যতে বায়ুং বায়ুবন্মণ্ডলং ভ্রমেৎ।
আত্মানং ম তে নিত্যং বায়ুঃ সূক্ষ্মঃ প্রবর্ত্ততে*
আকাশং ধারয়্যণস্য ব্যোম সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে ॥
তথ্য মনো ধারয়তো মনঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।
পশ্যতে মণ্ডলং সূক্ষ্মং ঘোষশ্চাস্য প্রবর্ত্ততে।
মনসা সর্ব্বভুতানাং মনস্ত বিশতে হি সঃ ॥ ২৬
বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং যদা যুঞ্জস্তদা বিজ্ঞায় বুধ্যতে।
ত্রতানি সপ্ত সূক্ষ্মাণি বিদিত্বা যস্ত যোগবিৎ ॥
পরিত্যজতি মেধাবী স বুদ্ধ্যা পরমং ব্রজেৎ ॥
যস্মিনযস্মিংশ্চ সংযুক্তো ভূত ঐশ্বর্য্যলক্ষণে ॥২৮
তত্রৈব সঙ্গং ভজতে তেনৈব প্রবিনশ্যতি।
তস্মাদ্বিদিত্বা সূক্ষ্মাণি সংসক্তানি পরস্পরম্ ॥২৯
পরিত্যজতি যো বুদ্ধ্যা স পরং প্রাপ্নুয়াদ্বিজঃ।
দৃশ্যন্তে হি মহত্মান ঋষয়ো দিব্যচক্ষুষঃ॥৩০
সংসক্তাঃ সূক্ষ্মভাবেষু তে দোষাস্তেষূ সংজ্ঞিতাঃ
তস্মান্ন নিশ্চয়ঃ কার্য্যঃ সূক্ষ্মেষিহ কদাচন॥ ৩১

ঐশ্বর্য্যাজ্জায়তে রাগো বিরাগং ব্রহ্ম চোচ্যতে
বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরম্॥
প্রধানবিনিয়োগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৩২
সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ
স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোবিধিজ্ঞাঃ
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥ ৩৩
নিত্যং ব্রহ্মননো যুক্ত উপসর্গৈঃ প্রমুচ্যতে।
জিতশ্বাসোপসর্গস্য জিতরাগস্য যোগিনঃ॥৩৬
একা বহিঃ শরীরেহস্মিন্ ধারণা সার্ব্বকামিকী
বিশেদ্যদা দ্বিজো যুক্তো যত্র যত্রর্পিয়েন্মনঃ॥
ভূতান্যাবিশতে ব্যপি ত্রৈলোক্যং চাপি
কম্পয়েৎ।
ত্রতয়া প্রবিশেদ্দেহং হিত্বা দেহং পুনস্ত্বহ॥৩৬
মনো দ্বারং হি যোগানামাদিত্যঞ্চ বিনির্দ্দিশেৎ

যোগী আপনাকে বায়ুময় বোধ করেন; এবং বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারেন। আকাশ ধারণা করিলে সূক্ষ্ম আকাশ সংক্রান্ত হয়; তাহাতে যোগী শব্দসম্পন্ন হয়েন, এবং তাঁহার সূক্ষ্ম মণ্ডল দর্শন হইয়া থাকে। মনের ধারণায় সূক্ষ্ম মনঃসঞ্চার হয়, এইজন্য যোগী সর্ব্বভুতের মনোমধ্যে আত্মমনো নিবেশে সমর্থ হয়েন। আর বুদ্ধির ধারণা দ্বারা যোগী সমস্ত তত্ত্ববোধে সমর্থ হয়েন। যে যোগী এই সপ্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াও তুচ্ছবোধে পরিহার করে, তিনি বুদ্ধি গুণে পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ২৮-২৭। যোগী মানব, ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যে কোন ভুতে আসক্ত হইলেই তাঁহার বিনাশ নিশ্চিত। অতএব যে দ্বিজ, সূক্ষ্ম পরস্পরসংসক্ত ভুতসমুহ পরিহার করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, দিব্যচক্ষু মহাত্মা ঋষিগণও সূক্ষ্ম ভাবসমুহে সমাশক্তি হেতু দোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সূক্ষ্ম ভূতসমুহে একান্ত অস্থাবান্ হইবে না। ঐশ্বর্য্য হইতে অনুরাগ জন্মে; কিন্তু ব্রহ্ম-রাগহীন। এজন্য সপ্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং ষড়ঙ্গ মহেশ্বরকে জানিয়া যিনি প্রকৃতি-নিয়োগ কৌশলে পারদর্শী হইতে পারেন; তিনিই সেই পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। বিধিতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যাক্তবর্গ, বিভু মহেশ্বরের ছয়টী অঙ্গ নির্ব্বাচন করেন; যথা,-সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদি বুদ্ধি, স্বতন্ত্রতা, নিয়ত স্বপ্রকাশ-শক্তিমত্তা, এবং অনন্তশক্তিত্ব। পরম ব্রহ্মকে পরমধনজ্ঞানে নিয়ত যোগমুক্ত হইলে যোগী যোগোপসর্গ হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহার শ্বাস ও উপসর্গ বিজিত হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্ব-কামসাধনী একটী মাত্র ধারণাই বিহিত। যোগী যেখানে যেখানে মনঃসমাধানপূর্ব্বক ধারণা অবলম্বন করেন, তিনি কখন ত্রৈলোক্যকে কম্পিত করিতে পারেন; কখন বা দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরেও প্রবেশে সক্ষম হয়েন।২৮-৩৬। সকল যোগেরই মন দ্বারস্বরূপ। আদিত্যকেও যোগের দ্বাররূপে নির্দ্দেশ করা

* ক্বচিদিদমধিকং লভ্যতে।

আদানাদিন্দ্রিয়াণাং তু আদিত্য ইতি চোচ্যতে
এতেন বিধিনা যোগী বিরক্তঃ সূক্ষ্মধর্জ্জিতঃ।
প্রকৃতিং সমতিক্রম্য রুদ্রলোকে মহীয়তে॥৩৭
ঐশ্বর্য্যগুণসম্প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতং তু তং প্রভুম॥
দেবস্থানেষূ সর্ব্বেষু সর্ব্বতস্তু নিবর্ত্তয়েৎ॥৩৮
পৈশাচেন পিশাচাংশ্চ রাক্ষসেন চ রাক্ষসান॥
গান্ধর্ব্বেণ চ গন্ধর্ব্বান্ কৌবেরেণ কুবেরজান॥
ইন্দ্রমৈন্দ্রেণ স্থানেন সৌম্যং সৌম্যেন চৈব হি
প্রজাপতিং তথা চৈব প্রাজাপত্যেন সাধয়েৎ
ব্রহ্ম ব্রাহ্মেণ চাপ্যেবমুপামন্ত্রয়তে প্রভুম॥
তত্র সক্তস্তু উন্মত্তস্তস্মাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥ ৪২
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্তঃ স্থানান্যেতানি বৈ
ত্যজেৎ
অসজ্জমানঃ স্থানেষু দ্বিজঃ সর্ব্বগতো ভবেৎ॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যোগোপ-
সর্গনিরূপণং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ॥১২॥

যায়। ইন্দ্রিয় আদান করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিচয় আকর্ষণ করেন বলিয়া আদিত্য নাম নিরক্ত হইয়াছে। যোগী বিষয়াসক্তিরহিত ও সূক্ষ্মতত্ত্বে সংস্রববর্জ্জিত হইয়া এই বিধানানুমত যোগানুষ্ঠানে রত হইলে, প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া রুদ্র-লোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। ঐশ্বর্য্য গুণোৎপত্তি হইলে যোগী ব্রহ্মভূত হয়েন। তখন তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহ-শক্তি দৃষ্ট হয়। তদবস্থায় তিনি দেবস্থান সমুহেও আর ধারণা করিবেন না। তখন তিনি স্বকীয় পৈশাচ গুণে পিশাচদিগকে, রাক্ষস গুণে রাক্ষসগণকে, গান্ধর্ব্ব গুণে গন্ধর্ব্ববর্গকে, যক্ষীয় গুণে যক্ষদিগকে, ঐন্দ্র গুণে ইন্দ্রকে, সৌম্য গুণে সোমকে এবং প্রাজাপত্য গুণে প্রজাপতিকে সাধন করিবেন। যোগী ব্রহ্মগুণে ব্রাহ্মাকেও সাধন করিবেন। সেই প্রভুই সর্ব্ব কার্য্যের প্রবর্ত্তক, তাঁহাতে একান্ত আসক্ত হইলে উন্মত্ত হইতে হয়; এজন্য এই সমস্ত গুণ

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ঐশ্বর্য্যগুণবিস্তরম্ ।
যেন যোগবিশেষেণ সর্ব্বলোকানতিক্রমেৎ॥১
তত্রাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যোগিনাং সমদাহৃতম্ ।
তৎসর্ব্বং ক্রমযোগেণ উচ্যমানং বিবোধত॥২
অণিমা লঘ্বমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যং চৈব সর্ব্বত্র ঙ্গশিত্বং চৈব সর্ব্বতঃ॥৩
বশিত্বমথ সর্ব্বত্র যত্র কামাবসায়িতা।
তচ্চাপি বিবিধং জ্ঞেয়মৈশ্বর্য্যং সাব্বকামিকম্ ॥৪
সাবদ্যং নিরবদ্যং চ সূক্ষং চৈব প্রবর্ত্ততে।
সাবদ্যং নাম যত্তত্ত্বং পঞ্চভুতাত্মকং স্মৃতম্ ॥৫
নিরবদ্যং তথা নাম পঞ্চভুতাত্মকং স্মৃতম্
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব অহঙ্কারশ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥৬
তত্র সূক্ষপ্রবৃত্তস্তু পঞ্চভুতাত্মকং পুনঃ।
ইন্দ্রয়াণি মনশ্চৈব বুদ্ধ্যহঙ্কারসংজ্ঞিতঃ॥৭
তথা সর্ব্বময়ং চৈব আত্মাস্থা খ্যাতিরেব চ।

স্থান বর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রহ্মনিয়ত চিত্তে যোগ সাধানে সমাসক্ত হইলে দ্বিজ যোগী সর্ব্বগামী হইতে পারেন। ৩৭-৪৩।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বায়ু কহিলেন, - অতঃপর যে সকল যোগ-কৌশল দ্বারা সর্ব্বলোক অতিক্রম করা যায়, সেই সকল যোগৈশ্বর্য্য বর্ণন করিতেছি। যোগিগণের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য প্রসিদ্ধ; আমি যথাক্রমে তৎসমস্ত বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঙ্গশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা; এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য। ইহারাও আবার সাবদ্য, নিরবদ্য ও সূক্ষভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। স্থূল ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার; আর সর্ব্বময় আত্মখ্যাতি; - - অষ্ট ঐশ্বর্য্যের এই

সংযোগ এবং ত্রিবিধঃ সূক্ষ্মেষেব প্রবর্ত্ততে॥৮
পুনরষ্টগুণস্যাপি তেস্বেবাথ প্রবর্ত্ততে।
তস্য রূপং প্রবক্ষ্যামি যথাহ ভগবান প্রভুঃ॥৯
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু জীবস্যানিয়তঃ স্মৃতঃ।
অণিমা চ যথাব্যক্তং সর্ব্বং তত্র প্রতিষ্ঠিতম॥১০
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং দুস্প্রাপ্যং সমুদাহৃতম
তচ্চাপি ভবতি প্রাপ্যং প্রথমং যোগিনাং বলাৎ
লঘনং প্লবনং যোগে রূপমস্য সদা ভবেৎ।
শীঘ্রগং সর্ব্বভুতেষু দ্বিতীয়ং তৎপদং স্মৃতম্ ।১২
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ
মহিমা চাপি যো ঘস্মিংস্তৃতীয়ো যোগ উচ্যতে॥
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভুতেষু ত্রৈলোক্যমগমং স্মৃতম্
প্রকামান বিষয়ান ভুঙেক্ত নচ প্রতিহতঃ ক্বচিৎ
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং সুখদু॥খে প্রবর্ত্ততে।
ঈশো ভবতি সর্ব্বত্র প্রবিভাগেন যোগবিৎ॥
বশ্যানি চৈব ভূতানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ভবন্তি সর্ব্বকার্য্যেষু ইচ্ছতো ন ভবন্তি চ॥ ১৬
যত্র কামাবসায়িত্বং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ইচ্ছয়া চেন্দ্রিয়াণি স্যুর্ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥১৭
শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপং চৈব মনস্তথা।
প্রবর্ত্ততেঽস্য চেচ্ছাতো ন ভবন্তি তথেচ্ছয়া॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ভিদ্যতে ন চ ছিদ্যতে
ন দহ্যতে ন মুহ্যেত হীয়তে ন চ লিপ্যতে॥ ১৯
ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতি ন খিদ্যতি কদাচন।
ক্রিয়তে চৈব সর্ব্বত্র তথা বিক্রিয়তে ন চ॥২০
অগন্ধরসরূপস্ত স্পর্শশব্দবিবর্জ্জিতঃ।
অবর্ণো হ্যস্বরশ্বৈব তথা বর্ণস্য কর্হিচিৎ॥২১
ভুঙেক্তহ্থ বিষয়াংশ্বেব বিষয়ৈর্ন চ যুজ্যতে।
জ্ঞাত্বা তু পরমং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মত্বাচ্চাপবর্গকঃ॥২২
ব্যাপকত্ত্ব বির্গাচ্চ ব্যাপিত্বাৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
পুরুষঃ সূক্ষ্মভাবাত্তু ঐশ্বর্য্যে পরতঃ স্থিতঃ॥২৩
গুণান্তরং তু ঐশ্বর্যে সর্ব্বতঃ সূক্ষ্ম উচ্যতে।
ঐশ্বয্যম প্রতীঘাতি প্রাপ্য যোগমনুত্তমম ॥
অপবর্গং ততো গচ্ছেৎ সুসুক্ষ্মং পরমং পদম॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যোগৈশ্বর্য্য-
নিরূপিণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩॥

ত্রিবিধ প্রবৃত্তি। সূক্ষ্ম ও স্থূল সর্ব্বভুতেই এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য যে ভাবে প্রবৃত্ত হয়, প্রভু ব্রহ্মা যেমন বলিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি। ১-৯। ত্রৈলোক্যে যত জীব জন্তু আছে, তাহাদিগের সকলেরই অণিমা যোগীর আয়ত্ত হয়। ত্রৈলোক্যগত সর্ব্বভূতের যাহা কিছু দুস্প্রাপ্য, যোগী যোগবলে তৎসমস্তই অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিতীয়ৈশ্বর্য্য লঘিমার সাহায্যে যোগী আকাশাবলম্বনে দ্রুত গমনে সমর্থ হয়েন। তৃতীয়ৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি দ্বারা যোগী ত্রৈলোক্যের সর্ব্ব পদগার্থ প্রাপ্ত হয়েন। প্রাকাম্য ঐষড়ার্য্যের ফলে ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করিতে পারেন; কুত্রাপি প্রতিহত হয়েন না। মহিমা দ্বারা এক স্থানে থাকিয়াই ত্রৈলোক্যের সর্ব্বত্র সংযুক্ত হইতে পারেন। ঈশিত্ব প্রভাবে ত্রৈলোক্যের সর্ব্বভুতের সুখ-দুঃখ বিধানে সমর্থ হয়েন। বশিত্ব দ্বারা সকলেই যোগীর বশতাপন্ন হইয়া থাকে। বশিত্ব ও কামাব সায়িতা প্রভাবে যোগীর ইচ্ছানুসারেই সর্ব্বকাম লাভ ও প্রাণিগণের বশ্যতা ঘটে;- ইচ্ছা না থাকিলে হয় না। শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও মন - এ সমস্তই যোগীর ইচ্ছানুসারে কখন প্রবর্ত্তিত হয়; কখন হয় না। ১০-১৮। সেই যোগীর জন্ম, মৃত্যু, চ্ছেদ, ভেদ,দাহ, মোহ, সংযোগ, বিয়োগ, ক্ষয়, ক্ষরণ, খেদ বা বিকারাদি কিছুই নাই। তিনি সর্ব্ববস্থায়ই আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বর্ণ, স্বর - এ সকল তাঁহার কিছুই নাই। তিনি বিষয় ভোগ করেন বটে কিন্তু বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না। পরম সূক্ষ্মের জ্ঞান হইলে অপবর্গ লাভ হয়। সেই অপবর্গ অতীব সূক্ষ্ম। পরম পুরুষ অপবর্গেরও ব্যাপক; ব্যাপিত্ব হেতুই তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়। পুরুষ, সূক্ষ্মভাবে পরম ঐশ্বর্য্যে অবস্থিত। ঐশ্বর্য্যগত গুণান্তর সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। মানব, উত্তম যোগ প্রভাবে অনপায়ী

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

ন চৈবমাগতোঽজ্ঞানাদ্রাগাৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
রাজসং তামসং বাপি ভুক্ত্বা তত্রৈব যুজ্যতে॥
তথা সুকৃতকর্ম্মা তু ফলং স্বর্গে সমশ্নুতে।
তস্মাৎ হৃষানাৎপুনর্ভ্রষ্টো মানসুষ্যমনুপদ্যতে॥২
তস্মাৎ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মং ব্রহ্ম শাশ্বতমুচ্যতে।
ব্রহ্ম ত্রব হি সেবেত ব্রহ্মৈব পরমং সুখম্॥৩
পরিশ্রমন্ত যজ্ঞানাং সহতার্থেন বর্ত্ততে।
ভুয়ো মৃত্যুবশং যাতি তস্মান্মোক্ষঃ পরং সুখম্
অথ বৈ ধ্যানসংযুক্তো ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ।
ন স শক্যাপিতুং শক্যো মন্বন্তরশতৈরপি॥৫
দৃষ্ট্বা তু পুরুষংয় দিব্যং বিশ্বাখ্যং বিশ্বরূপিণম্
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম।
বিশ্বগন্ধং বিশ্বমাল্যং বিশ্বাম্বরধরং প্রভুম॥৬
গোভির্মহী সংযততে পতত্রিণং
মহাত্মানং পরমমতিং বরেণ্যম।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
সূক্ষ্মাচ্চ সূক্ষ্মং মহতো মহান্তম॥৭
যোগেন পশন্ত নচক্ষুষা তং
নিরিন্দ্রিয়ং পুরুষং রুক্মবর্ণং।
অলিঙ্গিনং পুরুষং রুক্মবর্ণং
সলিঙ্গিনং নির্গুণং চেতনং চ॥৮
নিত্যং সদা সর্ব্বগতন্তু শৌচং
পশ্যন্তি যুক্ত্যা হ্যচলং প্রকাশকম।
তদ্ভাবিতস্তেজসা দীপ্যমান-
স্ত্বপাণিপাদোদরপার্শ্বজিহ্বঃ॥
অতীন্দ্রিয়োঽদ্যাপি সুসূক্ষ্ম একঃ
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥১০
নাস্যাস্ত্যবুদ্ধং ন চ বুদ্ধিরস্তি
স বেদ সর্ব্বং ন চ বেদবেদ্যঃ॥১১
তমাহুরগ্য পুরুষং মহান্তং
সচেতনং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম॥১১

ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরে সুসূক্ষ্ম অপবর্গাখ্য পরম পদ লাভ করে। ১৯-২৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, - পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত প্রাণীরা অজ্ঞানবশে রাজস ও তামস কর্ম্ম সমুদয় করিয়া তত্তদ্গুণে সংযুক্ত হয়। সুকৃতকর্ম্মা জনগণ স্বর্গবাসাদিরূপে তৎফল ভোগ করে এবং তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় মনুষ্যতা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্মই চিরস্থায়ী; অতএব ব্রহ্মেরই সেবা করিবে। ব্রহ্মই পরম সুখস্বরূপ। মহাপ্রযত্নে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বহু পরিশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু পুনরায় মৃত্যুবশীভূত হইতে হয়; অতএব মোক্ষই পরম সুখ। ধ্যানসংযুক্ত ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি কাহারও শত মন্বন্তর প্রযত্নেও ব্যাপ্য হয়েন না। বিশ্বাখ্য, বিশ্বরূপী বিশ্বপাদ শিরোগ্রীব, বিশ্বেশ, বিশ্বভাবন, বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য, বিশ্বাম্বরধর, প্রভু, নিজকিরণে ভূমণ্ডলের সংযমনকারী, নিয়ত গতিমান, পরম গতি, বরেণ্য, মহাত্মা, কবি, অনুশাসক, সূক্ষ্মাপেক্ষা সূক্ষ্ম, স্থূলাপেক্ষা স্থূল, নিরিন্দ্রিয় দিব্য পুরুষকে যোগী ব্যক্তিই প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন। যোগিগণ যুক্তিবলে, সেই চেতনাত্মক নিত্য নির্গুণ চিহ্নহীন পরম পুরুষকে সগুণ, স্বর্ণবর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, শুচি ও অচলসম প্রকাশমানরূপে দর্শন করেন। সেই এক অতীন্দ্রিয় সুসূক্ষ্ম পরম পুরুষ ভাবনাত্মক তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান, এবং পাণি পাদ উদর পার্শ্ব ও জিহ্বাহীন। তিনি অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন, অকর্ণ হইয়াও শ্রবণ করেন। ইহার অবুদ্ধ কিছুই নাই, অথচ ইহাঁর বুদ্ধিও নাই; ইনি সকলই জানেন; পরন্তু ইহাঁকে বেদও জানেন না। এই সর্ব্বগত অতিসূক্ষ্ম সচেতন মহান পুরুষকেই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী পরম পুরুষ বলে। ১-১১। সকল

তমাহুর্ম্মুনয়ঃ দর্ব্বে লোক প্রসবধর্ম্মিণীম।
প্রকৃতিং সর্ব্বভূতানাং যুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৩
যুক্তা যোগেন চেশানং সর্ব্বতশ্চ সনাতনম।
পুরুষং সর্ব্বভূতানাং তস্মাদ্ধ্যাতা ন মুহ্যতি॥১৪
ভূতাত্মানং মহাত্মানং পরমাত্মানমব্যয়ম।
সর্ব্বাত্মানং পরং ব্রহ্ম তদ্বৈ ধ্যাত্বা ন মুহ্যতি॥
পবনো হি যথা গ্রাহ্যো বিচরন সবিমূর্ত্তিষু।
পুরি শেতে তথাভ্রে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে
অথ চেল্লুপধর্ম্মাত্তু সবিশেষৈশ্চ কর্ম্মভিঃ॥
অতস্তু ব্রহ্মযোন্যাং বৈ শুক্রশোণিতসংযুতম॥
স্ত্রীপুমাংসপ্রয়োগেণ জায়তে হি পুনঃপুনঃ।
ততস্তু গর্ভকালে তু কললং নাম জায়তে॥৮
কালেন কললঞ্চাপি বুদবুদশ্চ প্রজায়তে।
মৃৎপিণ্ডস্তু যথা চক্রে চক্রাবর্ত্তেন পীড়িতঃ॥১৯
হস্তাভ্যাং ক্রিয়মাণস্তু বিশ্বত্বমুপগচ্ছতি।

মুনিগণ, তাঁহাকে সর্ব্বভূত প্রসবধর্ম্মিণী প্রকৃতি বলিয়া থাকেন; যোগীরা তাঁহাকে ধ্যানযোগে চিত্তমধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার পাণি-পাদ সর্ব্বত্র, সর্ব্বত্রই চক্ষু-কর্ণ-মুখ ও মস্তক; তিনি সমস্ত আবরণপূর্ব্বক অবস্থান করেন। ধ্যানযোগ দ্বারা এই সর্ব্বগত সনাতন সর্ব্বভুতেশ পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিলে পুনরায় মোহগ্রস্ত হইতে হয় না। সেই ভুতাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা,অব্যয় পর ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে যোগী কদাচ মোহাচ্ছন্ন হয়েন না। সর্ব্বভুতে বিচরণশীল পবনের ন্যায় সর্ব্বভূতের হৃদয়াকাশপুরে শয়ন করে বলিয়া তাহাঁকে পুরুষ বলে। ধর্ম্ম হীন জীবগণ প্রবিদ্ধ কর্ম্মবশে সেই ব্রহ্মযোনিতে শুক্রশোণিতযুক্ত স্ত্রী-পুরুষরূপে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। গর্ভ কালে প্রথমতঃ মিলিত শুক্রশোণিভ কললাকার ধারণ করে; পরে কালবশে তাহা বুদ্বুদাকার প্রাপ্ত হয়। চক্রম্যস্ত মৃৎপিণ্ড যেমন চক্রাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত ও

ত্রবমাত্ম স্মিসংযুক্তো বায়না সমূদীরিতঃ॥২০
জায়তে মানুষস্তত্র যথারূপং তথা মনঃ।
বায়ুঃ সম্ভাতে তেষাংবাতাৎ সঞ্জায়তে জলম্
জলাৎ সম্ভবভি প্রাণঃ প্রাণ চ্ছুক্রং বিবর্দ্ধতে।
রক্তভাগাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছুক্রভাগাশ্চতুর্দ্দশ॥২২
ভাগতোঽর্দ্ধবলং কৃত্বা ততো গর্ভে নিষেচ্যতে
ততস্তু গর্ভসংযুক্তঃ পঞ্চভির্বায়ুভির্বৃতঃ॥২৩
পিতুঃ শরীরাৎ প্রত্যঙ্গং রূপমস্যোপজায়তে।
ততোঽস্য মাতৃরাহারাৎ পীতলীঢ়প্রবেশিতম।
নাভিস্রো নঃপ্রবেশেন প্রাণাধারো হি দেহিনাম্
নব মাসান্ পরিক তপ্তঃ সংবেস্টিতশিরোধরঃ॥
বেস্টিতঃ সর্ব্বগাত্রৈশ্চ অুপর্য্যায়ক্রমাগতঃ।
নবমাসোয়িতশ্চৈব যোনিচ্ছিদ্রাদবাঙ্মুখ॥২৬
ততস্তু কর্ম্মভিঃ পাপৈর্নিরয়ং প্রতিপদ্যতে।
অসিপত্রবনং চৈব শাল্মলীচ্ছেদভেদয়োঃ॥২৭

কুলালকর দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘট শরাবাদি নানাকার ধারণ করে, আত্মাও তদ্রুপ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া কালবশে অস্থিযুক্ত বিবিধ মনঃসম্পন্ন মানুষরূপ সমুৎপন্ন হয়েন। বায়ু সেই সকল আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু হইতে জলের উৎপত্তি হয়। জল হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে শুক্র জন্মে। ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগ রক্ত ও চতুর্দ্দশ ভাগ শুক্র একত্র মিলিত হইয়া সমুদায় অর্দ্ধ পল পরিমাণে গর্ভাশয়ে নিষিক্ত হইলে তদুৎপন্ন গর্ভ পঞ্চ বায়ু দ্বারা আবৃত হয়। ক্রমে পিতৃশরীর অনুসারে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রূপ জন্মে। মাতার ভুক্তপীত দ্রব্যের রস, নাভিরন্ধ্র দ্বারা গর্ভস্থ জীবে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতেই দেহিগণের প্রাণধারণ হইয়া থাকে। ১২-২৪। গর্ভগত সেই জীব নয় মাস যাবৎ গর্ভনাড়ী দ্বারা আপাদ মস্তক সর্ব্বগাত্রে বিপর্য্যস্তভাবে বেষ্টিত হইয়া অধোমুখে বাস করত নবমাসান্তে প্রসূত হয়। মরণান্তে পুনরায় পাপকর্ম্মের ফলে নরক প্রাপ্ত হয়। তদবস্থায় অসিপত্রবন ও শাল্মলী নরকে চ্ছেদ

তত্র নির্ভৎসনং চৈব তথা শোণিতভোজনম।
ক্রতাস্ত যাতনা ঘোরাঃ কৃম্ভীপাকসুদুঃসহাঃ॥২৮
যথা হ্যাপস্ত বিচ্ছিন্নাঃ স্বরূপমুপযান্তি বৈ।
তস্মাচ্ছিন্নাশ্চ ভিন্নাশ্চ যাতনাস্থানমাগভাঃ॥২৯
এবং জীবস্ত তৈঃ পাপৈস্তপ্যমানঃ স্বয়ংকৃতৈঃ
প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্মভিঃ শেষং দুঃখ বা যদি চেতরৎ
একেনৈব তু গন্তব্যং সর্ব্বমৃত্যুনিবেশনম।
একেনৈব চ ভোক্তব্যং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ
ন হ্যেনং প্রস্থিতং কশ্চিদ্‌গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
যদনেন কৃতঃ কর্ম্ম তদেনমনুগচ্ছতি॥৩২
তে নিত্যং যমবিষয়ে বিভিন্নদেহাঃ
ক্রোশন্তঃ সততমনিষ্টসম্প্রয়োগৈঃ
শুষ্যন্তে পরিগতবেদনাশরীরা
বহ্বীভিঃ সুভৃশমধর্ম্মযাতনাভিঃ॥৩৩
কর্ম্মণা মনসা বাচা যদভীক্ষ্ণং নিষেব্যতে।
তৎ প্রসহ্য হরেৎ পাপং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ
যাদৃগজাতানি পাপানি পূর্ব্বং কর্ম্মাণি দেহিনঃ
সংসারং তামসং তাদৃক্ ষড়্‌বিধং প্রতিপদ্যতে
মানুষ্যং পশুভাবঞ্চ পশুভাবান্মৃগো ভবেৎ।
মৃগত্বাৎ পক্ষিভাবন্তু তস্মাচ্চৈব সরীসৃপঃ॥৩৬
সরীসৃপত্বাদগচ্ছেদ্ধি স্থাবরত্বং ন সংশয়ঃ।
স্থাবরত্বং পুনঃ প্রাপ্তো যাবদুন্মিষতে নরঃ॥৩৭
কুলালচক্রবদ্ভ্রান্তস্তত্রৈব পরিকীর্ত্তিতঃ।
ইত্যেবং হিমনুষ্যাদিঃ সংসারে স্থাবরান্তকে
বিজ্ঞেয়স্তামসো নাম তত্রৈব পরিবর্ত্ততে।
সাত্ত্বিকশ্চাপি সংসারো ব্রহ্মাদিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
পিশাচান্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বর্গস্থানেষু দেহিনাম।
ব্রাহ্মে তু কেবলং সত্ত্বং স্থাবরে কেবলং তমঃ॥
চতুর্দ্দশানাং স্থানানাং মধ্যে বিষ্টস্তকং রজঃ।
মর্ম্মসু চ্ছিদ্যমানেষু বেদনার্ত্তস্য দেহিনঃ॥৪১
ততস্ত পরমং ব্রহ্ম ক থংবিপ্রঃ স্মরিষ্যতি।
সংস্কারাৎ পূর্ব্বধর্ম্মস্য ভাবনায়াং প্রণোদিতঃ।

ভেদ, শোণিতভোজন নরকে রক্ত পান, কোন কোন নরকে দুঃসহ ভৎসনা এবং কুম্ভীপাক নরকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। জল যেমন ছিন্ন-ভিন্ন হইলেও পুনরায় একীভূত হয়, তদ্রূপ জীবগণও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াও অবিকৃত শরীরেই যাতনা-রাশি অনুভব করিতে থাকে। জীব এই ভাবে স্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। একাকীই মৃত্যুপুরে যাইতে হয় আর একাকীই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়; অতএব সৎকর্ম্ম আচরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোক হইতে প্রস্থান কালে অপর কেহই অনুগমন করে না; কেবল মাত্র কত কর্ম্মসমূহই অনুগমন করিয়া থাকে। ২৫-৩২। পাপিগণ যমরাজ্যে যাইয়া বহুবিধ ঘোরতর যাতনায় ছিন্ন-ভিন্নদেহে বেদনাবশে দারুণ আর্ত্তনাদ সহকারে শুষ্ক হইতে থাকে। কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা নিরন্তর যে সকল পাপানুষ্ঠান করা হয়, অন্তকালে তাহারাই বলপূর্ব্বক পাপীকে যাতনাস্থানে লইয়া যায়। অতএব সৎকর্ম্ম আচরণ করাই কর্ত্তব্য। দেহী পূর্ব্বে যেমন পাপাচরণ করে, পরে তদনুরূপ ষড়্‌বিধ তামস সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর, এইরূপ ক্রমে পরপর নিকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হইয়া পাপী জীব পুনরায় মুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে কুলালচক্রের ন্যায় জীবের গতি নিরূপিত। মনুষ্যাদি স্থাবরান্ত, তামস সৃষ্টি স্বর্গে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মাতে কেবল সত্ত্ব আর স্থাবরে কেবল তমঃ; এবং চতুর্দ্দশবিধ সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী সৃষ্টিগুলি রজোগুণে পরিব্যাপ্ত। হে বিপ্রগণ। দেহিগণের বিষয়সঙ্গজ ক্লেশে মর্ম্মসকল ছিন্ন-ভিন্ন হয়; তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা আপনা হইতে সেই পরব্রহ্মের স্মরণ করিবে কিরূপে? পূর্ব্বসংস্কার ও

মানুষ্যং ভজতে নিত্যং তস্মান্নিত্যং সমাদধেৎ
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাশুপত-
যোগনিরূপণং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়॥ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়।
বায়ুরুবাচ।
চতুর্দ্দশবিধং হ্যেতদ্বুদ্ধা সংসারমণ্ডলম।
তথা সমারভেৎ কর্ম্ম সংসার ভয়পীড়িতঃ॥১
ততঃ স্মরতি সংসারং চক্রেণ পরিবর্ত্তিতঃ।
তস্মাত্তু সততং যুক্তো ধ্যানতৎপরযুঞ্জকঃ॥২
তথা সমারভেদএযাগং যথাত্মানং স পশ্যতি।
এষ আদ্যঃপরং জ্যোতিরেষ সেতুরনুত্তমঃ॥৩
বিরুদ্ধো হ্যেষ ভূতানাং ন সন্তেদশ্চ শাশ্বতঃ।
তদেনং সেতুমাত্মানমগ্নিং বৈ বিশ্বতোমুখম॥৪
হৃদিস্থং সর্ব্বভুতানামুপাসীত বিধানবিৎ।

ভাবনার ফলে জীব মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে; অতএব নিয়ত সমাধিলাভার্থ যত্নপরায়ণ হইবে।৩৩-৪২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন; - সংসারভয়-ভীত মানব এই চতুর্দ্দশ সংসারমণ্ডল অবগত হইয়া সৎকর্ম্মাচরণে সমাসক্ত হইবে। তাহার ফলে মানবের সংসারের হেয়ত্ব বুদ্ধি জন্মে। তখন যোগমার্গানুসারে মানব ধ্যান-সাধনে তৎপর হইবে। তখন এমন প্রযত্ন সহকারে যোগ ধ্যানাসক্ত হইতে হইবে যে, তাহাতে যেন তাঁহার আত্মদর্শন ঘটে। এই আত্মাই আদ্য পরম জ্যোতিঃ, ইহাই সংসারপারের অত্যুত্তম সেতু, ইনি বর্দ্ধিত অর্থাৎ প্রকাশমান হইলে জীবের চিরতরে গতায়িতি নিবৃত্ত হয়। অতএব এই বিশ্বতোমুখ, অগ্নিস্বরূপ, সেতুরূপী, সর্ব্বভুতের হৃদয়স্থ আত্মাকে বিধানবিৎ যোগী সম্যক্ উপাসনা করিবেন।

হুত্বাষ্টাবাহুতীঃ সম্যকৃস্তচিস্তবগতমানসঃ॥৫
বৈশ্বনরং হৃদিস্থং তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অুপঃ পূর্ব্বং সকৃৎ প্রাশ্য তুষ্ণীং ভূত্বা উপাসতে
প্রাণায়েতি ততস্তস্য পথমা হ্যাহুতিঃ স্মৃতা।
অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়েতি চাপরা॥৭
উদানায় চতুর্থীতি ব্যানায়েতি চ পঞ্চমী।
স্বাহাকারৈঃ পরং হুত্বা শেষং ভুঞ্জীত কামতঃ।
অপঃ পুনঃ সকৃৎ প্রাশ্য ত্র্যাচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ
প্রাণানাং গ্রন্থরস্যাত্মা রুদ্রো হ্যাত্মা বিশান্তকঃ
স রুদ্রো হ্যাত্মত্মঃ প্রাণা এবমাপ্যায়য়েৎ স্বয়ম
ত্বংদেবানামপি জ্যেষ্ঠ উগ্রস্ত্বং চতুরো বৃষা।
মৃত্যুঘ্নোহসি ত্বমস্মভ্যং ভদ্রমেতদ্ধ তং হুবিঃ॥
এবং হৃদয়মালভ্য পাদাঙ্গুষ্ঠে তু দক্ষিণে।
বিশ্রাব্য দক্ষিণং পাণিং নাভিং বৈ পাণিনা
স্পৃশেৎ॥১১
ততঃ পুনরুপস্পৃশ্য চাত্মানমভিসংস্পৃশেৎ।

শুচি ও তদগতচিত্ত সাধক হৃদয়স্থ সেই অগ্নিতে যথাবিধি অষ্ট আহুতি হোম করিয়া পরে একবার মাত্র জল প্রশিনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করত উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন। প্রথমাহুতি - "প্রাণায়," দ্বিতীয় - "অপানায়", তৃতীয় - "সমানায়", চতুর্থ - "উদানায়", পঞ্চম - "ব্যানায়", ইহার পর "স্বাহা" শব্দ যোগ করিয়া আহুতি দিতে হয়। তারপর যথাকাম শেষান্ন ভোজন করিবে। তার পর পুনরায় একবার জলপান করিবে, তিনবার আচমনান্তে হৃদয় স্পর্শ করিবে। ১-৮। মন্ত্র যথা, - আত্মাই প্রাণের গ্রন্থি; সর্ব্বসংহারী রুদ্রদেবই সেই আত্মস্বরূপ; তিনি আত্মভূত আমার প্রাণসকলকে আপ্যায়িত করুন। তুমি দেবগণের জ্যেষ্ঠ, তুমি উগ্র, চতুর এবং ধর্ম্মরূপে বৃষবাহন; তুমি আমাদিগের মৃত্যুনাশক হও; এই তোমার উদ্দেশে উত্তম হবি হোম করিলাম। এই প্রকারে হৃদয় স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ পদাঙ্গষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করাইয়া

অক্ষিণী নাসিকা শ্রোত্রে হৃদয়ং শির এব চ।
দ্বাবাত্মানাবুভাবেতৌ প্রাণাপানাবুদাহৃতৌ॥১৩
তয়োঃ প্রাণে হন্তরাত্মাস্য বাহ্যেহুপানেহিত
উচ্যতে।
অন্নং প্রাণস্তথাপনিং মৃত্যুর্জীবিভমেব চ॥১৪
অন্নং ব্রহ্ম চ বিজ্ঞেয়ং পুচারাং পড়্ভাসাবস্তথা।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে স্থিভিরন্নেন চেস্যতে॥৫
বর্দ্ধন্তে তেন ভূতান তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।
তদেবাগ্নৌ হুতং হ্যন্নং ভুঞ্জতে দেবদানাবা॥৬
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি পিশাচাশ্চান্নমেব হি॥১৭
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপোক্তে পাশুপত।
যোগনিরূপণং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ॥১৫

ষোড়শোহধ্যায়।
বায়ুরুবাচ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শৌচাচারস্য লক্ষণম।
যদনুষ্ঠায় শুদ্ধাত্মা প্রেত্য স্বর্গং হি চাপ্নুয়াৎ॥১

নাভি স্পর্শ করিবে। পরে পুনরায় আচমন করিয়া আত্মাকে স্পর্শ করিবে। চক্ষুদ্বয়, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, হৃদয় ও মস্তক, এই সকল স্পর্শ করিবে। চক্ষুদ্বয়, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, হৃদয় ও মস্তক, এই সকল স্পর্শ করিতে হয়। প্রাণ ও আপন এই দ্বিবিধ আত্মা; তন্মধ্যে প্রাণ অন্ত রাত্মা আর আপন বহিরাত্মা। অন্নই প্রাণ, অন্নই জীবন; অন্নাভাবই মৃত্যু। অন্নই ব্রহ্ম এবং প্রজাসমুহের সৃষ্টিমুল। অন্ন হইতেই ভুতসমুহ জন্মে; অন্নেই স্থিতি হয়; ভূতসমুদয় অন্ন দ্বারাই বৃদ্ধি লাভ করে; এইজন্য ইহার নাম অন্ন। অগ্নিতে সেই অন্ন হত হইলে দেব, দানব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিশাচ সকলেই তাহা ভোজন করিয়া থাকে।৯-১৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৫

ষোড়শ অধ্যায়।
বায়ু বলিলেন, - অতঃপর আমি শৌচাচারের লক্ষণ বলিতেছি। ইহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধচিত্ত

উদকাথী তু শৌচানাং মুনীনামুত্তমং পদম।
যস্ত তেস্বপ্রমত্তঃ স্যাৎ স মুনির্নাবসীদতি॥২
মানাবমানৌ দ্বাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষামৃতে।
অবমানং বিষং তত্র মানসত্ত্বমৃতমুচ্যতে॥৩
যস্ত তেস্বপ্রমত্তঃ স্যাৎ সমনির্নাবসীদতি।
গুরোঃ প্রিয়হিতে যুক্তঃ স তু সংবৎসরং বসেৎ
নিয়মেস্ব প্রমত্তস্ত যমেষু চ সদা ভবেৎ।
বাথ্যানুজ্ঞাং ততশ্চৈব জ্ঞানাগমনমুত্তমম॥৫
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্ ।
চক্ষুস্পূতং ব্রজেন্মার্গং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ॥
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীমিতি ধর্ম্মানুশাসনম।
আতিথ্যং শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু ন গচ্ছেদযোগবিৎকৃচিৎ
এবং হ্যহিংসকো যোগী ভবেদিতি বিচারণা।
বহ্নৌ বিধুমে ব্যঙ্গারে সর্ব্বস্মিন ভুক্তজ্জনে॥৮

হইয়া লোক দেহান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শৌচসমুহের মধ্যে জল দ্বারা শুচি হওয়াই উত্তম। এইরূপ শৌচাচারী মুনি জনই শ্রেষ্ঠ। মুনিগণ এইরূপ শৌচাচারেরই প্রশংসা করেন। যে মুনি এতাদৃশ শৌচাচারে অপ্রমত্ত থাকেন, তিনি কখন অবসাদ প্রাপ্ত হন না। মান এবং অপমান এই দুটী বিষ ও অমৃত নামে অভিহিত। তন্মধ্যে অপমান বিষ এবং মান অমৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যে মুনি এই সকল বিষয়ে অপ্রমত্ত, তাঁহার কখন অবসাদ হয় না। গুরুর প্রিয় হিতে নিযুক্ত হইয়া ঐ মুনি সংবৎসর যাবৎ বাস করিবেন। ঐ সময় যাবতীয় যম ও নিয়ম ব্যাপারে তিনি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবেন। অনন্তর গুরুর নিকট হইতে উত্তম জ্ঞান ও গমনে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে এই পৃথিবীতলে বিচরণ করিবেন। দৃষ্টিপুত পথে গমন করিবেন, বস্ত্রপুত জল পান করিবেন; এবং সত্য-পুত বাণী বলিবেন - ইহাই ধর্ম্মানুশাসন। যোগবিৎ ব্যক্তি কদাচ শ্রাদ্ধে বা যজ্ঞে আতিথ্য স্বীকার করিবেন না। ১-৭। এইরূপে যোগী হিংসা-বর্জ্জিত হইয়া থাকেন।

বিচরেন্মতিমান যোগী ন তু তেষ্বেব নিত্যশঃ।
যথৈবমবমন্যন্তে যথা পরিভবন্তি চ॥৯
যুক্তস্তথাচরেদভৈক্ষং সতাং ধর্ম্মমদুষয়ন।
ভৈক্ষং চরেদ্গৃহস্থেষু যথা চারগৃহেষু চ॥১০
শ্রেষ্ঠা তু পরমা চেয়ং বৃত্তিরস্যোপদিশ্যতে।
অত উর্দ্ধা গৃহস্থেষু শালীনেষু চরেদ্দ্বিজঃ॥১১
শ্রদ্দধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু।
অত উর্দ্ধং পুনশ্চাপি অদুষ্টপতিতেষু চ॥১২
ভৈক্ষচর্য্য ত্রিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরুচ্যতে।
ভৈক্ষং যবাগ্বং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব চ॥
ফলমূলং বিকৃং বা পিণ্যাকং ভক্তিতোঽপি বা
ইত্যেতে বৈ ময়া প্রোক্তা যোগিনাং সিদ্ধি-
বর্দ্ধনাঃ১৪

ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। গৃহস্থের পাকাগ্নি যখন নির্ধুম হইবে, সে অগ্নির অঙ্গার পর্য্যন্ত নিবিয়া যা,বে, গৃহস্থিত সমস্ত জনের আহারক্রিয়া সমাপ্ত হইবে, মতিমান যোগী তখনই সেই সেই গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন। কিন্তু এরূপ ভাবে প্রত্যহ ভিক্ষা করা অবৈধ। ভিক্ষার্থী যোগীকে যাহাতে লোকে অবজ্ঞা করে, বা তিরস্কার করে, তিনি এমনই ভাবে সাধুসম্মত ধর্ম্ম লঙ্ঘন না করিয়া ভিক্ষা-চর্য্যা করিবেন। যোগী প্রথমতঃ যথোক্ত সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিবেন। তাঁহার পক্ষে এইরূপ বৃত্তিই পরম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ শালীন, শ্রদ্ধাশীল, দান্ত, মহাত্মা, শ্রোত্রিয় গৃহস্থ মাত্রের নিকটেই তিনি ভিক্ষা করিতে পারেন। অতঃপর অদুষ্ট এবং অপতিত গৃহস্থের গৃহেও ভিক্ষা করা যাইতে পারে। পরন্তু হীনবর্ণ গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা চর্য্যা যোগীর পক্ষে জঘন্যবৃত্ত বলিয়া উল্লিখিত। ভিক্ষালব্ধ বস্তু, যবাগূ, তক্র, দুগ্ধ, যাবক, বিপক ফলমূল, পিণ্যাক অথবা শক্তি অনুসারে প্রদত্ত অন্য যে কিছু সামগ্রী, এই সকলই যোগীর ভোজ্যবস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

আহারাস্তেষু সিদ্ধেষু শ্রেষ্ঠং ভৈক্ষমিতি স্মৃতম
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে সমশ্নুতে॥
ন্যায়তো যস্তু ভিক্ষেভ স পূর্ব্বোক্তাদ্বিশিষ্যতে
যোগিনাং চৈভ সর্ব্বোষাং শ্রেষ্ঠং চান্দ্রায়ণং স্মৃতম
একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি শক্তিতো বা সমাচরেৎ
অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ অলোভস্ত্যাগ এব চ॥১৭
ব্রতানি চৈব ভিক্ষুণামহিংসা পরমার্থিতা।
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাথবম॥১৮
নিত্যং স্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়ামঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
বীজযোনির্গুণবপূর্ব্বন্ধঃ কর্ম্মভিরেব চ॥ ১৯
যথা দ্বিপ ইবারণ্যে মনুষ্যাণাং বিধীয়তে।
প্রাপ্যতে বাচিরাদেবাঙ্কুশেনেব নিবারিতঃ।
এবং জ্ঞানেন শুদ্ধেন দগ্ধবীজে হ্যকল্মষঃ।
বিমুক্তবন্ধঃ শান্তোঽসৌ মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥
বেদৈস্তল্যাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াস্ত
যজ্ঞে জপ্যং জ্ঞানিনামাহুরগ্র্যম।

এই আমি যোগীদিগের সিদ্ধিসাধক আহারের বিষয় বলিলাম। এই সকল সিদ্ধ আহারীয় বস্তুর মধ্যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যই তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। যে যোগী মাসে মাসে কুশাগ্রে করিয়া জলবিন্দু ভক্ষণ করেন; অথবা যিনি ন্যায়তঃ ভিক্ষা করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত যোগী অপেক্ষা তিনি বিশিষ্ট। সকল যোগীর পক্ষেই চান্দ্রায়ণ শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। ৮-১৬। সুতরাং শক্তি অনুসারে এক, দুই, তিন বা চারিটী চান্দ্রায়ণ অনুষ্টান করা যোগীর কর্ত্তব্য। অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, ত্যাগ, ব্রতাচরণ, অহিংসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহার-লাঘব, ও নিত্য স্বাধ্যায় এই সকল নিয়ম ভিক্ষুর পক্ষে বিহিত। অরণ্যচারী হস্তী যেমন অঙ্কুশাঘাতে নিবারিত ও শান্ত হইয়া অচিরেই মনসুষ্যদিগের বশীভূত হয়, তেমনি কর্ম্ম-বীজোৎপন্ন গুণময়দেহ কর্ম্মবদ্ধ জীব বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে দগ্ধবীজ হইয়া নিষ্পাপ ও শান্ত হইয়া থাকে। সে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যুক্ত জীব আখ্যায় অভিহিত হয়। সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া সমগ্র

জ্ঞনাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন প্রাপ্তে শার্শ্বতস্যোপলব্ধিঃ২২
দমঃ শমঃ সত্যমকল্মষত্বং
মৌনঞ্চ ভূতেস্বখিলেস্বথার্জ্জবম।
অতীন্দ্রিয়জ্ঞানমিদং তথার্জ্জবং
প্রাহুস্তথা জ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ২৩
সমাহিতো ব্রহ্মপরোহপ্রমাদী
শুচিস্তথৈবাত্মরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাপ্নুয়ুর্যোগমিমং মহাধিয়ো
সহর্ষয়শ্চৈবমনিন্দিতামলাঃ॥২৪
ইতি শ্রীমহাপূরাণে বায়ুপ্রোক্তে শৌচাচার
লক্ষণনিরূপণং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ॥১৬

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।
বায়ুরুবাচ।
আশ্রমত্রত্বমুৎসৃজ্য প্রাপ্তস্ত পরমাশ্রমম।
অতঃ সংবৎসরস্যান্তে প্রাপ্য জ্ঞানমনুত্তমম॥
অনুজ্ঞাপ্য গুরুং চৈব বিচরেৎপৃথিবীমিমাম।
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যজ্জ্ঞেয়সাধকম॥২
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রায়ুর্নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ॥৩
ত্যক্তসঙ্গোজিতক্রোধো লঘাহারো
জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি ধ্যানে হ্যেবং মনো দধেৎ
শূন্যেস্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনে তথা॥
নদীনাং পুলিনে চৈব নিত্যং যুক্তঃ সদা ভবেৎ
বাগদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ॥৬
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ সত্রিদণ্ডী ব্যবস্থিতঃ॥
অবস্থিতো ধ্যানরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ
শুভাশুভে হিত্য চ কর্ম্মণী উভে।
ইদং শরীরং প্রবিমূচ্য শাস্ত্রতো
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ॥৮
ইতি শ্রীমহাপূরাণে বায়ুপ্রোক্তে পরমাশ্রম
বিধিকথনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ॥১৭

বেদালোচনার তুল্য। যজ্ঞ মধ্যে জপযজ্ঞই জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। জ্ঞান হইতে সঙ্গ ও রাগবর্জ্জিত ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধ্যান-লাভেই নিত্য বস্তুর উপলব্ধি। শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানিগণ বলেন, - শম, দম, সত্য, অকল্মষত্ব, সর্ব্বভূতে দয়া ও সারল্য - এই সকলই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎপাদক। যাহারা সমাধি-তৎপর, অপ্রমাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, আত্মরতি সাধুপুরুষ, তাঁহারাই এই বিমল যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহামতি মহর্ষিগণও এইরূপেই অনিন্দিত ও অমলাশয় হইয়া বিরাজ করেন। ১৭-২৪।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, - সংবৎসরান্তে গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তৃতীয়াশ্রম পরিহার করিয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। তখন তিনি এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবেন; জ্ঞেয়সাধক সারভূত জ্ঞানের উপসনা করিবেন। যে জন, "এইটী জ্ঞান, এইটী জ্ঞেয়" এই ভাবে তৃষিত হইয়া জ্ঞানানুশীলন করে, সে সহস্রকল্পজীবী হইলেও জ্ঞেয় তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে না।১-৩। সঙ্গহীন জিতক্রোধ, লঘুভোজী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধিযোগে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিবে। উপরি আচ্ছাদনহীন শূন্যস্থানে, গুহাতে, বনে, কিম্বা নদীপুলিনে, থাকিয়া নিয়ত যোগানুষ্ঠান করিবে। বাকদণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড, - এই ত্রিবিধ দণ্ড হইতে যিনি নিবৃত্ত, তাঁহাকে ত্রিদণ্ডী বলা যায়। ধ্যাননিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় মানব শাস্ত্রানুসারে শুভাশুভ কর্ম্ম সকল পরিহারপূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করিলে পুনরায় তাঁহার আর জন্ম বা মরণ ঘটে না। ৪-৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৭

অস্টাদশোহধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যতীনমিহ নিশ্চয়ম।
প্রায়শ্চিত্তানি তত্ত্বেন যান্যকামকৃতানি তু॥১
অথ কামকৃতেহপ্যাহুঃ সূক্ষ্মধর্ম্মবিদো জনাঃ।
পাপঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং বাঙ্মনঃকায়সম্ভবম॥
সততং হি দিবা রাত্রৌ যেনেদং বধ্যতে জগৎ।
ন কর্ম্মাণি ন চাপ্যেষ তিষ্ঠতীতি পরা শ্রুতিঃ॥৩
ক্ষণমেব প্রযোজ্যং তু আয়ুষস্ত বিধারণাৎ।
ভবেদ্ধীরোহপ্রমত্তস্ত যোগো হি পরমং বলম্
ন হি যোগাৎ পরং কিঞ্চিন্নরাণামিহ দৃশ্যতে।
তস্মাদযোগং প্রশংসন্তি ধর্ম্মযুক্তা মনীষিণঃ॥৫
অবিদ্যাং বিদ্যয়াভীত্ব। প্রাপ্যৈশ্বর্য্যমনুত্তমম।
দৃষ্টী পরাপরং ধীরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদম॥৬

ব্রতানি যানিভিক্ষূণাং তথৈবোপব্রতানি চ।
একৈকাপক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥৭
উপেত্য তু স্ত্রিয়ং কামাৎপ্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ
প্রাণায়ামসমাযুক্তং কুর্য্যাৎ সান্তপনং তথা॥৮
ততশ্চরতি নির্দ্দোষঃ কৃচ্ছ্রস্যান্তে সমাহিতঃ।
পুনরাশ্রমমাগম্য চরেদ্ভিক্ষুরভন্দ্রিতঃ॥৯
ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তীতি মনাষিণঃ।
তথাপি চ ন কর্ত্তব্যঃ প্রসঙ্গো হ্যেষ দারুণ॥ ১০
অহো নাত্রাধিকঃ কশ্চিন্নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি শ্রুতিঃ।
হিংসা হ্যেষা পরা সৃষ্টা দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা॥১১
যদেতদ্ধ্রবিণং নাম প্রাণা হ্যেতে বহিশ্চরাঃ।
স তস্য হরতি প্রাণান যো যস্য হরতে ধনম॥
এবং কৃত্বা স দুষ্টাত্মা ভিন্নবৃত্তো ব্রতাচ্ছ্যুতঃ।
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম॥১৩
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ভূয়ঃ প্রক্ষীণকল্মষঃ॥১৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, - অতঃপর যতিদিগেব কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত সকলের বিধান যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। কামকৃত ও অকামকৃত-উভয়বিধ পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। সূক্ষ্মধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞগণ এরূপ বলেন যে, পাপ - বাক্যজ, মনোজ ও কায়জ; - এই তিন প্রকার। এই ত্রিবিধ পাতকে সমগ্র জগৎ সতত আবদ্ধ। "কর্ম্মসমুহ বা কর্ম্মবন্ধ সংসার সত্য নহে" এরূপ যে শ্রুতি আছে, তাহা ক্ষণকাল মাত্র প্রযোজ্য; কারণ আয়ুস্কাল জীবগণের কর্ম্মায়ত্ত দৃষ্ট হয়। সর্ব্বথা ধীর ও সাবধান হইবে; যোগই পরম বল; নরগণের পক্ষে যোগ অপেক্ষা পরম বল অপর কিছুই দেখা যায় না। সেই জন্যই ধার্ম্মিক মনীষিগণ যোগের প্রশংসা করেন। ধীর জনগণ বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়া অনুত্তম যোগৈশ্বর্য্য লাভ করত পরাপর প্রত্যক্ষ করণান্তে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। সন্ন্যাসীদিগের প্রতিপাল্য ব্রত ও উপব্রতসমুহের কোন একটি যথাযথ প্রতিপালিত না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কামবশে স্ত্রীসঙ্গ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। প্রাণায়াম সহ সান্তপন আচরণ করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; উক্ত কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণের পর সেই ব্যক্তি নির্দ্দোষ হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সমাহিতভাবে ভিক্ষাচরণ করিবে। পরিহাস স্থলে মিথ্যা কথা বলায় দোষ নাই। পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন বটে; কিন্তু মিথ্যাপ্রসঙ্গই ভয়ঙ্কর ; অতএব উহা পরিহার করা কর্ত্তব্য। ১-১০। অহো! দেবতা ও মুনিগণ হিংসাকে সতত সাধনরূপে সৃস্টি করিয়াছেন বটে; কিন্তু হিংসা অপেক্ষা অধর্ম্ম নাই; এরূপ শুতি আছে। ধন-লোকের বহির্ভাগস্থ প্রানস্বরূপ; সুতরাং ধন হরণ করিলে লোকের প্রাণই হরণ করা হয়। এই সকল অপকর্ম্ম করিলে সেই দুষ্টচেতা ভিক্ষুক, ব্রতচ্যুত হয়; তখন তাহার শাস্ত্রবিধানানুসারে

ভুয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।
অহিংসা সর্ব্বভুতানাং কর্ম্মণা মনসা গিয়া॥১৫
অকামাদপি হিংসেত যদি ভিক্ষুঃ পশুন মৃগান।
কৃচ্ছাতিকৃচ্ছং কুর্ব্বীত চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥১৬
স্কন্দেদিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাৎ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা যতির্যদি।
তেন ধারয়িতব্যা বৈ প্রাণায়ামাস্ত ষোড়শ॥১৭
দিবাস্কন্নস্য বিপস্য প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
ত্রিরাত্রমুপবাসশ্চ প্রাণায়ামশতং তথা॥১৮
রাত্রৌ স্কন্নঃ শুচিঃ স্নাতো দ্বাদশৈব তু ধারণাঃ
প্রাণায়ামেন শুদ্ধাত্মা বিরজা জায়তে দ্বিজঃ॥
একান্নং মধু মাংসং বা হ্যামশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
অভোজ্যানি যতীনাঞ্চ প্রত্যক্ষল বণানি চ॥২০
একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
ব্যতিক্রমাচ্চ যে কে চিদ্বাত্মনঃকায়সম্ভবম।

সংবৎসর যাবৎ চান্দ্রায়ণ আচরণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রুতি আছে। পরে বৎসরান্তে নিষ্পাপ হইয়া নির্ব্বেদযুক্ত-চিত্তে পুনরায় যথাবিধি আচার প্রতিপালন করিবে। কর্ম্ম মন ও বাক্যে অহিংসা অবলম্বন করিবে। ভিক্ষু যদি অনিচ্ছায়ও পশু মৃগাদির হিংসা করেন, তবে কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ অথবা চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করিবেন। ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য হেতু যতি ব্যক্তি যদি স্ত্রীদর্শনে রেতঃপাত করেন, তবে তাঁহার ষোড়শবার প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ যদি দিবাভাগে রেতঃপাত করে, তবে তাহার ত্রিরাত্র উপবাস ও শত প্রাণায়াম প্রায়শ্চিত্ত। আর রাত্রিকালে রেতঃপাতে স্নানান্তে শুচিভাবে দ্বাদশ প্রাণায়াম দ্বারা পাপহীন হইতে হয়। নিরুপকরণ অন্ন, মধু, মাংস, আম শ্রাদ্ধ, আর প্রত্যক্ষ লবণ, যতিদিগের এ সমস্ত অভোজ্য। এ সকলের এক একটীর অতিক্রম করিলেই প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য আচরণ করিলে উক্ত পাপবিদুরিত হয়। বাক্য, মন ও কায়জনিত যে কোনরূপ পাপ অনুষ্ঠিত

সদ্ভিঃ সহ বিনিশ্চিত্য যদব্রুয়ুস্তৎ সমাচরেৎ॥২২
বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ
সমস্তভূতেষু চরন্ সমাহিতঃ।
স্থানং ধ্রুবং শাশ্বতমব্যয়ং সত্যং
পরং স গত্বান পুনর্হি জায়তে॥২৩
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যতি প্রায়শ্চিত্ত
বিধিকথনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়।
বায়রুবাচ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি অরিষ্টানি নিবোধত।
যেন জ্ঞানবিশেষেণ মৃত্যুং পশ্যতি চাত্মনঃ॥১
অরুন্ধতীং ধ্রুবং চৈব সোমচ্ছায়াং মহাপথম।
যোন পশ্যেৎ সনো জীবেন্নরঃ সবৎসরাৎপরম
অরশ্মিবন্তমাদিত্যং রশ্মিবন্তঞ্চ পাবকম।
যঃ পশ্যেন্ন চ জীবেত মাসাদেকাদশাৎ পরম।

হউক না কেন, সাধুগণ পরস্পর বিবেচনা করিয়া যেরূপ বিধান করিবেন, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তই করিবে। পরিশুদ্ধবুদ্ধি, লোষ্টকাঞ্চনে সমজ্ঞানবান, সর্ব্বভূতে সদয় ব্যবহারী যতি শাশ্বত অব্যয় পরম স্থানে গমন করেন; তাঁহার আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ১১-২৩।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৮

উনবিংশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, - অতঃপর অরিষ্টসমূহের বিষয় বলিতেছি; শ্রবণ করুন। ইহা জ্ঞাত হইলে মানব আপনার ভাবী মৃত্যুকাল অবগত হইতে পারে। যে মানব অরুন্ধতী, ধ্রুব, সোমছায়া, মহাপথ, - এ সমস্ত দেখিতে পায় না, সে সংবৎসরান্তে আর জীবিত থাকে না। যে জন সূর্য্যকে রশ্মিহীন আর অগ্নিকে রশ্মিবান দর্শন করে, সে একাদশ

বমেন্মূত্রং পুরীষং বা সুবর্ণং রজতং তথা।
প্রত্যক্ষমথ বা স্বপ্নে দশ মাসান স জীবতি॥
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতো বাপি খণ্ডং যস্য পদং ভবেৎ
পাংশুলে কর্দ্দমে বাপি সপ্ত মাসান স জীবতি
কাকঃ কপোতো বা গৃধ্রো বা নিলীয়েদযস্য
মূর্দ্ধনি।
ক্রব্যাদো বা খগঃ কশ্চিৎষন্মাসান্নাতিবর্ত্ততে॥
বধ্যেদ্বায়সপঙক্তীভিঃ পাংশুবর্ষেণ বা পুনঃ।
ছায়াং বা বিকৃতাং পশ্যেচ্চতুঃ পঞ্চ স জীবতি
অনভ্রে বিদ্যুতং পশ্যেদ্দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাম্
উদকেন্দ্রধনুর্ব্বাপি ত্রয়ো দ্বৌ বা স জীবতি॥
অম্ভু বা যদি বাদশে আত্মানং যোন পশ্যতি
অশিরস্কং কথাত্মানং মাসাদুদ্ধহন জীবতি॥
শবগন্ধি ভবেদগাত্রং বসাগন্ধি হ্যথাপিবা।
মৃত্যুর্হ্যুপস্থিতস্তস্য অর্দ্ধমাসং স জীবতি॥১০

যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃৎপাদং বাবশুষ্যতি।
ধূমো বা মস্তকান্নশ্যেদ্দশাহংন স জীবতি॥
সম্ভিন্নো মারুতো যস্য মর্ম্মস্থানানি কৃন্ততি।
অদ্ভিঃ স্পৃষ্টো ন হৃষ্যেচ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ
ঋক্ষবানরযুক্তেন রথেনাশাং তু দক্ষিণাম।
গায়ন্নথ ব্রজেৎ স্বপ্নে বিদ্যানস্মৃত্যরুপস্থিবঃ॥
কৃষ্ণাম্বরধরা শ্যামা গায়ন্তী বাথ চাঙ্গনা।
যং নসতেদ্দক্ষিণামাশাং স্বপ্নে সোহপি ন জীবতি
ছিদ্রং বাসশ্চ কৃষ্ণঞ্চ স্বপ্নে যো বিতৃয়ান্নরঃ॥
মগ্নং বা শ্রবণং দৃষ্টা বিদ্য ন্মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥
আ মস্তকতলাদযস্ত নিমজ্জেৎপঙ্কসাগরে।
দৃষ্ট তু তাদৃশং স্বপ্নং সদা এব ন জীবতি॥১৫
ভস্মাঙ্গারাংশ্চ কেশাংশ্চ নসদীং শুস্কাং ভুজঙ্গমান
পশ্যেদএষা দশরাত্রং তু নস জীবেত সতাদৃশঃ
কৃষ্ণৈশ্চ বিকটৈশ্চব পুরুষৈরুদ্যাতায়ধৈঃ।

মাসের অধিক কাল বাঁচে না। যদি কেহ প্রত্যক্ষে কিম্বা স্বপ্নে মুত্র, পুরীষ, সুবর্ণ, বা রজত বমন করে, সে দশমাস মাত্র জীবিত থাকে। সম্মুখে বা পৃষ্ঠভাগে ধূলিতে বা কর্দ্দমমধ্যে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিত দৃষ্ট হয়, সে সপ্ত মাসান্তে মৃত্যুগ্রস্ত হয়। যাহার মস্তকে কাক, কপোত বা গুধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী উপবেশন করে, সে ছয় মাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না। যাহাকে বায়সকুল আক্রমণ করে অথবা যে জন ধুলিবর্ষণ দ্বারা সহসা আক্রান্ত হয় কিম্বা আত্মচ্ছায়া বিকৃতাকার দর্শন করে, সে চারি পাচ মাস মাত্র জীবিত থাকে। যদি মেঘ ব্যতীত দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ কিম্বা জলমধ্যে ইন্দ্রধনু দর্শন করে, তবে দুই বা তনি মাসেই কালকবলিত হইতে হয়। ১-৮। জলে বা আদর্শতলে যদি আপনাকে দেখিতে না পায়, কিম্বা নিজি দেহ মস্তকহীন দেখে, তবে সে একমাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না। যাহার গাত্রে শবগন্ধ কিম্বা বসাগন্ধ অনুভূত হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত; অর্দ্ধ মাস মাত্র জীবিত থাকে। স্নানান্তে যাহার হৃদয় ও পদ শুস্ক হয়, কিম্বা যাহার মস্তক হইতে ধূমোদগম ঘটে, সে দশ দিনান্তে মৃত্যুমুখে পাতত হয়। বায়ু প্রকুপিত হইয়া যাহার মর্ম্মস্থানসমূহে যন্ত্রণা উৎপাদন করে, এবং জলস্পর্শে যাহার তৃপ্তি না ঘটে, তাহার মৃত্যু সন্নিহিত জানিবে। যদি স্বপ্নে আপনাকে ল্লুভক-বানর-যোজিত রথারোহণে দক্ষিণদিকে যাইতে দেখে, তবে তাহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। স্বপ্নে কৃষ্ণবসনা কৃষ্ণবর্ণা কামিনী, গান করিতে করিতে যাহাকে দক্ষিণদিকে লইয়া যায়, তাহারও মৃত্যু সন্নিহিত। স্বপ্নে ছিদ্রযুক্ত কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিলেও তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে। আর যাহার কর্ণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়, তাহার কর্ণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়, তাহারও মরণ- আসন্ন বঝিবে। স্বপ্নে পঙ্করা শতে আপাদমস্তক নিমগ্ন দর্শন করিলেও তাহার সদ্য মৃত্যু হয়। ৯-১৬। স্বপ্নে ভস্ম, অঙ্গার, কেশ, শুস্ক নদী ও সর্থ দর্শন করিলে তাহার জীবন দশরাত্র মাত্র। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ, বিকটাকার, অস্ত্রধারী পুরুষ

পাষাণৈস্তাড্যতে স্বপ্নে যঃ সদ্যো ন স জীবতি
সূর্য্যোদয়ে প্রত্যূষসি প্রত্যক্ষং যস্য বৈ শিবা
ক্রোশন্তী সম্মুখাভ্যেতি স গতায়ুর্ভবেন্নরঃ॥
যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃদয়ং পীড়াতে ভৃশম।
জায়তে দন্তহর্ষশ্চ তং গতায়ুষমাদিশেৎ॥২০
ভূয়ো ভূয়ঃ শ্বসেদ্‌যস্তু রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
দীপগন্ধঞ্চ নো বেত্তি বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতম॥
রাত্রৌ চেন্দ্রায়ুধং পশ্যেদ্দিবা নক্ষত্রমণ্ডলম।
পরনেত্রেষু চাত্মানং পশ্যেন্ন স জীবতি॥২২
নেত্রমেকং স্রবেদ্‌যস্য কর্ণৌ স্থানাচ্চ ভ্রশ্যতঃ॥
নাসা চ বক্রা ভবতি স জ্ঞেয়ো গতজীবিতঃ॥
যস্য কৃষ্ণা খরা জিহ্বা পঙ্কভাসঞ্চ বৈ মুখম।
গণ্ডে চিপিটকে রক্তে তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥
মুক্তকেশেঅ হসংশ্চৈব গায়ন্নৃত্যংশ্চ যো নরঃ।
যাম্যাশাভিমুখো গচ্ছেত্তদন্তং তস্য জীবিতম

যস্য স্বেদসমুদ্ভূতাঃ শ্বেতসর্ষপসন্নিভাঃ।
স্বেদা ভবন্তি হ্যসকৃত্তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥২৬
উস্ট্রো বা রাসভা বাপি যুক্তাঃ স্বপ্নে রথেহশুভাঃ
যস্য সোঽপি ন জীবেত দক্ষিণাভিমুখো গতঃ
দ্বে চাত্র পরমে রিষ্টে এতদ্রুপং পরং ভবেৎ।
ঘোষং ন শৃণুয়াৎ কর্ণে জ্যোতির্নেত্রে ন পশ্যতি
শ্বভ্রে যো নিপতেৎ স্বপ্নে দ্বারং চাস্য ন বিদ্যতে
ন চ্যোত্তিষ্ঠাত যঃ শ্বভ্রাত্তদন্তং তস্য জীবিতম॥
ঊর্দ্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রাতিষ্ঠা
রক্তা পুনঃ সম্পরিবর্ত্তমানা।
মুখস্য চোষ্মা শুষিয়াঁচ নাভি
রত্যুষ্ণমুত্রো বিষমস্থ এব॥৩০
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ প্রত্যক্ষং যোঽভি
হন্যতে।
তং পশ্যেদথ হন্তারং স হতস্তু ন জীবতি॥৩১

গণ কর্ত্তৃক পাষাণ দ্বারা তাড়িত হইলেও সদ্যই মরণাপন্ন হয়। প্রত্যূষকালে সূর্য্যোদয় হইলে পর শৃগাল চিৎকার করিতে করিতে যাহার অভিমুখে আগমন করে, তাহারও আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে, বুঝিবে। স্নানান্তে যাহার বক্ষোবেদনা বা দন্তহর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাকেও হীনায়ু বলিয়া জানিবে। দিবসে বা রাত্রিকালে যে ব্যক্তি বারম্বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, কিম্বা যে ব্যক্তি দীপনির্ব্বাণগন্ধ পায় না, তাহারও মৃত্যু সন্নিহিত। যে জন রাত্রিতে ইন্দ্রধনু দেখে, দিবাতে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করে আর অপরের নয়নমধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, সেও অধিক কাল জীবিত থাকে না। যাহার একটী নেত্রে নিয়ত অশ্রু স্রাব হয়, কর্ণদ্বয় স্বস্থান-ভ্রষ্ট হয়, আর নাসা বক্রভাব ধারণ করে, তাহাকে গতপ্রাণ বলিয়াই অবধারণ করিবে। যাহার বিহ্বা কর্কশ ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখ পঙ্কপ্রভ, আর গণ্ডদ্বয় চেপটা ও রক্তাভ হয়, তাহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। ১৭-২৪। স্বপ্নে যে জন মুক্তকেশে গান, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহারও জীবন শেষ হইয়াছে বুঝিবে। যাহার বারম্বার শ্বেতসর্ষপ-সম স্বেদ-বিন্দু উদগত হয়, তহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। স্বপ্নে উষ্ট্র ও গর্দ্দভাদি অশুভ পশু রথে যোজিত হইয়া যাহাকে দক্ষিণদিকে বহন করে, তাহারও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, বুঝিবে। কর্ণে শব্দ শুনিতে না পাওয়া আর নয়নে জ্যোতিঃ পদার্থ দেখিতে না পাওয়া-এই দুইটী পরম অরিষ্ট; ইহা দ্বারা আসন্ন মরণকাল নির্ণয় করিবে। স্বপ্নে যে জন গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া নির্গমণ দ্বারা না পাইয়া তন্মধ্য হইতে উত্থান করিতে না পারে, তাহার জীবন তৎকাল পর্য্যন্তই জ্ঞাতব্য। যাহার দৃষ্টি উর্দ্ধগত, রক্তবর্ণ অথচ চঞ্চ; মুখ হইতে প্রবল উষ্মা নির্গত হয়, নাভিচ্ছিদ্র গভীরতা প্রাপ্ত হয়, আর মূত্র অতিশয় উষ্ণ হয়, সে ব্যক্তিও মরণাপন্ন বলিয়া জানিবে। ২৫-৩০। দিবাতে বা রাত্রি কালে স্বপ্নাবস্থায় যাহা কর্ত্তৃক আহত হয়, সেই আঘাতকারী ব্যক্তিকে যদি নিদ্রান্তে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তবে মৃত্যু নিশ্চয়

অগ্নিপ্রবেশং কুরুতে স্বপ্নান্তে যস্তম বঃ
স্মৃতিং নোপলভেচ্চাপি তদন্তং তস্য জীবিতম্
যস্ত প্রাবরণং শুক্লং স্বকং পশ্যতি মানবঃ।
রক্তং কৃষ্ণমপি স্বপ্নে তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥৩৩
অরিষ্টসূচিতে দেহে তাস্মন কালে উপাগতে
ত্যক্তা ভয়াবষাদঞ্চ উদ্ধাচ্ছেদবুদ্ধিমান্নরঃ॥৩৪
প্রাচীং বা যদি বোদীচীং দিশং নিক্রম্য ব
শুচিঃ।
সমেহতিস্থাবরে দেশে বিবিক্তে জনবর্জ্জিতে
উদঙ্মবঃ প্রাঙ্মুখো বা স্বস্থঃ স্বাচান্ত এব চ।
স্বস্তিকোপনিবিষ্টশ্চ নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম॥৩৭
সমকায়শিরোগ্রীবং ধারয়েন্নাবলোকয়েৎ।
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে তস্মাদযুঞ্জীত যোগবিৎ
কামং বিতর্কং প্রীতিঞ্চ সুখদু॥খে উভে তথা॥
নিগৃহ্য মনসা সর্ব্বং শুকুধ্যানমনুস্মরেৎ।
প্রাণে চ রমতে নিত্যং চক্ষুষোঃ স্পর্শনে তথা
শ্রোত্রে মনসি বুদ্ধৌ চ তথা বক্ষসি ধারয়েৎ।
কালধর্ম্মঞ্চ বিজ্ঞায় সমুহঞ্চৈব সর্ব্বশঃ॥৪০
দ্বাদশাধ্যাত্ম ইত্যেবং যোগধারণমুচ্যতে।
শতমষ্টশতং বাপি ধারণাং মুর্দ্ধং ধারয়েৎ॥
ন তস্য ধারণাযোগাদ্ব যুঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ততস্ত্বাপূরয়েদ্দেহমোঙ্ক রেণ সমাহিতঃ॥৪২
অর্থাঙ্কারময়ো যোগী ন ক্ষরেত্ত্বক্ষরী ভবেৎ॥
ইতি শ্রীমাহপূরাণে বায়ুপ্রোক্তেহ রষ্টানিরূপণং
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ॥৮

বিংশোহধ্যায়।

বায়ুরুবাচ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ওঁকার প্রাপ্তিলক্ষণম।
এষ ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চাত্র সস্বরম॥১
প্রথমা বৈদ্যুতী মাত্রা দ্বিতীয়া তামসী স্মৃতা।
তৃতীয়াং নির্গুণাং বিদ্যান্মাত্রামক্ষরগামিনীম॥

করিবে। স্বপ্নে অগ্নিপ্রবেশ করিলে কিম্বা স্মৃতিলোপ ঘটিলেও মৃত্যু সন্নিহিত জানিবে। স্বপ্নে যদি স্বকীয় শুক্লবর্ণ গাত্রবস্ত্র কোনরূপে রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে, তবে তাহাতেও মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। বুদ্ধিমান মানব দেহে আরষ্ট সূচনা হইলে ভয়-বিষাদ পরিহারপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানের উদ্যম করিবে। পূর্ব্ব বা ইত্তর দিকে সম, স্থিরতর, জনবর্জ্জিত, পবিত্র প্রদেশে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে, সুস্থচিত্তে আগমনপূর্ব্বক স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া মহেশ্বরকে নমস্কার করিবে। পরে সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্ত ও গ্রীবা সমান ভাবে রাখিয়া ধারণা অবলম্বন করিবে। তৎকালে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে নাই। বায়ুরহিত প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। তজ্জন্য পূর্ব্বোত্তর-নিম্ন ভূভাগ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। কাম, বিকর্ক, প্রীতি, সুখ, দুঃখ, - এ সকল সংযত করিয়া সত্ত্বগুণধ্যানে নিরত হইবে। প্রাণ, চক্ষু ত্বক, কর্ণ, মন, বুদ্ধি, মস্তক, বক্ষঃস্থল, - এ সকল স্থানে ধারণা অবলম্বন করিবে। কাল-ধর্ম্ম, অরিষ্টের বলবাহুল্য, - ইত্যাদি বিচার করিয়া দ্বাদশ অথবা অষ্টোত্তর শত ধারণা অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপ ধারণা দ্বারা বায়ুপ্রবৃত্তি রুদ্ধ করিয়া পরে সমাহিতমনে ওঙ্কার দ্বারা সমগ্র দেহ আপূরণ করিবে। এরূপ করিলে সেই যোগী ওঙ্কারময় অক্ষরত্ব লাভ করেন; তাহার আর ক্ষরণ হয় না। ৩১-৪৩।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, - অতঃপর ওঙ্কাপ্রাপ্তিলক্ষণ বর্ণন করিতেছি। এই ওঙ্কার মাত্রাত্রয়-যুক্ত। ইহাতে যে ব্যঞ্জন বর্ণটী আছে, উহাও স্বরসমন্বিত। উহার প্রথম মাত্রা বৈদ্যুতী, দ্বিতীয় মাত্রা তামসী, আর

গান্ধর্ব্বীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসম্ভবা।
পিপীলিকাসমস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধি লক্ষ্যতে॥৩
তথা প্রযুক্তমোঙ্কারং প্রতিনির্ব্বাতি মূর্দ্ধনি।
তথোঙ্কারময়ো যোগী হ্যক্ষরে ত্বস্তরী ভবেৎ॥
প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥৫
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম গুহায়াং নিহিতং পদ॥
ওমিত্যেতদ্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোক স্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ
বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়স্ত্বে ঋকসানি যজুংষি চ।
মাত্রাশ্চাত্র চতস্রস্ত বজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ॥৭
তত্র যুক্তস্য যোযোগীতিস্য সালোক্যতাং
ব্রজেৎ।
অকারস্ত্বক্ষরো জ্ঞেউকারঃ স্বরিতঃ স্মৃতঃ॥৮
মরারস্তু প্লুতো জ্ঞোত্রিমাত্র ইতি সংজ্ঞিতঃ।
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকশ্চ বিধীয়তে॥৯
ওঁকারস্তু ত্রয়ো লোকাঃ শিরস্তস্য ত্রিবিষ্টপম॥
ভূবনান্তঞ্চ তৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মং তৎপদমুচ্যতে।
মাত্রাপদং রুদ্রলোকো হ্যমাত্রস্তু শিবং পদম॥
এবং ধ্যানবিশেষেণ তৎপদং সমুপাসতে।
তস্মাদ্ধ্যানয়তিনিত্যমমাত্রং হি তদক্ষরম॥২২
উপাস্যং হি প্রযত্নেন শাশ্বতং পদমিচ্ছতা।
হ্রস্বা তু প্রথামা মাত্রা ততো দীর্ঘা ত্বনন্তরম॥১৩
ততঃ প্লুতবতী চৈব তৃতীয়া উপদিশ্যতে।
এতাস্তু মাত্রা বিজ্ঞেয়া যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥১৪
যাবচ্চৈব তু শক্যন্তে ধার্য্যন্তে তাবদেব হি।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিং ধ্যায়ন্নাত্মনি যঃ সদা॥১৫
অত্রাষ্টমাত্রমপি চেচ্ছ্রুণুয়াৎ ফলমাপ্নুয়াৎ॥১৬
মাসে মাসেহশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ
ন স তৎপ্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং মাত্রয়া যদবাপ্নুয়াৎ॥
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে পিবেন্নরঃ
সংবৎসরশতং পূর্ণং মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ।
ইষ্টাপূর্ত্তস্য যজ্ঞস্য সত্যবাক্যে চ যৎফলম॥১৮

তৃতীয় মাত্রা নির্গুণা। মাত্রা অক্ষরাশ্রয়িণী। উহার মস্তকস্থা পিপীলিকা-স্পর্শসমা গান্ধর্ব্বী মাত্রা গান্ধার-স্বরসঙ্গতি। এই সকল মাত্রাযুক্ত ওঙ্কার প্রযুক্ত হইয়া মস্তকে লয়প্রাপ্ত হইলে, যোগী ওঙ্কারময় হইয়া অক্ষরাত্ব লাভ করেন। প্রণবস্বরূপ ধনুতে আত্মস্বরূপ শর যোজনপূর্ব্বক সাবধানে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে; অতএব শরের ন্যায় তন্ময়ভালঙ্গন আবশ্যক। 'ওঁ' এই অক্ষরটীই বুদ্ধিগুণ-নিহিত পরমপদ ব্রহ্মস্বরূপ। 'ওঁ' ইহাই তিন বেদ, তিন লোক, তিন অগ্নি। ঋক্, সাম, যজু, - এই তিনর বেদ, ত্রিবিক্রমের পদ- ত্রয়স্বরূপ। প্রকৃত পক্ষে এই ওঙ্কারের চারিটী মাত্রা। যোগী উক্ত ওঙ্কার সাধনে নিয়ত হইলে ব্রহ্মসোলাক্য লাভ করেন। উহার আকার অক্ষর, উকার স্বরিত, এবং মকার প্লুত; এই তিনটী মাত্রা। অকার ভুর্লোক, উকার ভুবর্লোক আর ব্যঞ্জন সহিত মকার স্বর্লোক। ১-৯। সুতরাং ওঁঙ্কার ত্রিলোকত্মক; উহার শিরোভাগ - চন্দ্রবিন্দু ত্রিবিষ্টপ। উহা সমগ্র ব্রহ্মভুবনাত্মক। চন্দ্র - রুদ্রলোকাত্মক, আর বিন্দু - শিবস্বরূপ। ইহা মাত্রাহীন। এই সকল বিশেষত্ব অনুসারে ধ্যাননিরত হইবে। এই ভাবেই সেই পরমপদের উপাসনা করিতে হয়। নিত্যপদপ্রার্থী যোগী যত্ন সহকারে ওঁঙ্কারের মাত্রাতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া উপাসনানিরত হইবেন। ইহার প্রথম মাত্রা হ্রস্ব, দ্বিতীয় মাত্রা দীর্ঘ, তৃতীয় মাত্রা প্লুত। এই তিনটী মাত্রা যথাযথ জানিয়া লইয়া যতদুর সামর্থ্য ধারণা করিবে। ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ও আত্মা ইহাদিগের সহিত ঐ প্রণবকে অষ্টমাত্রাযুক্ত করিয়া সতত ধারণা অভ্যাস করিবে। এই অষ্ট মাত্রার বিষয় উপদেশ লাভ করিলে সবিশেষ ফললাভ হয়। ১০-১৬। শত বর্ষযাবৎ প্রতিমাসে এক একটী অশ্বমেদ যাগ করিলেও এই মাত্রাজ্ঞানে যে ফল হয়, তত্তুল্য ফললাভ হয় না। মাসে মাসে কুশাগ্র-বারি পান করিয়া শতবর্ষ অতিবাহিত করিলেও এই মাত্রাজ্ঞানের তুল্য ফললাভ

অবভক্ষণে চ মাসস্য মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ।
স্বাম্যর্থে যুধ্যমানানাং শুরাণামনিবর্ত্তিনাম॥১৯
যদ্ভবেত্তৎ ফলং দৃষ্টং মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ।
ন তথা তপসোগ্রেণ ন যজ্ঞৈর্ভূরিদক্ষিণৈ॥২০
যৎফলং প্রাপ্নুয়াৎ সম্যঙ্মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ।
তত্র বৈ যোহর্দ্ধমাত্রো যঃ প্লুতো নামোপদিশ্যতে
এষা এব ভবেৎ কার্য্যা গৃহস্থানান্তু যোগিনাম্
এষা চৈব বিশেষেণ ঐশ্বর্য্য কমলক্ষণা॥২২
যোগিনান্তু বিশেষেণ ঐশ্বর্য্যে হ্যষ্টলক্ষণে।
অণিমাদ্যেতি বিজ্ঞেয়া তস্মাদযুঞ্জীত তাং দ্বিজ্ঞাঃ
এবং হি যোগী সংযুক্তঃ শু চর্দান্তে জিতেন্দ্রিয়ঃ
আত্মানং বিন্দতে যস্তু স সর্ব্বং বিন্দতে দ্বিজাঃ
ঋচো যজুংষি সামানি বেদোপনিসদস্তথা।
যোগজ্ঞানাদবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো ধ্যানচিন্ততঃ॥
সর্ব্বভূতলয়ো ভুত্বা অভুতঃ স তু জায়তে।

হয় না। যজ্ঞ, পুর্ত্ত, সত্যভাষণ ও জল মাত্র পান, এ সকল কার্য্য এক মাস যাবৎ করিলেও মাত্রাজ্ঞান-সম পুণ্য প্রাপ্তি হয় না। প্রভুর নিমিত্ত জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিলে যে ফল, মাত্রাজ্ঞানে তত্তুল্য ফল প্রাপ্তি হয়। মাত্রাজ্ঞানে যে ফল, উগ্র তপস্যা বা বহু দক্ষিণান্বিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ ফল হয় না। সেই প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা ও প্লুত মাত্রাটীই আবার গৃহস্থ যোগিগণের বিশেষ ভাবে আশ্রয়ণীয়। ইহাই ঐশ্বর্য্য-সাধন। ইহারই ফলে যোগীরা অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত করিয়া থাকেন। অতএব দ্বিজ ব্যক্তি সেই মাত্রাতত্ত্বের সাধনে সমাসক্ত হইবেন। হে দ্বিজগণ! শুচি, দান্ত, জিতেন্দ্রিয় যোগী এই প্রণব সাধনদ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণ যোগদ্বারা ঋক্, যজু, সাম, সমগ্র বেদ ও উপনিষদ - এতৎসমস্তের জ্ঞান সম্যকু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতের লয় স্থানে লীন হইয়া লয়স্থান রূপে পরিণত হয়েন, তাঁহার পুনরায় জন্ম হয় না। তিনি যোগিজনোচিত উৎক্রমণ বিধানে

যোগিনংক্রমণং কৃত্বা যাভি বৈ শাশ্বতং পদম॥
অপি চাত্র চ রুহ্যেতাং ধ্যায়মানাশ্চিতুর্মুখীম।
প্রকৃতিং বিশ্বরূপাখ্যাং দৃষ্টা দিব্যেন চক্ষুষা॥২৭
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাখোহনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ॥২৮
অষ্টাক্ষরাং ষোড়শপাণিপাদাং
চতুর্ম্মখীং ত্রিশিখামেকশৃঙ্গীম।
আদ্যামজাং বিশ্বসৃজাং স্বরূপাং
জ্ঞাত্বা বৃধাস্ত্বমুতত্বং ব্রজান্ত॥২৯
যে ব্রহ্মণাঃ গবং বেদয়ান্ত
ন তে পুনঃ সংসরন্তীহ ভুয়ঃ॥২৯
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম।
যস্তু বেদয়তে সম্যক তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ভক্তবন্ধনবন্ধনঃ।
অচলং নির্গুণং স্থানং শিবং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম

প্রাণত্যাগান্তে শাশ্বত পদ লাভ করেন। ১৭-২৬। যে সকল ব্রাহ্মণ এই চতুর্ম্মুখী বিশ্বরূপাখ্যা প্রকৃতির সাহায্যে ধ্যান সহকারে দিব্য চক্ষুদ্বারা সেই অজা, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা, আত্মতুল্য বহু প্রজাসৃজনকারিণী, সর্ব্বাদিভূতা প্রকৃতি দেবীকে জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সেই প্রকৃতি দেবীকে অজ জীব উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে; কিন্তু অপর অজ শিব তাঁহাকে উপভুক্তা জ্ঞানে পরিহার করিয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি পুরুষাত্মক প্রণবের সম্যক্ জ্ঞান হইলে আর কদাচ সংসারে বিচরণ করিতে হয় না। এই ওঙ্কারাখ্য অক্ষররূপী ব্রহ্মকে যথাযথ জ্ঞাত হইয়া যে জন ইহার ধ্যান করে, সে সমস্ত বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সংসারযাত্রার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। তিনি অচল নির্গুণ শিবস্থান প্রাপ্ত হয়েন;

ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমোঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণ ম॥
নমো লোকেশ্বরায় সঙ্কল্পকল্পগ্রহণায়
মহাত্মনুপতিষ্ঠতে তদ্বো হিতং যদবক্ষণে নমঃ।
সর্ব্বত্রস্থানিনে নির্গুণায় সন্তক্তযোগীশ্বরায়
চ। পুষ্কবপর্ণমিবাম্ভির্বিশুদ্ধমি ব্রহ্মমু পতিষ্ঠেৎ
পবিত্রং পবিত্রাণাং পবিত্রং পবিত্রেণ পরি
পূরিতেন পবিত্রেণ হ্রস্বং দীর্ঘাপ্লুতামতি তদেত
মোঙ্কারমশস্পর্শমরূপমরসমগন্ধং পর্য্যুপা
সীত, অবিদ্যেশানায় বিশ্বরূপো ন তস্য,
অবিদ্যেশানায় নমো যোগীশ্বব্বায়েতি চ, যেন
দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়, যেন স্বঃ স্তভিতং,
যেন নাকস্তয়োরন্তরিক্ষমিমে বরীয়সো
দেবানাং হৃদয়ং বিশ্বরূপো ন তস্য প্রাণাপানৌ
পম্যং চাস্তি, ওঁকারো বিশ্ববিশ্বো বৈ যজ্ঞো
যজ্ঞো বৈ বেদো বেদো বৈ নমস্কারো
নমস্কারো রুদ্রো নমো রুদ্রায় যোগেশ্বরাধি-
পতয়ে নমঃ। ইতি সিদ্ধিপ্রত্যুপস্থানং সায়ং
প্রাতর্মধ্যাহ্নে নম ইতি। সর্ব্বকামফলো রুদ্রঃ॥৩৩
যথা বৃন্তাৎ ফলং পক্কং পবনেন সমীরিতম।
নমস্কারেণ রুদ্রস্য তথা পাপং প্রণশ্যতি॥৩৪
যথা রুদ্রনমস্কারঃ সর্ব্বধর্ম্মফলো ধ্রুবঃ।
অন্যদেবনমস্কারো ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ॥৩৫
ভস্মা ভ্রুষবণং যোগী উপাসীত মহেশ্বরম।
দশবিস্তারকং ব্রহ্ম তথা চ ব্রহ্ম বিস্তরম॥৩৬
ওঙ্কারং সর্ব্বতঃ কালে সর্ব্বং বিহিতবান প্রভুঃ
তেন তেন তু বিষ্ণুত্বং নমস্কারং মহাযশাঃ॥৩৮
নমস্কারস্তথা চৈব প্রণবং স্তবতে প্রভুম্।
প্রণবঃ স্তবতে যজ্ঞং যজ্ঞঃ সংস্তবতে মনুঃ॥৩৮
মনঃ স্তবতি বৈরুদ্রং তস্মাদরুদ্রপদং শিবম।
ইত্যেতানি রহস্যানি যতীনাং বৈ যথাক্রমম॥

ইহাতে সন্দেহ নাই। এই আমি আপনাদিগের নিকট ওঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণ বর্ণন করিলাম। ২৭-৩২। সর্ব্বসঙ্কল্পাভিজ্ঞ লোকেশ্বরকে নমস্কার। সেই মহানেরই উপসনা করা কর্ত্তব্য। সেই ব্রহ্মকে প্রণাম করাই আপনাদিগের হিতকর। সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ, ভক্ত যোগীদিগের ঐশ্বর্য্যপ্রদাতা, জলসম্পৃক্ত পদ্মপত্রের ন্যায় বিশুদ্ধ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। সকল পবিত্রাপেক্ষা পবিত্র, পবিত্র পরিপূরিত, পবিত্রাশ্রয়,হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত - এই স্বরত্রয়বিশিষ্ট, শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবর্জ্জিত, অবিদ্যাপতি, যোগী-শ্বরকে নমস্কার। যে তাঁহাকে নমস্কার করে, অবিদ্যা কদাপি তাহার প্রতি প্রভুত্ববিস্তারে সমর্থ হয় না। যিনি অন্তরাত্মাকে উন্নত এবং ভূমিকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি স্বর্গকে শূন্যমার্গে স্তাম্ভত করিয়াছেন, যিনি দেবগণের হৃদয়স্বরূপ, সেই পরমপুরুষই বিশ্বরূপ। তাঁহার প্রাণাপানাদি নাই, উপমাও নাই। এই ওঙ্কারাখ্য বিশ্বরূপী রুদ্রই যজ্ঞ, বেদ ও নমস্কারাদিরূপে পরিণত হইয়াছেন। সেই যোগেশ্বরাধিপতি রুদ্রদেবকে নমস্কার। এই সিদ্ধিপ্রদায়ক রুদ্রোপস্থান প্রাতর্বধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে পাঠ করিলে। ১৭-৩৩। পবন যেমন বৃন্তচ্যুত করিয়া পক্কফল স্থানান্তরিত করে, রুদ্রকে নমস্কার করিলেও তদ্রূপ পাপুঞ্জ দূরীভূত হয়। রুদ্র-প্রণতিদ্বারা যেমন সর্ব্ব ধর্ম্মফল লাভ হয়, অন্য কোন দেবতার প্রণামে তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি হয় না। অতএব যোগী ত্রিকালেই সেই জগদবিস্তারকারী মহেশ্বরের উপাসানা বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইবেন। সেই প্রভু সর্ব্বকালে সর্ব্বমূলভূত ওঙ্কারস্বরূপ; নমস্কারমূর্ত্তি বিষ্ণুকে সেই প্রণব স্তব করেন, প্রণব যজ্ঞকে, যজ্ঞ মনকে, এবং মন রুদ্রকে স্তব করে; সুতরাং রুদ্রপদই পরম মঙ্গলাস্পদ সমাশ্রয়ণীয়। যোগীদিগের রহস্যভূত এই সমস্ত তত্ত্ব যে

যস্ত বেদয়তে ধ্যানংস পরং প্রাপ্নুয়াৎ পদম॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ওঙ্কারপ্রপ্তি-লক্ষণকথনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ॥২০

একবিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ঋষীণামগ্নিকল্পনাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম।
ঋষিঃ শ্রুতিধরঃ প্রাজ্ঞঃ সাবর্ণির্নাম নামতঃ॥১
তেষাং সোহপ্যগ্রতো ভুত্বা বায়ুংবাক্যবিশারদঃ
সাতত্যং তত্র কুর্ব্বন্তং প্রিয়ার্থে সত্রযাজিনাম।
বিনয়েনোপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ স মহাদ্যুতিম॥২

সাবর্ণিরুবাচ।

বিভো পুরাণসম্বদ্ধাং কথাং বৈ বেদসম্মিতাম।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক প্রসাদাৎ সর্ব্বদর্শিনঃ
হিরণ্যগর্ভো ভগবান ললাটান্নীললোহিতম।
কথং তত্তেজসং দেবং লব্ধবান পুত্রমাত্মনঃ॥৪

যোগী জ্ঞাত হইয়া ধ্যানাস্ত হয়, তাহার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩৪-৩৯।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, - নৈমিষারণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষিদিগের মধ্যে সাবর্ণি নামে এক শ্রুতিধর ঋষি ছিলেন। সেই সত্রযাগ-কারীদিগের সহায়তাকারী বাক্য-বিশারদ ঋষি অগ্রবর্ত্তী হইয়া সহকারে মহাদ্যুতি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সাবর্ণি কহিলেন, - প্রভো! আপনি সর্ব্বদর্শী, আপনার প্রসাদে আমরা বেদসদৃশ পুরাণনিবদ্ধ কথা সকল যথাযথ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ভগবান হিরণ্যগর্ভ, নিজ ললাট হইতে, অতিতেজস্বী নীললোহিত দেবকে কি প্রকারে পুত্ররূপে লাভ করেন? কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল কিরূপে? ব্রহ্মনন্দন নীললোহিতের রুদ্রত্বই বা হইল কি প্রকারে?

কথঞ্চ ভগবান জজ্ঞে ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ।
রুদ্রত্বঞ্চৈব শর্ব্বস্য স্বাত্মজস্য কথং পুনঃ॥৫
কথঞ্চ বিষ্ণো রুদ্রেণ সার্দ্ধং প্রীতিরনুত্তমা।
সর্ব্বে বিষ্ণুময়া দেবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুময়া গণা॥
ন চ বিষ্ণুসমা কাচিদগতিরন্যা বিধীয়তে।
ইত্যেবং সততং দেবা গায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
ভবস্য স কথং নিত্যং প্রণামং কুরুতে হরিঃ॥

সূত উবাচ।

এবমুক্তেহথ ভগবান বায়ুঃ সাবর্ণিমব্রবীৎ।
অহো সাধু ত্বয়া সাধো পৃষ্টঃ প্রশ্নো হ্যনুত্তমঃ॥
ভবস্য পুত্রজন্মত্বং ব্রহ্মণঃ সোহভবদযথা।
ব্রহ্মণঃ পদ্মযোনিত্বং রুদ্রত্বং শঙ্করস্য চ॥৯
দ্বাভ্যামপি চ সম্প্রীতির্বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ।
যচ্চাপি কুরুতে নিত্যং প্রণামং শঙ্করস্য চ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ শৃণুত ব্রুবতো মম॥১০
মন্বন্তরস্য সংহারে পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ॥১১
আসীত্তু সপ্তমঃ কল্পঃ পদ্মো নাম দ্বিজোত্তমাঃ
বারাহঃ সাম্প্রতস্তেষাং তস্য বক্ষ্যামি বিস্তরম্

বিষ্ণুর রুদ্রসহ অনুত্তম প্রীতিসঙ্ঘটন হইল কি করিয়া? 'সকল দেবতা বিষ্ণুময়, বিষ্ণুসম অপর আর কোন গতি নাই', দেবগণ সতত এইরূপ গান করিয়া থাকেন। সেই বিষ্ণু, ভবদেবকে নিয়ত প্রণাম করেন কেন? সূত কহিলেন, - এই কথা শুনিয়া ভগবান বায়ু, সাবর্ণিকে কহিলেন, - হে সাধো! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্ররূপে ভবের জন্মগ্রহণ, পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব, শঙ্করের রুদ্রত্ব, বিষ্ণু ও ভবের পরস্পর সম্প্রীতি, বিষ্ণু যে শঙ্করকে প্রনাম করেন তাহার হেতু - এতৎসমস্তই আমি যথাক্রমে সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন। ১-১০। হে দ্বিজোত্তমগণ! ষষ্ঠ কল্পের শেষ মনুর অধিকার কালের অন্তে পাদ্ম নামক সপ্তম কল্প প্রবৃত্ত হয়।

সাবর্ণিরুবাচ।
কিয়তা চৈব কালেন কল্পঃ সম্ভবতে কথম।
কিঞ্চ প্রমাণং কল্পস্য তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম॥
বায়ুরুবাচ।
মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং কালসংখ্যাং যথাক্রমম।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ব্রুবতো মে নিবেধিত॥
কোটীনাং দ্বে সহস্রে বৈ অষ্টৌ কোটিশতানি চ
দ্বিষষ্টিশ্চ তথা কোট্যোনিযুতানি চ সপ্ততিঃ॥
কল্পার্দ্ধস্য তু সংখ্যায়ামেতৎ সপ্তমুদাহৃতম।
পূর্ব্বোক্তৌ চ গুণচ্ছেদৌ বর্ষাগ্রং লব্ধমাদিশেৎ
শতঞ্চৈব তু কোটীনাং কোটীনামষ্টসপ্ততিঃ।
দ্বে চ শতসহস্রে তু নবতি নযুতানি চ॥১৭
মানুষেণ প্রমাণেন যাবদ্বৈবস্বতান্তরম।
এষ কল্পস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কল্পার্দ্ধদ্বিগুণীকৃতঃ॥১৮
অনাগতানাং সপ্তানামেতদেব যথাক্রমম।
প্রমাণং কালসংখ্যায়া বিজ্ঞেয়ং মতমৈশ্বরম॥
নিযুতান্যষ্টপঞ্চাশত্তথাশীতিশতানি চ।
চতুরশীতিশ্চান্যানি প্রযুতানি প্রমণিতঃ॥২০
সপ্তর্যয়ো মনুশ্চৈব দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ।
এতৎকালস্য বিজ্ঞেয়ং বর্ষাগ্রং তু প্রমাণতঃ॥
এষ মন্বন্তরে তেষাং মানুষান্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রণদাস্তাশ্চ যে দেবাঃ সাধ্যা দেবগণাশ্চ যে।
বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যাঃ কল্পং জীবন্তি তেগণাঃ
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সতু কীর্ত্ত্যতে
বীম্মন স্বায়ন্ভুবাদ্যাশ্চ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ॥২৩
ঋষয় উচুঃ।
কস্মাদ্বারহিকল্পোহয়ং নামতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কস্মাচ্চ কারণাদ্দেবো বরাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
কো বা বরাহো ভগবান কস্য যোনিঃ কিমাত্মকঃ
বরাহঃ কথমুৎপন্ন এতাদচ্ছামি বেদিতু॥২৫
বায়ুরুবাচ।
ধরাহুত্থ যথোৎপন্নো যাস্মন্নর্থে চ কল্পিতঃ।
বারাহশ্চ যথা কল্পঃ কল্পত্বং কল্পনা চ যা॥২৫
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ তস্য চাস্য চ কল্পিতম।
তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম॥২৭
ভবস্তু প্রথমঃ কল্পো লোকাদৌ প্রথিতঃ পুরা।

বর্ত্তমান কালে বারাহ কল্প চলিতেছে।সাবর্ণি কহিলেন, - এক একটী কল্প কত কালে কিপ্রকারে সম্ভূত হয়? আর উহার পরিমাণই বা কি? আমরা ইহা জানিতে চাই; আপনি ইহা বলুন। ১১-১৩। বায়ু কহিলেন, - মন্বন্ত র সকলের কালসংখ্যা আমি যতাক্রমে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। দুই সহস্য অষ্টশত কোটী, আর দ্বিষষ্টি কোটী, অষ্ট নিযুত; - ইহা কল্পার্দ্ধের পরিমাণ। ইহার পূর্ব্বভাগ বর্ষ পারমাণ বলিয়া জ্ঞাতব্য। একশত অষ্টসপ্তাত কোটী, দুই লক্ষ নবতি নিযুত, - ইহা বৈবস্বত মন্বন্তর পর্য্যন্তের মানুষ পরিমাণ। কল্পার্দ্ধমানের দ্বিগুণীভুত এই পরিমাণই কল্পপরিমাণ। অনাগত সপ্ত কল্পের এইরূপ পরিমাণই ঈশ্বরানুমোদিত। অষ্ট পঞ্চাশৎ নির্যুত, অশীতিশত, চতুরশীতি প্রযুত কাল যাবৎ সপ্তর্ষি, মনু, ইন্দ্রাদি দেবতা, - ইহাঁরা বিদ্যমান থাকেন। এই কালই বর্ষপ্রমাণ। এই মন্বন্তর কালান্তে মানুষগণেরও অন্ত হয়। প্রণবপ্রতিপাদ্য দেবতা, সাধ্য ও বিশ্বদেবতা, ইহারা সকলে নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; পরন্তু ইহারা কল্পকালজীবী। বর্ত্তমান কল্প বরাহ নামে প্রসিদ্ধ; ইহাতে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভুত হয়েন। ১৪-২৩। ঋষিগণ কহিলেন, এই কল্পের নাম বরাহ হইল কেন ? সেই দেব বিষ্ণুই বা বরাহ শব্দে কীর্ত্তিত হয়েন কেন? সেই ভগবান বরাহ কে? তিনি কিসের উৎপাদক? তাঁহার স্বরূপই বা কিরূপ? কেমনেই বা তিনি উৎপন্ন হইলেন? ইহা জানিতে বাসনা করি। বায়ু কহিলেন, বরাহ যে নিমিত্ত যে ভাবে উৎপন্ন হয়েন, কল্পের নাম'বরাহ' হইবার কারণ, কল্পের স্বরূপ ও বিবৃতি, উভয় কল্পের অন্তর, - এৎসমস্তই যেমন যেমন দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তদনুসারেই বলিতেছি। সমস্ত সৃস্টির প্রথমে 'ভব' কল্প; সেই কল্পে আনন্দময়

জ্ঞাতব্যো ভগবান যত্রহ্রনিন্দঃ সম্প্রতঃ স্বয়ম্
ব্রহ্মস্থার্নমদং দিব্যং প্রাপ্তং বা দিব্যসম্ভবম।
দ্বিতীয়স্তু ভুবঃ কল্পস্তৃতীয়স্তপ উচ্যতে ॥২৯
ভাবশ্চতুর্থো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো রম্ভ এব চ।
ঋতুকল্পস্তথা ষষ্ঠঃ সপ্তমস্তু ক্রতুঃ স্মৃতঃ॥৩৬
অষ্টমস্তু ভবেদ্বহ্নির্নবমো হব্যবাহনঃ।
সাবিত্রো দশমঃ কল্পে ভুবস্ত্বেকাদশঃ স্মৃতঃ॥
উশিকো দ্বাদশস্তত্র কুশিকস্তু ত্রয়োদশঃ।
চতুর্দ্দশস্তু গন্ধর্ব্বো গান্ধারো যত্র বৈ স্বরঃ॥৩২
উৎপন্নস্তু যথা নাদো গন্ধর্ব্বা যত্র চোত্থিতাঃ।
ঋষভস্তু ততঃ কল্পো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশো দ্বিজাঃ॥
ঋষভো যত্র সম্ভূতঃ স্বরো লোকমনোহরঃ।
ষড়জস্তু ষোড়শঃ কল্পঃ ষড়জনা যত্র চর্ষয়ঃ॥৩৪
শিশিরশ্চ বসন্তশ্চ নিদাঘো বর্ষ এব চ।
শরদ্ধেমন্ত ইত্যেতে মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ॥৩৫
উৎপন্নাঃ ষড়জসংসিদ্ধাঃ পুত্রাঃকল্পে তু ষোড়শে
যস্মজ্জিতৈশ্চ তৈঃ ষড়ভিঃ সদ্যোজাতো
মহেশ্বরঃ॥৩৬

তস্মাৎ সমুত্থিতঃ ষড়জঃ স্বরস্তৃদধিসন্নিভঃ।
ততঃ সপ্তদশঃকল্পো মার্জ্জালীয় ইত স্মৃতঃ॥
মার্জ্জলীয়ং তু তৎকর্ম্ম যস্মাদব্রাহ্মমকল্পয়ৎ।
ততস্তু মধ্যমো নাম কল্পোহষ্টাদশ উচ্যতে॥
যাস্মংস্তু মধ্যমো নাম স্বরো ধৈবতপূজিত॥
উৎপন্নঃ সর্ব্বভুতেষু মধ্যমো বৈ স্বয়ম্ভুবঃ॥ ৩৯
ততস্ত্বেকোনবিংশস্তু কল্পো বৈরাজকঃ স্মৃতঃ।
বৈরাজো যত্র ভগবান্মনুর্বৈ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥৪০
তস্য পুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা দধীচির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
প্রজাপতির্মহাতেজা বভূব ত্রিদশেশ্বরঃ॥৪১
অকাময়ত গায়ত্রী যজমানং প্রজাপতিম।
তস্মাজ্জজ্ঞে স্বরঃ স্নিগ্ধঃ পুত্রস্তস্য দধীচিনঃ॥৪২
ততো বিংশতিমঃ কল্পে নিষাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
প্রজাপতিস্তু তং দৃষ্টা স্বয়ম্ভুপ্রভবং তদা॥৪৩
বিররাম প্রজাঃ স্রষ্টুং নিষাদস্তু তপোহতপৎ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥৪৪

জ্ঞেয় ভগবান এবং দিব্যসম্ভব তদীয় আধার ভূত ব্রহ্মস্থান মাত্রেরই উপলব্ধি ছিল। দ্বিতীয় 'ভুব' কল্প, তৃতীয় 'তপঃ' কল্প, চতুর্থ ভাব কল্প, পঞ্চম 'রম্ভ' কল্প, ষষ্ঠ 'ঋতু' কল্প, সপ্তম 'ক্রতু' কল্প, দশম 'সাবিত্র' কল্প, একাদশ 'ভুবঃ'কল্প, দ্বাদশ 'ঔষিক' কল্প, ত্রয়োদশ 'কুশিক' কল্প, চতুর্দ্দশ 'গন্ধর্ব্ব' কল্প, এই কল্পে গান্ধারস্বর সমুৎপন্ন হয়। গান্ধার স্বর হইতেই নাদ এবং গন্ধর্ব্বগণ সম্ভুত হয়। হে দ্বিজগণ! পঞ্চদশ কল্প 'ঋষভ' নামক। এই কল্পে লোকমনোহর ঋষব স্বর উৎপন্ন হয়। ষোড়শ কল্প 'ষড়জ' নামক। ঐ কল্পে ষটসংখ্যক প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম যথা, - শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ, ও হেমন্ত। ইহাঁরা ব্রহ্মার মানস সন্তান। ষোড়শ কল্পে ইহারা ষড়জ হইতে উৎপন্ন হয়েন। এই ছয় জনের জন্ম হওয়ায় সেই মহেশ্বরই যেন সদ্য জন্মগ্রহণ করেন; এজন্য সেই সাগরসম গম্ভীর স্বরের ষড়জ নাম কল্পিত হয়। অতঃপর সপ্তদশ কল্প 'মার্জ্জালীয়' নামে প্রসিদ্ধ। কারণ সেই কল্পে ব্রহ্মপ্রাপক মার্জ্জালীয় কর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছিল। পরে 'মধ্যম' নামক অষ্টাদশ কল্প। উহাতে মধ্যম নামক ধৈবত স্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বর প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্মসৃষ্ট লোকমধ্যে সেই স্বর মধ্যম ভাব-সমন্বিত। তার পর 'বৈরাজ' নামক উনবিংশ কল্প। ঐ কল্পে ব্রহ্মনন্দন ভগবান বৈরাজ মনু সমুদ্ভুত হয়েন। বৈরাজ মনুর পুত্র দধীচি - প্রজাপতি, অতিশয় ধার্ম্মিক, তেজস্বী ও ত্রিদশগণের প্রধান ছিলেন। একদা তিনি যজন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে গায়ত্রীদেবী তাঁহাকে কামনা করেন। তাহাতে সেই দধীচির পুত্ররূপে স্নিগ্ধস্বরের সমুৎপত্তি হয়। তার পর বিংশ কল্প 'নিষাদ' নামে পরিচিত। প্রজাপতি সেই স্বয়ম্ভু সম্ভাত স্বরকে দেখিয়া প্রজা সৃজনে বিরত হইলেন। নিষাদ তখন তপস্যা করিতে বিরত হইলেন। নিষাদ তখন তপস্য। করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিরাহারে জিতেন্দ্রিয়ভাবে দিব্য সহস্য বৎসর অতি

ভমূবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উর্দ্ধবাহুং তপোগ্লানং দুঃখিতং ক্ষুৎপিপাসিতম্
নিষীদেত্যব্রবীদেনং পুত্রং শান্তং পিতামহঃ।
তস্মান্নিষাদঃ সম্ভূতঃ স্বরস্তু স নিষাদবান॥৪৬
একবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো দ্বিজাঃ
প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ॥
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ পঞ্চৈতে ব্রহ্মণঃ সমাঃ
তৈস্ত্বর্থবাদিবির্যুক্তৈর্বাগভিরিষ্টো মহেশ্বরঃ॥৪৮
যস্মাৎ পরিগতৈর্গীতঃ পঞ্চভিস্তৈর্মহাত্মভিঃ।
স্বরস্তু পঞ্চমঃ স্নিগ্ধস্তস্মাৎ কল্পস্তু পঞ্চমঃ॥৪৯
দ্বাবিংশস্তু তথা কল্পো বিজ্ঞেয়ো মেঘবাহনঃ।
যত্র তবিষ্ণুর্মহাবাহুর্মেঘী ভূত্বা মহেশ্বরম॥৫০
দিব্যং বর্ষসহস্রঃ তু অবহৎ কৃত্তিবাসসম।
তস্য নিশ্বসমানস্য ভারাক্রান্তস্য বৈ মুখাৎ॥৫
নিজগাম মহাকায়ঃ কালো লোকপ্রকালনঃ।
যস্ত্বয়ং পঠ্যতে বিপ্রৈর্বিষ্ণুর্বৈ কশ্যপাত্মজঃ॥৫২

ত্রয়োবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞেয়শ্চিন্তকস্তথা।
প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমাংশ্চিতিশ্চ মিথুনঞ্চ তৌ॥
ধ্যায়তো ব্রহ্মণশ্চৈব যস্মাচ্চিন্তা সমুত্থিতা।
তস্মাত্তু চিন্তকঃ সো বৈ কল্পঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা
চতুর্ব্বিংশতিমশ্চাপি হ্যাকৃতিঃ কল্প উচ্যতে।
আকৃতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সম্বভূব হ॥৫৫
প্রজাঃ স্রষ্টং তথাকৃতিং যস্মাদাহ প্রজাপতিঃ
তস্মাৎ স পুরুষো জ্ঞেয়ঃ আকুতিঃ কল্পসংজ্ঞিতঃ
পঞ্চবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞাতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিজ্ঞাতিশ্চ তথা দেবী মিথূনং সমসূয়ত॥৫৭
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য মনস্যধ্যাত্মসংজ্ঞিতম।
বিজ্ঞাতং বৈ সমাসেন বিজ্ঞাতিস্তু ততঃ স্মৃতঃ॥
সড়বিংশস্তু ততঃ কল্পো মন ইত্যভিধীয়তে।
দেবী চশঙ্করী নাম মিথুনং সম্প্রসূয়তে॥৫৯
প্রজা বৈ চিন্তমানস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ তদা।
যস্মাৎ প্রজাসম্ভবনাদুৎপন্নস্তু স্বয়ম্ভুবা॥৬০
তস্মাৎ প্রজাসম্ভবনাদ্ভাবনাসম্ভবঃ স্মৃতঃ।
সপ্তবিংশতিমঃ কল্পো ভাবো বৈ কল্পসংজ্ঞিতঃ

বাহিত করিল। ২৪-৪৪। ব্রহ্মা সেই উর্দ্ধবাহু, তপঃকৃশ, দুঃখিত, ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত শান্ত পুত্রকে "নিষীদ" অর্থাঃ উপবেশন কর; এই কথা কহিলেন। এই জন্য সেই স্বর নিযাদ নামে বিখ্যাত হয়। হে দ্বিজগণ। একবিংমকল্প 'পঞ্চম' নামে খ্যাত। ঐ কল্পে ব্রহ্মার প্রাণ, আপন, সমান, উদান ও ব্যান, - এই পঞ্চ মানস সন্তান সমুৎপন্ন হয়। ইহারা সদর্থযুক্ত মধুর বাক্যে সেই মহেশ্বরের স্তব করি যাছিল। স্নিগ্ধ পঞ্চম স্বর, উক্ত প্রাণাদি-পঞ্চকের সহিত মিলিত হইয়া গান করিয়াছিল বলিয়া সেই কল্পের 'পঞ্চম' নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। দ্বাবিংশ কল্প 'মেঘবাহন' নামে অভিহিত। ঐ কল্পে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘাকার পরিগ্রহপূর্ব্বক মহেশ্বর কৃত্তিবাসকে দিব্য সহস্য বৎসর যাবৎ বহন করিয়াচিলেন। কশ্যপনন্দন বিষ্ণু ভারাক্রান্ত হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে তখন লোকসংহারক মহাকায় কাল সমুদ্ভূত হয়েন।

৪৫-৫২। ত্রয়োবিংশ কল্পের নাম চিন্তা উহার সহিত চিতি নারী একটী কন্যাও জন্মে। ইহারা মিথূনভাবেই সমুৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা যখন তচিন্ত স্থিত ছিলেন, তদবস্থায় উহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ কল্প তচিন্তক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চতুর্ব্বিংশ কল্প 'আকুতি' নামক। ঐ কল্পে আকৃত ও আকৃতি নামক মিথুন সমুদ্ভূত হয়। ব্রহ্মা সেই আকৃতিকে প্রজা সৃজন করিতে বলিয়াছিলেন; তজ্জন্য ঐ কল্প আকৃতি নামেই খ্যাত হয়। পঞ্চবিংশ কল্প 'বিজ্ঞাতি' নামক। এই কল্পে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞাতি নামক মিথুন জন্মে। ব্রহ্মা সৃষ্টিবিষয়ক ধ্যান করিতে থাকিলে সংক্ষেপে সমস্ত সৃষ্টিচিত্র তাঁহার বিজ্ঞাত হইয়াছিল বলিয়া এই কল্প বিজ্ঞাতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ষড়বিংশ কল্পের নাম 'মন'। ইহাতে শঙ্করী দেবী একটী মিথুন উৎপাদন করেন। সৃষ্টিকামী প্রজাপতির প্রজাভিষয়ক প্রজাবিষয়ক

পৌর্ণমাসী তথা দেবী মিথুনং সমপদ্যত।
প্রজা বৈস্রষ্টু কামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিন॥৬২
ধ্যায়তস্তু পরং ধ্যানং পরমাত্মানমীশ্বরম।
অগ্নিস্তু মণ্ডলী ভূত্বা রশ্মিজালসমাবৃতঃ॥৬৩
ভুবং দিবঞ্চ বিষ্টভ্য দীব্যতে স তমহাবপুঃ।
ততো বর্ষসহস্রান্তে সম্পূর্ণে জ্যোতিমণ্ডলে॥৬৪
আবিষ্টয়া সহোৎপন্নমপশ্যৎ সূর্য্যমণষ্ডলম।
যস্মাদদৃশ্যো ভূতানং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥৬৫
দৃষ্টস্তু ভগবান দেবঃ সূয্যঃ সম্পুর্ণমণ্ডলঃ।
সর্ব্বে যোগাশ্চ মন্ত্রম্চি মণ্ডলেন সহে খিতাঃ॥
যস্মাৎ কল্পো হ্যয়ং দৃষ্টস্তস্মাত্তং দর্শমুচ্যতে।
যস্মান্মনসি সম্পূর্ণো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৬৭
পুরা বৈ ভগবান সোমঃ পূর্ণমাসীতিতঃ স্মৃতা॥
তস্মাত্তু পর্ব্বদর্শে বৈ পৌর্ণমাসঞ্চ যোগিভিঃ।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্যোজ্যমাত্মনো হিতকাম্যয়া॥
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিব্রহ্মলোকাৎ কদাচন॥৭০

চিন্তাকালে ঐ কল্প সমুৎপন্ন হয়। সপ্তবিংশ কল্পের নাম 'ভাব'। ইহাতে পৌর্ণমাসী দেবী একটী মিথুন উৎপাদন করেন। প্রজাসৃষ্টিকামী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলে তদীয় জৌতির্মণ্ডল অগ্নিরূপে ভূলোক দ্যুলোক সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে সহস্র বৎসরান্তে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ একীভূত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলাকারে পরিণত হইল। ব্রহ্মা পূর্ব্বে অদৃশ্য সেই সূর্য্যামণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং সেই মণ্ডলে সমস্ত যোগ ও মন্ত্রসমুহও তখন দৃষ্ট হইয়াছিল; এজন্য সেই কল্পকে দর্শনামে অভিহিত করা হয়। পুরাকালে সেই সময় ভগবান সোম, ব্রহ্মার মনোমধ্যে পূর্ণরুপে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া উহার পৌর্ণমাসী সংজ্ঞা হয়। অতএব যোগবর্গের উভয়পক্ষের পর্ব্বদিনে দর্শ পৌর্ণমাসে আত্মহিতকামনায় যোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যে সকল দ্বিজাতি দর্শ ও পৌর্ণমাসে যজন করেন, তাঁহার কদাচ ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্ত্যধামে প্রত্যাবৃত্ত

যোঽনাহিতাগ্নিঃ প্রযতো বীরাধ্বানং
গতোঽপি বা।
সমাধায় মনস্তীরং মন্ত্রমুচ্চারয়েচ্ছনৈঃ॥১
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ম্মো
মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং পাশগন্ধর্ব্বশিষং পূসা বিধত্তপাসিনা।
ইত্যেব মন্ত্রং মনসা সম্যগুচ্চারয়েদ্দিজঃ॥৭২
অগ্নিং প্রবিশতে যস্তু রুদ্রলোকং সগচ্ছতি।
সোমশ্চাগ্নিস্তু ভগবান কালো রুদ্র ইতি শ্রুতিঃ
ভস্ম দুযঃ প্রবিশেদগ্নিং স রুদ্রান্ন নিবর্ত্ততে।
অষ্টাবিংশ্যতমঃ কল্পো বৃহদিত্যবিসংজ্ঞিতঃ॥৭৪
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ প্রজাঃ।
ধ্যায়মানস্য মনসা বৃহৎসাম রথন্তরম॥৭৫
যস্মাত্তত্র সমুৎপন্নো বৃহতঃ সর্ব্বতোমুখ।
তস্মাত্তু বৃহতঃ কল্পো বিজ্ঞেহয়ত্ত্বচিন্তকৈঃ॥৭৬
অষ্টাশীতিভসহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ।
রথন্তরং তু বিজ্ঞেনং পরমং সূর্য্যমণ্ডলম॥৭৭
তস্মাদণ্ডং তু বিজ্ঞয়মবেদ্যং সূর্য্যম্যণ্ডলম।
যৎসূর্য্যমণ্ডলং চাপি বৃহৎসাম তু ভিদ্যতে॥৭৮

হয়েন না। ৫৩-৭০। অনাহিতাগ্নি দ্বিজ যদি প্রযত হইয়া বীরপথে প্রবৃত্ত হইয়া মনঃসমাধান সহকারে শনৈঃ শনেঃ এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহার রুদ্রলোকে গতি হয়। অগ্নিই সোম, কাল এবং রুদ্র। এইরূপ শ্রুতি আছে। অতএব যে জন অগ্নিতে প্রবেশ করে, তাহার রুদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অস্টাবিংশ কল্পের নাম 'বৃহৎ'। প্রজোৎপাদন মানসে ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার অন্তঃকরণ হইতে বৃহৎ সাম ও রথন্তর প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ কল্পে সর্ব্বব্যাপী বৃহৎ সমুৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ঐ কল্পকে বৃহৎ কল্প নামে অভিহিত করা হয়। তত্ত্বচিন্তকগণ এইরূপই নিরুক্তি করিয়াছেন। রথন্তর, সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত অষ্টাশীতি সহস্র যোজন পরিমাণ। এই জন্যই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা কঠিন। পরন্তু

উৎপন্নস্তু মহাতেজাঃ কুমারঃ পাবকোপমঃ॥১০
ভীমং মুখং মহারৌদ্রং সুঘোরং শ্বেতলোহিতম্
দীপ্তং দীপ্তেন বপুষা মহাস্যঃ শ্বেতবর্চ্চসম॥
তং দৃষ্টা পুরুষঃ শ্রীমানস ব্রহ্মা বৈ বিশ্বতোমুখঃ
কুমারং লোকধাতারং বিশ্বরূপং মহেশ্বরম॥১২
পুরাণপুরুষং দেবং বিশ্বাত্মা যোগিনাং বরম।
ববন্দে দেবদেবেশং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥১৩
হৃদি কৃত্ব মহাদেবং পরমাত্মানমীশ্বরম।
সদ্যোজাতং ততো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বৈ সমচিন্তয়ৎ
জ্ঞাত্বা মুমোচ দেবেশো হৃষ্টো হাসং জগৎপতিঃ
ততোঽস্য পার্শ্বতঃ শ্বেতা ঋষয়ো ব্রহ্মবর্চ্চসঃ॥
প্রাদুর্ভুতা মহাত্মানঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনাঃ।
সুনন্দো নন্দকশ্চৈব বিশ্বনন্দোঽথ নন্দনঃ॥১৬
শিষ্যাস্তে বৈ মহাত্মানো যৈস্তু ব্রহ্ম ততো বৃতম।
তস্যাগ্রে শ্বেতবর্ণাভঃ শ্বেতনামা মহামুনিঃ॥১৭
বিজজ্ঞেঽথ মহাতেজা যস্মাজ্জজ্ঞে নরস্ত্বসৌ।
তত্র তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে সদ্যোজাতং মহেশ্বরম॥

তস্মদ্বিশ্বেশ্বরং দেবং যে প্রপদ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ
প্রাণায়ামপরা যুক্তা ব্রহ্মণি ব্যবসায়িনঃ॥১৯
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি চ॥২০

বায়ুরুবাচ।

ততস্ত্রিংশত্তমঃ কল্পো রক্তো নাম প্রকীর্ত্তিতঃ।
রক্তো যত্র মহাতেজা রক্তবর্ণমধারয়ৎ॥২১
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারো রক্তবিগ্রহঃ॥২২
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তনেত্রঃ প্রতাপবান।
স তং দৃষ্টা মহাদেবং কুমারং রক্তবাসসম॥২৩
ধ্যানযোগং পরং গত্বা বুবুধে বিশ্বমীশ্বরম।
স তং প্রণম্য ভগবান ব্রহ্মা পরমবন্ত্রিতঃ।
বামদেবং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মাত্মকং ব্যচিন্তয়ৎ॥২৪
এবং ধ্যাতো মহাদেবো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥২৫
মনসা প্রীতিযুক্তেন পিতামহমথাব্রবীৎ।
ধ্যায়তা পুত্রকামেণ যস্মাত্তেঽহুং পিতামহ॥২৬
দৃষ্টঃ পরময়া ভক্ত্যা ধ্যানযোগেন সত্তম।
তস্মাদ্ধ্যানং পরং প্রাপ্য কল্পে মহাতপাঃ

মুর্ত্তি। শ্রীমান, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সেই ব্যাদিতবদন ভীমাকার শ্বেত-লোহিত পুরুষকে দেখিয়া লোকধাতা, বিশ্বরূপ, পুরাণ পুরুষ, বিশ্বাত্মা, যোগিবর, দেবদেবেশ মহেশ্বরই এই রূপ ধারণ করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে নমস্কার কলিলেন, এবং অন্তরে সেই পরমাত্মা সদ্যোজাত পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই জগৎপতি শ্বেতদেব, ব্রহ্মার মনোভাব জানিতে পারিয়া হৃষ্টভাবে উচ্চহাস্য করিলেন। তাহাতে তদীয় পার্শ্বদেশ হইতে শ্বেতমাল্যানুলেপন, শ্বেতবর্ণ, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, মহাত্মা ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাহাদিগের নাম, - সনন্দ, নন্দক, বিশনন্দ ও নন্দন। ৮-১৬। ইহাঁরা ব্রহ্মস্বরূপ শ্বেতদেবের শিষ্য হইলেন। অতঃপর শ্বেতদেবের অগ্রভাগে শ্বেতবর্ণ, শ্বেতনামক মহামুনি আবির্ভূত হয়েন। এই শ্বেতমুনি হইতেই নরঋষির উদ্ভব হয়। যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগযুক্ত প্রাণায়ামপরায়ণ দ্বিজ, সেই সদ্যোজাত বিশ্বেশ্বর দেবের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা পাপহীন বিমল ব্রহ্মতেজোময় হইয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। বায়ু কহিলেন, - অতঃপর ত্রিংশ কল্প; উহা রক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই কল্পে ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানাসক্ত হইলে, রক্তবর্ণ, রক্তমাল্যানুলেপনধারী, রক্ত-নেত্র, এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়েন। ব্রহ্মা সেই রক্ত কুমারকে দেখিয়া ধ্যানাবলম্বনে তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরেরই অবতার বোধে বিনম্রভাবে প্রাণামান্তে ব্রহ্মাত্মক বামদেবকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৭-২৪। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, এই প্রকারে ধ্যান করিতে থাকিলে মহাদেব প্রীতিযুক্ত চিত্তে সেই পিতামহকে কহিলেন, - হে মহাসত্ত্ব, মহাতপা, সত্তম, পিতামহ! তুমি পুত্রকামনায় ধ্যানস্থ হইয়া পরম ভক্তি সহকারে ধ্যানযোগদ্বারা আমাকে দর্শন করিয়াছ;

বেৎস্যসে মাং মহাসত্ত্ব লোকধাতারমীশ্বরম।
এবমুক্তা ততঃ শর্ব্বস্ত্বট্টহাসং মুমোচ হ॥২৮
ততস্তস্য মহাত্মানশ্চত্বারশ্চ কুমারকাঃ।
সম্বভূর্বুমহাত্মানো বিরেজুঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥২৯
বিরজশ্চ বিবাহশ্চ বিশোকো বিশ্বভাবনঃ।
ব্রহ্মাণ্যা ব্রহ্মণস্তুল্যা বীরা অধ্যবসায়িনঃ॥৩০
রক্তাম্বরধরাঃ সর্ব্বে রক্তমাল্যানুলেপনাঃ।
রক্তভস্মানুলিপ্তাঙ্গা রক্তাস্যা রক্তলোচনাঃ॥
ততো বর্ষসহস্রান্তে ব্রহ্মণ্যা ব্যবসায়িনঃ।
গৃণন্তশ্চ মহাত্মানো ব্রহ্ম তদ্বামদৈবিকম॥৩২
অনুগ্রহার্থং লোকানাং শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া
ধর্ম্মোপদেমমখিলং কৃত্বা তে ব্রাহ্মণাঃ স্বয়ম॥
পুনরেব মহাদেবং প্রবিষ্টা রুদ্রমব্যয়ম।
যেঽপি চান্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুঞ্জানা বামমীশ্বরম॥
প্রপদ্যন্তি মহাদেবে তদ্ভক্তাস্তৎপরায়ণাঃ।
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যান্ত পুনরাবৃত্তিদুর্লভম॥৩৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে
কল্পসংখ্যানিরূপণং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২২॥

এজন্য কল্পে কল্পে পরম ধ্যানাবলম্বনে লোকধাতা ঈশ্বররূপী আমাকে জানিতে পারিবে। ভগবান সর্ব্ব এই বলিয়া অট্টহাস্য করিলেন। তাহাতে মহাত্মা, শুদ্ধবুদ্ধি চারিটী কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগের নাম বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন। তাঁহারা বীর, অধ্যবসায়ী, ব্রহ্মপরায়ণ ও সকলেই ব্রহ্মার সদৃশ। সকলেই রক্ত বসন-পরিধান, রক্তমাল্যানুলেপন, রক্ত ভস্মে অনুলিপ্তাঙ্গ, রক্তমুখ ও রক্তলোচন। ব্রহ্মপরায়ণ অধ্যবসায়ী বামদেবপ্রণীত বিধানে ব্রহ্মারাধনরত, মহাত্মারা অতঃপর সহস্র বৎসর যাবৎ লোকানুগ্রহকামনায় ও শিষ্যদিগের হিতবিধান মানসে সহস্র শৈব ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া পুনরায় সেই মহাদেব রুদ্রদেবে প্রবিষ্ট হয়েন। যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ বামদেব মহেশ্বরের উপাসনায় সমাসক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে তদেকপরায়ণ চিত্তে যোগানুষ্ঠান দ্বারা সেই ঈশ্বর বামদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা পাপ-সংস্পর্শ বর্জ্জিত বিমল ব্রহ্মতেজোযুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে পুনর্জন্মহীন গতি প্রাপ্ত হয়েন। ২৫-৩৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়।

বায়ুরুবাচ।

একবিংশত্তমঃ কল্পঃ পীতবাসা ইতি স্মৃতঃ।
ব্রহ্মা যত্র মহাতেজাঃ পীতবর্ণত্বমাগতঃ॥১
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারঃ পীতবস্ত্রবান॥২
পীতগন্ধানুলিপ্তাঙ্গঃ পীতমাল্যধরো যুবা।
পীতযজ্ঞোপবীতশ্চ পীতোষ্ণীষো মহাভুজঃ॥৩
তং দৃষ্টা ধ্যানসংযুক্তং ব্রহ্মা লোকেশ্বরং প্রভুম্
মনসা লোকধাতারং ববন্দে পরমেশ্বরম্ ॥৪
ততো ধ্যানগতস্তত্র ব্রহ্মা মাহেশ্বরীং পরাম্ ।
অপশ্যদগাং বিরূপাঞ্চ মহেশ্বরমুখচ্যুতাম্ ॥৫

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, - একত্রিংশৎ কল্পের নাম পীতবাসা। এই কল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা পীতবর্ণ হইয়াছিলেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পুত্রকামনায় যখন ধ্যান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার দেহ হইতে এক কুমার প্রাদুর্ভূত হন। এই কুমার অতি তেজস্বী। ইনি পীত-বস্ত্র ও পীত মাল্য-ধারী। ইহাঁর অঙ্গ পীতগন্ধে অনুলিপ্ত। ইনি পীতযজ্ঞোপবীত ওপীত উষ্ণীষধারী, মহাভুজ যুবা পুরুষ। ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মা এই কুমারকে দেখিয়া মনে মনে লোক-বিধাতা পরমেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ধ্যানানিষ্ঠ ব্রহ্মা দেখিলেন, - পরাৎপরা মাহেশ্বরী দেবী স্বীয় রূপ বিকৃত করিয়া গোরূপে মহেশ্বরের মুখ হইতে বিচ্যুত হইলেন। সেই সর্ব্বতো

চতুষ্পদাং চতুর্ব্বক্ত্রাং চতুর্হস্তাং চতুস্তনীম।
চতুর্নেত্রাং চতুঃশৃঙ্গীং চতুর্দ্দংষ্ট্রাং চতুর্ম্মুখীম্ ॥৬
দ্বাবিংশল্লোকসংযুক্তামীশ্বরীং সর্ব্বতোমুখীম।
সভাং দৃষ্টা মহাতেজা মহাদেবীং মহেশ্বরীম॥
পুনরাহ মহাদেবঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
মতিঃ স্মৃতিবুদ্ধিরিতি গায়মানঃ পুনঃপুন॥৮
এহ্যেহীতি মহাদেবীং সোত্তিষ্ঠৎ প্রাঞ্জলিভূ শম্
বিশ্বমাবৃত্য যোগেন জগৎ সর্ব্বং বশী কুরু॥৯
অথোবাচ মহাদেবো রুদ্রাণী ত্বং গমিষ্যসি।
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় পরমার্থে ভবিষ্যসি॥১৯
অথৈনাং পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রদদৌ দেবদেবেশশ্চতুষ্পাদাং মহেশ্বরীম্ ॥
ততস্তাং ধ্যানযোগেন বিদিত্বা পরমেশ্বরীম।
ব্রহ্মা লোকনমস্কার্য্যঃ প্রপদ্য তাং মহেশ্বরীম॥
গায়ত্রীং তু ততো রৌদ্রীং ধ্যাত্বা ব্রহ্মা
সুযন্ত্রিতঃ

ইত্যেতাং বৈদিকীং বিদ্যাং রৌদ্রীং গায়ত্রী-
মর্পিতাম॥১৩
জপিত্বা তু মহাদেবীং রুদ্রলোকনমস্কৃতাম।
প্রসন্নস্তু মহাদেবং ধ্যানযুক্তেন চেতসা॥১৪
ততস্তস্য মহাদেবো দিব্যং যোগং পুনঃস্মৃতম্
ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানসম্পত্তিং বৈরাগ্যঞ্চ দদৌ পুনঃ॥
অথাট্টহাসং মুমুচে ভীষণং দাপ্তমীশ্বরঃ
ততোঽস্য সর্ব্বতো দীপ্তাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ
কুমারকাঃ॥১৬
পীতমাল্যাম্বরধরাঃ পীতগন্ধবিলেপনাঃ।
পীতোষ্ণীষশিরাশ্চৈব পীতাস্যাঃ পীতমূর্দ্ধজাঃ
ততো বর্ষসহস্রান্ত উষিত্বা বিমলৌজসঃ॥১৭
যোগাত্মানস্ততঃ স্নাতা ব্রাহ্মণানাং হিতৈষিণঃ
ধর্ম্মযোগবলোপেতা ঋষীণাং দীর্ঘসন্দ্রিণাম।
উপদিশ্য তু তে যোগং প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম॥
এবমেতেন বিধিনা প্রপন্না যে মহেশ্বরম।
অন্যেঽপি নিয়তাত্মানো ধ্যানযুক্তাজিতেন্দ্রিয়াঃ

মুখী ঈশ্বরী চতুষ্পদা, চতুর্ব্বক্ত্রা, চতুর্হস্তা, চতুস্তনী, চতুর্নেত্রা, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্দ্দশনা, চতুরাননা ও দ্বাত্রিংশৎ লোক-সমন্বিতা, সর্ব্বদেব-বন্দিত মহাতেজা মহেশ্বর সেই মহাদেবী মহেশ্বরীকে দেখিয়া পুনঃপুন এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন যে, দেবি। তুমিই মতি, তুমিই স্মৃতি এবং তুমিই বুদ্ধি; তুমি এস এস। মহাদেবের এই কথায় মহাদেবী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া উত্থাত হইলেন। মহাদেব বলিলেন, - দেবি! তুমি এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ; যোগবলে সমগ্র জগৎ বশীভূত কর। আপচ ভাবীকালে রুদ্রাণী হইয়া মহাদেবসহ তোমাকে বাস করিতে হইবে, এবং ব্রাহ্মণদিগের হিতবিধানের জন্য তুমি পরমোত্তম পদার্থরূপে প্রতিভাত হইবে। দেব দেব এই বলিয়া সেই চতুষ্পদা। গোরূপিণী মাহেশ্বরীকে ধ্যাননিষ্ঠ পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিলেন। লোকপূজ্য ব্রহ্মা ধ্যানযোগে সেই মহেশ্বরীকে বিদিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে রৌদ্রী গায়ত্রী জ্ঞানে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবদেবার্পত সেই রৌদ্রী বৈদিকী বিদ্যা রুদ্রলোক-নমস্কৃতা মহাদেবী গায়ত্রীকে জপ করিয়া পরে ধ্যানসক্ত চিত্তে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর মহাদেব ব্রহ্মাকে দিব্যযোগ ঐশ্বয্য জ্ঞানসম্পত্তি ও বৈরাগ্য দান করিলেন। ১-১৫। অনন্তর ঈশ্বর এক ভীষণ উজ্জল অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে তাঁহার দেহের সর্ব্বস্থান হইতে দীপ্তিসম্পন্ন বত্রকৃমার প্রাদুর্ভুত হইলেন। এই কুমারগণ সকলেহ পীতমাল্য ও পীতবস্ত্রধারী, পীতগন্ধে অনুফিপ্ত, পীতকেশ, পীতাস্য ও পীতবর্ণ উষ্ণীষধারী। এই সকল বিশালতেজা কুমার সহস্রবর্ষ বাস করিবার পর যোগাসক্ত-চিত্ত, স্নাত, দ্বিজগণের হিতৈষী এবং ধর্ম্ম ও যোগবলান্বিত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যজ্ঞানুষ্ঠায়া ঋষিগণকে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক জগদীশ্বর রুদ্রের দেহে প্রবেশ করেন। এইরূপ বিধানে অন্য যে সকল জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানাসক্ত ব্যক্তি মহেশ্বরের

তে সর্ব্বে পাপমুৎসৃজ্য বিরজা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
প্রবিশন্তি মহাদেবং রুদ্রং তে ত্বপুনর্ভবাঃ॥২১

বায়ুরুবাচ।

ততস্তস্মিন গতে কল্পে পীতবর্ণে স্বয়ন্ভুবঃ।
পুনরস্যঃ প্রবৃত্তস্তু সিতকল্পো হি নামতঃ॥২২
একার্ণবে তদা বৃত্তে দিব্যে বর্ষসহস্রকে।
স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥২৩
তস্য চিন্তয়মানস্য পুত্রকামস্য বৈ প্রভোঃ।
কৃষ্ণঃ সমভবদ্বর্ণো ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ২৪
অথাপশ্যন্মহাতেজাঃ প্রাদুর্ভূতং কুমারকম।
কৃষ্ণাণং মহবীর্য্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা॥২৫
কৃষ্ণাম্বরধরোষ্ণীষং কৃষ্ণজ্ঞোপবীতিনম।
কৃষ্ণেন মৌলিনা যুক্তং কৃষ্ণস্রগনুলেপনম॥২৬
স তং দৃষ্টা মহাত্মানমমরং ঘোরমন্ত্রিণম্।
ববন্দে দেবদেবেশং বিশ্বেশং কৃষ্ণপিঙ্গলম॥
প্রাণায়ামপরঃ শ্রীমান হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্
মনসা ধ্যানসংযুক্তং প্রপন্নস্তু যতীশ্বরম।
অঘোরেতি ততো ব্রহ্মা ব্রহ্ম এবানুচিন্তয়ন্ ॥
এবং বৈ ধ্যায়তস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
মুমোচ ভগবান রুদ্র অট্টহাসং মহাস্বনম॥২৯
অথাস্য পার্শ্বতঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণস্রগনুলেপনাঃ॥
চত্বারস্তু মহাত্মানঃ সম্বভূবুঃ কুমারকাঃ।
কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণাম্বরোষ্ণীষাঃ কৃষ্ণাস্যাঃ কৃষ্ণবাসসঃ
তৈশ্চাট্টহাসঃ সুমহান্ হূঙ্কারশ্চৈব পুষ্কলঃ
নমস্কারশ্চ সুমহান পুনঃ পুনরুদীরিতঃ॥৩২
ততো বর্ষসহস্রান্তে যোগাত্তৎপারমেশ্বরম।
উপসিত্বা মহাভাগাঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদুস্ততঃ॥
যোগেন যোগসম্পন্নাঃ প্রবিশ্য মনসা শিবম।
অমলং নির্গুণং স্থানং প্রবিষ্টা বিশ্বমীশ্বরম॥
এবমেতেন যোগেন যে চাপ্যন্যে বিজাতয়ঃ।

শরনাপন্ন হন, তাঁহারও নিস্পাপ, বিরজস্ক, ও ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী হইয়া অন্তে মহাদেব রুদ্রের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। তাঁহাদের কখন পুনর্জ্জন্ম ঘটে না। বায়ু বলিলেন, - অনন্তর ব্রহ্মার সেই পীতবর্ণ কল্প অতীত হইলে, পুনরায় সিত নামক অন্য কল্প প্রবৃত্ত হয়। তখন দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জগৎ একর্ণিবীভূত হইবার পর ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি-কামনায় দুঃখিত-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্র-কামনায় চিন্তগ্রস্ত হইয়া ধ্যানস্থ হইলে, তদীয় বর্ণ কৃষ্ণ হইল। অনন্ত র সেই মহাতেজা ব্রহ্মা দেখিলেন, - এক কুমার উৎপন্ন হইল। ঐ কুমার - কৃষ্ণবর্ণ, মহাবীর্য্য, স্বীয়তেজে দীপ্যমান, কৃষ্ণাম্বর-পরিধায়ী, কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষধারী, কৃষ্ণবর্ণ-যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণ মৌীশালী, এবং কৃষ্ণমাল্য ও কৃষ্ণবর্ণ অনুলেপনধারী। ব্রহ্মা সেই মহাত্মা দেবকুমারকে, দেখিয়া কৃষ্ণ-পিঙ্গলাভ দেবদেবাধিপতি বিশ্বেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। শ্রীমান ব্রহ্মা প্রাণায়াম করিলেন-

করিয়া হৃদয়ে মহেশ্বরকে ধ্যান করিলেন এবং মনে মনে সেই ধ্যাননিষ্ঠ যতীশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা 'অঘোর' ইত্যাদি মন্ত্রে অনুক্ষণ পর ব্রহ্মেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬-২৮। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপে ধ্যানাসক্ত হইলে ভগবান রুদ্র ঘোর রবে এক অট্টহাস্য করিলেন। অনন্তর তাঁহার পার্শ্ব হইতে চারিজন মহাত্মা কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই কুমারগণ সকলেই কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণমাল্য ও কৃষ্ণানুলেপনধারী। ইহাঁদের পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ অম্বর, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ, ইহাঁরা সকলেই কৃষ্ণাস্য ও কৃষ্ণবাসা। তৎকালে কুমারগণ সকলেই মহান্ হুঙ্কার সহকারে অট্টহাস্য করিলেন এবং বারম্বার নবস্কারবাক্য উচ্চারণ করিলেন। অনন্তর সহস্রবর্ষ পরে যোগবলে তাঁহারা পরমেশ্বর-পদের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের শিষ্যদিগকে সেই যোগ-রহস্য প্রদান করিলেন। সেই মহাভাগ কুমারগণ যোগসম্পন্ন হইয়া মনে মনে শিবধ্যান করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের নির্ম্মল নির্গুণ পদে যোগাবলম্বনে অন্যান্য দ্বিজাতিগণের মধ্যেও যাঁহারা

স্মরিষ্যন্তি বিধানজ্ঞা গন্তারো রুদ্রমব্যয়ম॥৩৬
ততস্তস্মিন্ গতে কল্পে কৃষ্ণরূপে ভয়ানকে।
অন্যঃ প্রবর্ত্তিতঃ কল্পো বিশ্বরূপস্তু নামতঃ॥
বিনিবৃত্তে তু সংহারে পুনঃ সৃষ্টে চরাচরে।
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥৩৭
প্রাদুর্ভূতা মহানাদা বিশ্বরূপা সরস্বতী।
বিশ্বমাল্যাম্বরধরং বিশ্বযজ্ঞোপবীতিনম॥৩৮
বিশ্বোষ্ণীষং বিশ্বগন্ধং বিশ্বস্থানং মহাভুজম।
অথ তং মনসা ধ্যাত্বা যুক্তাত্মা বৈ পিতামহঃ॥
ববন্দে দেবমীশানং সর্ব্বেশং সর্ব্বগং প্রভুম।
ওমীশান নমস্তেঽস্তু মহাদেব নমোঽস্তু তে॥
এবং ধ্যানগতং তত্র প্রণমন্তং পিতামহম।
উবাচ ভগবানীশঃ প্রীতোঽহং তে কিমিচ্ছসি
ততস্তু প্রণতো ভূত্বা বাগভিঃ স্তুত্বা মহেশ্বরম
উবাচ ভগবান ব্রহ্মা প্রীতঃ প্রীতেন চেতসা॥

যথাবিধি শিব স্মরণ করিবেন, তঁহারাও অব্যয় রুদ্রপদ প্রাপ্ত হইবেন। ২৯-৩৫। অনন্তর সেই ভীষণ কৃষ্ণরূপ কল্প অতীত হইলে, বিশ্বরূপ নামে অপর এক কল্প প্রবর্ত্তিত হয়। কল্পান্ত কালীন সংহরিকার্য্য সমাপ্ত হইবার পর পুনরায় চরাচর জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পুত্র কামনায় ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন মহানাদশালিনী বিশ্বধারিণী সরস্বতী প্রাদুর্ভূত হইলেন। পিতামহ যোগাসক্তচিত্তে - বিশ্বমাল্য ও বিশ্ববসনধারী, বিশ্বযজ্ঞোপবীতী বিশ্বোষ্ণীষশালী, বিশ্বগন্ধি, বিশ্বস্থ, মহাভুজ, সর্ব্বগামী, সর্ব্বেশ্বর ঈশানদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন, - হে মহাদেব! তোমায় আমি নমস্কার করি। তখন এইরূপে ধ্যানাসক্ত প্রণতি-পরায়ণ পিতামহকে দেখিয়া ভগবান ঈশান বলিলেন, - আমি প্রীত হইয়াছে। তোমার অভিপ্রায় কি বল? অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা প্রণতভাবে মহেশ্বরের স্তব করিয়া প্রীতচিত্তে মহেশ্বরকে বলিলেন, - দেব। আপনার এই যে বিশ্বগামী,

যদিদং বিশ্বরূপং তে বিশ্বগং বিশ্বমীশ্বরম।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি কশ্চায়ং পরমেশ্বরঃ॥৪৩
কৈষা ভগবতী দেবী চতুষ্পাদা চতুর্ম্মখী।
চতুঃশৃঙ্গী চতুর্ব্বক্ত্রা চতুর্দন্তা চতুঃস্তনী॥৪৪
চতুর্হস্তা চতুর্নেত্রা বিশ্বরূপা কথং স্মৃতা।
কিন্নামধেয়া কোঽস্যাত্মা কিংবীর্য্যা বাপি কর্ম্মতঃ
মহেশ্বর উবাচ।
রহস্যং সর্ব্বমন্ত্রাণাং পাবনং পুস্টিবর্দ্ধনম।
শৃণুস্বৈতৎপরং গুহ্যমাদিসর্গে যথাতথম॥৪৬
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পো বিশ্বরূপস্তুসৌ স্মৃতঃ।
যস্মিন্ ভবাদয়ো দেবাঃ ষটত্রিংশন্নবঃ স্মৃতাঃ
ব্রহ্মস্থানমিদং ব্যপি যদা প্রাপ্তং ত্বয়া বিভো।
তদা প্রভৃতি কল্পশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশত্তমো হ্যয়ম্ ॥৪৮
শতং শতসহস্রাণামতীতা যে স্বয়ম্ভবঃ।
পুরস্তাত্তব দেবেশ তান শৃণুঘ মহামুনে॥৪৯
আনন্দস্তু সঁ বিজ্ঞেয় আনন্দত্বে মহাতপঃ।

বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। কে এই পরমেশ্বর? আর যিনি চতুস্পদা, চতুস্মুখী, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্বক্ত্রা, চতুর্দ্দন্তা, চতুস্তনী, চতুর্হস্তা, চতুর্নেত্রা, বিশ্বরূপা ভগবতী দেবী, ইনিই বা কে? কিরূপে ইহাঁর আবির্ভাব? ইনি কোন নামে পরিচিতা? ইহার স্বরূপ কি ? বীর্য্য কিরূপ? এবং কর্ম্মই বা কি? ৩৬-৪৫। মহেশ্বর কহিলেন, - ইহা সর্ব্ব মন্ত্রের রহস্য, পবিত্র পুষ্টিবর্দ্ধন। আদি সৃষ্টির এই পরম গুহ্যতত্ত্ব যথাযথ শ্রবণ কর। এই যে বর্ত্তমান কল্প, ইহার নাম বিশ্বরূপ। ভবাদি দেবগণ এই কল্পের ষটাত্রংশৎ মনু। হে বিভো! যখন হইতে তুমি এই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই হইতে এই ত্রয়স্ত্রিংশত্তম কল্প চলিয়া আসিতেছে। হে দেবেশ! তোমার সমক্ষেই যে শত শত সহস্র সহস্র স্বয়ন্ভূ অতীত হইয়াছেন; হে মহামুনে! তহাদের কতা শ্রবণ কর। এই তুমি পূর্ব্বে আনন্দ নামে পরিচিত ছিলে, তখন তোমা কর্ত্তৃক বহু তপস্যা

গালব্যগোত্রতপসা মম পুত্রত্বমাগতঃ॥৫০
ত্বয়ি যোগশ্চ সাংখ্যঞ্চ তপো বিদ্যাবিধিঃ ক্রিয়া
ঋতং সত্যঞ্চ যদ্‌ব্রহ্ম অহিংসা সন্ততিক্রমাঃ॥
ধ্যানং ধ্যানবপুঃ শান্তিবিদ্যাবিদ্যা মতির্ধৃতিঃ
কান্তিঃ শান্তিঃ স্মৃতির্মেধা লজ্জা শুদ্ধিঃ সরস্বতী
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব লজ্জা শান্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা
ষড়্‌বিংশত্তদগুণা হ্যেষা দ্বাত্রিংশাক্ষরসংজ্ঞতা
প্রকৃতিং বিদ্ধি তাং ব্রহ্মংস্ত্বৎপ্রসূতিং মহেশ্বরীম্
সৈষা ভগবতী দেবী তৎপ্রসূতিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
চতুষ্মুখী জগদযোনিঃ প্রকৃতির্গৌৎ প্রকীর্ত্তিতাৎ
প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥৫৬

অজামেতাং লোহিতাং শুক্লকৃষ্ণাং
বিশ্বং সম্প্রসৃজমানাং সুরূপাম।
অজোহহং বৈ বুদ্ধিমান বিশ্বরূপাং
গায়ত্রীং গাং বিশ্বরূপাং হি বুদ্ধা॥৫৭

এবমুক্তা মহাদেব অট্টহাসমথাকরোৎ।
বলিতাস্ফোটিভরবং কহাকহনদং তথা॥৫৮
ততোহস্য পার্শ্বতো দিব্যাঃ সর্ব্বরূপাঃ কুমারকাঃ
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ অর্দ্ধমুণ্ডশ্চ জজ্ঞিরে॥
ততস্তে তু যথোক্তেন যোগেন সুমহৌজসঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু উপাসিত্বা মহেশ্বরম॥৬০
ধর্ম্মোপদেশং নিয়তং কৃত্বা যোগময়ং দৃঢ়ম।
শিষ্টানাং নিয়তাত্মানঃ প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম॥

বায়ুরুবাচ।

ততো বিস্ময়মাপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রপন্নস্তু মহাদেবং ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
উবাচ বচনং সর্ব্বং শ্বেতত্বং তে কথং বিভো॥

ভগবানুবাচ।

শ্বেতঃ কল্পো যদা হ্যাসীদহং শ্বেতস্ততোহভবম
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতমাল্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শিবঃ॥
শ্বেতাস্থিমাংসরোমা চ শ্বেতত্বক্‌ শ্বেতলোহিতঃ
তেন নায়া চ বিখ্যাতঃ শ্বেতকল্পস্তদা হ্যসৌ॥

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তুমি গালব্য গোত্রে জন্মিয়াছিলে; পরে তপোবলে আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। যোগ, সাংখ্য, তপস্যা, বিদ্যা, বিধি ব্যবস্থা, ক্রিয়া, ঋতু, সত্য, ব্রহ্ম, অহিংসা, অবিচ্ছিন্ন সন্ততি, ধ্যান, ধ্যানযোগ্য বপু, শান্তি বিদ্যা, অবিদ্যা, মতি, ধৃতি, কান্তি, শান্তি; স্মৃতি, মেঘা, লজ্জা, ও শান্তি এই সকল তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই যিনি দ্বাত্রিংশাক্ষরনামিকা, ষড়্‌বিংশতি-শণময়ী দেবী বিরাজিতা, - হে ব্রহ্মন! এই মহেশ্বরী প্রকৃতিকেই তুমি তোমার প্রসূতি বলিয়া জানিবে। এই চতুষ্মুখী জগদ-যোনি গোরূপিণী প্রকৃতি দেবী ভগবতাই তোমার প্রসূতি! তত্ত্বদর্শিগণ, ইহাঁকেই প্রধান বা প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহাঁর জন্ম নাই, ইনি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা, বিশ্বসৃষ্টিকারিণী, সুরূপা; এই গোরূপিণী বিশ্বরূপা গায়ত্রীকে বিদিত হইয়া আমি অজ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছি। মহাদেব এই কথা কহিয়া 'কহাকহ' নাদে এক অত্যুচ্চ অট্টহাস্য করিলেন। অনন্তর ইহাঁর পার্শ্ব হইতে বিবিধরূপধারী কহিপয় দিব্য কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই কুমারগণের মধ্যে কেহ জটী, কেহ মুণ্ডী, কেহ শিখণ্ডী ও অর্দ্ধমুণ্ডী। এই মহ তেজস্বী কুমারেরা পরে যথাবিহিত যোগানুষ্ঠান দ্বারা দিব্য সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মহেশ্বরের উপাসনাপুর্ব্বক নিয়ত যোগময় ধর্ম্মোপদেশ করিয়া নিয়তাচিত্তে ঈশ্বর রুদ্রের দেহে প্রবেশ করিলেন। ৪৬-৬১। বায়ু বলিলেন, - অনন্তর রৌকপিতামহ ব্রহ্মা বিস্ময়াপন্ন হএরন এবং বলিলেন - হে বিভো! আপনার শ্বেতত্ব হইল কিরূপে? ভগবান কহিলেনস - যখন শ্বেতকল্প হয়, কখনই আমি শ্বেত হইয়াছিলাম। আমার উষ্ণীষ শ্বেত, মাল্য শ্বেত, অম্বর শ্বেত, অস্থি মাংস ও রোম শ্বেত, এবং ত্বকু শ্বেত ও শোণিতও শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। আমি তখন শ্বেতকল্প প্রবর্ত্তিত হয়। আমার প্রসাদে তৎকালে দেবাধিপ শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতলোহিত এবং ব্রহ্মঃ

মৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশঃ শ্বেতাঙ্গঃ শ্বেতলোহিতঃ
শ্বেতবর্ণা তদা হ্যাসীদগায়ত্রী ব্রহ্মসংজ্ঞিতা॥
যস্মাদহঞ্চ দেবেশ ত্বয়া গুহ্যে পদে স্থিতঃ।
বিজ্ঞাতঃ স্বেন তপসা সদ্যোজাতঃ সনাতনঃ।
সদ্যোজাতোত ব্রহ্মৈতদগুহ্যঞ্চৈব প্রকীর্ত্তিতম
তস্মাদগুহ্যত্বমাপন্নং যে বেৎস্যন্তি দ্বিজাভয়ঃ।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম॥৬৭
যদাহঞ্চ পুনস্ত্বাসং লোহিতো নাম নামতঃ।
স মৎকৃতেন বর্ণেন কল্পো বৈ লোহিতঃ স্মৃতঃ
তদা লোহিতামংসাস্থিলোহিতক্ষীরসন্নিভা।
লোহিতাক্ষস্তনবতী গায়ত্রী প্রকীর্ত্তিতা॥
ততোহস্য লোহিতত্বেন বর্ণস্য চ বিপর্য্যয়ে।
বামত্বাচ্চৈব যোগস্য বামদেবত্বমাগতঃ॥৭০
তথাপি হি মহাসত্ত্ব ত্বত্ত্বাহং নিয়তাত্মনা।
বিজ্ঞাতাঃ শ্বেতবর্ণেন তস্মাদ্বর্ণোত্তমঃ স্মৃতঃ।
ততোঽহং বামদেবেতি খ্যাতিং যাতো মহীতলে
যে চাপি বামদেবত্বং জ্ঞাস্যন্তীহ দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায় চেমাং রুদ্রাণীং গায়ত্রীং মাতয়ং বিভো
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিরজ্ঞা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তদুর্লভম॥৭৩
যদা তু পুনরেবায়ং কৃষ্ণবর্ণো ভয়ানকঃ।
যৎকৃতেন চ বর্ণেন মৎকল্পঃ কৃষ্ণ উচ্যতে॥৭৪
তত্রাহং কালসঙ্কাশঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ।
বিজ্ঞাতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন ঘোরো ঘোর পরাক্রমঃ
তস্মাদঘোরত্বমাপন্নং যে মাং বেৎস্যন্তি ভুতলে
তেষামঘোরঃ শান্তশ্চ ভবিষ্যাম্যহমব্যয়ঃ॥৭৫
তস্মাদ্বিশ্বত্বমাপন্নং যে মাং পশ্যন্তি ভূতলে
তেষাং শিবশ্চ সৌম্যশ্চ ভাবষ্যামি সদৈব তু॥
তস্মাচ্চ বিশ্বরূপো বৈ কল্পোঽয়ং সমুদাহৃতঃ।
বিশ্বরূপা তথা চেয়ং সাবিত্রী সমুদাহৃতা॥৭৮

সংজ্ঞিতা গায়ত্রী শ্বেতবর্ণা হইয়াছিলেন। হে দেবেশ! যেহেতু আমিও তোমাসহ গুহ্য পদে অবস্থিত ছিলাম, এজন্য স্বীয় তপঃপ্রভাবে আমি সদ্যোজাত সনাতন পুরুষ বলিয়াই তোমা কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হই। মদীয় সদ্যোজাত মূর্ত্তি গুহ্য ব্রহ্ম বলিয়াই কীর্ত্তিত। অতএব যে সকল দ্বিজাতি আমার সেই গুহ্যরূপ বিদিত হইবেন, তাহাঁরা ব্রহ্মসমীপেই গমন করিবেন। সেখানে গিয়া তাহাঁদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। যখন আমি লোহিত নামে বিখ্যাত ছিলাম, তখন মৎকৃত বর্ণানুসারে সেই কল্প লোহিতসংজ্ঞায় অবিহিত হয়। গোরূপিণী গায়ত্রীও তখন লোহিতাকারে বিখ্যাত হন। তাহাঁর মাংস, অস্থি, অক্ষি ও স্তন লোহিত হইয়াছিল, তিনি লোহিত ক্ষীরের ন্যায় আকৃতি ধারণ করেন। অনন্তর বর্ণবিপর্য্যয়ে আমার লেঅহিতত্ব ও যোগের বামত্ব ঘটনায় আমি বামদেবত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিলাম। তথায় হে মহাসত্ব! আমাকে তুমি নিয়ত-চিত্তে শ্বেতবর্ণ বলিয়াই জানিয়াছ; এইজন্য আমি বর্ণোত্তম নামেই বিশ্রুত হই। অতঃপর মহতিলে আমি বামদেব নামে খ্যাতি লাভ করি। হে বিভো! যে দ্বিজাতিগণ আমার বামদেব স্বরূপ অবগত হইবেন এবং এই রুদ্রাণী গায়ত্রী মাতার তত্ত্ব জানিবেন, তাহাঁরা সকলেই সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত, বিরজস্ক ও ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন। তাহাঁদের আর পূনর্জ্জন্ম হইবে না। ৬২-৭৩। যখন পুনরায় মদীয় দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়, তখন মৎকৃত বর্ণানুসারে মৎকীয় কল্প কৃষ্ণ আখ্যায় অভিহিত হয়। ঐ সময় আমি লোকপ্রকাশক কালনিভ কাল হইয়াছিলাম। অতএব মর্ত্ত্যে যাহারা আমাকে ঘোরাকারে বিদিত হইবে, তাহাদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আমি অঘোর, অব্যয় ও শান্তরূপেই অবস্থান করিব। এইরূপে ভূতলে যাহারা আমাকে বিশ্বরূপে দর্শন করিবে, তাহাদের প্রতি সদাই আমি শিব, ও সৌম্য হইয়া থাকিব। আমার বিশ্বরূপত্ব হেতু এই কল্প বিশ্বরূপ বলিয়াই অভিহিত

সর্ব্বরূপাস্তথা চেমে সংবৃত্তা মম পুত্রকাঃ।
চত্বারস্তে সমাখ্যাতাঃ পাদা বৈ লোকসম্মতাঃ
তস্মাচ্চ সর্ব্ববর্ণত্বং প্রজাত্বং মে ভবিষ্যতি।
সর্ব্বভক্ষ্যা চ মেধ্যা চ বর্ণভশ্চ ভবিষ্যতি॥৮০
মোক্ষো ধর্ম্মস্তথার্থশ্চ কামশ্চেতি চতুষ্টয়ম।
তস্মাদ্বেত্তা চ বেদ্যঞ্চ চতুর্দ্ধা বৈ ভবিষ্যতি॥
ভূতগ্রামাশ্চ চত্বার আশ্রমাশ্চতুরস্তথা।
ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারশ্চত্বারো মম পুত্রকাঃ॥৮২
তস্মাচ্চতুর্যুগাবস্থং জগদ্বৈ সচরাচরম।
চতুর্দ্ধাবস্থিতং চৈব চতুস্পাদং ভবিষ্যতি॥৮৩
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহস্তথা।
জনস্তপশ।চ শান্তশ্চ রুদ্রলোকস্ততঃ পরম॥৮৪
অষ্টাক্ষরঃ স্মৃতো লোকঃ স্থানে স্থানে তদক্ষরম
ভুবং দিবং পরং চৈব পাদাশ্চত্বার এব চ॥৮৫
ভূর্লোকঃ প্রথমঃ পাদো ভূবর্লোকস্ততঃ পরম।
স্বর্লোকো হি তৃতীয়স্তু চতুর্থস্তু মহঃ স্মৃতঃ।

তত্র লোকঃ পরং স্থানং পরং তদযোগিনাং স্মৃতম॥৮৬
নির্ম্মমা নিরহুঙ্কারাঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তে তদ্বিদো যুক্তা ধ্যানতৎপরযুঞ্জকাঃ॥৮৭
যস্মাচ্চস্পদা হ্যেষা ত্বয়া দৃষ্টা সরস্বতী।
তস্মাচ্চ পশবঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি চতুস্পদাঃ।
তস্মাচ্চৈষাং ভবিষ্যন্তি চত্বারোবৈ পয়োধরাঃ
সোমশ্চ মন্ত্রসংযুক্তো যস্মান্মম মুচ্চ্যতঃ।
জীবঃ প্রাণভূতাং ব্রহ্মন সর্ব্বঃ পীত্বা স্তনৈর্ধৃতম্
তস্মাৎ সোমসয়ং চৈভদমৃতং চৈব সংজ্ঞিতম।
চতুস্পাদা ভবিষ্যন্তি শ্বেতত্বং চাস্য তেন তৎ॥
যস্মাচ্চৈবং ক্রিয়া ভূত্বা দ্বিপাদা বৈ মহেশ্বরী।
দৃষ্টা পুনস্ত্বয়া চৈষা সাবিত্রী লোকভাবিনী।
তস্মাদ্বৈ দ্বিপদাঃ সর্ব্বে দ্বিস্তনাশ্চ নরাঃ স্মৃতাঃ
যস্মাচ্চৈবমজ্জা ভূত্বা সর্ব্ববর্ণা মহেশ্বরী।
দৃষ্টা ত্বয়া মহাসত্ত্বা সর্ব্বভূতধরা পরা॥৯২

এবং এই সাবিত্রীও বিশ্বরূপ নামে নির্দ্দিষ্ট। আমরার তখন সর্ব্বরূপাখ্য চারি পুত্র উৎপন্ন হয়; সেই পুত্রচতুষ্টয় ধর্ম্মের লোকসম্মত চতুস্পদস্বরূপ। উক্ত পুত্র জন্মের উত্তরকালে আমার নানা বর্ণত্ব ও প্রজাত্ব হয়। এই প্রজাগণের মধ্যে বর্ণানুসারে ভবিষ্যতে কেহ কেহ সর্ব্বভক্ষ্য এবং কেহ কেহ প্রবিত্র হইয়াছিল। মোক্ষ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারাই সেই পুত্রচতুষ্টয়। ইহা হইতেই বেত্তা এবং বেদ্য চতুর্দ্ধা হয়। চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম, চতুরাশ্রম, ইহারাও ধর্ম্মের চতুস্পদস্বরূপ মদীয় পুত্রচতুষ্টয়। সেই হইতেই সচরাচর জগৎ চতুর্যুগাবস্থায় অবস্থিত ও চতুর্দ্ধা বিভক্ত। ভূর্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জন, তপ ও সত্যলোক, অতঃপর রুদ্রলোক, এই অষ্টলোক; ইহাদের মধ্যে কোন কোন লোক ক্ষয়শীল। ভূর্লোক ও স্বর্লোক প্রভৃতি চারিপাদ; তন্মধ্যে ভূর্লোক প্রথম পাদ, ভূবর্লোক দ্বিতয়ি, স্বর্লোক তৃতীয় এবং মহর্লোক চতুর্থ। উক্ত লোকসমূহের মধ্যে পরবর্ত্তী রুদ্রলোকই পরম স্থান, তাহাই যোগিগণের পরম প্রাপ্য লোক। যাঁহারা নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, কামক্রোধহীন, ধ্যাননিষ্ঠ যোগী পুরুষ, তাঁহারাই সে লোক অবলোকন করিতে পারেন। ৭৪-৮৭। যাহা হউক, যেহেতু চতুস্পদা বাগদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছ, এই জন্য তোমার সৃষ্ট পশুপাল চতুস্পাদ হইবে এবং এইজন্য তাহাদের পয়োধরও চারি চারিটী করিয়া হইবে। হে ব্রহ্মন! সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ মন্ত্রময় সোম মদীয় মুখ হইতে বিচ্যুত হয়। জীবগণ ইহাকে পান করিয়া স্তনমণ্ডলে ধারণ করে। এই জন্য এই সোমের চারিপাদ ও বর্ণ শ্বেত হইবে। যে হেতু তুমি এই লোকবাবিনী সাবিত্রী মহেশ্বরীকে দ্বিপদাকারে দেখিয়াছ, এই জন্য তোমার সৃষ্ট নরগণ সকলেই দ্বিপদ ও দ্বিস্তন বিশিষ্ট হইবে। যিনি সর্ব্ববর্ণা সর্ব্ব ভূতধারিণী, মহাসত্ত্বশালিনী, পরমা জন্মরহিতা

তস্মাত্তু বিশ্বরূপত্বমজানাং বৈ ভবিষ্যতি।
অজশ্চৈব মহাতেজা বিশ্বরূপো ভবিষ্যতি॥৯৩
অমোঘরেতাঃ সর্ব্বত্র মুখে চাস্য হুতাশনঃ।
ভস্মাৎ সর্ব্বগতো মেধ্যঃ পশুরূপী হুতাশনঃ॥
তপসা ভাবিতাত্মানো যে বৈ দ্রক্ষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ
ঈশিত্বে চ শিবত্বে চ সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ স্থিরম॥৯৫
রজস্তমোবিনির্ম্মুক্তাস্ত্যক্ত। মানুষ্যকং বুবি।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম॥৯৬
ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রেণ বৈ দ্বিজাঃ
প্রণম্য প্রযতো ভূত্বা পুন রাহ পিতামহঃ॥৯৭

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন দেবদেবেশ বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ।
ইমাস্তব মহাদেব তনবো লোকবন্দিতাঃ॥৯৮
বিশ্বরূপ মহাসত্ত্ব কস্মিন কালে মহাভুজ।
কস্যাং বা যুগসন্তৃত্যাং দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ
কেন বা তত্ত্বযোগেন ধ্যানযোগেন কেন বা।
তনবস্তে মহাদেব শক্যা দ্রষ্টুং দ্বিজাতিভিঃ॥১০০

ভগবানুবাচ।

তপসা নৈব যোগেন দানধর্ম্মফলেন বা।
ন তীর্থফলযোগেন ক্রতুভির্বা সদক্ষিণৈঃ॥১০১
ন বেদাধ্যাপনৈর্বাপি ন বিত্তেন নিবেদনৈঃ।
শক্যোঽহং মানুষৈর্দ্রষ্টুমৃতে ধ্যানাৎ পরং ন হি
সাধ্যো নারায়ণশ্চৈব বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
ভবিষ্যতীহ নাম্বা তু বারাহো নাম বিশ্রুতঃ॥
চতুর্বাহুশ্চতুস্পাদশ্চতুর্নেত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
তদা সংবৎসরো ভূত্বা যজ্ঞরূপো ভবিষ্যতি।
ষড়ঙ্গশ্চ বিশীর্ষশ্চ ত্রিস্থানস্ত্রিশরীরবান॥১০৪
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম।
এতস্য পাদাশ্চত্বার অঙ্গানি ক্রতবস্তথা॥১০৫
ভূজাশ্চ বেদাশ্চত্বার ঋতুঃ সন্ধিমুখানি চ।
দ্বে মুখে দ্বে চ অয়নে নেত্রাশ্চ চতুরস্তথা॥
শিরাংসি ত্রীণি বর্ণানি ফাল্গুন্যাষাঢ়কৃত্তিকাঃ।

মহেশ্বরী দেবী, তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছ, এই জন্য অজগণের বিশ্বরূপত্ব হইবে; মহাতেজা অজও বিশ্বরূপ হইবেন। ইহাঁর মুখে অমোঘরেতা হুতাশন সর্ব্বগত ও মেধ্য হইবেন। যে সকল তপোনিষ্ঠ দ্বিজ আমাকে সর্ব্বগামী ঈশ্বর শিবরূপে দর্শন করিবেন, তাঁহারা রজ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যদেহ পরিহারপূর্ব্বক আমার সমীপে আগমন করিবেন। তাঁহাদিগের আর পূনর্জ্জন্ম হইবে না। হে দ্বিজগণ! ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রযতভাবে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, - হে দেব, দেবেশ! হে ভগবন! আপনি বিশ্বরূপধারী মহেশ্বর। হে মহাদেব! আপনার এই সকল দেহ লোকপূজ্য; কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি, হে বিশ্বরূপ! হে মহাসত্ত্ব! হে মহাভূজ! কবে কোন কালে কোন যুগে দ্বিজাতিগণ আপনাকে দেখিতে পাইবেন? হে মাহদেব! কিরূপ তত্ত্বযোগে, কীদৃশ ধ্যানধারনায়, দ্বিজাতিবর্গ ভবদীয় মুর্ত্তি দর্শন করিতে পারিবেন? ৮৮-১০০। ভগবান কহিলেন, - কি তপস্যা, কি যোগ, কি দানধর্ম্ম ফল, কি তীর্থসেবাজানিত ফলযোগ, কি দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ, কি বেদাধ্যাপন, কি বিত্ত, কি পূজা, একমাত্র ধ্যান ব্যতীত এ সকলের কোন কিছু দ্বারাই মনুষ্যগণ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। ত্রিভুবনপতি বিষ্ণু নারায়ণই একমাত্র সাধনীয়। তিনি বারাহ নামে বিশ্রুত হইবেন। তাঁহার চারি পদ, চারি নেত্র ও চারি মুখ হইবে। তৎকালে তিনি ষড়ঙ্গ, ত্রিশীর্ষ, ত্রিস্থান ও ত্রিশরীরবান হইবেন। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় তাঁহার চারি পাদ ও ক্রতুসকল তাঁহার অঙ্গ, চতুর্ব্বেদ ভুজচতুষ্টয়, ঋতু ও ঋতুসন্ধি তাঁহার মুখ, দুই অয়ন ও দুই অয়ন-মুখ তাঁহার নেত্রচতুষ্টয়, পর্ব্ব-সকল ফাল্গুনী,

দিব্যান্তরিক্ষভৌমানি ত্রীনি স্থানানি যানি তু।
সম্ভবঃ প্রলয়শ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ॥
স যদা কালরূপাভো বরাহত্বে ব্যবস্থিতঃ।
ভবিষ্যতি যদা সাধ্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥
তদা ত্বমপি বেশ চতুবক্ত্রো ভবিষ্যসি।
ব্রহ্মলোকনমস্কার্য্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভু॥১০৯
একর্ণবে প্লবে চৈব শয়ানং পুরুষং হরিম।
যদা দ্রক্ষ্যাসি দেবেশং ধ্যানযুক্তং মহামুনিম॥
তদা বাং মম যোগেন মোহিতৌ নষ্টচেতসৌ
অন্যোন্যস্পর্দ্ধিনৌ রাত্রাববিজ্ঞায় পরস্পরম॥
একৈকস্যোদরস্থাংস্তু দৃষ্ট্বা লোকাংশ্চরাচরান।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা ধ্যানাদ্বুদ্ধা তু মানুষৌ॥
ততস্ত্বং পদ্মসম্ভূতঃ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ।
পদ্মাঙ্কিতস্তদা কল্পে খ্যাতিং যাস্যসি পুষ্কলাম॥
ততস্তস্মিংস্তদা কল্পে বারাহে সপ্তমে প্রভেঃ।
পুনর্বিষ্ণুনহাতেজাঃ কালো লোকপ্রকালনঃ।
মনুর্বৈবস্বতো নাম তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥১১৪
তদা চতুর্যুগাবস্থে কল্পে তস্মিন যুগান্তকে।
ভবিষ্যামি শিকাযুক্তঃ শ্বেতো নাম মহামুনিঃ॥
হিসবচ্ছিকরে রম্যে ছাগলে পর্ব্বতোত্তমে।
চতুঃ শষ্যাঃ শিবে যুক্তা ভবিষ্যন্তি তদা মম॥
শ্বেতশ্চৈব শিকশ্চৈব শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতলোহিতঃ।
চত্বারস্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥
তহস্তে ব্রহ্মভূয়ষ্ঠা দৃষ্টা ব্রহ্মগতিং পরাম।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম॥১১৮
পুনস্তু মম দেবেশো দ্বিতীয়দ্বাপরে প্রভুঃ।
প্রজাপতির্যদা ব্যাসঃ সত্যো নাম ভবিষ্যতি॥
তদা লোকহিতার্থায় সুতারো নাম নামতঃ।
ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিংল্লোকানুগ্রহচারণাৎ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যা নাম নমিতঃ।
দুন্দ্যুভঃ শতরূপশ্চ ঋচীকঃ কেতুমাংস্তথা॥১২১

আষাঢ়ী ও কৃত্তিকা এবং দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম এই ত্রিবিধ স্থান তাঁহার মস্তকত্রয় এবং উৎপত্তি ও প্রলয় এই দুইটী তাঁহার আশ্রম বলিয়া কীর্ত্তিক। সেই প্রভু নারায়ণ যখন কালরূপে বরাহদেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের আরাধ্য হইবেন, হে দেবেশ! তখন তুমিও চতুরানন হইবে। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মলোকবাসিদিগেরও তখন নমস্য হইবেন। যখন জগৎ একার্ণবীকৃত হইবে, তখন তুমি প্লবমধ্যে পুরুষোত্তম হরিকে ধ্যানস্থ মহামুনিয় মত শয়ান দেখিবে, তখন আমার মায়ায় মোহিত হইয়া তোমরা নষ্টচেতা হইবে। রাত্রিযোগে তোমরা উভয়ে একে অপরকে না জানিয় পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবে। তখন পরস্পর একের উদরে অপরে এই চরাচর জগৎ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধ্যানযোগে আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া বুঝিবে। অনন্তর সেই কল্পে তুমি পদ্মজন্মা, পদ্মনাভ, পদ্মাঙ্কত প্রভৃতি বিপুল খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। পরে ভগবানের বারাহ কল্পে মহাতেজা বিষ্ণু কাল হইয়া লোক সংহার করিবেন; অনন্তর বৈবস্বত মনু নামে তোমার পুত্র হইয়া জন্মিবেন। আমি তৎকালে চতুর্যুগের উপসংহারক কল্পে শ্বেতনামক শিখাযুক্ত মহামুনি হইব। হিমালয়ের শিখরে ছাগলাখ্য রম্য পর্ব্বতবরে তখন আমার চারি জন শিষ্য হইবে। তাহারা সকলেই শিবানুরক্ত মহাত্মা, বেদপারগ ব্রাহ্মণ। তাহাদের নাম শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাশ্ব ও শ্বেতলোহিত। অনন্তর সেই চারিজন ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য পরাৎপর ব্রহ্মতত্ত্ব অবলোকন করিয়া আমার সমীপে আগমন করিবে। এখানে আসিলে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ০১-১১৮। পুনরায় যখন আমার দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে প্রভু প্রজাপতি দেবদেব সত্য নামে ব্যাস হইবেন, তখন আমি জগতের হিতকামনায় সুতার নামে আবির্ভূত হইব। ঐ সময় লোকদিগের অনুগ্রহ বিতরণের জন্য আমার কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্রগণের নাম দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক ও কেতুমানঃ

প্রাপ্য যোগং তথা জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈব সনাতনম্
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১২২
তৃতীয়ে দ্বাপরে চৈব যদাব্যাসস্তু ভার্গবঃ।
তদা হ্যহং ভবিষ্যামি দমনস্তু যুগান্তিকে ॥ ১২৩
তত্রাপি চ ভবিষ্যন্তি চত্বারো মম পুত্রকাঃ।
বিশোকশ্চ বিকেশশ্চ বিশাপঃ শাপনাশনঃ ॥
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ যোগোক্তেন মহৌজসঃ
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনারবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১২৫
চতুর্থে দ্বাপরে চৈব যদা ব্যাসোঽঙ্গিরাঃ স্মৃতঃ
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সুহোত্রী নাম নামতঃ ॥
তত্রাপি মম সৎপুত্রাশ্চত্বারশ্চ তপোধনাঃ ॥ ১২৬
ভবিষ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ।
সমুখো দুর্মুখশ্চৈব দুর্দ্দমো দুরতিক্রমঃ। ১২৭
প্রাপ্য যোগগতিং সূক্ষ্মাং বিমলা দগ্ধকিল্বিষাঃ
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয় ॥
পঞ্চমে দ্বাপরে চৈব ব্যসস্তু সবিতা যদা।
তদা চাপি ভবিষ্যামি কঙ্কো নাম মহাতপাঃ ॥
অনুগ্রহার্থং লোকানাং যোগাত্মা নৈককর্ম্মকৃৎ
চত্বারস্তু মহাভাগা বিরজাঃ শুদ্ধযোনয়ঃ ॥ ১৩০
পুত্রা মম ভবিষ্যন্তি যোগান্তানো দৃঢ়ব্রতাঃ।
সনঃ সনন্দনশ্চৈব প্রভুর্য্যস্য সনাতনঃ ॥ ১৩১
ঋভুঃ সনৎকুমারশ্চ নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১৩২
পরিবর্ত্তে পুনঃ ষষ্ঠে মৃত্যুর্ব্যাসো যদা বিভুঃ।
তদাপ্যহং তবিষ্যামি লোকাক্ষির্নাম নামতঃ ॥
শিষ্যাশ্চ মম তে দিব্যা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ
ভবিষ্যন্তি মহাভাগাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ ॥
সুধামা বিরজশ্চৈব শঙ্খপাদ্রব এব চ।
যোগাত্মানো মহাত্মানস্তে সর্ব্বে দগ্ধ কিল্বষাঃ ॥
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
সপ্তমে পরিবর্ত্তে তু যদা ব্যাসঃ শতক্রতুঃ ॥
বিভুর্নাম মহাতেজাঃ পূর্ব্বমাসীচ্ছতক্রতুঃ।

ইহারা যোগাবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সনাতন রুদ্রলোকে গমন করিবে। তথা হইতে সংসারে আর তাহাদিগকে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না। যখন তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব ব্যাস হইবেন, তখন যুগান্তে আমি দমন নামে বিখ্যাত হইব। তখন বিশোক, বিকেশ, বিশাপ ও পাপনাশন নামে আমার চারি পুত্র হইবে। এই পুত্রগণও পূর্ব্বোক্তরূপে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া রুদ্রলোকে গমন করিবে। সেখান হইতে সংসারে আর তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না। চতুর্থ দ্বাপরে অঙ্গিরা যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি সুহোত্রী নামি বিখ্যাত হইয়া আর্বিভূত হইব। তখনও আমার চারিটী সৎপুত্র হইবে। ঐ পুত্রাণ সকলেই তপোধন, যোগাত্মা, দৃঢ়ব্রত ও দ্বিজপ্রধান। উহাদের নাম সুমুখ, দুর্ম্মুখ দুর্দ্দম ও দুরতিক্রম। ইহারা সূক্ষ্ম যোগগতি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণপাপ ও বিমল হইবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া নিশ্চয়ই রুদ্রলোকে গমন করিবে। পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি কঙ্কনামক মহাতপা হইব। লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ আমি যোগাত্মা ও বহু কর্ম্মের কর্ত্তা হইব। আমার চারিজন পুত্র হইবে; তাহারা বিরজস্ক, শুদ্ধযোনি, মহাভাগ, যোগাত্মা, দৃঢ়ব্রত, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইবে। ঐ পুত্রগণের নাম-সন, সনন্দন, ঋভু ও সনৎকুমার। ইহারা সকলেই মদীয় সমীপে আগমন করিবে। তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না। ১০৯-১৩২। ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি লোকাক্ষি নামে বিখ্যাত হইব। তৎকালে আমার চারিজন শিষ্য হইবে-তাহারা সকলেই যোগাত্মা, দৃঢ়ব্রত, লোকমান্য মহাত্মা ও দগ্ধপাপ্মা হইবে। তাহাদের নাম সুধামা, বিরজা, শঙ্খপাৎ ও বর। তাহারা সকলেই যোগমার্গ অবলম্বনে নিশ্চয়ই মদীয় লোকে গমন করিবে। পূর্ব্বে মহাতেজা বিভু শতক্রতু ছিলেন। সপ্তম যুগ-পরিবর্ত্তনে সেই শতক্রতু যখন ব্যাস হইবেন, তখনকার সেই

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে
জৈগীষব্যেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাং বরঃ
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি যুগে তদা ॥
সারস্বতঃ সুমেধশ্চ বসুবাহঃ সুবাহনঃ।
তেহপি তেনৈব মার্গেণ ধ্যানযুক্তিং সমাশ্রিতাঃ
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো রুদ্রলোকপরয়ণাঃ।
বসিষ্ঠশ্চাষ্টবে ব্যাসঃ পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতি ॥১৪০
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব তথা পঞ্চশিখো মুনিঃ।
বাষ্কলিশ্চ মহাযোগী সর্ব্ব এব মহৌজসঃ ॥১৪১
প্রাপ্য মহেশ্বরং যোগং ধ্যানিনো দগ্ধকল্মষাঃ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১৪২
পরিবর্ত্তেঽথ নবমে ব্যাসঃ সারস্বতো যদা।
তদা চাহং ভবিষ্যামি ঋষভো নাম নামতঃ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
পরাশরশ্চ গার্গ্যশ্চ ভার্গবো হ্যঙ্গিরাস্তথা ॥১৪৪
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
সর্ব্বে তপোবলোৎকৃষ্টাঃ শাপানুগ্রহকোবিদাঃ
তেহপি তেনৈব মার্গেণ যোগোক্তেন তপস্বিনঃ

ধুগান্তে আমি যোগিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য নামে বিখ্যাত হইব। সেইযুগে তখন আমার চারিপুত্র হইবে। তাহাদের নাম- সারস্বত, সুমেধা, বসুবাহ ও সুবাহন। এই মহাত্মা পুত্রগণ সকলেই ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন। অষ্টম পরিবর্ত্তনে বসিষ্ঠ ব্যাস হইবেন। তখন কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাস্কলি এই চারিজন মহাত্মা মুনি তাঁহার শিষ্য হইবেন তাঁহারা ধ্যানবলে মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধকিল্বিষ হইবেন এবং পুনরাবৃত্ত বর্জ্জিত হইয়া আমার সমীপে আগমন করিবেন। নবম পরিবর্ত্তে সারস্বত ব্যাস হইবেন, তখন আমি ঋষভ নামে বিখ্যাত হইব এবং পরাশর, গার্গ্য, ভার্গব ও আঙ্গিরা নামে আমার চারিজন মহাপ্রভাব পুত্র হইবে। তাহারা সকলেই বেদপারগ ব্রাহ্মণ, সকলেই তপঃপ্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং সকলেই নিগ্রহ ও অনুগ্রহে

ধ্যানমার্গং সমাসাদ্য গমিষ্যন্তি তথৈব তে ॥
দশমে দ্বাপরে ব্যাসস্ত্রিধামা নাম নামতঃ।
ভবিষ্যতি যদা পিপ্রাস্তদাহং ভবিতা পুনঃ ॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ভৃগুতুঙ্গে নগোত্তমে।
নাম্না ভৃগোস্তু শিখরং তস্মাত্তচ্ছিখরং ভৃগুঃ ।
তত্রৈব মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি দৃঢ়ব্রতাঃ।
বলবন্ধুনিরামিত্রঃ কেতুশৃঙ্গস্তপাধনঃ ॥ ১৪৯
যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগসমন্বিতাঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি তপসা দগ্ধকল্মষাঃ ॥
একাদশে দ্বাপরে তু তিষ্ঠদ্ব্যাসো ভবিষ্যতি।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গঙ্গাদ্বারে কলের্ধুরি ॥
উগ্রা নাম মহানাদাস্তথৈব মম পুত্রকাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহৌজস্কাঃ সুবৃত্তা লোক বিশ্রুতাঃ ॥
লম্বোদরশ্চ লম্বশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রালোকায় সংস্থিতাঃ
তেহপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্

অভিজ্ঞ হইবে। এই তপস্বী পুত্রগণ সকলেই পূর্ব্বোক্তরূপে যোগপথ আশ্রয় করিয়া ধ্যানাবলম্বনে রুদ্রলোকে গমন করিবেন। দশম দ্বাপরে ত্রিধামা ব্যাস হইবেন। তখন আমি নগোত্তম হিমালয়ের ভৃগুনামক তুঙ্গ ও রম্য শিখরে আবির্ভূত হইব। তৎকালে আমার চারিজন দৃঢ়ব্রত পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাদের নাম- বলবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন। এই পুত্রগণ সকলেই যোগাসক্ত, মহাত্মা ও ধ্যানাবস্থিত হইবে। ইহারা তপস্যায় নিষ্পাপ হইয়া পরে রুদ্রলোকে গমন করিবে। ১৩৩-১৫০। একাদশ দ্বাপরে ত্রিবৃৎ ব্যাস হইবেন। তখন কলির প্রথমে আমি গঙ্গাধারে আবির্ভূত হইব। উগ্রনামে মহানাদ-শালী মদীয় চারিপুত্র তখন উৎপন্ন হইবে। ইহারা সকলেই মহৌজা ও লোকবিশ্রুত। উহাদের নাম- লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ ও লম্বকেশক। ইহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রলোক-গমনে উদ্যত হইবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপ যোগপথ অবলম্বন করিয়াই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

দ্বাদশে পরিবর্ত্তে তু শততেজা মহামুনিঃ।
ভবিষ্যতি মহাসত্ত্বো ব্যাসঃ কবিবরোত্তমঃ ॥
ততোঽপ্যহং ভবিষ্যামি অত্রির্নাম যুগান্তিকে
হৈমকং বনমাসাদ্য যোগমাস্থায় ভূতলে ॥১৫৫
অত্রাপি মম তে পুত্রা ভস্মস্নানানুলেপনাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাযোগা রুদ্রলোকরপরায়ণাঃ ॥১৫৬
সর্ব্বজ্ঞঃ সমবুদ্ধিশ্চ সাধ্যঃ সর্ব্বস্তথৈব চ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ॥
ত্রয়োদশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
ধর্ম্মো নারায়ণো নাম ব্যাসস্তু ভবিতা সদা ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বালির্নাম মহামুনিঃ।
বালিখিল্যাশ্রমে পুণ্যে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥
তত্রাপি মত তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠো বিরজাস্তথা ॥১৬০
মহাযোগবলোপেতা বিমলা উর্দ্ধরেতসঃ।
তেনৈব যোগমার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
যদা ব্যাসঃ সুরক্ষস্তু পর্য্যায়শ্চ চতুর্দ্দশ।
তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥ ১৬৫
বংশে ত্বঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম যোগবিৎ
তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনম্ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ তথা।
অত্রিরুগ্রতপাশ্চৈব শ্রাবণোঽত স্রবিষ্ঠকঃ ॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগপরায়ণাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকনিবাসিনঃ ॥
ততঃ প্রাপ্তে পঞ্চদশে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
আরুণিস্তু যদা ব্যাসো দ্বাপরে ভবিতা প্রভু ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি নাম্না বেদশিরা দ্বিজাঃ।
তত্র বেদশিরা নম অস্ত্রং তৎপারমেশ্বরম্ ॥ ১৬৭
ভবিষ্যতি মহাবীর্য্যং বেদশীর্ষঞ্চ পর্ব্বতঃ।
হিমাৎপৃষ্ঠমাশ্রিত্য সরস্বত্যা নগোত্তমে ॥ ১৬৮
তদাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
কুণিশ্চ কুণিবাহুশ্চ কুশরীরঃ কুনেত্রকঃ ॥ ১৬৯
যোগাত্মানো মহাত্মানো ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চোর্দ্ধরেতসঃ

দ্বাদশ পরিবর্ত্তনে মহামুনি শততেজা মহাসত্ত্বশালী মহাকবি ব্যাস হইবেন। অনন্তর ঐ যুগান্তে আমি অত্রি নামে বিখ্যাত হইব এবং যোগাবলম্বন করিয়া হৈমক বন আশ্রয় করিব, আমার চারি পুত্র হইবে। তাহারা ভস্মস্নানে অনুলিপ্ত, মহাযোগে নিবিষ্ট এবং রুদ্রলোক গমনে উন্মুখ হইবে। তাহাদের নাম হইবে-সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য এবং সর্ব্ব। এই পুত্রগণ সকলেই ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গমন করিবে। অনন্তর ক্রমশঃ ত্রয়োদশ পরিবর্ত্তন ঘটিলে ধর্ম্মনারায়ণ যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি গন্ধমাদনশৈলস্থ পবিত্র বালখিল্যাশ্রমে বলি নামে মহামুনি হইয়া আর্বির্ভূত হইবে। তখন আমার সুধামা, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজা নামে চারিজন তপোধন পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই মহাযোগযুক্ত বিমলসত্ত্ব ও উর্দ্ধরেতা হইবেন। ইহারাও পূর্ব্বোক্তরূপ যোগপথে নিশ্চয়ই রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন। চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে সুরক্ষ যখন ব্যাস হইবেন, তদানীন্তন যুগান্তে পুনরায় আমি অঙ্গিরার বংশে গৌতম নামক শ্রেষ্ঠ যোগী হইয়া উৎপন্ন হইব। মদীয় আশ্রমবন তখন হইতে পবিত্র গৌতমাশ্রম নামে পরিচিত হইবে। পরে কলির প্রারম্ভে আমার চারি পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাদের নাম হইবে- অত্রি, উগ্রতপা, শ্রবণ ও স্রবিষ্ঠক। ঐ পুত্রগণ যোগাসক্ত মহাত্মা ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গিয়া বাস করিবে। ১৫১-১৬৫। অনন্তর পঞ্চদশ পর্য্যায়ে দ্বাপরে মাহাত্মা আরুণি যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি বেদশিরা নামে বিখ্যাত হইব। সেই হইতে বেদশিরা নামে ঐশ্বরিক মহাবীর্য্য অস্ত্র এবং বেদশীর্ষা নামে পর্ব্বত বিখ্যাত হইবে। সরস্বতীর প্রবাহসমীপে নগবর হিমালয়ের পৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়া আমি অবস্থান করিব। তখন কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্র নামে আমার চারি পুত্র হইবে। এই পুত্রগণ যোগাত্মা, মহাত্মা, ব্রহ্মিষ্ঠ উর্দ্ধরেতা হইবেন। ইহাঁরা সকলেই পূর্ব্বোক্তরূপে

তেহপি তেনৈব মার্গেন রুদ্রলোকং গতাস্তু তে
ততঃ ষোড়শমে চাপি পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
ব্যাসস্তু সঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যতি তদা প্রভুঃ ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গোকর্ণো নাম নামতঃ।
তস্মাত্তবিষ্যতে পুণ্যং গোকর্ণং নাম তদ্বনম্ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
কাশ্যপো হ্যশনা চৈব চ্যবনোহথ বৃহস্পতিঃ।
তেহপিতেনৈব মার্গেন গমিষ্যন্তি পরং পদম্
ততঃ সপ্তদশে চৈব পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
তদা ভবিষ্যতে ব্যাসো নাম্না দেবকৃতঞ্জয়ঃ ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গুহাবাসীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে চৈব মহাতৃঙ্গে মহালয়ে।
সিদ্ধক্ষেত্রং মহাপুণ্যং ভবিষ্যতি মহালয়ম্ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ব্রহ্মজ্ঞা যোগবেদিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো মর্ম্মজ্ঞা নিরহঙ্কৃতাঃ ॥ ১৭৬
উতথ্যো বামদেবশ্চ মহাকালো মহালয়ঃ।
তেষাং শতসহস্রন্তু শিষ্যাণাং ধ্যানসাধনম্ ॥

যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া রুদ্রলোকে গমন করিবেন। অনন্তর ষোড়শ পর্য্যায়ে মহাত্মা সঞ্জয় ব্যাস হইবেন। আমি গোকর্ণ নামে বিখ্যাত হইব। সেই হইতে আমার পুণ্য আশ্রমবন গোকর্ণ নামে পরিচিত হইবে। তখন কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে আমার চারিজন মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণও পূর্ব্বোক্তরূপে যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর সপ্তদশ পর্য্যায়ে দেব কৃতঞ্জয় ব্যাস হইবেন। তখন আমি গুহাবাসী নামে বিখ্যাত হইব। অত্যুন্নত হিমালয়শিখরে আমার মহাপূণ্যজনক সিদ্ধক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ ক্ষেত্র মহালয় নামে বিখ্যাত হইবে। সেখানে আমার চারিজন যোগবেদী ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ মহাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ ও নিরহঙ্কৃত হইবে। ইহাদের নাম- উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয়। এই পুত্রগণের শত সহস্রসংখ্যক শিষ্য ধ্যানসাধনায় তৎপর হইবে। ঐ কল্পে মদীয়

ভবিষ্যন্তি তদা কল্পে সর্ব্বে তে ধ্যানযুঞ্জকাঃ।
তে তু সন্নিহিতা যোগে হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্।
মহালয়ে পদং ক্ষিপ্তা প্রবিষ্টাঃ শিবমব্যয়ম্ ॥
যে চান্যেহপি মহাত্মানঃ কালে তস্মিন্
যুগান্তিকে।
ধ্যানযুক্তেন মনসা বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥
গত্বা মহালয়ং পুণ্যং দৃষ্টা মাহেশ্বরং পদম্।
তূর্ণং তারয়তে জন্তূন দশ পূর্ব্বান দশাপরান্ ॥
আত্মানমেকবিংশঞ্চ তাররিত্বা মহার্ণবম্।
মম প্রসাদাদ্‌যাস্যন্তি রুদ্রলোকং গতজরাঃ ॥
ততোহষ্টাদশমশ্চৈব পরিবর্ত্তো যদা ভবেৎ।
তদা ঋতঞ্জয়ো নাম ব্যাসস্তু ভবিতা মুনিঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি শিখণ্ডী নাম নামতঃ ॥
সিদ্ধক্ষেত্রে মহাপুণ্যে দেবদানবপুজিতে।
হিমবচ্ছিখরে পুণ্যে শিখণ্ডী যত্র পর্ব্বতঃ।
শিখণ্ডিনো বনং চাপি ঋষিসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।

সমস্ত পুত্রই ধ্যানযোগী হইবে। তাহারা মহালয়ে থাকিয়াই যোগাসক্ত-চিত্তে হৃদয় মধ্যে মহেশ্বরকে ধ্যান করত অব্যয় শিবশরীরে প্রবেশ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল মহাত্মা সেই যুগান্তকালে ধ্যানযুক্ত মনে বিমল ও বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ঐ পবিত্র মহালয়ে গমন ও মহেশ্বরের পদ দর্শন করিবেন, তাঁহারা সত্বরই উর্দ্ধ ও অধস্তন দশ দশ পুরুষ এবং স্বীয় আত্মা, এই এক বিংশ পুরুষকে সংসারমহার্ণব হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। আমার প্রসাদে তাঁহাদিগের রুদ্রলোকে গতি হইবে। ১৬৬-১৮০। অনন্তর অষ্টাদশ পর্য্যায়ে যখন ঋতঞ্জয় ব্যাস হইবেন, তখন আমিও শিখণ্ডী নামে আবির্ভূত হইব। দেব-দানব পুজিত পুণ্য হিমালয়শিখরে মহাপুণ্যজনক সিদ্ধক্ষেত্রে আমার বাস হইবে। তৎকালে তত্রত্য পর্ব্বত শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত হইবে। সেই হইতে শিখণ্ডী শৈলস্থিত বন ঋষি ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হইতে থাকিবে। তখন আমার

বাচস্রবা ঋচীকশ্চ শাবাসশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৮৩
যোগাত্মানো মহাসত্ত্বঃ সর্ব্বে তে বেদপারগাঃ
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ব্রজন্তি তে
ততস্ত্বেকোনবিংশে তু পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
ব্যাসস্তু ভবিতা নাম্না ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥১৮৫
তত্রাপ্যহং ভবিষ্যামি জটামালীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে জটায়ূর্যত্র পর্ব্বতঃ ॥ ১৮৬
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
হিরণ্যনামা কৌশিল্যঃ কাক্ষীবঃ কুথুমিস্তথা ॥
ঈশ্বরা যোগধর্ম্মাণঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
ততো বিংশতিমে সর্গে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
বাচাশ্রবাঃ স্মৃতো ব্যাসো ভবিষ্যতি মহামতিঃ
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি হ্যট্টহাসেতি নামতঃ।
অট্টহাসপ্রিয়শ্চাপি ভবিষ্যন্তি তদা নরাঃ ॥ ১৯০
তত্রৈব হিমবৎপৃষ্ঠে ত্বট্টহাসো মহাগিরিঃ।

বাচশ্রবা, ঋচীক, শাবাস ও দৃঢ়ব্রত নামি চারি পুত্র জন্মিবে। এই পুত্রগণ তপোধন, যোগাত্মা মহাপ্রভাব ও বেদপারগ হইবে। ইহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হইবে। অনন্তর একোনবিংশ পর্য্যায়ে মহামুনি ভরদ্বাজ ব্যাস হইবেন। ঐ সময় আমি রম্য হিমাদ্রি-শিখরে জটামালী নামে বিখ্যাত হইব। আমার নামানুসারে তথায় জটায়ু পর্ব্বত বিখ্যাত হইবে। তখন হিরণ্য, কৌশিল্য, কাক্ষীব ও কুথুমি নামে আমার চারিজন মহাতেজা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই ঐশ্বর্য্যশালী যোগধর্ম্মী ও উর্দ্ধরেতা হইবে। ইহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই রুদ্রলোকে গমন করিবে। অনন্তর বিংশতিতম পর্য্যায়ের সৃষ্টি বিস্তারে মহামতি বাচশ্রবা ব্যাস হইবেন। তখন আমি অট্টহাসী নামে বিখ্যাত হইব। সেই হইতে লোক সকল অট্টহাস্যের অনুরাগী হইবে। সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পূর্ব্বোক্ত হিমালয়পৃষ্ঠেই আমি বাস করিব। সেখানে তখন আমার সুমন্ত, বর্বরি,

ভবিষ্যতি মহাতেজাঃ সিদ্ধচারণ সেবিতঃ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
যুক্তাত্মানো মহাসত্ত্বা ধ্যানিনো নিয়তব্রতাঃ ॥
সুমন্তর্ব্বরিরির্বিদ্ধান্ সুবন্ধুঃ কুশিন্ধরঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকায় তে গতাঃ
একবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু
বাচস্পাতঃস্মৃতো ব্যাসো যদা স ঋষিসত্তমঃ ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দারুকো নাম নামতঃ।
তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং দেবদারুবনং মহৎ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
প্লক্ষো দাক্ষায়াণশ্চৈব কেতুমালী বকস্তথা ॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো নিয়তা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
পরমং যোগমাস্থায় রুদ্রং প্রাপ্তস্তদানঘাঃ ॥১৯৭
দ্বাবিংশে পরিবর্ত্তে তু ব্যাসঃ শুক্লয়নো যদা।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বারাণস্যাং মহামুনিঃ ॥১৯৯
নাম্না বৈ লাঙ্গলী ভীমো যত্র দেবাঃ সবাসবাঃ
দ্রক্ষ্যন্তি মাং কলৌ তস্মিন্নবতীর্ণং হলায়ুধম্

সুবন্ধু, ও কুশিকন্ধর নামে চারিজন মহাপ্রভাব পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারা সকলেই যুক্তাত্মা, মহাসত্ত্ব, ধ্যাননিষ্ঠ ও সত্যব্রত। এই পুত্রগণ সকলেই মহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকাভিমুখে গমন করিবে। পরে ক্রমশঃ একবিংশ পর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে ঋষিপ্রবর বাচস্পতি যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি দারুক নামে অবতীর্ণ হইব। সেই হইতে পুণ্যপ্রদ মহান্ দেবদারুবণ বিখ্যাত হইবে। সেকালে সেখানে আমার প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, কেতুমালী ও বক নামে চারিজন মহাপ্রভাব পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই যোগত্মা, মাহাত্মা, যতচিত্ত ও উর্দ্ধরেতাঃ। ইহারা নিষ্পাপ হইয়া পরম যোগাবলম্বনে রুদ্রকেই প্রাপ্ত হইবে। ১৮১-১৯৭। দ্বাবিংশ পর্য্যায়ে শুক্লায়ন যখন ব্যাস হইবেন, তখন বারাণসী ধামে আমি-লাঙ্গলী নামে মহামুনি হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। তথায় সেই কলিকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ আমায় হলায়ুধ রূপে অবতীর্ণ

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্ম্মিকাঃ।
তুল্যার্চ্চির্মধুপিঙ্গাক্ষঃ শ্বেতকেতুস্তথৈব চ ॥২০৬
তেঽপি মাহেশ্বরং যোগং প্রাপ্য ধ্যানপরায়ণাঃ
বিরজা ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা রুদ্রলোকায় সংস্থিতাঃ ॥
পরিবর্ত্তে ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দর্যদা মুনিঃ।
ব্যাসো ভবিষ্যতি ব্রহ্মা তদাহং ভবিত পুনঃ।
শ্বেতো নাম মহাকায়ো মুনিপুত্রঃ সুধার্ম্মিকঃ ॥
তত্র কালং জরিষ্যামি তদা গিরিবরোত্তমে।
তেন কালঞ্জরো নাম ভবিষ্যতি স পর্ব্বতঃ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
উসিজো বৃহদুক্থ্যশ্চ দেবলঃ কবিরেব চ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রালাকং গতা হি তে
পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বিংশে ঋক্ষ্যে ব্যাসো ভবিষ্যতি
তত্রাহং ভবিতা ব্রহ্মন্ কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে
শূলী নাম মহাযোগী নৈমিষে যোগিবন্দিতে ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ।
শালিহোত্রোঽগ্নিবেশ্যশ্চ যুবনাশ্বঃ শরদ্বসুঃ।

তেঽপি যোগবলোপেতা রুদ্রং যাস্যন্তি সুব্রত
পঞ্চবিংশে পুনঃপ্রাপ্তে পরিবর্ত্তে যতাক্রমম্।
বসিষ্ঠস্তু যদা ব্যাসঃ শক্তির্নাম ভবিষ্যতি ॥২০৮
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দণ্ডী মুণ্ডীশ্বরঃ প্রভু।
কোটিবর্ষং সমাসাদ্য নগরং দেবপুজিতম্ ॥২০৯
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি ক্রমাগতাঃ ।
যোগাত্মানো মহাত্মানঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ
ছগলঃ কুম্ভকর্ষাশ্যঃ কুম্ভশ্চৈব প্রবাহুকঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি তথৈব তে
ষড়্বিংশে পরিবর্ত্তে তু যদা ব্যাসঃ পরাশরঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সহিষ্ণুর্নাম নামতঃ।
পুণ্যাং রুদ্রবটং প্রাপ্য কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্ম্মিকাঃ।
উলূকো বৈদ্যুতশ্চৈব শর্ব্বকো হ্যাশ্বলায়নঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গন্তারস্তে তথৈব হি ॥
সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
জাতুকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ

দেখিবেন। তখন আমার তুল্যার্চ্চি, মধুপিঙ্গাক্ষ ও শ্বেতকেতু নামে কতিপয় পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ ধ্যাননিষ্ঠ, বিরজস্ক ও ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ। ইহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকেই অবস্থান করিবে। ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ে যখন তৃণবিন্দু ব্যাস হইবেন, তখন আমি শ্বেত নামে মহাকায় সুধার্ম্মিক মুনিপুত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। সে সময় গিরিবরে কালাতিপাত করিব; এই জন্য ঐ গিরি কালঞ্জর নামে বিখ্যাত হইবে। তখন উষিজ বৃহদুক্থ, দেবল ও কবি নামে চারিজন মহাপ্রভাব পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিবে। চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ে ঋক্ষ ব্যাস হইবেন। হে ব্রহ্মণ্! সেই যুগান্তে কলির প্রারম্ভে যোগিজন-সেব্য নৈমিষে আমি শূলী নামে মহাযোগী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। তকন শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসু নামে আমার চারিজন পুত্র হইবে। সেই যোগবলশালী সুব্রত পুত্রগণ রুদ্রকেই লাভ করিবে। পঞ্চবিংশ পর্য্যায়ে বশিষ্ঠ যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি দেবপুজিত কোটিবর্ষ নগরে দণ্ডী মুণ্ডীশ্বর নামে প্রাদুর্ভূত হইব। ঐ সময় আমার ছাগল, কুম্ভকর্ষাশ্য, কুম্ভ ও প্রবাহুক নামে চারি পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই যোগাত্মা, মহত্মা ও উর্দ্ধরেতা হইবে। ইহারা মাহেশ্বর যোগপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে রুদ্রলোকেই গমন করিবে, ১৮৯-২১১। ষড়্বিংশ পর্য্যায়ে যৎকালে পরাশর ব্যাস হইবেন, তখন আমি সহিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইব। সেই যুগান্তে কলির প্রারম্ভে পবিত্র রুদ্রবনে আমার অবস্থান হইবে, তখন উলুক, বৈদ্যুত সার্ব্বক ও আশ্বলায়ন নামে চারিজন সুধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইবে তাহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে রুদ্রলোকেই প্রায়াণ করিবে। সপ্তবিংশতি পর্য্যায়ে যখন তপোদন জাতুকর্ণ্য, ব্যাস হইবেন, তখন আমিও দ্বিজবর

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
প্রভাসং তীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ ॥২১৬
যোগাত্মানো মহাত্মানো বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ততো গতাঃ
অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
পরাশরসুতঃ শ্রীমান বিষ্ণুর্লোকপিতামহঃ ॥২১৭
যদা ভবিষ্যতি ব্যাসো নাম্না দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
তদা ষষ্ঠেন চাংশেন কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
বসুদেবাদ্‌যদুশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো ভবিষ্যতি ॥
তদা চাহং ভবিষ্যামি যোগাত্মা যোগমায়য়া।
লোকবিস্ময়নার্থায় ব্রহ্মচারিশরীরকঃ ॥ ২১৯
শ্মশানে মৃতমুৎসৃষ্টং দৃষ্টা লোকমনাথকম্।
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় প্রবিষ্টো যোগমায়য়া ॥২২০
দিব্যাং মেরুগুহাং পুণ্যাং ত্বয়া সার্দ্ধং চ বিষ্ণুনা
ভবিষ্যামি তদা ব্রহ্মন্নকুলী নাম নামতঃ ॥ ২২১
কায়ারোহণমিত্যেবং সিদ্ধক্ষেত্রং চ বৈ তদা।
ভবিষ্যতি তু বিখ্যাতং যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি ॥২২২
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ।
কুশিকশ্চৈব গার্গ্যশ্চ মিত্রকো রুষ্ট এব চ ॥২২৩
যোগযুক্তা মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং বিমলা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ ॥
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥২২৪
ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমবতারেষু লক্ষণম্।
মন্বাদিকৃষ্ণপর্যন্তমষ্টাবিংশযুগক্রমাৎ ॥ ২২৫
ভবিষ্যতি তদা কল্পে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নো যদা।
তত্র স্মৃতিসমূহানাং বিভাগো ধর্ম্মলক্ষণম্ ।২২৬
ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মাহেশ্বরাবতারযোগো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

বায়ুরুবাচ।
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি মুনয়ো বিদুঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বপরঞ্চ তিষ্যং চেতি চতুর্যুগম্ ॥

সোমশর্ম্মা নামে বিখ্যাত হইব। এই সময় প্রভাসতীর্থে আমার বাস হইবে। আমি যোগসক্ত ও লোকবিশ্রুত হইব। তখন অক্ষপাদ, কণাদ, উলুক ও বৎস নামে চারিজন তপোধন পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ যোগাত্মা, মাহাত্মা, বিমল ও বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া মহেশ্বর যোগ অবলম্বনে রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিবে। অষ্টাবিংশ পর্য্যায়ে পরাশরসুত লোকপিতামহ শ্রীমান্ বিষ্ণু যখন দ্বৈপায়ন ব্যাস হইবেন, তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ষষ্ঠাংশে যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেবরূপে বসুদেব হইতে প্রাদুর্ভূত হইবেন, তখন আমি যোগাত্মা হইয়া যোগমায়ায় লোকদিগের বিস্ময় উৎপাদনার্থ ব্রহ্মচারিদেহে প্রাদুর্ভূত হইব ; মৃত অনাথ লোকদিগকে শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের হিতের নিমিত্ত আমি যোগমায়াবলে তোমার এবং বিষ্ণুর সহিত দিব্য পুণ্য মেরুগুহায় প্রবিষ্ট হইব। হে ব্রহ্মণ ! তখন আমি নকুলী নামে বিখ্যাত হইব। যত দিন পৃথিবী থাকিবে, ততকাল পর্যন্ত মদীয় অধিষ্ঠিত স্থান কায়ারোহণ নামে সিদ্ধক্ষেত্র হইয়া বিখ্যাত হইবে। ঐ সময়ে আমার কুশিক, গার্গ্য, মিত্রক ও রুষ্ট নামে চারিজন তপস্বী পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই যোগযুক্ত, মাহাত্মা ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবেন। ইঁহারা মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে বিমল ও উর্দ্ধরেতা হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিবেন। ইঁহাদের পুনর্জন্ম হইবে না। এই আমি অষ্টাবিংশ যুগ ক্রমে মন্বাদি কৃষ্ণ পর্যন্ত যাবতীয় অবতার লক্ষণ এবং স্মৃতিসমূহের বিভাগ ও ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ২১২-২২৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,- মুনিগণ বলিয়া থাকেন, এই ভারতবর্ষে চারিটী যুগ প্রচলিত আছে। যথা-

এতৎ সহস্রপর্যন্ত মহর্যদ্ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।
যামাদ্যাস্তু গণাঃ সপ্ত রোমবন্তশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২
সশরীরাঃ শ্রয়ন্তে স্ম জনলোকং সহানুগাঃ।
এবং দেবেস্বতীতেষু মহর্লোকাজ্জনং তপ ॥ ৩
মন্বন্তরেস্বতীতেষু দেবাঃ সর্ব্বে মহৌজসঃ।
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম্ ॥৪
সমেত্য দেবৈস্তে দেবাঃ প্রাপ্তে সঙ্কলনে তদা
মহর্লোকং পরিত্যাজ্য গণাস্তে বৈ চতুর্দ্দশ ॥ ৫
ভূতাদিস্ববশিষ্টেষু স্থাবরান্তেষু বৈ তদা।
শূন্যেষু তেষূ লোকেষু মহান্তেষু ভূবাদিষু।
দৈবেস্বথ গতেষুর্দ্ধং কল্পাবাসিষ বৈ জনম্ ॥ ৬
তৎসংহৃত্য ততো ব্রহ্মা দেবর্ষিগণদানবান্।
সংস্থাপয়তি বৈ সর্ব্বান্ দাহবৃষ্ট্যা যুগক্ষয়ে ॥ ৭
যোগতীতঃ সপ্তমঃ কল্পো ময়া বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্গাঢ়মেকীভূতৈর্মহার্ণ বৈঃ।

আসীদেকার্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ম্ ॥ ৮
মায়য়ৈকার্ণবে তস্মিং শঙ্খচক্রাগদাধরঃ।
জীমুতাভোহম্বুজাক্ষশ্চ কিরীটী শ্রীপতিহরিঃ ॥ ৯
নারায়ণমুখোদ্গীর্ণঃ সোহষ্টমঃ পুরুষোত্তমঃ।
অষ্টাবাহুর্মহোরস্কো লোকানাং যোনিরুচ্যতে।
কিমপ্যচিন্ত্যং যুক্তাত্মা যোগমাস্থায় যোগবিৎ
ফণাসহস্রকলিতং তমপ্রতিমবর্চ্চসম্।
মহাভোগপতের্ভোগমস্বাস্তীর্য্য মহোচ্ছ্রয়ম্।
তস্মিন্মহতি পর্য্যঙ্কে শেতে বৈ কনকপ্রভে ॥ ১১
এবং তত্র শয়ানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
আত্মারামেণ ক্রীড়ার্থং সৃষ্টং নাভ্যাং তু
পঙ্কজম্॥১২
শতযোজনবিস্তীর্ণং তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্।
বজ্রদণ্ডং মহোৎসেধং লীলয়া প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৩
তস্যৈবং ক্রীড়মানস্য সমীপং দেবমীঢুষঃ।
হেমব্রহ্মাণ্ডজো ব্রহ্মা রুক্সবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।

কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এই চারি যুগের পরিমাণ দিব্য সহস্র বৎসর। এই সহস্র বর্ষ ব্রহ্মার এক দিন। এই দিনাবসানে যামাদি সপ্তগণ ও রোমবন্ত চতুর্দ্দশগণ সশরীরে অনুচর সহচর বহুজনলোক আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই রূপে দেবগণ মহর্লোক হইতে জন ও তপোলোকে গমণ করেন। মন্বন্তর অতীত হইলে প্রভাবশালী সমস্ত দেবই এইরূপে উর্দ্ধগামী হন। তাঁহারা উর্দ্ধে কল্পবাসী দিগের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য দেবগণ সহ সম্মিলিত হইলে তখন পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশগণও মহর্লোক পরিত্যাগ করেন। তখন কল্পবাসী দেবগণ উর্দ্ধে জনলোকে উপনীত হইবার পর স্থাবরান্ত অবশিষ্ট অখিল ভুতাদি বিলয় প্রাপ্ত হয়। ভুবাদি সমস্ত লোকই নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর দহন ও বর্ষণ দ্বারা যুগক্ষয় সংঘটিত হইলে ব্রহ্মা তৎসমস্ত সংহার করিয়া সমুদায় দেব, ঋষি ও দানবদিগকে পুনরায় সংস্থাপিত করেন। যে সপ্তম কল্প অতীত হইয়াছে, আমি আপনাদিগকে তাহা বলিয়াছি। সেই কল্পশেষে সপ্ত সাগর একীভূত হওয়ায় এই সমগ্র জগৎ ঘোর একার্ণবাকারে পরিণত হইয়াছিল। কুত্রাপি কোনও বিভাগ নির্দ্দেশ ছিল না ; সকলই তমোময় হইয়া ছিল। যিনি শঙ্খ-চক্র গদাধর, জীযুত-সন্নিভ, অম্বুজনেত্র, কিরাটধারী ও শ্রীপতি, নারায়ণের মুখ হইতে যাহাঁর আবির্ভাব যিনি অষ্টম পুরুষোত্তম, অষ্টবাহু, মহোরস্ক, ও লোকসমূহের যোনি বলিয়া কথিত, সেই যুক্তাত্মা যোগবিৎ হরি ঐ মহার্ণবে মায়াবলে কোন এক অচিন্ত্য যোগ অবলম্বন করিয়া অনন্তের সহস্র ফনা-কলিত অনুপমদ্যুতি মহোন্নত মহাভোগ অস্তৃত করত সেই কনকাভ মহাপর্য্যাঙ্কে শয়ন করিলেন। ১-১১। এইরূপে সেই আত্মারাম প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু ক্রীড়ানিমিত্ত তথায় শয়ন করিলে তাঁহার নাভিদেশে একটা পঙ্কজ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পঙ্কজ তরুণ অরুণবৎ তেজঃসম্পন্ন ; উহার বিস্তার শত যোজন পর্য্যন্ত। উহা মহোন্নত এবং প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর লীলাক্রমে উৎপন্ন। বিষ্ণু সেই পঙ্কজ লইয়া ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইলে, হেম-

চতুর্ম্মুখো বিশালাক্ষঃ সমাগম্য যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪
শ্রিয়া যুক্তেন নব্যেন সুপ্রভেণ সুগন্ধিনা।
তং ক্রীড়মানং পদ্মেন দৃষ্টা ব্রহ্মা তু তেজিবান্
স বিস্ময়মথাগম্য শস্য সম্পূর্ণয়া গিরা।
প্রোবাচ কো ভবান্ শেতে আশ্রিতো
মধ্যমম্ভসাম্॥১৬
অথ তস্যাচ্যুতঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মজ্ঞস্তু শুভং বচঃ।
উদতিষ্ঠত পর্য্যঙ্কাদ্বিস্ময়োৎ ফুল্ললোচনঃ ॥১৭
প্রত্যুবাচোত্তরং চৈব ক্রিয়তে যচ্চ কিঞ্চন।
দৌরন্তরিক্ষং ভুশ্চৈব পরং পদমহং প্রভুঃ ॥১৮
তমেবমুক্ত্বা ভগবান বিষ্ণুঃ পুনরথাব্রবীৎ।
কস্ত্বং খলু সমায়াতঃ সমীপং ভগবান্ কুতঃ।
কুতশ্চ ভুয়ো গন্তব্যং কুত্র বা তে প্রতিশ্রয়ঃ ॥
কো ভবান্ বিশ্বমূর্ত্তিস্ত্বং কর্ত্তব্যং কিঞ্চ তে ময়া
এবং ব্রুবাণং বৈকুণ্ঠং প্রত্যুবাচ পিতামহঃ ॥২০

ব্রহ্মাণ্ডজাত স্বর্ণবর্ণ অতীন্দ্রিয় বিশালনেত্র চতুরানন ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে তৎসমীপে আগমন করিয়া দেখিলেন- বিষ্ণু সেই শ্রীসম্পন্ন সুপ্রভ সুগন্ধি নবোদ্ভিন্ন পদ্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি তাঁহার আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন- হইয়া সবিস্ময়ে গম্ভীরস্বরে বলিলেন- কে তুমি এই জলমধ্য আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছ? অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ অচ্যুত ব্রহ্মার সেই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে পর্য্যাঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলিলেন- যে কিছু কার্য্য-কারণ এবং এই যে ভূমি, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ, সমস্তই আমি এবং আমিই প্রভু পরমপদ। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এই কথা কহিয়া পুনরায় বলিলেন- কে ভগবন্- আপনি, কোথা হইতে আমার সমীপে আগমন করিলেন? পুনরায় কোথায় যাইবেন? আপনার প্রতিশ্রয়ই বা কোথায়? কে আপনি বিশ্বমূর্ত্তিধর? আপনার আমি কোন্ কার্য্য করিব? বৈকুণ্ঠবিহারী হরি এই কথা কহিলে, পিতামহ প্রত্যুত্তরে বলিলেন- তোমার ন্যায় আমিও নারায়ণাখ্য আদি কর্ত্তা প্রজাপতি। এতৎসমস্তই আমাতে

যথা ভবাংস্তথা চাহমাদিকর্ত্তা প্রজাপতিঃ।
নারায়ণসমাখ্যাতঃ সর্ব্বং বৈ মনিপ্রতিষ্ঠতি ॥২১
সবিস্ময়ং পরং শ্রুত্বা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
সোহনুজ্ঞাতো ভগবতা বৈকুণ্ঠো বিশ্বসম্ভবঃ ॥
কৌতুহলান্মাহাযোগী প্রবিষ্টো ব্রহ্মণো মুখম্।
ইমানষ্টাদশ দ্বীপান সসমুদ্রান্ সপর্ব্বতান্ ॥২৩
প্রবিশ্য স মাতেজাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাকুলান্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ সপ্তলোকান সনাতনা
ব্রহ্মণস্তূদরে দৃষ্টা সর্ব্বান্ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ।
অহোহস্য তপসো বীর্য্যং পুনঃ পুনরভাষত ॥
পর্য্যটন্ বিবিধালোঁকান্ বিষ্ণুর্নানাবিধাশ্রমান্।
ততো বর্ষসহস্রান্তে নান্তং হি দদৃশে তদা ॥২৬
তদাস্য ব্রক্তান্নিক্রম্য পন্নগেন্দ্রদিকেতনঃ।
অজাতশত্রুর্ভগবান্ পিতামহমথাব্রবীৎ ॥ ২৭
ভগাবান্নাদিমধ্যঞ্চ অন্তঃ কালদিশো ন চ।
নাহমন্তং প্রপশ্যামি হ্যুদরস্য তবানঘ ॥ ২৮
এবমুক্তাব্রবীদ্ভূয়ঃ পিতামহমিদং হরিঃ।

প্রতিষ্ঠিত। মহাযোগী বিশ্ববিধাতা বৈকুণ্ঠ সবিস্ময়ে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া লোককর্ত্তা ব্রহ্মার অনুজ্ঞাক্রমে কুতুহলবশতঃ তদীয় মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাযশা মহাতেজাঃ বিষ্ণু তথায় প্রবেশান্তে দেখিলেন- ব্রহ্মার উদরে শৈল-সাগরাদি সহ অষ্টাদশ দ্বীপ এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুরাশ্রমবিভক্ত সপ্ত সনাতন লোক বিদ্যমান। তদ্দশনে তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন- অহো! ইহাঁর কি অদ্ভুত তপঃপ্রভাব। এই বলিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মার উদরমধ্যস্থ বিবিধ লোক ও নানা আশ্রম পর্য্যটন করিলেন ; কিন্তু সহস্র বর্ষ অতীত হইল, তথাচ তিনি তাহার অন্ত সীমা দেখিতে পাইলেন না। ১২-২৬। তখন ভগবান্ অজাতশত্রু গরুড়ধ্বজ পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন- ভগবন্! হে অনঘ! আপনার উদরের আদি, মধ্য অন্ত বা দিককাল, কিছুই

ভবান্প্যেবমেবাদ্য হ্যুদরং মম শাশ্বতম্।
প্রবিশ্য লোকান্ পশ্যৈতাননৌপম্যান্ দ্বিজোত্তম
মনঃপ্রহ্লাদনীং বাণীং শ্রুত্বা তস্যাভিনন্দ্য চ।
শ্রী পতেরুদরং ভূয়ঃ প্রবিবেশ পিতামহঃ ॥ ৩০
তানেব লোকান্ গর্ভস্থঃ পশ্যন্ সোঽচিন্ত্যবিক্রমঃ
পর্য্যটিত্বাদিদেবস্য দদর্শান্তং ন বৈ হরেঃ ॥ ৩১
জ্ঞাত্বাগমং তস্য পিতামহস্য
দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিধায় বিষ্ণুঃ।
বিভূর্মনঃ কর্ত্তুমিয়েষ চাশু
সুখং প্রসুপ্তোঽস্মি মহাজলৌঘে ॥ ৩২
ততো দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিহিতান্যুপলক্ষ্য তু।
সূক্ষ্মং কৃত্বাত্মনো রূপং নাভ্যাং দ্বারমবিন্দত ॥
পদ্মসূত্রানুমার্গেণ হ্যনুগম্য পিতামহঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ।

আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। এই বলিয়া হরি পুনরায় পিতামহকে বলিলেন- হে দ্বিজোত্তম ! অদ্য আপনিও এইরূপে আমার উদরে প্রবেশ করুন- করিয়া এইরূপে এই অপ্রতিম লোক সকল অবলোকন করুন। পিতামহ শ্রীপতির তথাবিধা মনঃপ্রহ্লাদনী বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক তদীয় উদরে প্রবেশ করিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম ব্রহ্মা হরির উদরগত হইয়া সেই সমস্ত লোকই দেখিলেন ; উদরাভ্যন্তরে বহুবর্ষ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু সেই আদি দেবের অন্ত কোথায় পাইলেন না। এদিকে ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় উদরাভ্যন্তরে পিতামহের আগমন-ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করত মহাজলরাশির উপরি সুখসুপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। অনন্তর পিতামহ সর্ব্বদ্বার নিরুদ্ধ দেখিয়া স্বীয় আকার সূক্ষ্ম করিয়া লইলেন এবং বিষ্ণুর নাভিদেশেই নির্ম্মমদ্বার প্রাপ্ত হইলেন। পরে চতুরানন বিষ্ণুর নাভিপদ্মের সূত্রপথে অনুগমনপূর্ব্বক আত্মরূপ উদ্ধার করিয়া লইলেন। তখন পদ্মগর্ভাভ ব্রহ্মা অরবিন্দমধ্যে

বিররাজারবিন্দস্থঃ পদ্মগর্ভ সমদ্যুতিঃ ॥ ৩৪
সূত উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে তাভ্যামেকৈকস্য কাৎস্ন্যতঃ
প্রবর্ত্তমানে সংহর্ষে মধ্যে তস্যার্ণবস্য তু ॥৩৫
ততো হ্যপরিমেয়াত্মা ভূতানাং ভপ্রভূরীশ্বরং।
শূলপাণির্মহাদেবো হৈমচীরাম্বরচ্ছদঃ।
আগচ্ছদ্যত্র সোঽনন্তো নাগভোগপতির্হরিঃ ॥
শীঘ্রং বিক্রমতস্তস্য পদ্ভ্যামত্যন্তপীড়িতাঃ।
উদ্ধৃতাস্তূর্ণমাকাশে পৃথুলাস্তোয়বিন্দবঃ।
অত্যুষ্ণাশ্চাতিশীতাশ্চ বায়ুস্তত্র ববৌভৃশম্ ॥৩৭
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত।
অব্বিন্দবো হি স্থূলোষ্ণাঃ কম্পতে চাম্বুজং ভৃশম্
এতং মে সংশয়ং ব্রূহি কিম্বান্যত্বং চিকীর্ষসি ॥
এতদেবংবিধং বাক্যং পিতামহমুখোদ্ভবম্।
শ্রুত্বাপ্রতিমকর্ম্মাহ ভগবানসুরান্তকৃৎ ॥ ৩৯

বিরাজ করিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন- এইরূপে সেই অর্ণবমধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের পরস্পর কৌতুক ব্যাপার চলিতেছে, ইত্যবসরে যথায় নাগ-ভোগপতি অনন্ত হরি অবস্থিত, তথায় অপরিমেয়াত্মা ভূতপতি হৈম চীরাম্বরধারী শূলপাণি মহাদেব আগমন করিলেন। তিনি অতিদ্রুত পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাই তাঁহার পদদ্বয়ে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অতি উষ্ণ অতিশীত স্থূল জলবিন্দু সকল সত্বর আকাশে উত্থিত হইল। ২৭-৩৪। প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। সেই মহান্ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন- এ কি, স্থূল উষ্ণ জলবিন্দু সকল উত্থিত হইতেছে এবং এই পদ্মও অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? আমার এই সংশয় আপনি নিরসন করুন, বলুন, আপনিই কি অন্য আরোও কিছু করিতে অভিলাষী হইয়াছেন? অপ্রতিমকর্ম্মা অসুরসংহারী হরি, ব্রহ্মার মুখোচ্চরিত এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন- এ কি

কিং নু খল্বত্র মে নাভ্যাং ভূতমন্যৎ কৃতালয়ম্।
বদতি প্রিয়মত্যর্থং বিপ্রিয়েঽপি চ তে ময়া ॥৪০
ইত্যেবং মসনা ধ্যাত্বা প্রত্যুবাচেদমুত্তরম্।
কিং স্বত্র ভগবাংস্তস্মিন্ পুষ্করে জাতসম্ভ্রমঃ॥৪১
কিং ময়া তৎকৃতং দেব যন্মাং প্রিয়মনুত্তমম্।
ভাষসে পুরুষশ্রেষ্ঠ কিমর্থং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২
এবং ব্রুবাণং দেবেশং লোকযাত্রাং তু তত্ত্বগাম্
প্রত্যুবাচাম্বুজাভাক্ষং ব্রহ্মা বেদানিধিঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
যোঽসৌ তবোদরং পূর্ব্বং প্রবিষ্টেঽহং ত্বদিচ্ছয়া
যথা মমোদরে লোকাঃ সর্ব্বে দৃষ্টাস্ত্বয়া প্রভো
তথৈব দৃষ্টাঃ র্কাৎস্ন্যেন ময়া লেকাস্তবোদরে
ততো বর্ষসহস্রান্ত উপাবৃত্তস্য মেঽনঘ।
নুনং মৎসরভাবেণ মাং বশীকর্ত্তুমিচ্ছতা।

হইল ! আমার নাভিদেশে অন্য কোন প্রাণী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে কি? অথবা ব্রহ্মণ ! আমি তোমার বিপ্রিয় আচরণ করিলেও তুমিই কি এরূপ প্রিয় বাক্য আমায় বলিতেছ? নাভিপদ্ম সম্বন্ধে এরূপে সম্ভ্রমশালী হইয়া ভগবান্ হরি মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মবাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন- হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হে দেব ! আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছি, যাহার জন্য আপনি আমাকে এরূপ প্রিয় ও উত্তম বাক্য বলিতেছেন? আপনি কি জন্য এ কথা বলিলেন, তাহা সত্বর যথাযথ আমায় বলুন। লোকতত্ত্বজ্ঞ দেবদেব এইরূপ কথা কহিলে অম্বুজবাসী বেদনিধি ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে বলিলেন- আমিই পূর্ব্বে তোমারই ইচ্ছায় তোমার উদরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। হে প্রভো! তুমি যেমন মদীয় উদরে লোক সকল দেখিয়াছ, তেমনি আমিও তোমার উদরে সমুদায় লোক অবলোকন করিয়াছি। হে অনঘ! অনন্তর বর্ষসহস্র অতীত হইলে যখন আমি বহির্গত হইবার উপক্রম করি, তখন নিশ্চয়ই তুমি মাৎসর্য্য বশে আমায় বশীভূত

আশু দ্বারণি সর্ব্বাণি ঘাতিানি ত্বয়া পুনঃ ॥ ৪৫
ততো ময়া মহাভাগ সঞ্চিন্ত্য স্বেন চেতসা :
লব্ধো নাভ্যাং প্রবেশশ্চ পদ্মসূতাদ্বিনির্মগমঃ ॥৪৬
মা ভূত্তে মনসোঽল্পোঽপি ব্যাঘাতোঽয়ং কথঞ্চন
ইত্যেষানুগতির্বষো কার্ষাণামৌপসর্গিকী ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

যন্ময়ানন্তরং কায্যং ময়াধ্যবসিতঃ ত্বয়ি।
ত্বাং বা বাধিতুকামেন ক্রীড়াপূর্ব্বং যদৃচ্ছয়া ॥
আশু দ্বারাণি সর্ব্বাণি ঘটিতানি ময়া পুনঃ ॥ ৪৮
ন তেঽন্যথাবমন্তব্যো মান্যঃ পুজ্যশ্চ মে ভবান্
সর্ব্বং মর্ষয় কল্যাণ যন্ময়াথকৃতং তব।
তন্মান্নযোচ্যমানস্ত্বং পদ্মাদবতর প্রভো ॥ ৪৯
নাহং ভবন্তং শক্নোমি সোঢুং তেজোময়ং গুরুম্
স প্রোচাচ বরং ব্রূহি পদ্মাদবতরাম্যহম্ ॥ ৫০

করিবার ইচ্ছায় সত্বর সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধ করিয়াছিলে। অনন্তর মে মহাভাগ! আমি মনে মনে চিন্তা করিয়া ভবদীয় নাভিদেশে প্রবেশ করিলাম এবং তথা হইতে নাভিপঙ্কজের সূত্র পথে নির্গত হইলাম। হে বিষ্ণো ! আমার এই কার্য্যে তোমার মন যেন কিঞ্চিন্মাত্র আহত না হয়। দেখ, কার্য্য পরম্পরার এইরূপই ঔপসর্গিকী গতি। ৩৫-৪৭। বিষ্ণু বলিলেন- হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করিয়াছি বা তোমাকে বাধা প্রদান করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায়ই আমা দ্বারা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ক্রীড়াচ্ছলেই করা হইয়াছে। আমি যদৃচ্ছাক্রমেই সত্বর দ্বারসকল রুদ্ধ করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনি মনে মনে অন্য ভাব পোষন করিবেন না। বাস্তবিকই আপনি আমার মান্য এবং পূজ্য। হে কল্যাণ! আমি আপনার সম্বন্ধে যাহা যাহা করিয়াছি, আপনি সে সমস্ত ক্ষমা করুন। হে প্রভো! আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এই পদ্ম হইতে অবরতন করুন। কেননা

বিষ্ণুরুবাচ।

পুত্রো ভব মমারিঘ্ন মুদং প্রাপ্স্যসি শোভনাম্
সত্যধনো মহাযোগী ত্বমীড্যঃ প্রণবাত্মকঃ ॥৫১
অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেশ শ্বেতোষ্ণীষবিভূষণং।
পদ্মযোনিরিতীত্যেবং খ্যাতো নাম্না ভবিষ্যসি
পুত্রে মে ত্বং ভব ব্রহ্মন্ সর্ব্বলোকাধিপ প্রভো
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বরং গৃহ্য কিরীটিনঃ।
এবং ভবতু চেত্যুক্ত্বা প্রীতাত্মা গতমৎসরঃ ॥৫৩
প্রত্যাসন্নমথায়ান্তং বালার্কাভং মহাননম্।
ভূতমত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা নারায়ণমথাব্রবীৎ ॥ ৫৪
অপ্রমেয়ো মহাবক্ত্রো দংষ্ট্রী ব্যস্তশিরোরুহঃ।
দশবাহুস্ত্রিশূলাঙ্গো নয়নৈর্বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৫৫
লোকপ্রভুঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বিকৃতো মুঞ্জমেখলী।
মেঢ্রেণোর্দ্ধেন মহতা নদমানোহতিভৈরবম॥৫৬
কঃ খল্বেষ পুমান্ বিষ্ণো তেজোরাশির্মহাদ্যুতিঃ
ব্যাপ্য সর্ব্বা দিশো দ্যাঞ্চ ইত এবভিবর্ত্ততে ॥
তেনৈবমুক্তো ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ।
পদ্ভ্যাং তলনিপাতেন যস্য বিক্রমতোহর্ণবে।
বেগেন মহতাকাশে ব্যথিতাশ্চ জলাশয়াঃ॥৫৮
ছটাভির্বিশ্বতোহত্যর্থং সিচ্যতে পদ্মসম্ভবঃ।
ঘ্রাণজেন চ বাতেন কম্প্যমানং ত্বয়া সহ।
দোধূয়তে মহাপদ্মং স্বচ্ছন্দং মম নাভিজম॥৫৯
স এষ ভগবানীশো হ্যনাদিশ্চান্তকৃদ্বিভুঃ।
ভবানহঞ্চ স্তোত্রেণ হ্যপতিষ্ঠাব গোধ্বজম্ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধোহম্বুজাভাক্ষং ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্
ন ভবান্নূনমাত্মানং লোকানাং যোনিমুত্তমম॥৬১
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং মাঞ্চ বেত্তিসনাতনম্।
কোহয়ং ভো শঙ্করো নাম হ্যাবয়োর্ব্যতি
রিচ্যতে॥৬২
তস্য তৎক্রোধজং বাক্যং শ্রুত্বা বিষ্ণুরভাষত
মা বৈবং বদ কল্যাণ পরিবাদং মহাত্মনঃ ॥

আপনি ভারভূত তেজস্বী পুরুষ, আপনার ভার সহ্য করিতে আমি অক্ষম। ব্রহ্মা বলিলেন- বিষ্ণো! তুমি বর গ্রহণ কর। আমি পদ্ম হইতে অবতরণ করিতেছি। বিষ্ণু বলিলেন- হে অরিসূদন! আমার ইচ্ছা, তুমি আমার পুত্র হও। ইহা হইলেই আমি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইব। তুমি পূজ্য, প্রণবাত্মক, সত্যধন, মহাযোগী। হে সর্ব্বেশ! তুমি অদ্য হইতে শ্বেত উষ্ণীষশোভী পদ্মযোনী নামে বিখ্যাত হইলে। হে সর্ব্বলোকের অধীশ্বর! অদ্য হইতে তুমি আমার পুত্র হও। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কিরীটির নিকট বর লইলেন এবং প্রীতচিত্তে অমৎসরভাবে বলিলেন- আচ্ছা তাহাই হউক। এই বলিয়া ব্রহ্মা সেই মহামুখশালী তরুণ তরণিসান্নভ অদ্ভুত প্রাণীকে সম্মুখাগত দেখিয়া নারায়ণকে বলিলেন- এই যে অপ্রমেয়, মহা.বক্ত্র, দংষ্ট্রাসম্পন্ন, বিকীর্ণকেশ, দশবাহুশালী, ত্রিশূলী, ত্রিনয়ন, সর্ব্বব্যাপী, সাক্ষাৎ লোকপতি, মুঞ্জ-মেখলধারী, মহান উর্দ্ধলিঙ্গ বিশিষ্ট পুরুষ, যিনি অতি ভীষণ নিনাদ করিতেছেন; হে বিষ্ণো! কে ইনি প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিতে সর্ব্ব দিক্ ও অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া এই দিকে আগমন করিতেছেন? ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন- যাঁহার পাদতলপাতে, পদক্ষেপে ও মহাবেগে অর্ণবের জলরাশি ব্যথিত হইয়া আকাশে উত্থিত হইতেছে -সর্ব্বদিগ্ব্যাপী জলোর্ম্মিচ্ছটায় পদ্মযোনি আপনি পর্য্যন্ত অতিমাত্র সিক্ত হইতেছেন, যদীয় নিশ্বাসমারুতে মদীয় নাভিজাত মহাপদ্ম তোমার সহিত কম্পিত হইতেছে, ইনি সেই সংহার কর্ত্তা অনাদি নিধন ঈশ্বর; এক্ষণে তুমি এবং আমি, আমরা উভয়ে স্তোত্র দ্বারা এই বৃষধ্বজকে অর্চ্চনা করিব। ৪৮-৬০। অনন্তর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নলিনাক্ষ কেশবকে কহিলেন- তুমি নিশ্চয়ই লোকযোনি স্বীয় উত্তম আত্মাকে এবং লোককর্ত্তা সনাতন ব্রহ্মা- আমাকে অবগত নহ। নতুবা এই শঙ্কর নামে কে আবার আমাদের দুই জন হইতে অতিরিক্ত আছে? বিষ্ণু তাঁহার সেই ক্রোধজ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন- হে কল্যাণ!

মায়াযোগেশ্বরো ধর্ম্মো দুরাধর্ষো বরপ্রদঃ।
হেতুরস্যাত্র জগতঃ পুরাণঃ পুরুসোঽব্যয়ঃ॥৬৪
জীবঃ খল্বেষ জীবানাং জ্যোতিরেকং প্রকাশতে
বালক্রীড়নকৈর্দেবঃ ক্রীড়তে শঙ্করঃ স্বয়ম॥৬৫
প্রধানমব্যয়ং জ্যোতিরব্যক্তং প্রকৃতিস্তমঃ।
অস্য চৈতানি নামানি নিত্য প্রসবধর্ম্মিণঃ।
যঃ কঃ স ইত দুঃখার্ত্তৈর্মৃগ্যতে য তভিঃ শিবঃ
এয বীজী ভবান বীজমহং যোনিঃ সনাতনঃ।
এবমুক্তেঽথ বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত ॥ ৬৭
ভবান্‌যোনিরহং বীজং কথং বীজী মহেশ্বরঃ।
এতন্মে সূক্ষ্মমব্যক্তং সংশয়ং ছেত্তুমর্হাসি ॥ ৬৮
জ্ঞাত্বা চৈবং সমুৎপত্তিং ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রিণা।
ইদং পরমসাদৃশ্যং প্রশ্নমভ্যবদদ্ধ রঃ ॥ ৬৯
অস্মান্নহত্তরং গুহ্যং ভুতমন্যন্ন বিদ্যতে।
মহতঃ পরমং ধাম শিবমধ্যাত্তিনাং পদম্ ॥৭০

দ্বৈধীভাবেন চাত্মানং প্রবিষ্টস্তু ব্যবস্থিতঃ।
নিস্কলঃ সূক্ষমব্যক্তঃ সকলশ্চ মহেশ্বরঃ॥৭১
অস্য মায়াবিধিজ্ঞস্য আগম্যগমনস্য চ।
পুরা লিঙ্গং ভবদ্বিজং প্রথমং ত্বাদিসর্গিকম্॥৭২
ময়ি যোনৌ সমাযুক্তং তদ্বীজং কালপর্য্যায়াৎ।
হিরণ্ময়মপারং তদ্‌যোন্যামণ্ডমজায়ত॥৭৩
শতানি দশ বর্ষাণামণ্ড চাপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্।
অন্তে বর্ষসহস্রস্য বায়ুণা তদ্দ্বিধা কৃতম্ ॥৭৪
কপালমেকং দ্যোর্জজ্ঞে কপালমপরং ক্ষিতিঃ।
ডল্বং তস্য মহোৎসেধং যোহসৌ কনকপর্ব্বতঃ
ততস্তস্মাৎ প্রবুদ্ধাত্মা দেবো দেববরঃ প্রভুঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবানহং জজ্ঞে চতুর্ভুজঃ ॥৭৬
ততো বর্ষসহস্রান্তে বায়ুনা তদ্দ্বিধা কৃতম্।
অতারর্কেন্দুনক্ষতং শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ।
কোহয়মত্রেত্যাভধ্যাতে কুমারাস্তেহভবংস্তদা

তুমি মহাত্মার এরূপ পরিবাদবাক্য বলিও না। ইনি মায়া-যোগেশ্বর, বরপ্রদ, দুরাধর্ষ ধর্ম্ম ; এই জগতের ইনিই একমাত্র হেতু ও অব্যয় পুরাণ পুরুষ। ইনি জীবসমূহের জীব এবং একমাত্র জ্যোতীরূপে প্রকাশমান। এই দেব শঙ্কর, বালকের খেলার সামগ্রীর ন্যায় এই জীব সমূহ লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। প্রধান, অব্যয়, জ্যোতিঃ, অব্যক্ত, প্রকৃতি, তমঃ, এই সকল এই প্রসবধর্ম্মী পুরুষের নিত্যনাম ; যতিগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া এই পরব্রহ্মমূর্ত্তি শিবকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। ইনি বীজী, তুমি বীজ এবং আমি সনাতন যোনি। বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন- তুমি যোনি, আমি বীজ এবং মহেশ্বর বীজী, ইহা হইল কিরূপে? আমার এই সূক্ষ্ম অব্যক্ত সংশয় আপনি নিরাস করুন। বিষ্ণু সৃষ্টিতত্ত্ব বিদিত ছিলেন। তিনি লোককর্ত্তা ব্রহ্মার প্রস্তাবিত প্রশ্নের এইরূপ পরম সাদৃশ্য বোধক উত্তর প্রদান করিলেন, তিনি বলিলেন- এই মহেশ্বর হইতে মহত্তর বস্তু অন্য কিছুই নাই। এই শিব মহতেরও পরম ধাম এবং অধ্যাত্মবেদীদিগের প্রাপ্য পদ। ইনি দ্বিধা বিভিন্নভাবে আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত, ইহার একরূপ নিষ্কল, তাহা সূক্ষ্ম অব্যাক্ত এবং অন্য-রূপ সকল, তাহা ইহাঁর মহেশ্বররূপ। এই মায়াবধিজ্ঞ অবিজ্ঞেয় গতি মহেশ্বরের পূর্ব্বকালে এক লিঙ্গ আদিসর্গীয় বীজস্বরূপে বিভাত হয় হয়। সেই বীজ মৎরূপ যোনিতে সমাযুক্ত হইয়াছিল; কালপর্য্যায়ে তাহা হইতে এই যোনিতে এক অপার হিরন্ময় অণ্ড প্রাদুর্ভুত হয়। এই অণ্ড দশশত বর্ষ জলে প্রতিষ্ঠিত থাকে ; পরে বর্ষ সহস্র অতীত হইলে উহা বায়ু কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয়। ৬১-৭৪। উহার এক অর্দ্ধে স্বর্গ এবং অপরার্দ্ধে ক্ষিতির উৎপত্তি ঘটে। ঐ অণ্ডের যে মহান্ আবরণ ছিল, তাহা তখন কনকাচল সুমেরুরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সেই হইতে প্রবুদ্ধাত্মা ভগবান দেবদেব-তুমি হিরণ্যগর্ভা এবং আমি চতুর্ভুজ বিষ্ণু, আমরা সকলে প্রাদুর্ভুত হই। এইরূপে সেই অণ্ড বায়ু কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয়। এই লোক-গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য বিরহিত হইলে,

প্রিয়দর্শনাস্তু তনবো যেহতীতাঃ পূর্ব্বজাস্তব।
ভূয়ো বর্ষসহস্রান্তে তত এবাত্মজাস্তব।
ভুবনানলসঙ্কাশাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥ ৭৮
শ্রীমান্ সনৎকুমারস্তু ঋভুশ্চৈবোর্দ্ধরেতসৌ।
সনাতনশ্চ সনকস্তথৈব চ সনন্দনঃ।
উৎপন্নঃ সমকালং তে বুদ্ধ্যাতীন্দ্রিয়দর্শনাঃ ॥
উৎপন্নাঃ প্রতিঘাত্মানৌ জগদুশ্চৈতদেব হি।
নারম্ভ্যন্তে চ কর্ম্মাণি তাপত্রয়বিবর্জ্জিতাঃ॥৮০
অল্পসৌখ্যং বহুক্লেশং জরাশোকসমন্বিতম্।
জীবিতং মরণং চৈব সম্ভবং চ পুনঃপুনঃ ॥৮১
স্বপ্নভুতং পুনঃ স্বর্গং দুঃখানি নরকাস্তথা।
বিদিত্বা চাগমং সর্ব্বমবশ্যং ভবিতব্যতাম্॥৮২
ঋভুং সনৎকুমারঞ্চ দৃষ্ট্বা তব বশে স্থিতৌ।
ত্রয়স্তু ত্রীন্ গুণান্ হিত্বা আত্মজাঃ সনকাদয়ঃ।
বৈবর্ত্তেন তু জ্ঞানেন নিবৃত্তাস্তে মহৌজসঃ ॥
ততস্তেস্বপবৃত্তেষু সনকাদিষু বৈ ত্রিষু।
ভবিষ্যসি বিমূঢ়স্তু মায়য়া শঙ্করস্য তু ॥ ৮৪
এবং কল্পে তু বৈ কল্পে সংজ্ঞা নশ্যতি তেহনঘ
কল্পশেষাণি ভুতানি সূক্ষ্মাণি পার্থিবানি চ ॥
সা চৈষা হ্যৈশ্বরী মায়া জগতঃ সমুদাহৃতা।
স এষ পর্ব্বতো মেরুর্দেবলোকো হ্যুদাহৃতঃ ॥
তবৈবেদং হি মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা চাত্মানমাত্মনা।
জ্ঞাত্বা চেশ্বরসদ্ভাবং জ্ঞাতা মামম্বুজেক্ষণম্।
মহাদেবং মহাযোগং তভুতানাং বরদং প্রভুম্।
প্রণবাত্মানমাসাদ্য নমস্কৃত্বা জগদ্গুরুম্ ॥৮৭
ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব সংক্রুদ্ধো নিশ্বাসান্নির্দ্দহেদয়ম্ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহাযোগভ্যুত্তিষ্ঠ মহাবল।
অহং ত্বামগ্রতঃ কৃত্বা স্তোষ্যেহহমনলপ্রভম্॥

তুমি ইহাকে শূন্যস্বরূপে অবলোকনপূর্ব্বক 'ইহা কি?' এই বলিয়া চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়াছিলে ; তাহাতে তখন তোমার কতিপয় কুমার প্রাদুর্ভুত হয়। তোমার পূর্ব্বতন যে সকল প্রিয়দর্শন তনু অতীত হয়, তাহা হইতে বর্ষসহস্রান্তে পুনরায় তোমার আত্মজগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল পুত্র ভুবনব্যাপী অনলতুল্য এবং উহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। তন্মধ্যে শ্রীমান্ সনৎকুমার ও ঋভু ইহারা উভয়ে উর্দ্ধরেতাঃ। এতদ্ভিন্ন সনাতন, সনক ও সনন্দন, ইহারাও একইকালে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে সকলেই অতীন্দ্রিয় দর্শন হয়েন। তাঁহারা উৎপন্ন মাত্রেই আত্মজ্ঞ হইয়া বলিয়া থাকেন আমরা কর্ম্মারম্ভ করিব না; তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকিব। এই জীবনে অল্পই মাত্র সুখ আছে ; কিন্তু ইহা বহুক্লেশময় এবং জরা ও শোকসঙ্কুল। মৃত্যু এবং পুনঃপুনঃ উৎপত্তি বড়ই দুঃখাবহ। স্বর্গসুখ স্বপ্নোপম; এইরূপে দুঃখ ও অন্তে নরকভোগ এখানে অনিবার্য্য এই প্রকারে ঐ আত্মজগণ সমস্ত আগম ও ভবিতব্যতা বিদিত হইয়া থাকেন। পরে ঋভু ও সনৎকুমারকে তোমার বশীভূত দেখিয়া সনকাদি অন্য মহাতেজা আত্মজত্রয় ত্রিগুণাতীতভাবে বৈবর্ত্তজ্ঞানে নিবৃত্ত হন। সনকাদি পুত্রত্রয় নির্বৃত্তমার্গ আশ্রয় করিলে শঙ্করের মায়ায় তুমি মোহিত হইয়া থাক। হে অনঘ ! এইরূপে কল্পে কল্পেই তোমার সংজ্ঞা লোপ পায়। কল্পাবশেষে পার্থিক ভূতসকল সূক্ষ্মভাবেই অবস্থান করে। এ জগতে ইহাই ঐশ্বরী মায়া বলিয়া অভিহিত। এই সেই মেরু- দেবলোকের নিবাস ভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যাহা হউক, এই সৃষ্টিবৈচিত্র্য তোমারই মাহাত্ম্য। তুমি আত্মা দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া ঈশ্বরসদ্ভাব অবগত হও এবং আমি অম্বুজাক্ষ- আমাকে এবং মহাযোগী ভূতপাত বরদ মহাদেবকে বিদিত হও। পরে ঐ প্রণবাত্মা জগদ্গুরুর আশ্রয় লইয়া নমস্কার কর। দেব, তোমার এবং আমার উপর ইনি ক্রুদ্ধ হইলে, নিশ্বাস মাত্রেই আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব হে মহাবল! এই মহাযোগীকে এইরূপে জানিয়া উত্থিত হও; আইস, তোমাকে অগ্রে লইয়া আমি এই অনলদ্যুতি -ভূতপতিকে স্তব করি। ৭৫-৮৯।

সূত উবাচ।

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ততঃ স গরুড়ধ্বজঃ।
অতীতৈশ্চ ভবিষ্যৈশ্চ বর্ত্তমানৈস্তথৈব চ।
নামভিশ্ছান্দসৈশ্চৈব ইদং স্তোত্রমুদীরয়ৎ॥৯০
নমস্তুভ্যং ভগবতে সুব্রতেঽনন্ততেজসে।
নমঃ ক্ষেত্রাধিপতয়ে বীজিনে শূলিনে নমঃ॥
অমেদ্রায়োর্দ্ধমেদ্রায় নমো বৈকুণ্ঠরেতসে।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় হ্যপূর্ব্বপ্রথমায় চ॥৯২
নমো হব্যায় পূজ্যায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
গহ্বরায় ধনেশায় হৈমচীরাম্বরায় চ॥ ৯৩
নমস্তে-হ্যস্মদাদীনাং ভূতানাং প্রভবায় চ।
বেদকর্ম্মাবদাতানাং দ্রব্যাণাং প্রভবে নম॥
গ্রহাণাং প্রভবে চৈব তারাণাং প্রভবে নমঃ।
নমো যোগস্য প্রভবে সাংখ্যস্য প্রভবে নমঃ।
নমো ধ্রুবনিশীথানামৃষীণাং পতয়ে নমঃ॥ ৯৫
বিদ্যুদশনিমেঘানাং গর্জ্জিতপ্রভবে নমঃ।
উদধীনাঞ্চ প্রভবে দ্বীপানাং প্রভবে নমঃ॥

সূত কহিলেন, -অনন্তর ভগবান্ গরুড়ধ্বজ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া অতীত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান ছন্দোময় নামসমূহ দ্বারা এই স্তোত্র পাঠ করিলেন ; যথা- তুমি ভগবান্ অনন্ততেজা, তোমাকে নমস্কার। তুমি ক্ষেত্রাধিপতি, বীজী ও শূলী, তোমায় নমস্কার। তুমি অমেদ্র, ঊর্দ্ধমেদ্র ও বৈকুণ্ঠরেতা, তোমায় নমস্কার। তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ও অপূর্ব্ব প্রথম ; তোমায় নমস্কার। তুমি হব্য, পূজ্য, ও সদ্যোজাত ; তোমায় নমস্কার। তুমি শঙ্কর, ধনেশ, ও হৈম-চীরাম্বর ; তোমায় নমস্কার। তুমি অস্মদাদি ভূতের প্রভব এবং বেদ-কর্ম্মাবদাত দ্রব্যসকলের প্রভু ; তোমায় নমস্কার। তুমি গ্রহগণের প্রভু এবং তারা-গণেরও প্রভু ; তোমায় নমস্কার। তুমি যোগের প্রভু, সাঙ্খ্যের প্রভু এবং ধ্রুব ও নিশীথ প্রভৃতি ঋষিগণের পতি ; তোমায় নমস্কার। তুমি বিদ্যুৎ, অশনি ও মেঘগর্জ্জনের উৎপত্তিস্থান এবং উদধি ও দ্বীপের প্রভব ; তোমায় নমস্কার। তুমি অদ্র,

অদ্রীণাং প্রভবে চৈব বর্ষাণাং প্রভবে নমঃ।
নমো নদানাং প্রভবে নদীনাং প্রভবে নমঃ॥
নমশ্চৌষধিপ্রভবে বৃক্ষাণাং প্রভবে নমঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষায় ধর্ম্মায় স্থিতানাং প্রভবে নমঃ॥৯৮
নমো রসানাং প্রভবে রত্নানাং প্রভবে নমঃ।
নমঃ ক্ষণানাং প্রভবে কলানাং প্রভবে নমঃ॥
নিমেষপ্রভবে চৈব কাষ্ঠানাং প্রভবে নমঃ।
অহোরাত্রার্দ্ধমাসানাং মাসানাং প্রভবে নমঃ॥
নম ঋতুনাং প্রভবে সংখায়াঃ প্রভবে নমঃ।
প্রভবে চ পরার্দ্ধস্য পরস্য প্রভবে নমঃ॥১০১
নমঃ পুরাণপ্রভবে যুগস্য প্রভবে নমঃ।
চতুর্ব্বিধস্য সর্গস্য প্রভবেঽনন্তচক্ষুষে॥ ১০২
কল্পোদয়নিবদ্ধানাং বার্ত্তানাং প্রভবে নমঃ।
নমো বিশ্বস্য প্রভবে ব্রহ্মাদিপ্রভব নমঃ॥
বিদ্যানাং প্রভবে চৈব বিদ্যানাং পতয়ে নমঃ।
নমো ব্রতানাং পতয়ে মন্ত্রাণাং পতয়ে নমঃ॥
পিতৃণাং পতয়ে চৈব পশূনাং পতয়ে নমঃ।
বাগ্‌বৃষায় নমস্তুভ্যং পুরাণবৃষভায় চ॥ ১০৫
সুচারুচারুকেশায় ঊর্দ্ধচক্ষুঃশিরায় চ।
নমঃ পুশূনাং পতয়ে গোবৃষেন্দ্রধ্বজায় চ॥১০৬
প্রজাপতীনাং পতয়ে সিদ্ধানাং পতয়ে নমঃ।
দৈত্যদানবসঙ্ঘানাং রক্ষসাং পতয়ে নমঃ॥

ও বর্ষার প্রভব, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি, নদ এবং নদীর উৎপাদক, তোমায় নমস্কার। তুমি,-ওষধি, বৃক্ষ, স্থিতি, রস, রত্ন, ক্ষণ, কলা, নিমেষ, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সংখ্যা, পরার্দ্ধ, পর, পুরাণ, যুগ, চতুার্ব্বধ সর্গ, কল্পোদয়-নিবন্ধ-বর্ণ বার্ত্তা, বিশ্ব ব্রহ্মাদিরও প্রভব ; তোমায় আমার নমস্কার। ৯০-১০৩। তুমি বিদ্যার প্রভু, বিদ্যায় পতি, ব্রতের পতি, মন্ত্রের পতি, পিতৃগণের পতি, পশুগণের পতি, বাগ বৃষ এবং পুরাণবৃষভ ; তোমায় আমার নমস্কার। তুমি সুচরু-চারুকেশ, ঊর্দ্ধচক্ষুঃ, ঊর্দ্ধশির, পশুদিগের পতি, গোবৃষেন্দ্রধ্বজ, প্রজাপতির পতি, সিদ্ধগণের পতি, দৈত্য-দানব-রাক্ষস

গন্ধর্ব্বাণাং চ পতয়ে যক্ষাণাং পতয়ে নমঃ।
গরুড়োরগসর্পাণাং পক্ষিণাং পতয়ে নমঃ॥১০৮
গোকর্ণায় চা গেষ্ঠায় শঙ্কুবর্ণায় বৈ নমঃ।
বরাহায়াপ্রমেয়ায় রক্ষোহধিপতয়ে নমঃ ॥১০৯
নমোহস্পরাণাং পতয়ে গণানাং পতয়ে নমঃ।
অম্ভসাং পতয়ে চৈব তেজসাং পতয়ে নমঃ ॥
নমোহস্তু লক্ষ্মীপতয়ে শ্রীমতেহ্রীমতে নমঃ ॥
বলাবলসমূহায় হ্যক্ষ্যেভ্যক্ষোভণায় চ ॥ ১১১
দীর্ঘশৃঙ্গৈকশৃঙ্গায় বৃষভায় ককুদ্মিনে।
নমঃ স্থৈর্য্যায় বপুষে তেজসে সুপ্রভায় চ॥১১২
ভূতায় চ ভবিষ্যায় বর্ত্তমানায় বৈ নমঃ।
সুবর্চ্চসেহথ বীরায় সুরায় হ্যতিগায় চ ॥১১৩
বরদায় বরেণ্যায় নমঃ সর্ব্বগতায় চ।
নমো ভূতায় ভব্যায় ভবায় মহতে তথা ॥১১৪
সর্ব্বায় মহতেহজায় নমঃ সর্ব্বগতায় চ।
জনায় চ নমস্তভ্যং তপসে বরদায় চ।
নমো বন্দ্যায় মোক্ষায় জনায় নরকায় চ ॥১১৫
ভবায় ভজমানায় ইষ্টায় যাজকায় চ।
অভ্যাদীর্ণায় দীপ্তায় তত্ত্বায় নির্গুণায় চ ॥১১৬
নমঃ পাশায় হস্তায় নমঃ স্বাভরণায় চ।
হুতায় অপহুতায় প্রহুত প্রাশিতায় চ ॥১১৭
নমস্ত্বিষ্টায় মূর্ত্তায় হ্যগ্নিষ্টোমত্বিজায় চ।
নম ঋতায় সত্যায় ভূতাধিপতয়ে নমঃ ॥১১৮
সদস্যায় নমশ্চৈব দক্ষিণারভৃথায় চ।
অংহিসায়াথ লোকানাং পশুমন্ত্রৌসধায় চ ॥১১৯
নমস্তুষ্টি প্রদানায় ত্র্যম্বকায় সুগন্ধিনে।
নমোহস্ত্বিন্দ্রিয়পতয়ে পরিহারায় স্রগ্বিণে ॥১২০
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বতোহক্ষিমুখায় চ।
সর্ব্বতঃপাণিপাদায় রুদ্রায়াপ্রমিতায় চ ॥১২১
নমো হব্যায় কব্যায় হব্যকব্যায় বৈ নমঃ।
নমঃ সিদ্ধায় মেধ্যায় চেষ্টায় ত্বব্যয়ায় চ ॥১২২
সুবীরায় সুঘোরায় হ্যক্ষোভ্যক্ষোভণায় চ।
সুমেধসে সজায়ায় দীপ্তায় ভাস্বরায় চ ॥১২৩
নমো নমঃ সুপর্ণায় তপনীয়নিভায় চ।
বিরূপাক্ষায় ত্র্যক্ষায় পিঙ্গলায় মহৌজসে ॥১২৪
দৃষ্টিঘ্নায় নমশ্চৈব নমঃ সৌম্যেক্ষণায় চ।
নমো ধূম্রায় শ্বেতায় কৃষ্ণায় লোহিতায় চ।১২৫
পিশিতায় পিশঙ্গায় পীতায় চ নিষঙ্গিণে।
নমস্তে সবিশেষায় নির্ব্বিশেষায় বৈ নমঃ ॥১২৬

দিগের পতি, গন্ধর্ব্বগণের পতি, এবং যক্ষ গরুড়, সর্প ও পক্ষীদিগের পতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি গোকর্ণ, গোষ্ঠ, শঙ্কুকর্ণ, বরাহ, অপ্রমেয়, এবং রাক্ষসাধিপতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি- অপ্সরোগণের ও গজ, জল, তেজ ও লক্ষ্মীর পতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি শ্রীমান, তুমি হ্রীমান্, তুমি বলাবলসমূহ, তুমি অক্ষোভ্য, ক্ষোভণ এবং তুমি দীর্ঘশৃঙ্গৈক-শৃঙ্গ, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি বৃষভ, তুমি ককুদ্মী, তুমি স্থৈর্য্য, তুমি বপুঃ, তুমি তেজ, এবং তুমি সুপ্রভ ; তোমায় আমি নমস্কার করি। হে অনির্ব্বচনীয়। তুমি- ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সুবর্চ্চা, বীর, শূর, অতিগ, বরদ, বরেণ্য, সর্ব্বগত, ভূত, ভব্য, ভব, মহান্, সর্ব্ব অজ, জপ, বন্দ্য, জন, নরক, ভব, ভজমান, ইষ্ট, যাজক, অভ্যুদীর্ণ, দীপ্ত তত্ত্ব নির্গুণ, পাশহস্ত, স্বাভরণ, হুত, অপহুত, প্রহুত, প্রাশিত, ইষ্ট, পূর্ত্ত, অগ্নিষ্টোমার্ত্বিজ, ঋত, সত্য, ভূতাধিপাত, সদস্য, দক্ষিণাবভৃল, লোকদিগের অহিংসা, পশু, মন্ত্রৌষধ, তুষ্টিপ্রদান, ত্র্যম্বক, সুগন্ধী, ইন্দ্রিয়পতি, পরিহার, স্রগ্বী, বিশ্ব, বিশ্বরূপ, বিশ্বতোক্ষি মুখ, সর্ব্বতঃপাণিপাদ, রুদ্র, অপ্রতিম, হব্য, কব্য, হব্য-কব্য, সিদ্ধ, মেধ্য, চেষ্টা, ত্র্যাম্বক, সুবীর, সুঘোর, অক্ষোভ্য ক্ষোভণ, সুমেধা, দীপ্ত, ভাস্বর, সুবর্ণ তপনীয়নিভ, এবং বিরূপাক্ষ ; তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি ত্র্যক্ষ, তুমি পিঙ্গল এবং মহৌজা তোমায় আমার নমস্কার। ১০৪-১২৪ তুমি ধূম্র, তুমি দৃষ্টিঘ্ন, তুমি শ্বেত, তুমি কৃষ্ণ, তুমি লোহিত, তুমি পিশিত, পিশঙ্গ, পীত এবং নিষঙ্গী। তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ

নম ইজ্যায় পূজ্যায় চোপজীব্যায় বৈ নমঃ।
নমঃ ক্ষেম্যায় বৃদ্ধায় বৎসলায় নমো নমঃ।
নম ঋতায় সত্যায় সত্যাসত্যায় বৈ নমঃ ॥১২৭
নমো বৈ পদ্মবর্ণায় মৃত্যুঘ্নায় চ মৃত্যবে।
নমঃশ্যামায় গৌরায় কদ্রবে রোহিতায় চ ॥
নমঃ কান্তায় সন্ধ্যাভ্রবর্ণায় বহুরূপিণে।
নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বস্ত্রায় কপর্দ্দিনে ॥ ১২৯
অপ্রমেয়ায় শর্ব্বায় হ্যবধ্যায় বরায় চ।
পুরস্তাৎপৃষ্ঠতশ্চৈব বিভ্রান্তায় কৃশানবে ॥ ১৩০
দুর্গায মহতে চৈব রোধায় কপিলায় চ।
অর্কপ্রভশরীরায় বলিনে রংহসায় চ ॥ ১৩১
পিনাকিনে প্রসিদ্ধায় স্ফীতায় প্রসৃতায় চ।
সুমেধসেঽক্ষমালায় দিগ্বসায় শিখণ্ডিনে ॥ ১৩২
চিত্রায় চিত্রবর্ণায় বিচিত্রায় ধরায় চ।
চেকিতানায় তুষ্টায় নমস্ত্বনিহিতায় চ ॥ ১৩৩
নমঃ ক্ষান্তায় শান্তায় বজ্রসংহননায় চ।
রক্ষোঘ্নায় মখঘ্নায় শিতিকণ্ঠোর্দ্ধরেতসে ॥১৩৪
অরিহায় কৃতান্তায় তিগ্মায়ুধধরায় চ।
সমোদায় প্রমোদায় হরিণায়ৈব তে নমঃ ॥১৩৫
প্রণবপ্রণবেশায় ভক্তানাং শর্ম্মদায় চ।
মৃগব্যাধায় দক্ষায় দক্ষযজ্ঞহরায় চ ॥ ১৩৬
সর্ব্বভূতায় ভূতায় সর্ব্বেশাতিশয়ায় চ।
পুরভেত্রে চ শান্তায় সুগন্ধায় বরেশবে ॥ ১৩৭
পুষ্পবন্তস্বরূপায় ভগনেত্রান্তকায় চ।
কণাদায় বরিষ্ঠায কামাঙ্গদহনায় চ ॥ ১৩৮
রবেঃকরালচক্রায় নাগেন্দ্রদমনায় চ।
দৈত্যানামন্তকায়াথো দিব্যাক্রন্দকরায় চ ॥১৩৯
শ্মশানরতিনিত্যায় নমস্ত্র্যম্বকধারিণে।
নমস্তে প্রাণপালায় ধর্ম্মপালধরায় চ ॥ ১৪০
প্রহীণশোকৈর্বিবিধৈর্ভূতৈঃ পারষ্টুতায় চ।
নরনারীশরীরায় দেব্যাঃ প্রিয়করায় চ ॥ ১৪১
জটিনে দণ্ডিনে তুভ্যং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
নমোহস্তু নৃত্যশীলায় ব্যাদ্যনৃত্যপ্রিয়ায় চ ॥১৪২
মন্যবে শীতশীলায় সুগীতগায় তে নমঃ।
কটককরায় ভীমায় চোগ্ররূপধরায় চ ॥ ১৪৩
বিভীষণায় ভীমায় ভগপ্রমথনায় চ।
সিদ্ধসঙ্ঘাতগীতায় মহাভাগায় বৈ নমঃ ॥১৪৪
নমো মুক্তাট্টহাসায় স্ফেড়িতাস্ফোটিতায় চ।
নদতে কুর্দ্দতে চৈব নমঃ প্রমুদিতায় চ ॥১৪৫
নমোহদ্ভুতায় স্বপতে ধাবতে প্রস্থিতায় চ।
ধ্যায়তে জৃম্ভতে চৈব তুদতে দ্রবতে নমঃ ॥
চলতে ক্রীড়তে চৈব লম্বোদরশরীরিণে।

ইজ্য, পূজ্য, উপজীব্য, ক্ষেম্য, বৃদ্ধ, বৎসল, ঋত, সত্য এবং সত্যাসত্য ; তোমায় আমার নমস্কার। তুমি পদ্মবর্ণ, মৃত্যুঘ্ন মৃত্যু, সাম, সৌর, কদ্রু, রোহিত, কান্ত, সন্ধ্যাপ্রবণ, বহুরূপী, করালহস্ত, দিগবজ্র, কপর্দ্দি, অপ্রমেয়, শর্ব্ব, অবধ্য, বর, সম্মুখ, পশ্চাৎ, বিভ্রান্ত, কৃশানু, দুর্গ, মহৎ, রোধ, কপিল, অর্কপ্রভ-শরীর, বলী এবং বেগ ; তোমায় আমার নমস্কার। তুমি পিনাকী, প্রসিদ্ধ, স্ফীত, প্রসৃত, সুমেধা, অক্ষমালা, দিগ্‌বাস, শিখণ্ডী, চিত্র, চিত্রবর্ণ, বিচিত্র, ধর চেকিতান, তুষ্ট, অহিনিত, ক্ষান্ত, শান্ত, বজ্রসংহনন, রক্ষোঘ্ন, মখঘ্ন, শিতিকণ্ঠ, ঊর্দ্ধরেতা, আরহা, কৃতান্ত, তিগ্মায়ুধধর, সম্মোদ, প্রমোদ, হরিণ্য, প্রণব, প্রণবেশ, ভক্ত শর্ম্মদ, মৃগব্যাধ, দক্ষ, দক্ষযজ্ঞহর, সর্ব্বভুত, ভূত, সর্ব্বেশাতিশয়, পুরভেত্ত, শান্ত সুগন্ধ, বরেষু, পুণ্য, দন্তবিনাশ, ভগনেত্রান্তক, কণাদ, বরিষ্ঠ, কামাঙ্গদহন, রবির করালনামক চক্র, নাগেন্দ্রদমন, দৈত্যান্তক, দিব্যাক্রন্দকর, শ্মশানরাত, নিত্য, ত্রাম্বকধারী, প্রাণপাল ; এবং ধর্ম্মপাল, প্রভো ! তোমায় নমস্কার। ১২৫-১৪০। তুমি প্রহীণশোক, বিবিধ ভূতকর্ত্তৃক পরিষ্টুত, নর-নারী-শরীর, দেবীর প্রিয়কর, জটী, দণ্ডী, ব্যালযজ্ঞোপবীত, নৃত্য-গীতস্বভাব বলিয়া বাদ্য-নৃত্যপ্রিয়, মন্যু, গীতশীল, সুগীত, সুগীতি গায়ক, কটক-কর, ভীম উগ্ররূপধর, বিভীষণ, ভীম, ভগ-প্রমথন, সিদ্ধসঙ্ঘাগতী, মহাভাগ, মুক্তাট্টহাস, স্ফেড়িতাস্ফোটিত, নর্দ্দনকারী, কুর্দ্দনকারী, প্রমুদিত, অদ্ভুত, নিদ্রিত, ধাবমান, প্রস্থিত, ধ্যাতা, জৃম্ভমাণ, ক্রীড়ক, পলায়ণপর, চলমান,

নমঃ কৃতায় কম্প্রায় মুণ্ডায় বিকরায় চ ॥ ১৪৭
নম উন্মত্তবেষায় কিঙ্কিণীকায় বৈ নমঃ।
নমো বিকৃতবেষায় ক্রুরোগ্রামর্ষণায় চ ॥ ১৪৮
অপ্রমেয়ায় দীপ্তায় দীপ্তয়ে নির্গুণায় চ।
নমঃ প্রিয়ায় বাদায় মুদ্রামণিধরায় চ ॥ ১৪৯
নমস্তোকায় তনবে গুণৈর প্রতিমায় চ।
নমো গনায় গুহ্যায় অগম্যাগমনায় চ ॥ ১৫০
লোকধাত্রী ত্বিয়ং ভূমিঃ পাদৌ সজ্জনসেবিতৌ
সর্ব্বেষাং সিদ্ধযোগানামধিষ্ঠানন্তবোদরম্ ॥১৫১
মধ্যেহন্তরিক্ষং বিস্তীর্ণং তারাগণবিভূষিতম্।
তারাপথ ইবাভাতি শ্রীমাণ হারস্তবোরসি ॥
দিশো দশ ভূজাস্তে বৈ কেয়ূরাঙ্গদভূষিতাঃ।
বিস্তীর্ণপরিণাহশ্চ নীলাম্বুদচয়োপমঃ। ।১৫৩
কণ্ঠস্তে শোভতে শ্রীমান হেমসূত্রবিভূষিতঃ।
দংষ্ট্রাকরালদুর্দ্ধর্ষমনৌপম্যং মুখং তব ॥ ১৫৪
পদ্মামালাকৃতোষ্ণীষং শীর্ষণ্যং শোভতে কথম্
দীপ্তিঃ সূর্য্যবপুশ্চন্দ্রে স্থৈর্য্যে ভূর্হ্যনিলো বলে

ক্রীড়ারত, লম্বোদরশরীরী, নমস্কৃত, কম্প্র, মুণ্ড, বিকর, উন্মত্তবেষ, কিঙ্কিণীকায়, বিকৃতনেত্র, বিকৃতবেশ, ক্রুর, উগ্র, অমর্ষণ অপ্রমেয়, দীপ্ত, দীপ্তি, নির্গুণ, প্রিয়, বাদ, মুদ্রামণিধর, স্তোক, তনু, গুণাপ্রতিম, গণ, গুহ্য, গম্য ও গমন ; তোমায় আমার নবস্কার। হে শ্রীমান্ ! এই লোকধাত্রী পৃথিবী তোমার সজ্জন-সেবিত পদযুগল, নিখিল সিদ্ধ যোগিগণের অধিষ্ঠান তোমার উদর, তারাগণ-বিভূষিত অন্তরীক্ষ তোমার মধ্যদেশ, তারাদল তোমার বক্ষস্থলে হারের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; এবং দশদিক্ তোমার কেয়ুরাঙ্গদভুষিত দশ ভুজস্বরূপ। নীলাম্বুদচয়োপম বিস্তীর্ণপরিণাহ আকাশ তোমার হেম সূত্রবিভুষিত কণ্ঠদেশ ; তোমার অনুপম বদনমণ্ডল, দন্তপঙ্তি দ্বারা করাল হইয়াছে, পদ্মামালামণ্ডিত তোমার শীর্ষস্থ উষ্ণীষ দীপ্তি পাইতেছে। পণ্ডিতগণ সূর্য্যমণ্ডলে দীপ্তি, চন্দ্রে বপু পৃথিবীতে স্থৈর্য্য, অনিলে বল,

তিক্ষ্ণ্যমগ্নৌ প্রভা চন্দ্রে খে শব্দঃ শৈতমপ্স চ
অক্ষরোত্তমানস্পন্দন্ গুণানেতান্ বিদুর্বুধাঃ ॥
জপো জপ্যো মহাযোগী মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
পুরেশয়ো গুহাবাসী খেচরো রজনীচরঃ ॥১৫৭
তপোনিধির্গুহগুরুর্নন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ।
হয়শীর্ষো ধরাধাতা বিধাতা ভূতিবাহনঃ ॥ ১৫৮
বোদ্ধব্যো বোধনো নেতা ধূর্ব্বহো দুষ্প্রকম্পকঃ
বৃহদ্রথো ভীমকর্ম্মা বৃহৎকীর্ত্তির্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫৯
ঘন্টাপ্রিয়ো ধ্বজী ছত্রী পতাকাধ্বজিনীপতিঃ
কবচী পট্টিশী শঙ্খী পাশহস্তঃ পরশ্বভৃৎ ॥ ১৬০
অগমস্ত্বনঘঃ শূরো দেবরাজারিমর্দ্দনঃ।
ত্বাং প্রসাদ্য পুরাস্মাভির্দ্বিষন্তো নিহতা যুধিঃ ॥
অগ্নিস্তং চার্ণবান সর্ব্বান্ পিবন্নেব ন তৃপ্যসে।
ক্রোধাগারঃ প্রসন্নাত্মা কামহা কামদঃ প্রিয়ঃ ॥
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মচারী চ গোঘ্নস্ত্বং শিষ্টপুজিতঃ।
বেদানামব্যায়ঃ কোশস্ত্বয়া যজ্ঞঃ প্রকল্পিতঃ॥১৬৩
হব্যঞ্চ বেদং বহতি বেদোক্তং হব্যবাহনঃ।
প্রীতে ত্বয়ি মহাদেব বয়ং প্রীতা ভবামহে॥১৬৪

অগ্নিতে তীক্ষ্ণতা, চন্দ্রে প্রভা, আকাশে শব্দ ও জলে শৈত্যরূপে তোমাকেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১৪১-১৫৬। হে দেব ! তুমি জপ, তুমি জপ্য এবং তুমিই মহাদেব, মহেশ্বর, সুরেশ্বর, গুহাবাসী, খেচর রজনীচর, তপোনিধি, গুহগুরু, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, হয়গ্রীব, ধরাধাতা, বিধাতা, ভুতিবাহন, বোদ্ধব্য, বোধন, নেতা, ধুর্ব্বহ, দুষ্প্রকম্প্য, বৃহদ্রথ, ভীমকর্ম্মা, বৃহৎকীর্ত্তি, ধনঞ্জয়, ঘন্টাপ্রিয়, ধ্বজী, ছত্রী, পতাকী, ধ্বজিনীপতি, কবচী, পট্টিশী, শঙ্খী, পাশহস্ত, পরশুভৃৎ, অনঘ, শূর, ও দেবারাজারিমর্দ্দন। তোমাকে প্রসাদিত করিয়া আমরা পূর্ব্বে রণে অরাতিনিধন করিয়াছিলাম। তুমি অগ্নিরূপে সমস্ত সাগর পান করিয়াও তৃপ্ত হও নাই। তুমি ক্রোধাগার, প্রসন্নাত্মা, কামহা, কামদ, প্রিয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মচারী, গোঘ্ন, শিষ্টপূজিত, দেবগণের অব্যয় কোষ এবং যজ্ঞকৃৎ। তুমিই বেদোক্ত হব্য বহন করিয়া

ভবানীশোনাদিমান্ ধামরাশি-
ব্রহ্মা লোকানাং ত্বং কর্ত্তা ত্বাদিসর্গঃ।
সাঙ্খ্যাঃ প্রকৃতিভ্যঃ পরমং ত্বাং বিদিত্বা
ক্ষীণধ্যানাস্তে ন মৃত্যং বিশন্তি ॥
যোগেন ত্বাং ধ্যানিনো নিত্যযুক্তা
জ্ঞাত্বা ভোগান্ সন্ত্যজন্তে পুনস্তান।
যেহন্যে মর্ত্ত্যাস্ত্বাং প্রপন্না বিশুদ্ধাস্তে
কর্ম্মভির্দ্দিব্যভোগান্ ভজন্তে ॥ ১৬৬
অপ্রমেয়স্য তত্ত্বস্য যথা বিদ্মঃ স্বশক্তিতঃ।
কীর্ত্তিতং তব মাহাত্ম্যমপারং পরমাত্মনঃ।
শিবো নো ভবা সর্ব্বত্র যোহসি সোহসি
নমোহস্তুতে ॥ ১৬৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শার্ব্বস্তবো
নাম চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

থাক। হে মহাদেব। তুমি প্রীত হইলেই আমরাও প্রসন্ন হইয়া থাকি। তুমিই ঈশ, অনাদি এবং তেজোরাশি। তুমিই লোককর্ত্তা এবং লোকসৃষ্টিকারক। সাংখ্য-যোগিগণ তোমায় প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন না। নিত্যমুক্ত যোগিগণ যোগবলে তোমায় জানিতে পারিয়া ভোগ সকল পরিত্যাগ করেন। যে সকল মর্ত্ত্য তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা ইহলোকে দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিয়া থাকে। তুমি অপ্রমেয়তত্ত্ব; আমি তোমার যে স্তব করিলাম, তুমি যেখানেই থাক, এই স্তবে তুষ্ট হইয়া আমার মঙ্গল-বিধান কর। তোমার তত্ত্ব অবগত হওয়া সাধ্যাতীত। ১৫৭-১৬৭।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪ ।

পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।
সম্পিবন্নিব তৌ দৃষ্ট্বা মধুপিঙ্গায়তেক্ষণঃ।
প্রহৃষ্টবদনোহত্যর্থমভবচ্চ স্বকীর্ত্তনাৎ ॥ ১
উমাপতিবিরূপাক্ষো দক্ষদজ্ঞবিনাশনঃ।
পিনাকী খণ্ডপরশুর্ভূতপ্রান্তস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২
ততঃ সে ভগবান্ দেবঃ শ্রুত্বা বাক্যামৃতং তয়োঃ
জানন্নপি মহাভাগঃ প্রীতপূর্ব্বমথাব্রবীৎ ॥ ৩
কৌ ভবন্তৌ মহাত্মানৌ পরস্পরহিতৈষিণৌ।
সমেতাবম্বুজাভাক্ষৌ তস্মিন্ ঘোরে জলপ্লবে
তাবুচতুর্মহাত্মানৌ সন্নিরীক্ষ্য পরস্পরম্।
ভগবান কিঞ্চ তথ্যেন বিজ্ঞাতেন ত্বয়া বিভো
কুত্র বা সুখমানন্ত্যমিচ্ছচ্চারমৃতে ত্বয়া ॥ ৫
উবাচ ভগবান দেবো মধুরশ্লক্ষয়া গিরা।
ভো ভো হিরণ্যগর্ভ ত্বাং ত্বাঞ্চ কৃষ্ণ বদাম্যহম্।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন- যিনি উমাপতি, যাঁহার প্রভাবে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হইয়াছিল এবং যিনি পিনাকপাণি, খণ্ডপরশু ও ত্রিলোচন, সেই দেবদেব মধুবৎ পিঙ্গল ও আয়তনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে যেন পান করিতেই উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় স্তুতিবাদে তৎকালে তাঁহার বদন অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হইল। সেই ভগববান্ তাঁহাদের সুমধুর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাঁদিগকে জানিতে পারিয়াও প্রীতিসহাকারে জিজ্ঞাসা করিলে, -কে, তোমরা পুণ্ডরিকাক্ষ মহাপুরুষ, পরস্পরের হিতৈষণায় এই ভীষণ জলপ্লাবনে সম্মিলিত হইয়াছ? সেই দুই মহাত্মা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,-হে ভগবন্! তথ্য জানিয়া আপনার প্রয়োজন কি আছে? আপনি ব্যাতীত কোথায়ই বা অনন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে? ভগবান্ দেবদেব তাঁহাদের উভয়ের বচনশ্রবণে অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া স্নিগ্ধ মধুর বাক্যে বলিলেন,-ওহে

প্রীতোহহমনয়া ভক্ত্যা শাশ্বতাক্ষরযুক্তয়া।
ভবন্তৌ মাননীয়ৌ বৈ মম হ্যর্হতরাবুভৌ।
যুবাভ্যাং কিং দদাম্যদ্য বরাণাং বরমুত্তমম্ ॥৭
তেনৈবমুক্তে বচনে ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরব্রবীৎ।
ব্রূহি ব্রূহি মহাভাগ বরো যস্তে বিবক্ষিতঃ ॥ ৮
প্রজাকামোহস্ম্যহং বিষ্ণো পুত্রমিচ্ছামি ধূর্ব্বহম্
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বরেপ্সুঃ পুত্রলিপ্সয়া ॥ ৯
অথ বিষ্ণুরুবাচেদং প্রজাকামং প্রজাপতিম্।
বীরমপ্রতিমং পুত্রং যত্তমিচ্ছসি ধূর্ব্বহম্ ॥ ১০
পুত্রত্বেনাভিযুঙ্ক্ষ ত্বং দেবদেবং মহেশ্বরম্।
স তস্য বাক্যং সম্পূজ্য কেশবস্য পিতামহঃ ॥
ঈশানং বরদং রুদ্রমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ পুত্রকামস্ত বাক্যানি সহ বিষ্ণুনা ॥ ১২
যদি মে ভগবান্ প্রীতঃ পুত্রকামস্য নিত্যশঃ।
পুত্রো মে ভব বিশ্বাত্মন স্বতুল্যো বাপি ধুর্ব্বহঃ
নান্যং বরমহং বব্রে প্রীতে ত্বয়ি মহেশ্বর ॥ ১৩
তস্য তাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা ভগবান্ ভগনেত্রহা।
নিষ্কল্মষমমায়ঞ্চ বাঢ় বিত্যব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৪
যদা কার্য্যসমারম্ভে কস্মিংশ্চিত্তব সুব্রত।
অনিষ্পত্তৌ চা কার্য্যস্য ক্রোধস্ত্বাং সমুপেষ্যতি।
আত্মৈকাদশ যে রুদ্রা বিহিতাঃ প্রাণহেতবঃ ॥
সোহহমেকাদশাত্মা বৈ শূলহস্তঃ সহানুগঃ।
ঋষির্মিত্রো মহাত্মা বৈ ললাটাদ্ভবিতা তদা ॥
প্রসাদমতুলং কৃত্বা ব্রহ্মণস্তাদৃশং পুরা।
বিষ্ণুং পুনরুবাচেদং দদামি চ বরং তব ॥ ১৭
স হোবাচ মহাভাগো বিষ্ণুর্ভবমিদং বচঃ।
সর্ব্বমেতৎ কৃতং দেব পরিতুষ্টোহসি মে যদি।
ত্বয়ি মে সুপ্রতিষ্ঠাস্তু ভক্তিরম্বুদবাহন ॥ ১৮

হিরণ্যগর্ভ ! তোমাকে এবং ওহে কৃষ্ণ! তোমাকেও বলিতেছি, আমি তোমাদের এই সত্যবাক্য-সম্বলিত ভক্তি দ্বারা অতীব প্রীত হইয়াছি। তোমরা উভয়ে আমারও মাননীয় এবং পূজনীয়। আমি তোমাদিগের উভয়কে অদ্য কোন্ উত্তম বর প্রদান করিব? তিনি এই কথা কহিলে, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন-- হে মহাভাগ ! বলুন বলুন, আপনার যাহা বলিবার ইচ্ছা আছে, এখনই প্রকাশ করিয়া বলুন।ব্রহ্মা বলিলেন, আমি প্রজাকামা, আমি একজন যোগ্য পুত্র চাহি। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা পুত্রলিপ্সায় বরেপ্সু হইলে বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন,-আপনি যে প্রজাকামী প্রজাপতি অতুলনীয় সুযোগ্য বীরপুত্র ইচ্ছা করিতেছেন; আমার মতে এই দেব দেব মহেশ্বরকেই সেই পুত্রত্বে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করুন। পিতামহ কেশবের সেই বাক্যে আস্থাবান্ হইয়া বরপ্রদ রুদ্রদেব ঈশানকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিষ্ণুর সহিত একযোগে পুত্রকামনায় যুক্ত করে কহিলেন,-হে ভগবন্! আমি নিত্যই পুত্র প্রার্থী; আমার প্রতি আপনি যদি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনায় হে বিশ্বাত্মন্ ! আপনি আমার সুযোগ্য পুত্রস্বরূপে প্রতিভাত হউন।হে মহেশ্বর! আপনার প্রসন্নতার নিকট আমি আর অন্য কোন বর চাহি না।১-১৩। ভগনেত্রহর ভগবান্ হর ব্রহ্মার সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া তাহাই উত্তম প্রস্তাব বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন,-হে সুব্রত ! তুমি কোন কার্য্যারম্ভ করিলে, সেই কার্য্যের অসমাপ্তি নিবন্ধন যখন তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে লইয়া যে একাদশ রুদ্র,সকলের প্রাণ হেতুরূপে কল্পিত আছেন, আমিই সেই একাদশাত্মা সানুচর শূলপাণি হইয়া মহাত্মা ঋষিমিত্ররূপে তোমার ললাট হইতে প্রার্দুভূত হইব। মহাদেব এইরূপে পুরাকালে ব্রহ্মাকে অপরিমিত প্রসাদ বিতরণ করিয়া পুনরায় বিষ্ণুকে বলিলেন,-হে বিষ্ণু! বর লও। আমি তোমাকেও বর প্রদান করিব। মহাভাগ বিষ্ণু বলিলেন,- আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহাতেই আমার সকল কার্য্য করা হইয়াছে। হে গঙ্গাধর! আপনার প্রতি

এবমুক্তস্ততো দেবস্তমভাষত কেশবম্।
বিষ্ণোশৃণু যথা দেব প্রীতোঽহং তব শাশ্বত ॥
প্রকাশঞ্চাপ্রকাশঞ্চ জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যৎ।
বিশ্বরূপমিদং সর্ব্বং রুদ্রনারায়ণাত্মকম্ ॥ ২০
অহমগ্নির্ভবান্ সোমো ভবান্ রাত্রিরহং দনম্।
ভবানৃতমহং সত্যং ভবান্ ক্রতুরহং ফলম্ ॥
ভবান জ্ঞানমহং জ্ঞেয়ং যজ্জপিত্বা সদা জনাঃ।
মাং বিশন্তি ত্বয়ি প্রীতে জনাঃ সুকৃতকারিণঃ।
আবাভ্যাং সহিতা চৈব গতির্নান্যা যুগক্ষয়ে ॥
আত্মানং প্রকৃতিং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি পুরুষং শিবম্
ভবানর্দ্ধশরীরং মে ত্বহং ভব যতৈব চ ॥ ২৩
বামপার্শ্বমহং মহ্যং শ্যামং শ্রীবৎসলক্ষণম্।
ত্বঞ্চ বামেতরং পার্শ্বং ত্বহং বৈ নীললোহিতঃ ॥
ত্বঞ্চ মে হৃদয়ং বিষ্ণো তব দাহং হৃদি স্থিতঃ।
ভবান্ সর্ব্বস্য কার্য্যস্য কর্ত্তাহমধিদৈবতম্ ॥ ২৫
তদেহি স্বস্তি তে বৎস গমিষ্যাম্যম্বুদপ্রভ।
এবমুক্তা গতো বিষ্ণোর্দেবোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ।
ততঃ সোঽন্তর্হিতে দেবে সম্প্রহৃষ্টস্তদা পুনঃ।
অশেত শয়নে ভূব প্রবিশ্যান্তর্জ্জলে হরিঃ ॥২৭
তং পদ্মং পদ্মগর্ভাভং পদ্মাক্ষঃ পদ্মসম্ভবঃ।
সম্প্রহৃষ্টমনা ব্রহ্মা ভেবে ব্রাহ্মং তদাসনম্ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন তত্রাপ্য প্রতিমাবুভৌ।
মহাবলৌ মহাসত্ত্বৌ ভ্রাতরৌ মধুকৈটভৌ॥২৯
উচতুশ্চৈব বচরং ভক্ষ্যো বৈ নৌ ভবিষ্যসি।
এবমুক্তা তু তৌ তস্মিন্নন্তর্দ্ধানং গতাবুভৌ ॥
দারুণন্তু থয়োর্ভাবং জ্ঞাত্বা পুষ্করসম্ভবঃ।
মাহাত্ম্যং চাত্মনো বুদ্ধা বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে॥৩১
কর্ণিকাঘটনং ভুয়ো নাভ্যজানাদ্যদা গতিম্।
ততঃ সে পদ্দনালেন অবতীর্য্য রসাতলম্।

আমার ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হউক ; ইহাই আমার প্রার্থনা। কেশব এই কথা কহিলে, দেবদেব তাঁহাকে কহিলেন-হে বিষ্ণো ! শাশ্বত দেব! শ্রবণ কর-আমি যেরূপে তোমার প্রতি প্রীত আছি। এই ব্যক্ত, অব্যক্ত, স্থাপর, জঙ্গম যে কিছু বিশ্ব পরিদৃশ্যমান হয়, এ সকলই রুদ্র-নারায়ণত্মক। আমি অগ্নি, তুমি সোম; তুমি রাত্রি, আমি দিন; তুমি ঋত, আমি সত্য; তুমি ক্রতু, আমি ফল; তুমি জ্ঞান, আমি জ্ঞেয়; এই জ্ঞেয় বস্তু জপ করিয়াই জনগণ আমাতে প্রবেশ করে। তোমার প্রীতি হইলেই জনগণ এ হেন সুকৃতভাগী হয়। আমাদের উভয়েরই মিলিত গতি ব্যতীত যুগক্ষয়ে অন্য গতি নাই। তুমি তোমার আত্মাকে প্রকৃতি এবং আমি শিব, আমাকে পুরুষ বলিয়াই জানিও। তুমি আমার অর্দ্ধদেহ, আমিও তোমার তাহাই। আমি তোমার শ্যামল শ্রীবৎসলাঞ্ছন বাম পার্শ্ব, আর তুমিও আমার শ্যামল দক্ষিণ পার্শ্ব; তাই আমি নীললোহিত। হে বিষ্ণো! তুমি আমার হৃদয়, আর আমি তোমার হৃদয়ে অবস্থিত। তুমি সর্ব্ব কার্য্যের কর্ত্তা, আর আমি তাহার অধিদৈবত। অতএব হে অম্বুদাভ! এস এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, বৎস ! আমিও এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া বিষ্ণুর সাক্ষাতে দেবদেব অন্তর্হিত হইলেন। তিনি অন্তর্দ্ধান করিবার পর হরি হৃষ্টান্তঃকরণে জলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় আপন শয্যায় শয়ন করিলেন। ১৪-২৭। তখন পদ্মাক্ষ পদ্মজন্মা ব্রহ্মা হৃষ্টমনে সেই ব্রাহ্ম আসন পদ্মগর্ভে আশ্রয় লইলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইল। মধু ও কৈটভ নামক মহাবল মহাবীর্য্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃদ্বয় নির্ভয়ে হাসিতে হাসিতে সেই তরুণ-তরণি-সন্নিভ পদ্মকে কাঁপাইয়া তুলিল এবং তাহারা তাহার পত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে ব্রহ্মাকে বলিল,-ওহে তুমি আমাদের ভক্ষ্য হও। এই বলিয়া তাহারা তখন সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। পদ্মযোনি তাহাদের সেই নিদারুণ ভাব এবং স্বীয় মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া,-কে তাহারা তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি তাঁহার পদ্মাসনের কর্ণিকাভঙ্গ বা মধুকৈটভের গতিবিধি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি

কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং দদৃশেঽন্তর্জ্জলেহরিম্ ॥
স চ তং বোধয়ামাস বিবুদ্ধং চেদমব্রবীৎ।
ভূতেভ্যো মে ভয়ং দেব ত্রায়স্বোত্তিষ্ঠ শং কুরু
ততঃ স ভগবান বিষ্ণুঃ সপ্রহাসমরিন্দমঃ।
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যমিত্যুবাচ মুনিঃ স্বয়ম্ ॥
তস্মাৎ পূর্ব্বং ত্বয়া চোক্তং ভূতেভ্যো মে
মহদ্ভয়ম্।
তস্মাদ্ভূতাদিবাক্যৈস্তৌ দৈত্যৌ ত্বং নাশয়িষ্যসি
ভুর্ভুবঃস্বস্ততো দেবং বিবিশুস্তমযোনিজম্।
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা তমেবাসীনমাগতম্ ॥৩৬
গতে তস্মিংস্ততোঽনন্ত উদ্গীর্য্য ভ্রাতরৌ
মুখাৎ।
বিষ্ণুং জিষ্ণুঞ্চ প্রোবাচ ব্রহ্মাণমভিরক্ষতাম্ :
মুধকৈটভযোর্জ্ঞাত্বা তয়োরাগমনং পুনঃ ॥
চক্রাতে রূপসাদৃশ্যং বিষ্ণোর্জ্জিষ্ণোশ্চ সত্তমৌ।

পদ্মনাল ধরিয়া একেবারে রসাতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন ও উত্তরীয়ধারী হরিকে জলাভ্যন্তরে দিখিতে পাইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। তিনি প্রবুদ্ধ হইলে, ব্রহ্মা বলিলেন, -হে দেব ! আমার অধুনা ভূত হইতে ভয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি উত্থিত হউন; আমায় ভয় হইতে ত্রাণ করুন। আমার মঙ্গল বিধান করুন। অনন্তর অরিন্দম ভগবান্ বিষ্ণু হাস্যসহকারে বলিলেন,-ভয় নাই, তুমি যেহেতু ভুত হইতে আমার মহা ভয় উপস্থিত, এই কথা প্রথমে কহিলে ; এইজন্য সেই দুই দৈত্যকে ভুতাদি বাক্যে তুমিই নাশ করিবে। অনন্তর ভুর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই লোকত্রয় সেই অযোনিজ সমাসীন ব্রহ্মদেবকে প্রদিক্ষণ করিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিল। তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন এই সময় অনন্ত তাঁহার মুখ হইতে বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক ভাতৃদ্বয়কে উৎপাদন করিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে ব্রহ্মাকে মধুকৈটভের হস্ত হইতে রক্ষা কর।

কৃতসাদৃশ্যরূপৌ তৌ তাবেবাভিমুখৌ স্থিতৌ।
ততস্তৌ প্রোচতুর্দৈত্যৌ ব্রহ্মাণং দারুণং বচঃ
অস্মাকং যুধ্যমানানাং মধ্যে বৈ প্রাশ্নিকো ভব
ততস্তৌ জলমাবিশ্য সংস্তম্ভ্যাপঃ স্বমায়য়া।
চক্রতুস্তমুলং যুদ্ধং যস্য যেনেঙ্গিতং তদা ॥৪০
তেষান্তু যুধ্যমানানাং দিব্যং বর্ষশতং গতম্।
ন চ যুদ্ধমদোৎসেকো হ্যন্যোন্যং সন্ন্যবর্ত্তত॥৪১
লক্ষণদ্বয়স স্থানদ্ রূপবন্তৌ স্থিতেঙ্গিতৌ।
সাদৃশ্যাদ্ ব্যাকুলমনা ব্রহ্মা ধ্যানমুপাগমৎ॥৪২
স তয়োরন্তরং বুদ্ধা ব্রহ্মা দিব্যেন চক্ষুষা।
পদ্মকেসরজং সূক্ষ্মং ববন্ধ কবচং তয়োঃ।
আমেখলঞ্চ গাত্রঞ্চ ততো মন্ত্রমুদাহরৎ॥৪৩
জপতস্তস্তভবৎ কন্যা বিশ্বরূপসমুত্থিতা :
পদ্মেন্দুবদনপ্রখ্যা পদ্মহস্তা শুভা সতী।

এদিকে মধু ও কৈটভ সেই বিষ্ণু ও জিষ্ণুর আগমন বার্ত্তা বিদিত হইয়া তাহাদিগেরই রূপ সাদৃশ্য ধারণ করিল;-তাহারা বিষ্ণু-জিষ্ণুর রূপ ধরিয়া ব্রহ্মার অভিমুখে অবস্থান করিল। সেই দৈত্যদ্বয় পরে ব্রহ্মাকে এই দরুণ বাক্য বলিল যে, আমরা যুদ্ধ করিব, তুমি আমাদের মধ্যে মধ্যস্থের কার্য্য কর। অনন্তর তাহারা জলে প্রবেশ করিয়া স্বীয় মায়ায় জল স্তম্ভন কয়ত ইচ্ছানুরূপ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের তখন দিব্য শতবর্ষ কাটিয়া গেল। কিন্তু রণমদে মত্ত হইয়া পরস্পর কেহই কাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না।২৮-৪১। ব্রহ্মা দেখিলেন,-তাহাদের আকার প্রকার ও সংস্থানাদি একইরূপ, একইভাবে তাহারা গতিস্থিতি করিতেছে। এইরূপ সাদৃশ্য দর্শণে ব্রহ্মা ব্যাকুলমনে ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে দিব্যনেত্রে তিনি তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন এবং পদ্মকিঞ্জল্ক দ্বারা দৈত্য দুইজনের নাভির উর্দ্ধ দেহাবচ্ছেদে এক সূক্ষ্ম কবচ বন্ধন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপী ব্রহ্মা জপসাধনায় নিমগ্ন

তাং দৃষ্ট্বা ব্যথিতৌ দৈত্যৌ ভয়াদ্বর্ণবিবর্জ্জিতৌ
ততঃ প্রোবাচ তাং কন্যাং ব্রহ্মা মধুরয়া গিয়া।
কাত্র ত্বমবগন্তব্যা ব্রূহি সত্যমনিন্দিতে ॥ ৪৫
সান্না সম্পূজ্য সা কন্যা ব্রহ্মাণং প্রঞ্জলিস্তদা।
মোহিনীং বিদ্ধি মাং মায়াং বিষ্ণোঃ
সন্দেশকারিণীম্ ॥৬
ত্বয়া সঙ্কীর্ত্ত্যমানাহৎব্রহ্মন্ প্রাপ্তা ত্বরাযুতা।
অন্যাঃ প্রীতমনা ব্রহ্মা গৌণং নাম চকার হ ॥
ময়া চ ব্যাহৃতা যস্মাত্ত্বঞ্চৈব সমুপস্থিতা।
মহাব্যাহৃতিরিত্যেব নাম তে বিচরিষ্যতি ॥ ৪৮
উত্থিতা চ শিরো ভিত্ত্বা সাবিত্রী তেন চোচ্যতে
একানংশা তু যস্মাত্ত্বমনেকাংশা ভবিষ্যসি। ৪৯
গৌণানি তাবদেতানি কর্ম্মজান্যপরাণি চ।
নামানি তে ভবিষ্যন্তি মৎপ্রসাদাৎ শুভাননে
ততস্তৌ পীড্যমানৌ তু বর মেনমযাচতাম্।
অনাবৃতং নৌ মরং পুত্রত্বঞ্চ ভবেত্তব ॥ ৫১
তথেত্যুক্তা ততস্তূর্ণমনয়দ্যমসাদনম্।
অনয়ৎ কৈটভং বিষ্ণুর্জিষ্ণুশ্চাপ্যনয়ন্মধুম্ ॥ ৫২
এবন্তৌ নিহতৌ দৈত্যৌ বিষ্ণুনা জিষ্ণুনা সহ।
প্রীতেন ব্রহ্মণা চাথ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
পুত্রত্বমীশেন যথা হ্যাত্মা দত্তো নিবোধত ॥৫৩
বিষ্ণুনা জিষ্ণুনা সার্দ্ধং মধুকৈটভয়োস্তথা।
সম্পরায়ে ব্যতিক্রান্তে ব্রহ্মা বিষ্ণমভাষত ॥
অদ্য বর্ষশতং পূর্ণং সময়ঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
সঙ্ক্ষেপসপ্লবং ঘোরং স্বস্থানং যামি চাপাহম্॥
স তস্য বচসা দেবঃ সংহারমকরোত্তদা।
মহীং নিস্তাবরাং কৃত্বা প্রকৃতিস্থাংশ্চ জঙ্গমান্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
যদি গোবিন্দ ভদ্রং তে ক্ষিপ্তস্তে যাদসাংপতিঃ
ব্রূহি যৎকরণীয়ং স্যান্ময়া তে লক্ষ্মিবর্দ্ধন ॥ ৫৯

হইলে তদীয় মস্তক হইতে এক পদ্ম ও ইন্দুবদনা পদ্মহস্তা প্রিয়দর্শনা কন্যা প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যদ্বয় ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ব্যথিত হইল। ব্রহ্মা মধুর বাক্যে সেই কন্যাকে কহিতে লাগিলেন,-হে অনিন্দিতে! সত্য বল, তোমাকে আমি কোন্ নামে কি বলিয়া অবগত হইব ! তখন সেই কন্যা বিনীতভাবে ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া যুক্তকরে কহিল- আমাকে আপনি বিষ্ণুর আজ্ঞাকারিণী মোহিনী মায়া বলিয়াই জানিবেন। হে বহ্মন্ ! আপনার সঙ্কীর্ত্তনে অদ্য আমি ত্বরান্বিত হইয়া আসিয়াছি। ব্রহ্মা তখন প্রীত হইয়া তাঁহার কয়েকটি গৌণ নাম নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন,-আমার ব্যাহৃতিক্রমে তুমি যখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমার মহাব্যাহৃতি নাম প্রখ্যাত হইবে। তুমি আমার শিরো ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছ ; এইজন্য তোমার সাবিত্রী নামও নির্দ্দিষ্ট হইল। যেহেতু তুমি অনেকাংশা হইবে ; এই জন্য তোমার নাম একানংশা। এই সকল তোমার গৌণ নাম হইল ; অতঃপর আমার প্রাসাদে হে শুভাননে! তুমি কর্ম্মজনিত অপরাপর অসংখ্য নামে নিরূপিত হইবে। এদিকে দৈত্যদ্বয় যুদ্ধ করিয়া পীড়িত হইলে, তাহারা বর চাহিল যে, অনাবৃত স্থানে আমাদের মৃত্যু হউক আর তুমি আমাদের পুত্র হও। বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া সত্বর কৈটভকে যমসদনে প্রেরিত করিলেন এবং জিষ্ণু মধুকে সংহার করিলেন, এইরূপে জিষ্ণু ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক দৈত্যদ্বয় নিহত হইল। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া জগতের হিতকামনায় অবস্থিত হইলেন। অধুনা ঈশ্বর যেরূপে পুত্ররূপে আত্মদান করেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৪২-৫৩। বিষ্ণু ও জিষ্ণুর সহিত মধু ও কৈটভের তথাবিধ যুদ্ধব্যাপারের সমাধান হইবার পর ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন অদ্য শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে সময় উপস্থিত। তুমি এই ঘোর কল্প সংহার করিয়া লও। আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। প্রভু বিষ্ণু ব্রহ্মার কথায় কল্প সংহার করিলেন। মহীকে স্থাবরহীন ও জঙ্গমদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। পরে ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন-হে গোবিন্দ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি জলধিকে

বিষ্ণুরুবাচ।
বাঢ়ং শৃণু ত্বং হেমাভ পদ্মযোনে বচো মম।
প্রসাদো যস্ত্বয়া লব্ধ ঈশ্বরাৎ পুত্রলিপ্সয়া ॥ ৬০
তং ততা সফলং কৃত্বা মত্তোঽভুদনৃণো ভবান্
চতুর্ব্বিধানি ভূতানি সৃজ ত্বং বিসৃজস্ব চ ॥ ৬১
সূত উবাচ।
অবাপ্য সংজ্ঞাং গোবিন্দাৎ পদ্মযোনিঃ
পিতামহঃ
প্রজাঃ স্রষ্টুমনাস্তেপে তপ উগ্রং ততো মহৎ ॥
তস্যৈবং তপ্যমানস্য ন কিঞ্চিৎসমবর্ত্তত।
ততো দীর্ঘেণ কালেন দুঃখাৎ ক্রোধো ব্যবর্দ্ধত
সক্রোধাবিষ্টনেত্রাভ্যামপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
ততস্তেভ্যোঽশ্রুবিন্দুভ্যো বাতপিত্তকফাত্মকাঃ
মহাভোগা মহাসত্ত্বাঃ স্বস্তিকৈরভ্যলঙ্কৃতাঃ।
প্রকীর্ণকেশাঃ সর্পাস্তে প্রাদুর্ভূতা মহাবিষাঃ ॥
সর্পাংস্তথাগ্রজান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাত্মানমনিন্দত।
অহো ধিক্তপসা মহ্যং ফলমীদৃশকং যদি।
লোকবৈনাশিকী জজ্ঞে আদাবেব প্রজা মম ॥
তস্য তীব্রাভবন্মূর্চ্ছা ক্রোধামর্ষসমুদ্ভবা।
মূর্চ্ছাভিতাপেন তদা জহৌ প্রাণাণ প্রজাপতিঃ
তস্যাপ্রতিমবীর্যস্য দেহাৎকরুণ্যপূর্ব্বকম্।
আত্মৈকাদশ তে রুদ্রাঃ প্রেদ্রুতা রুদতস্তথা।
রোদনাৎখলু রুদ্রাস্তে রুদ্রত্বং তেন তেষু তৎ
যে রুদ্রাঃ খলু তে প্রাণা যে প্রাণাস্তে
তদাত্মকাঃ॥৬৮
প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতাঃ
অত্যুগ্রস্য মহত্ত্বস্য সাধুনা চরিতস্য চ ॥ ৬৯
তস্য প্রাণান্ দদৌ ভূষস্ত্রিশূলী নীললোহিতঃ।
ললাটাৎপদ্মযোনেস্তু প্রভুরেকাদশাত্মকঃ ॥৭০
ব্রহ্মণঃ সোঽদদাৎ প্রাণানাত্মজঃ স তদা প্রভুঃ
প্রহৃস্টবদনো রুদ্রঃ কিঞ্চিৎপ্রত্যাগতাসবম্।
অভ্যভাষত্তদা দেবো ব্রহ্মাণং পরমং বচঃ ॥৭১

আলোড়িত করিয়াছ ; এক্ষণে আমা দ্বারা তোমার যদি কিছু করণীয় থাকে, তবে হে লক্ষ্মীবর্দ্ধন ! তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। বিষ্ণু বলিলেন,-হে হেমাভ পদ্মযোনে ! বাস্তবিকই আমার কথা তুমি শ্রবণ কর। তুমি পুত্রলিপ্সায় ঈশ্বরের নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছ, তাহা সফল করিয়া আমার নিকটে অঋণী হও। তুমি চতুর্ব্বিধ ভূতবৃন্দকে সৃজন ও বিসর্জ্জন কর। সূত কহিলেন-পদ্মযোনি পিতামহ গোবিন্দের কথায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রজা সৃষ্টি-কামনায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ তপস্যায় তাঁহার কোনই কার্য্যসিদ্ধি হইল না, বহুকাল পরে অতি দুঃখে তাঁহার ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। তদীয় ক্রোধকষায়িত নেত্র হইতে বহু অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। সেই সকল অশ্রু-বিন্দু পতিত হইল। সেই সকল অশ্রু-বিন্দু হইতে বাত, পত্ত ও কফাত্মক মহাফণাশালী, মহাসত্ত্ব সম্পন্ন, স্বস্তিকাদি-সমলঙ্কৃত, প্রকীর্ণ-কেশ-কলাপযুত মহাবিষধর সর্প সকল প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা অগ্রেই সর্পদিগকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া নিজেকে নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন-তস্যার ফল যদি এইরূপই হয়, তবে সে তপস্যায় আমি ধিক্কার প্রদান করি। অহো ! প্রথমেই আমার লোকবিনাশিণী প্রজা প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রোধ ও অমর্ষজনিত তীব্র মূর্চ্ছা আসিল। প্রজাপতি সেই মূর্চ্ছাভিঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই অপ্রতিমবীর্য্য ব্রহ্মার দেহ হইতে সকরুণভাবে রোদন করিতে করিতে একাদশ রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইল। রোদন নিবন্ধনই তাঁহারা রুদ্র নামে খ্যাত হইলেন। রুদ্রগণই প্রাণ এবং প্রাণই রুদ্র। ৫৪-৬৮। এই রুদ্রগণই দেহিগণের হৃদয়ে প্রাণরূপে অবস্থিত। নীললোহিত ত্রিশূলী পুনরায় সেই অত্যুগ্র সাধুবৃত্ত ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন। পরে পদ্মযোনির লালাটদেশ হইতে একাদশাত্মক প্রভু রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। এইরূপে প্রভু রুদ্র অগ্রে ব্রহ্মার প্রাণ দান করেন, পরে তাঁর আত্মজ হন। অনন্তর রুদ্র প্রফুল্লমুখে

উপযাচস্ব মাং ব্রহ্মন স্মর্ত্তুমর্হসি চাত্মনঃ।
মাং চ বেত্থাত্মজং রুদ্রং প্রসাদং কুরু মে প্রভো
শ্রুত্বা ত্বিদং বচস্তস্য প্রভূতং চ মনোগতম্।
পিতামহঃ প্রসন্নাত্মা নেত্রৈঃ ফুল্লাম্বুজ প্রভৈঃ॥৭৩
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা।
উবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা শুদ্ধজাম্বুনদপ্রভঃ ॥৭৪
ভো ভো বদ মহাভাগ আনন্দয়সি মে মনঃ।
কো ভবান্ বিশ্বমুর্ত্তিস্ত্বং স্থিত একাদশাত্মকঃ ॥
এবমুক্তো ভগবতা ব্রহ্মণানন্ততেজসা।
ততঃ প্রত্যবদদ্রুদ্রো হ্যবিবাদ্যাত্মজৈঃ সহ ॥৭৬
যত্তে বরমহং ব্রহ্মন্ যাচিতো বিষ্ণুনা সহ।
পুত্রো মে ভব দেবেতি ত্বত্তুল্যো বাপি ধূর্ব্বহঃ
লোকেষু বিশ্রুতৈঃকার্য্যং সর্ব্বৈর্বিশ্বাত্মসম্ভবৈঃ
বিষাদং ত্যজ দেবেশ লোকাংস্ত্বং স্রষ্টুমর্হসি॥৭৮
এবং স ভগবানুক্তো ব্রহ্মা প্রীতমনাভবৎ।
রুদ্রং প্রত্যবদদ্ভুয়ো লোকান্তে নীললোহিতম্
সাহায্যং মম কার্য্যার্থং প্রজাঃ সৃজ ময়া সহ।
বীজী ত্বং সর্ব্বভূতানাং তৎপ্রপন্নস্তথা ভব।
বাঢ়মিত্যেব তাং বাণীং প্রতিজগ্রাহ শঙ্করঃ ॥৮০
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিনবিভুষিতঃ।
মনোহগ্রে সোহসৃজদ্দেবো ভুতানাং ধারণাং
ততঃ ॥ ৮১
জিহ্বাং সরস্বতীং চৈব ততস্তাং বিশ্বরূপিণীম্
ভৃগুমঙ্গিরসং দক্ষং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বসিষ্ঠং চ মহাতেজাঃ সসৃজে সপ্ত মানসান্ ॥৮২
পুত্রানাত্মসমানন্যান্ সোহসৃজদ্বিশ্বসম্ভবান্।
তেষাং ভূয়োহনুমার্গেণ গাবো বক্ত্রাদ্বিজজ্ঞিরে
ওঙ্কারপ্রমুখান্ বেদানভিমান্যাশ্চ দেবতাঃ।

পুনরুজ্জীবিত ব্রহ্মাকে তখন এই পরম বাক্য বলিলেন যে, হে ব্রহ্মণ ! আত্মাকে স্মরণ কর ; আমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা কর। জানিবে- আমিই তোমার আত্মজ রুদ্র। হে প্রভো ! আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ কর। পিতামহ রুদ্রের মুখে তাঁহার সেই মনোমত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার নেত্র প্রফুল্ল অম্বুজবৎ প্রতিভাত হইল। অনন্তর প্রাণপ্রাপ্ত শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি, ব্রহ্মা, স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে বলিলেন- ওহে মহাভাগ ! কে তুমি বিশ্ব ব্যাপিয়া একাদশাত্মক রুদ্ররূপে অবস্থানপূর্ব্বক আমার মনে আনন্দ উৎপাদন করিতেছ? আমায় প্রকাশ করিয়া বল। অনন্ত তেজা ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, রুদ্র আত্মজগণসহ একযোগে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে বলিলেন- হেব্রহ্মণ ! বিষ্ণুর সহিত তুমি আমার নিকট এইরূপ বর চাহিয়াছিলে যে, হে দেব ! তুমি আমার পুত্র হও অথবা তোমার তুল্য কোন সুযোগ্য পুত্র আমার হউক। আমি তথবিধ লোক-বিশ্রুত বিশ্বাত্ম সম্ভূত পুত্রগণ দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য করিব। দে দেবেশ ! তোমার সে বর প্রাপ্তি হইয়াছে, তুমি বিষাদ পরিত্যাগ কর, লোকসৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে উক্ত হইয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং পুনরায় নীললোহিত রুদ্রকে কহিলেন, আপনি আমায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত হউন। আমার সহিত প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকুন। আপনি সর্ব্বভূতের বীজী : তাই আপনারই সাহায্য লইতেছি। আপনি আমার সাহায্যকারী হউন। তখন শঙ্কর ব্রহ্মার সে প্রস্তাব উত্তর বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। ৬৯-৮০। অনন্তর ভগবান্ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন্-বিভূষিত হইয়া প্রথমে মনুকে সৃজন করিলেন, পরে ভূত সমুহের ধারণাকে ও বিশ্বরূপিনী রসনাসনা সরস্বতীকে উৎপাদন করিলেন। অনন্তর মহাতেজা ব্রহ্মা ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত মানস পুত্রকে সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের অনুরূপ আরও অনেক বিশ্বস্রষ্টা পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের পরে তদীয় ব্রহ্ম হইতে গোগণ উৎপন্ন হইল। তৎপরে ওঙ্কার প্রমুখ দেবগণ

এবমেতান যথাপ্রোক্তান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
দক্ষাদ্যান্মানসান্ পুত্রান প্রোবাচ ভগাবান্ প্রভুঃ
প্রজাঃ সৃজত ভদ্রং বো রুদ্রেণ সহ ধীমতা ॥
অনুগম্য মহাত্মানং প্রজানাং পতয়স্তদা।
বয়মিচ্ছামহে দেব প্রজাঃ স্রষ্টুং ত্বয়া সহ।
ব্রহ্মণস্ত্বেষ সন্দেমস্তব চৈব মহেশ্বর ॥ ৮৬
তৈরেবমুক্তে ভগবান্ রুদ্রঃ প্রোবচ তান্ প্রভুঃ
ব্রহ্মণশ্চাত্মজা মহ্যং প্রাণান্ গৃহ্য চ বৈ সুরাঃ ॥
কৃত্বাগ্রজোঽগ্রজানেতান্ ব্রাহ্মণানাত্মজান্ মম।
ব্রহ্মাদিস্ত স্বপর্যন্তান্ সপ্ত লোকান্মমদাত্মকান্
ভবন্তঃ স্রষ্টুর্মহন্তি বচনান্মম স্বস্তি বঃ ॥ ৮৮
তেনৈবমুক্তাঃ প্রত্যুচু রুদ্রমাদ্যং ত্রিশূলিনম্।
যথাজ্ঞাপয়সে দেব তথা তদ্বৈ ভবিষ্যতি ॥৮৯
অনুমান্য মহাদেবাং প্রজানাং পতয়স্তদা।
ঊচুর্দক্ষং মহাত্মানং ভবান্ শ্রেষ্ঠ প্রজাপতিঃ।
ত্বাং পুরস্কৃত্য ভদ্রং তে প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে বয়ম্
এবমস্ত্বিতি বৈ দক্ষঃ প্রত্যপদ্যত ভাষিতম্।
তৈঃ সহ স্রষ্টুমারেভে প্রজাকামঃ প্রজাপতি ।
সর্গস্থিতে ততঃ স্থাণৌ ব্রহ্মা সর্গমবাসৃজৎ ॥৯১
অর্থাস্য সপ্তমেঽতীতে কল্পে বৈ সম্বভুবতুঃ।
ঋভুঃ সনৎকুমারশ্চ তপোলোকনিবাসিনৌ।
ততো মহর্ষীনন্যান্ স মানসানসৃজৎ প্রভুঃ ॥৯২
ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মধুকৈটভোৎ-
পত্তিবিনাশবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশো-
হধ্যায়ঃ॥২৫॥

ও অভিমানিণী দেবতাগণ আবির্ভূত হইলেন। এইরূপে সৃষ্টি বিস্তার হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দক্ষাদি মানস পুত্রদিগকে কহিলেন- হে পুত্রগণ ! তোমরা ধীমান রুদ্রের সহিত একযোগে প্রজা সৃষ্টি কর। তখন প্রজাপতিগণ মহাত্মা রুদ্রের অনুগামী হইয়া বলিলেন- হে দেব ! আমরা আপনার সহিত প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করি। হে মহেশ্বর ! আপনার প্রতি ব্রহ্মার ইহাই সন্দেশ। প্রজাপতিগণ এই কথা কহিলে, ভগবান রুদ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন,-হে ব্রহ্মনন্দনগণ ! আপনাদের যিনি অগ্রজ, তিনি আমার নিকট হইতে প্রাণ সকল গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া মদাত্মক এই ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্যন্ত সপ্তলোক সৃজন করুন। ফলে আমার বাক্যে আপনারা সকলেই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হউন। আপনাদের মঙ্গল হউক। রুদ্র এই কথা কহিলে সেই প্রজাপতিগণ তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,- হে দেব ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে। এইরূপে প্রজাপতিগণ মহাদেবের কথায় অনুমোদন করিয়া তঃকালে মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতিকে কহিলেন,- আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি। আপনাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমরা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করি। আপনার মঙ্গল হউক। দক্ষ প্রজাপতি সেই কথায় 'এবমস্তু' বলিয়া অনুমোদন করিলেন। অনন্তর প্রজাকামনায় তাঁহাদের সহিত একযোগে প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্থাণদেব প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে পর ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতে অতীত সপ্তম কল্পে তপোলোকবাসী ঋভু ও সনৎকুমার উৎপন্ন হন। তৎপরে ভগবান্ ব্রহ্মা অন্যান্য মানস ঋষিদিগকেও সৃজন করেন। ৮১-৯২।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্‌বিংশোধ্যায়ঃ।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

সূত উবাচ

অহো বিস্ময়নীয়ানি রহস্যানি মহামতে।
ত্বয়োক্তানি যতাতত্ত্বং লোকানুগ্রহকারণাৎ ॥ ১

সূত বলিলেন,- হে মহাভাগ ! আপনি লোকহিতের নিমিত্ত যে সকল অত্যাশ্চর্য্য

তত্র বৈ সংশয়ো মহ্যমবতারেষু শূলি নঃ।
কিং কারণং মহাদেবঃ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্
হিত্বা যুগানি পূর্ব্বাণি অবতারং করোতি বৈ ॥২
অস্মিন্ মন্বন্তরে চৈব প্রাপ্তে বৈবস্বতে প্রভো
অবতারং কথং চক্রে এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩
ন তেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ।
ভক্তানামুপদেশার্থং বিনয়াৎ পৃচ্ছতো মম
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ যদি শ্রাব্যং মহামতে ॥ ৩

লোমশ উবাচ।

এবং পৃষ্টোহথ ভগবান্ বায়ুর্লোকহিতে রতঃ।
ইদমাহ মহাতেজা বায়ুর্লোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫
এতদ্‌গুপ্তমং লোকে যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি
তৎসর্ব্বং শৃণু গাধেয় উচ্যমানং যথাক্রমম্ ॥ ৬
পুরা হ্যেকার্ণবে বৃত্তে দিব্যে বর্ষ সহস্রকে।
স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ৭
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রাদুর্ভূতঃ কুমারকঃ

গোপনীয় বিষয় আমাদিগের নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে ভগবান্ শূলীর অবতার বিষয়ে আমাদিগের সংশয় আছে কিজন্য তিনি পূর্ব্ব যুগ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অধুনা বৈবস্বত মন্বন্তরে সুদারুণ কলিকালে অবতীর্ণ হইলেন? ইহা আমরা আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি ইহলোক বা পরলোকের বিষয় কিছুমাত্র আপনার অবিদিত নাই ; এজন্য আমরা আপনাকে সবিনয় প্রশ্ন করিতেছি ; হে মহামতে ! উহা যদি আমাদিগের শ্রাব্য হয়, তবে ভক্তজনের উপদেশার্থ প্রকাশ করিয়া বলুন লোমশ বলিলেন,- লোকহিতৈষী মহাতেজা ভগবান্ বায়ু এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন,- হে গাধেয় ! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, ইহা অতি গুহ্যতম। আমি ক্রমশঃ ইহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দিব্য বর্ষসহস্র কাল ব্যাপিয়া জগৎ একার্ণবীভূত থাকিলে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে দুঃখিত হইয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি চিন্তিত হইবামাত্র

দিব্যগন্ধঃ সুধাপেক্ষী দিব্যাং শ্রুতিমুদীরয়ন্ ॥
অশব্দস্পর্শরূপাং তামগন্ধাং রসবর্জ্জিতাম্।
শ্রুতিং হ্যুদীরয়ন্ দেবো যামবিন্দচ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৯
ততস্তু ধ্যানসংযুক্তস্তপ আস্থায় ভৈরবম্।
চিন্তয়ামাস মনসা ত্রিতয়ং কো স্বয়ং ত্বিতি ॥ ১০
তস্য চিন্তায়মানস্য প্রাদুর্ভূতং তদক্ষরম্।
অশব্দস্পর্শরূপঞ্চ রসগন্ধবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১
অথোত্তমং স লোকেষু স্বমূর্ত্তিং চাপি পশ্যতি।
ধ্যায়ন্ বৈ স তদা দেবমথৈনং পশ্যতে পুনঃ ॥
তং শ্বেতমথ রক্তঞ্চ পীতং কৃষ্ণং তদা পুনঃ।
বর্ণস্থং তত্র পশ্যেত ন স্ত্রী ন চ নপুংসকম্ ॥ ১৩
তৎসর্ব্বং সুচিরং জ্ঞাত্বা চিন্তয়ন্ হি তদক্ষরম্।
তস্য চিন্তয়মানস্য কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতেঽক্ষরঃ ॥ ১৪
একমাত্রো মহাঘোষঃ শ্বেতবর্ণঃ সুনির্ম্মলঃ।
স ওঁকারো ভবেদ্বদ অক্ষয়ং বৈ মহেশ্বরঃ ॥

এক দিব্যগন্ধী, সুধাপেক্ষী কুমার দিব্য শ্রুতি উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন তিনি ঐ অশব্দ-স্পর্শরূপা গন্ধ-রস-বর্জ্জিতা শ্রুতি উচ্চারণ করিলে ভগবান্ চতুর্ম্মুখ তাহা লাভ করিলেন এবং তৎকালে তিনি ধ্যাননিরত হইয়া ঘোর তপশ্চরণপুরঃসর- এই পুরুষ কে? এবং এতদুচ্চারিত ত্রিতয়ই বা কি? এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার ঐ চিন্তার ফলে, শব্দ-স্পর্শ রূপ-রহিত, রস-গন্ধ-বর্জ্জিত অক্ষয় প্রাদুর্ভূত হইল ১-১০ অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা সেই অনুত্তম অক্ষয় ও স্বীয় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন ধ্যানাবস্থায় বার বার দেখিলেন- ঐ দেবস্বরূপ অক্ষয় শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও পীতবর্ণস্থ এবং উহা অস্ত্রী ও অনপুংসরূপে বিভাত। এইরূপে তিনি অক্ষরের সমস্ত স্বরূপ অবগত হইয়া চিন্তাপরায়ণ হইলে তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে পুনরায় এক একমাত্র, মহাঘোষ, শ্বেতবর্ণ ও সুনির্ম্মল অক্ষর আবির্ভূত হইল। ঐ অক্ষরই বেদ, ওঙ্কার, এবং সাক্ষাৎ মহেশ্বর-স্বরূপ।

ততশ্চিন্তয়মানস্য ত্বক্ষরং বৈ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রাদুর্ভূতস্তু রক্তস্তু স দেবঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬
ঋগ্বেদং প্রথমং তস্য ত্বগ্নিমীলে পুরোহিতম্।
এতাং দৃষ্ট্বা ঋচং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ পুনঃ।
তদক্ষরং মহাতেজাঃ কিমেতদিতি লোককৃৎ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য তস্মিন্নথ মহেশ্বরঃ।
দ্বিমাত্রমক্ষরং জজ্ঞে ঈশিত্বেন দ্বিমাত্রিকম্ ॥
ততঃ পুনর্দ্বিমাত্রস্তু চিন্তয়ামাস চাক্ষরম্।
প্রাদুর্ভূতশ্চ রক্তং তচ্ছেদনে গৃহা সা যজুঃ ॥ ১৯
ইষেত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা পুনঃ।
ঋগ্বেদ একমাত্রস্তু দ্বিমাত্রস্তু যজুঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
ততো বেদং দ্বিমাত্রস্তু দৃষ্ট্বা চৈব তদক্ষরম্।
দ্বিমাত্রং চিন্তয়ন্ ব্রহ্মা ত্বক্ষরং পুনরীশ্বরঃ ॥ ২১
তস্য চিন্তয়মানস চোঙ্কারঃ সম্বভুব হ।
ততস্তদক্ষরং বহ্মা ওঙ্কারং সমচিন্তয়ৎ ॥ ২২

অনন্তর ভগবান্ স্বয়ম্ভু পুনরায় অক্ষরবিষয়ক চিন্তা করিলে, এক রক্ত অক্ষর উদ্ভূত হইল। ঐ রক্তাক্ষরই আদি দেবতা বলিয়া কথিত। ঐ অক্ষরই ঋগ্‌বেদ ; তাহার প্রথম ঋক্- "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি এই ঋকের উৎপত্তি দেখিয় লোককৃৎব্রহ্মা পুনরায় 'ইহা কি' এবম্প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিলে, তাহাতে প্রভুত্বসম্পন্ন দ্বিমাত্র অক্ষররূপ মহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন পুনরায় তিনি ঐ দ্বিমাত্র অক্ষরের বিষয় চিন্তা করিলে, ঋক্‌চ্ছেদযুক্ত রক্তাক্ষরই প্রাদুর্ভূত হইল ; এতৎ-সংশ্লিষ্ট ঋক্‌ই যজুঃ। ইহার আদিতে "ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদ একমাত্র এবং যজুঃ দ্বিমাত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর ব্রহ্মা পুনরায় দ্বমাত্র বেদ ও অক্ষর দর্শনে তাহারই বিষয় চিন্তা করিলেন, তাঁহার এই চিন্তার ফলে ওঙ্কার আবির্ভূত হইল। তিনি পুনরায় ওঙ্কার অক্ষরেরই ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধ্যান নিবন্ধন ব্রহ্মা

অথাপশ্যত্ততঃ পীতামৃচং চৈব সমুত্থিতাম্।
অগ্নআয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে ॥ ২৩
ততস্তু স মহাতেজা দৃষ্ট্বা বেদানুপস্থিতান্।
চিন্তয়িত্বা চ ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যং যত্রিরক্ষরম্।
ত্রিবর্ণং যৎত্রিষবণমোঙ্কারং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪
ততশ্চৈব ত্রিসংযোগাৎ ত্রিবর্ণং তু তদক্ষরম্।
লক্ষ্যালক্ষ্য প্রদৃশ্যং চ সহিতং ত্রিদিবং ত্রিকম্ ॥
ত্রিমাত্রং ত্রিপদং চৈব ত্রিযোগঞ্চৈব শাশ্বতম্
তস্মাত্তদক্ষরং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥২৬
তস্মাত্তদক্ষরং সোহথ ব্রহ্ম রূপং স্বয়ম্ভুবঃ।
চতুর্দ্দশমুখং দেবং পশ্যতে দীপ্ততেজসম্।
তমোঙ্কারং স কৃত্বাদৌ বিজ্ঞেয়ঃ স স্বয়ম্ভুবঃ ॥
চতুর্ম্মুখমুখাত্তস্মাদজায়ন্ত চতুর্দ্দশ।
নানাবর্ণাঃ স্বরা দিব্যমাদ্যং তচ্চ তদক্ষরম্।
তস্মাৎ ত্রিষষ্টিবর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥
ততঃ সাধারণার্থায় বর্ণানাং তু স্বয়ম্ভুবঃ।
অকাররূপ আদৌ তু স্থিতঃ স প্রথমঃ স্বরঃ ॥২৯
ততস্তেষ্ব্যঃস্বরেভ্যস্তু চতুর্দ্দশ মহামুখাঃ।

দেখিলেন,- "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি ঋক্ সমুত্থিত হইল মহাতেজা প্রজাপতি এই প্রকার বেদাবির্ভাব অবলোকন ও ব্রহ্মসংজ্ঞিত ত্রিবর্ণাত্মক ওঙ্কার ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ ওঙ্কাররূপ অক্ষর, তিনটি বর্ণের সংযোগ হেতু ত্রিবর্ণ এবং উহা লক্ষ্যালক্ষ্য-প্রদৃশ্য, সংহিত, ত্রিদিবস্বরূপ, ত্রিক, ত্রিমাত্র, ত্রিপদ, ত্রিযোগ, ও শাশ্বত। এজন্য ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা নিরন্তর চিন্তা করিতেন। ১২-২৬
ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ প্রদীপ্ত তেজস্ক, আত্মরূপ ওঙ্কারাক্ষর সকলকে চতুর্দ্দশ মুখ বিশিষ্ট দেখিলেন। তিনি আদিতে ওঙ্কার সৃষ্টি করিয়াই স্বয়ম্ভু নামে প্রসিদ্ধ হন। অনন্তর চতুর্ম্মুখের মুখ হইতে নানাবর্ণ চতুর্দ্দশ স্বর ও সেই দিব্য আদ্য অক্ষর আর্বিভূত হইল। সাধারণতঃ বর্ণসকল সংখ্যায় ত্রিষষ্টি, এবং সকলেই অকার হইতে উদ্ভূত। অকারই প্রথম স্বর। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ স্বর হইতে মন্বন্তরাধিপতি

মনবঃ সম্প্রসূয়ন্তে দিব্যা মন্বন্তরেশ্বরাঃ ॥ ৩০
চতুর্দ্দশমুখো যশ্চ অকারো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
ব্রহ্মকল্পঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববর্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥৩১
মুখাত্তু প্রথমাত্তস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্মৃতঃ।
আকরস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতবর্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥৩২
দ্বিতীয়াত্তু মুখাত্তস্য আকারো বৈ মুখঃ স্মৃতঃ।
নাম্না স্বারোচিষো নাম বর্ণঃ পাণ্ডুর উচ্যতে ॥৩৩
তৃতীয়াত্তু মুখাত্তস্য ইকারো যজুষাং বরঃ।
যজুর্ম্ময়ঃ স চাদিত্যো যজুর্বেদো যতঃ স্মৃতঃ ॥
ঈকারঃ স মনুর্জ্জেয়ো রক্তবর্ণঃ প্রতাপবান্।
ততঃ ক্ষত্রং প্রবর্ত্তেত তস্মাদ্রক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ৩৫
চতুর্থাত্তুমুখাত্তস্য উকারঃ স্বর উচ্যতে।
বর্ণতস্তু স্মৃতস্তাম্রঃ স সমুস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬
পঞ্চমাত্তু মুখাত্তস্য ঊকারো নাম জায়তে।
পীতকো বর্ণতশ্চৈব মনুশ্চাপি চরিষ্ণবঃ ॥ ৩৭
ততঃ ষষ্ঠান্মুখাত্তস্য ওঙ্কারঃ কপিলঃ স্মৃতঃ।
বরিষ্ঠশ্চ ততঃ ষষ্ঠো বিজয়ঃ স মহাতপাঃ ॥ ৩৮
সপ্তমাত্তু মুখাত্তস্য সৃতো বৈবস্বতো মনুঃ।
ঋকারশ্চ স্বরস্তত্র বর্ণতঃ কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ৩৯
অষ্টমাত্তু মুখাত্তস্য ৠকারঃ শ্যামবর্ণতঃ।
শ্যামাক্ষরসবর্ণশ্চ ততঃ সবার্ণিরুচ্যতে ॥ ৪০
মুখাত্তু নবমাত্তস্য ঌকারো নবমঃ স্মৃতঃ।
ধুম্রো বৈ বর্ণতশ্চাপি ধুমশ্চ মনুরুচ্যতে ॥ ৪১
দশমাত্তু মুখাত্তস্য ৡকারঃ প্রভুরুচ্যতে।
সমশ্চৈব সবর্ণশ্চ বভৌ সবর্ণকো মনুঃ ॥ ৪২
মুখাদেকাদশাত্তস্য একারো মনুরুচ্যতে।
পিশঙ্গো বর্ণতশ্চৈব পিশঙ্গো বর্ণ উচ্যতে ॥৪৩
দ্বাদশাত্তু মুখাত্তস্য ঐকারো নাম উচ্যতে।
পিশঙ্গো ভস্মবর্ণাভঃ পিশঙ্গো মনুরুচ্যতে ॥৪৪
ত্রয়োদশান্মুকাত্তস্য ওকারো বর্ণ উচ্যতে।
পঞ্চবর্ণসমাযুক্ত ওকারো বর্ণ উত্তমঃ ॥ ৪৫
চতুর্দ্দশমুখাত্তস্য ঔকারো বর্ণ উচ্যতে।
কর্ব্বুরো বর্ণতশ্চৈব মনুঃ সাবর্ণিরুচ্যতে ॥৪৬
ইত্যেব মনবশ্চৈব স্বরা বর্ণাশ্চ কল্পতঃ।
বিজ্ঞেয়া হি যথাতত্ত্বং স্বরতো বর্ণতস্তথা ॥৪৭

দিব্য প্রধান চতুর্দ্দশ মনু প্রাদুর্ভূত হন। অকারই- চতুর্দ্দশ-মুখ, ব্রহ্মাসংজ্ঞিত, ব্রহ্মকল্প ও সর্ব্ববর্ণের প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত। উহার প্রথম মুখ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু প্রাদুর্ভূত হন। ঐ স্বায়ম্ভুব মনু শুক্লবর্ণ ও স্বয়ম্ভুর আকার স্বরূপ। এই প্রকার দ্বিতীয় মুখ হইতে আকারস্বরূপ স্বারোচিষ মনু প্রাদুর্ভূত হন। ইনি পাণ্ডুর বর্ণ ; তৃতীয় মুখ হইতে ইকার ; ইনি যজুঃশ্রেষ্ঠ, যজুর্ম্ময় আদিত্যস্বরূপ ; ইহা হইতেই যজুর্ব্বেদ আবির্ভূত। ঈকার-প্রতাপবান্ সাক্ষাৎ মনুস্বরূপ ; ইনি রক্তবর্ণ, ইহা হইতেই রক্তবর্ণ ক্ষত্রকুল প্রবর্ত্তিত। চতুর্থ মুখ হইতে উকার উৎপন্ন হয়, উকার তাম্রবর্ণ এবং উহা তামস মনু বলিয়া কথিত। পঞ্চম মুখ হইতে ঊকার প্রাদুর্ভূত ; ইহা পীতবর্ণ এবং চরিষ্ণব মনু বলিয়া অভিহিত। অনন্তর ষষ্ঠ মুখ হইতে কপিলবর্ণ ওঙ্কার উৎপন্ন হয়। ইহা মহাতপা, বরিষ্ঠ বিজয় মনু বলিয়া প্রসিদ্ধ। সপ্তম মুখ হইতে ঋকাররূপ বৈবস্বত মনুর জন্ম। ইনি কৃষ্ণবর্ণ। অষ্টম মুখ হইতে ৠকারাত্মক শ্যামবর্ণ সাবর্ণির আবির্ভাব। নবম মুখ হইতে ঌকারের উৎপত্তি। ইহা ধূম্রবর্ণ ও ধূম্রা মনু বলিয়া কথিত। দশম মুখ হইতে ৡ কারের জন্ম; ইহা সাবর্ণিক মনু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। একাদশ মুখ হইতে একার জন্মে ; ইহা পিশঙ্গবর্ণ এবং পিশঙ্গী মনু নামে নির্দ্দিষ্ট। দ্বাদশ মুখ হইতে ঐকার জন্মে, ইহাও পিশঙ্গ ও ভস্ম-বর্ণাভ এবং পিশঙ্গ মনু নামে নিরূপিত। ত্রয়োদশ মুখ হইতে পঞ্চবর্ণ-সমাযুক্ত উত্তম বর্ণ ওকারের উৎপত্তি। ইহা উত্তম মনু। চতুর্দ্দশ মুখ হইতে কর্ব্বুরবর্ণ ঔকারের জন্ম ; ইহা সবর্ণি নামে নিরূপিত। ২৭-৪৬। কল্পে কল্পে মনুগণ এ রূপে স্বর ও বর্ণরূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন। স্বর ও বর্ণনুসারে ইহাদের বিবরণ যথাযথ বিজ্ঞেয়। যেহেতু

পরস্পরসবর্ণাশ্চ স্বরা যস্মাদ্বৃতা হি বৈ।
তস্মাত্তেষাং সবর্ণত্বাদন্বয়স্তু প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮
সবর্ণাঃ সদৃশাশ্চৈব যস্মাজ্জাতাস্তু কল্পজাঃ।
তস্মাৎ প্রজানাং লোকেহস্মিন্ সবর্ণাঃ সর্ব্ব
সন্ধয়ঃ ॥ ৪৯
ভবিষ্যন্তি যথাশৈলং বর্ণাশ্চ ন্যায়তোহর্থতঃ।
অভ্যাসাৎ সন্ধয়শ্চৈব তস্মাজ্ জ্ঞেয়াঃ স্বরা ইতি
ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে স্বরোৎপত্তির্নাম
ষড়বিংশোহধ্যায় ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

আস্মিন্ কল্পে ত্বয়া চোক্তঃ প্রাদুর্ভাবো মাহাত্ম নঃ
মহাদেবস্য রুদ্রস্য সাধকৈর্ম্মনিভিঃ সহ ॥ ১

সূত উবাচ।

উৎপত্তিরাদিসর্গেহস্য ময়া প্রোক্তা সমাসতঃ।
বিস্তরেণাস্য বক্ষ্যামি নামানি তনুভিঃসহ ॥ ২

স্বর সকল পরস্পর সবর্ণতা ধারণ করে; এজন্য সবর্ণত্বপ্রযুক্ত তাহাদের অন্বয় কথিত হয়। কল্পকালে উহারা সকলেই যখন জন্মিয়াছে, তখন উহাদিগকে সদৃশ বলা যায়। এ সংসারের প্রজাগণের মধ্যে সকলেই সবর্ণ, ও সর্ব্ব-সন্ধি অর্থাৎ একটা না একটা সম্পর্কযুক্ত। অপিচ ভাবী কালে ন্যায়তঃ অর্থতঃ বর্ণসকল একই স্বভাবযুক্ত হয় এবং অভ্যাসবশে একই স্বরবর্ণ সকলও ঐরূপ সন্ধি প্রাপ্ত হয়; যথা -ই-ই = ঈ। ৪৭-৫০।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,- হে সূত! তুমি এই কল্পের সাধক মুনিবৃন্দের সহিত ভগবান রুদ্রের আবির্ভাব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে। সূত বলিলেন,- আমি আদিসর্গের উৎপত্তি বিবরণ

পত্নীষু জনয়ামাস মহাদেবঃ সুতান বহুন।
কল্পেষন্যেষ্বতীতেষ্ যস্মিন কল্পে তু তচ্ছৃণু ॥ ৩
কল্পাদৌ চাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভোঃ
প্রাদুরাসীত্ততোহঙ্কেহস্য কুমারো নীললোহিতঃ
তং দধে সুস্বরং ঘোরং নির্দহন্নিব তেজসা ॥ ৪
দৃষ্টা রুদন্তং সহসা কুমারং নীললোহিতম্।
কিং রোদিষি কমারেতি ব্রহ্মা তং প্রত্যভাষত
সোহব্রবীদ্দেহি মে নাম প্রথমং বৈ পিতামহ।
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাহসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদৎ পুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
নাম দেহি দ্বিতীয়ং মে ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৭
ভবস্তং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদৎপুনঃ

সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি; অধুনা বিস্তৃতভাবে বিবিধ বিগ্রহ সহ ভগবান্ শম্ভুর নাম কীর্ত্তন করিতেছি,-অষ্টম কল্প বিগত হইলে, যে কল্পে ভগবান্ পার্ব্বতীপতি স্বীয় পত্নীসমূহের গর্ভে বহু পুত্র উৎপাদন করেন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু স্বয়ম্ভু কল্পাদি কালে আত্মতুল্য পুত্র কামনা করিয়া ধ্যানস্থ হইলে, নীললোহিত নামক একটি কুমার তাঁহার অঙ্কে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি তেজোদ্বারা ঐ কুমারকে দগ্ধ করিয়াই যেন ঘোর ও সুস্বর-সম্পন্ন করিলেন এবং তাহাকে সহসা ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, -কুমার! তুমি রোদন করিতেছ কেন? তখন কুমার বলিল,-হে পিতামহ! আপনি আমার প্রথম নাম প্রাদন করুন। তখন ভগবান্ স্বয়ম্ভু ঐ কুমারকে বলিলেন,- হে দেব! তোমার প্রথম নাম হইল রুদ্র। কুমার পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,- ক্রন্দন করিতেছ কি জন্য? কুমার কহিল- আমার দ্বিতীয় নাম প্রদান করুন। পুনরায় পিতামহ বলিলেন তোমার দ্বিতীয় নাম হইল- ভব। এইরূপে কুমার ক্রন্দনপূর্ব্বক অষ্টবার যাবৎ স্বীয় বিভিন্ন নাম প্রার্থনা করিলেন; আর

কিং রোদিষীতি তং বহ্মা প্রত্যুবাচাথ শঙ্করম্
তৃতীয়ং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্
শিবস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎপুনঃ ॥
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
চতুর্থং দেহি মে নাম ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ১০
পশুনাং ত্বং পতির্দেব ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
পঞ্চমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্।
ঈশস্তং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
ষষ্ঠং মে নাম দেহীতি ইত্যুবাচাথ তং প্রভুম্ ॥
ভীমস্তং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
সপ্তমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্
উগ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
অষ্টমং দেহি মে নাম ত্বং বিভো পুনরব্রবীৎ।
মহাদেবস্ত দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তো বিররামহ ॥১৬
লব্ধা নামানি চৈতানি ব্রহ্মণো নীললোহিতঃ।
প্রোবাচ নাম্নামেতেষাং স্থানানি প্রদিশেতি হ
ততোঽভিসৃষ্টাস্তনব এষাং নাম্নাং স্বয়ম্ভুবা।
সূর্য্যো মহী জলং বহ্নিবায়ুরাকাশমেব চ ॥১৮
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতে ব্রহ্মধাতবঃ।
তেষু পুজ্যশ্চ বন্দ্যঃ স্যাদ্রুদ্রস্তান্ন হিনস্তি বৈ।

ভগবান্ স্বয়ম্ভু তাঁহাকে যথাক্রমে রুদ্র, ভব, শিব, পশুপতি, ঈশ, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই অষ্ট নাম প্রদান করিলেন। তখন তিনি ঐ অষ্ট নাম প্রাপ্ত হইয়া বিরত হইলেন। নীললোহিত পিতামহ সকাশে এই সকল নাম প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,- আপনি আমার এই সমুদয় নামের মূর্ত্তি নিরূপন করিয়া দিন। অনন্তর স্বয়ম্ভু তাঁহার সূর্য্য, মহী, জল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ও চন্দ্র ঐ অষ্ট নামের অষ্ট মূর্ত্তি সৃজন করিলেন। এই মূর্ত্তি সকল ব্রহ্মধাতু। ঐ সকল মূর্ত্তিতে রুদ্রদেব পূজিত হইলে, তিনি আর সেই পূজকদিগকে হিংসা করেন না। অনন্তর ভগবান্

ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্
দ্বিতীয়ং নামধেয়ং তে ময়া প্রোক্তং ভবেতি যৎ
এতস্যাপো দ্বিতীয়া তে তনুর্নাম্না ভবিষ্যতি
ইত্যুক্তে যৎস্থিরং তস্য শরীরস্থং রসাত্মকম্।
তদ্বিবেশ ততস্তোয়ং তস্মাদাপো ভবঃ স্মৃতঃ ॥
যস্মাদ্ভবন্তি ভুতানি তাভ্যস্তা ভাবয়ন্তি চ।
ভবনাদ্ভাবনাচ্চৈব ভুতানাং সম্ভবঃ স্মৃতঃ ॥২২
তস্মান্নাত্রং পুরীষঞ্চ নাপ্সু কুর্ব্বীত সর্ব্বদা।
ন স্নায়েদপ্সূ নগ্নশ্চ ন নিষ্ঠীবেৎ কদাচন ॥২৩
মৈথুনং নৈব সেবেত শিরঃস্নানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
ন প্রীতঃ পরিচক্ষীত বহন্ন সংস্থিতোঽপি বা ॥
মেধ্যামেধ্যশরীরত্বান্নৈব দুষ্যন্তপঃ ক্বচিৎ।
বিবর্ণরসগন্ধাশ্চ অল্পাশ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৫
অপাং যোনিঃ সমুদ্রশ্চ তস্মাত্তং কাময়ন্তি তাঃ

ব্রহ্মা দেব নীললোহিতকে বলিলেন,- আমি যে তোমার 'ভব' এই দ্বিতীয় নাম, প্রদান করিয়াছি ; জল-এই ভব দেবের তনু হইবে। তুমি, ভব নামধেয় ; তোমার ভব মূর্ত্তির অপর নাম হইবে- জল। এই কথা কহিলে তাহার দেহস্থ যে রসাত্মক জল ছিল, তাহাতে তিনি প্রবেশ করিলেন। তখন জলও ভবের মূর্ত্তি হইল। ভুতগ্রাম জল হইতে জন্ম গ্রহণ করে, এবং জল তাহাদিগকে জন্মাইয়া থাকে- এই ভবন-ভাবন সম্বন্ধ বশতই জল নিখিল ভুত সম্ভব বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। এজন্য কেহ কখন জলে মুত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না ; নগ্নাবস্থায় জলে অবরতণ করিয়া স্নান করিবে না ; থুতু ফেলিবে না ; মৈথুন করিবে না ; শিরঃস্নান করিবে না ; এবং জলের উপর দিয়া বাহিয়া যাইতে যাইতে কদাচ বিরক্তির সহিত জলের উদ্দেশে কুবাক্য প্রয়োগ করিবে না। ১-১৪। মেধ্য এবং অমেধ্য শরীরসঙ্গ নিবন্ধন জল কদাচ দূষিত হয় না। বিবর্ণ, বিরস, দুর্গন্ধ ও অল্প জল পরিত্যাগ করিবে। সমুদ্র-জলের উৎপত্তি স্থান। এইজন্য জলরাশি

মেধ্যাশ্চৈবামৃতাশ্চৈব ভবন্তি প্রাপ্য সাগরম্
তস্মাদপো ন রুন্ধীত সমুদ্রং কাময়ন্তি তাঃ।
ন হিনস্তি ভবো দেবঃ সদৈবং যোহম্ভু বর্ত্ততে
ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং কৃষ্ণলোহিতম
শর্ব্বস্ত্বমিতি যন্নাম তৃতীয়ং সমুদাহৃতম্।
তস্য ভূমিস্তৃতীয়া তু তনুর্নাম্না ভবত্বিয়ম্ ॥ ২৮
ইত্যুক্তে যৎস্থিরং তস্য শরীরস্যাস্থিসংজ্ঞিতম্
তদ্বিবেশ ততো ভূমিস্তস্মাদ্ভূঃ শর্ব্ব উচ্যতে ॥
তস্মাৎ কুর্ব্বীতে নো বিদ্বান্ পুরীষং মুত্রমেব বা
ন-চ্ছায়ায়াং ন সোপানে স্বচ্ছায়াং নাপিমেহয়েৎ
শিরঃ প্রাবৃত্য কুর্বীত অন্তর্ধায় তৃণৈর্মহীম্।
য এবং বর্ত্ততে ভূমৌ তং শর্ব্বো ন হিনস্তি বৈ
ততোহব্রবীৎ পুনব্রহ্মা দেবং নীললোহিতম
ঈশান ইতি যৎপ্রোক্তং চতুর্থং নাম তে ময়া।
চতুর্থস্য চতুর্থী স্যাদ্বায়ুর্নাম্না তনুস্তব ॥ ৩২

ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং পঞ্চধা প্রাণসংজ্ঞিতম্।
বিবেশ তং তদা বায়ুমীশানো বায়ুরুচ্যতে।
তস্মাদেনং পরিবদেদায়তং বায়মীশ্বরম্।
এবং যুক্তমথেশানো নৈব দেবো হিনস্তি তম্
ততোহব্রবীৎ পুনর্বহ্মা তং দেবং ধুম্রলোহিম্
যত্তে পশুপতীত্যুক্তং ময়া নামেহ পঞ্চমম্।
পঞ্চমী পঞ্চমস্যৈষা তনুর্নাম্নাগ্নিবস্তু তে ॥ ৩৫
ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং তেজস্তস্যোষ্ণসংজ্ঞিতম্
বিবেশ তত্তদা হ্যগ্নিস্তস্মাৎ পমুপতিঃ পতিঃ ॥
চন্দ্রমাস্তু স্মৃতঃ সোমতস্যাত্মা হ্যোষধীগণঃ।
এবং যো বর্ত্ততে বিদ্বান্ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
ন হন্তি তং মহাদেব এবং বন্দেত তং প্রভুম্
গোপায়তি দিবাদিত্যঃ প্রজা নক্তং তু চন্দ্রমঃ
একরাত্রে সমেয়াতাং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ ॥
অমাবাস্যাশিয়ান্ত তস্যাং যুক্তঃ সদা বসেৎ

সমুদ্রকে কামনা করিয়া থাকে। তাহারা সাগরকে প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র ও অমৃতময় হয়। সুতরাং তাহাদের গতিরোধ করা উচিত নহে। তাহারা সমুদ্রকে কামনা করে। যে ব্যক্তি এইরূপে জলতত্ত্ব জনিয়া সর্ব্বদা জলে থাকে, ভগবান্ ভব তাহকে হিংসা করেন না। অনন্ত র ভগবান্ স্বয়ম্ভু বলিলেন,- হে নীললোহিত ! আপনাকে 'শর্ব্ব' এই যে তৃতীয় নাম দিয়াছি, ভগবতী ভুমি- এই নামের তনু ; ইহা আপনার তৃতীয় তনু। ঐ শর্ব্ব-দেহের অস্থিসংজ্ঞক যে স্থির পদার্থ, ভুমি তাহাতে প্রবেশ করেন, এই জন্যই তিনি শর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তিত। এজন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ছায়ায়, সোপানে বা স্বচ্ছ স্থনে মুত্র-পুরীষ ত্যাগ বা মেহন করিবে না। করিতে হইলে, মস্তক আবৃত করিয়া তৃণ দ্বারা মহী আচ্ছাদনপূর্ব্বক করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভূমির প্রতি এরূপ আরচণ করে, শর্ব্ব তাহাকে কদাচ হিংস করেন না। ব্রহ্মা পুনরায় দেব নীললোহিতকে বলিলেন,- আমি 'ঈশান' এই চতুর্থ নাম তোমায় প্রদান করিয়াছি ; বায়ু এই নামের তনু। অতএব শরীরস্থ পঞ্চধা বিভক্ত যে প্রাণবায়ু, তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিলে উহা ঈশান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অতএব যে ব্যক্তি এই বিরাট বায়ুর স্তুতিবাদ করে, ঈশান দেব তাহাকে হিংসা করেন না। ২৫-৩৪। পুনরায় ব্রহ্মা বলিলেন,- হে দেব নীললোহিত ! আপনাকে 'পশুপতি' এই যে পঞ্চম নাম প্রদত্ত হইয়াছে ; ঐ নামের তনু অগ্নি। এই কথা কহিলে এক শরীর উৎপন্ন হইল। সেই শরীরস্থ উষ্ণ নামক তেজে অগ্নি প্রবেশ করিলেন। তখন ঐ অগ্নি পশুপতি হইলেন। চন্দ্রমা সোম নামে প্রসিদ্ধ। ওষধিগণ তাঁহার আত্মা, এই ভাব যিনি প্রতিপর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করেন, মহাদেব তাঁহাকে হিংসা করেন না। এ কারণ প্রভু মহেশের বন্দনা করা উচিত। আদিত্য দিবাভাগে ও চন্দ্রমা রাত্রিভাগে প্রজা পালন করিযা থাকেন। সূর্য্য ও চন্দ্রমা যে রাত্রে একত্র অধিষ্ঠান করেন, উহাকে অমাবস্যা বলে। ঐ অমাবস্যা তিথিতে

তত্রাবিষ্টং সর্ব্বমিদং তনুভির্নামভিঃ সহ।
একাকী যশ্চরত্যেষ সূর্য্যোঽসৌ চন্দ্র উচ্যতে
সূর্য্যস্য যৎপ্রকাশেন বীক্ষন্তে চক্ষুষা প্রজাঃ।
শুক্লাত্মা সংস্থিতো রুদ্রঃ পিবত্যম্ভো গভস্থিভিঃ
অদ্যত্যে পীয়তে চৈবাপ্যন্নপানাত্মকানি যা।
তনুরাত্মভবা সা বৈ দেহেষ্বেবোপচীয়তে ॥ ৪১
যয়া ধত্তে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্থিরীভূতেন চেতসা।
পার্থিবী সা তনুস্তস্য শার্বী ধারয়তি প্রজাঃ ॥
যাবৎস্থিতা শরীরেষু ভূতানাং প্রাণবৃত্তিভিঃ।
বায্বাত্মিকা তু ঐশানী সা প্রাণাঃ প্রাণিনা সহ
পীতাশিতানি পচতি ভূতানাং জঠরেষু যা।
ততঃ পাশুপতী তস্য পাচিকা শক্তিরুচ্যতে ॥
যানীহ সুষিরাণি স্যুর্দেহেস্বন্তর্গতানি বৈ।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় সা ভীমা চোচ্যতে তনুঃ।
বৈতানদীক্ষিতানাং তু যা স্থিতির্ব্রহ্মবাদিনাম্।
তনুরুগ্রাত্মিকা সা তু তোনোগ্রো দীক্ষিতঃ
স্মৃতঃ ॥

যত্তু সঙ্কল্পকং তস্য প্রজাস্বিহ সমং স্থিতম্।
সা তনুর্মানসী তস্য চন্দ্রমাঃ প্রাণিষু স্থিতঃ ॥
নবো নবো ভবতি হি জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
নীয়তে যো যথাকামং বিবুধৈঃ পিতৃভিঃ সহ ॥
মহাদেবোমৃতাত্মাহসৌ হ্যম্ময়শ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ
তস্য যা প্রথমা নাম্না তনু রৌদ্রী প্রকীর্ত্তিতা।
পত্নী সুবর্চ্চলা তস্য পুত্রস্তস্যাঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৪৯
ভবস্য যা দ্বিতীয়া তু তনুরাপঃ স্মৃতা তু বৈ।
তস্যোষাত্র স্মৃতা পত্নী পুত্রআপ্যশনা স্মৃতঃ ॥৫০
শর্ব্বস্য য তৃতীয়া তু নাম ভীমস্তনুঃ স্মৃতা ॥
পত্নী তস্য বিকেশীতি পুত্রশ্চাঙ্গারকঃ স্মৃতঃ ॥৫১
ঈশানস্য চতুর্থস্য স্বর্গতস্য চ যা তনুঃ।
তস্য পত্নী শিবা নাম পুত্রশ্চাস্য মনোজবঃ ।৫২
নাম্না পশুপতের্যা তু তনুরগ্নির্দ্বিজৈঃ স্মৃতা।
তস্য পত্নী স্মৃতা স্বাহা স্কন্দশ্চাপি সুতঃ স্মৃতঃ॥
নাম্না ষষ্ঠস্য যা ভীমা তনুরাকাশ উচ্যতে।

পরমযোগী দেব নীললোহিত সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। তনু ও নামসহ সেই অমাবস্যাতেই যিনি একাকী বিচরণ করেন, তিনিই সূর্য্য ও চন্দ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। লোক সকল সূর্য্য প্রকাশে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায়। শুক্লাত্মরূপে রুদ্র সূর্য্যমধ্যে সংস্থিত হইয়া কিরণদ্বারা যাবতীয় জল আকর্ষণ করেন। যিনি যাহা দ্বারা অন্ন-পানত্মক বস্তু ভোজন ও পান করেন, তাহাই তাঁহার আত্মসম্ভব তনু বলিয়া নিরূপিত হয়। ভগবান দেবদেব স্থিরীভূতচিত্তে যে তনুদ্বারা প্রজা সকল ধারণ করেন, উহাই তাঁহার শার্ব্বী পার্থিবী তনু। আর যে তনু প্রাণবৃত্তিসহ ভুত নিচয়ের শরীরে অবস্থান করে, উহাই তাঁহার বায্বাত্মিকা ঐশানী তনু। যে মূর্ত্তি জীবগণের জঠরে পীত ও ভুক্ত দ্রব্য পাক করিযা থাকে উহাই তাঁহার পাচিকা শক্তিরূপিণী পাশুপতী মূর্ত্তি। দেহীদিগের দেহমধ্যে বায়ুসঞ্চরণের নিমিত্ত যে সকল রন্ধ্র আছে, উহাই তাঁহার ভৈমী তনু। বৈতান-দীক্ষিত ব্রহ্মবাদিগনের যে বৃত্তি উহাই তাঁহার উগ্রাত্তিকা মূর্ত্তি এবং তাঁহার 'উগ্র' নামের তনু যজমান। ভগবান্ দেবদেবের যে সঙ্কল্প, নিখিল প্রজায় সমভাবে বর্ত্তমান, ঐ সঙ্কল্পই তাঁহার প্রাণিস্থিত সোমরূপিণী মানসী তনু। ঐ সোমরূপা তনু পুনঃপুন জায়মান হইলেও আসাধারণ রমণীয়তা প্রযুক্ত নিত্য নতুন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে এবং ঐ অমৃতময় তনুই দেব ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছ নীত হয়। ভগবান্ মহাদেবই অমৃতাত্মা জলময় চন্দ্রমা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৩৫-৪৮। তাঁহার প্রথমা রৌদ্রী তনুর পত্নী সুবর্চ্চলা।সুবর্চ্চলার পুত্র শনৈশ্চর। তাঁহার 'ভব' এই নামের দ্বিতীয় তনু জল ; এই জলের পত্নী-উষা, উষার পুত্র উশনা। মহাদেবের 'শর্ব্ব' নামের মূর্ত্তি ভূমি, এই ভূমিরূপী মহাদেবের পত্নী বিকেশী। বিকেশীর পুত্র অঙ্গারক। এইরূপ ঐশানী তনুরূপী মহাদেবের পত্নী শিবা ; শিবার পুত্র মনোজব। পাশুপতী মূর্ত্তি অগ্নির পত্নী স্বাহা ;

দিশঃ পত্ন্যঃ স্মৃতাস্তন্য স্বর্গশ্চাস্য সুতঃ স্মৃতঃ ॥
উগ্রা তনুঃ সপ্তমী যা দীক্ষিতৈর্ব্রাহ্মণৈঃ স্মৃতা
দীক্ষা পত্নী স্মৃতা-তস্য সন্তানঃ পুত্র উচ্যতে ॥
নান্নাষ্টমস্য মহতস্তনুর্যা চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।
পত্নী তু রোহিণী তস্য পুত্রশ্চাস্য বুধঃ স্মৃতঃ ॥
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য নামভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাস্তু বন্দ্যা নমস্যাশ্চ প্রতিনাম তনুষু বৈ ॥ ৫৭
ভক্তৈঃ সূর্য্যেহম্বু পৃথিব্যাং বায়ুগ্নিব্যোম-
দীক্ষিতৈঃ।
তথা চ বৈ চন্দ্রমসি তনুভির্নামভিঃ সহ ॥ ৫৭
প্রজাবানেতি সাযুজ্যমীশ্বরস্য নরো হি সঃ ॥ ৫৮
ইত্যেতদ্বো ময়াখ্যাতং গুহ্যং ভীমস্য তদ্‌যশঃ
শং নোহস্তু দ্বিপদে নিত্যং শং নোহস্তু চ
চতুষ্পদে ॥ ৫৯
এতৎপ্রোক্তং নিদানং বস্তনূনাং নামভিঃ সহ
মহাদেবস্য দেবস্য ভৃগোস্তু শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৬০
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মহাদেবতনু-
বর্ণনং নাম সপ্তবিংমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

স্বাহার পুত্র স্কন্দ। তাঁহার 'ভীম' এই নামের তনু আকাশ ; আকাশের পত্নী দিক্‌পুঞ্জ ; আর পুত্র তাঁহার স্বর্গ। তাঁহার 'উগ্র' নামের তনু দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান ; এই যজমানরূপী মহাদেবের পত্নী দীক্ষা ; আর সন্তান তাঁহার পুত্র। তাঁহার অষ্টম নামের তনু চন্দ্রমা ; চন্দ্রমার পত্নী রোহিনী, তৎপুত্র বুধ। ভগবান্ মহাদেবের এই অষ্ট প্রকার তনু কীর্ত্তিত হইল। ঐ সকল তনু স্বীয় নামের সহিত পূজনীয়, বন্দনীয় এবং নমস্য। যে সকল মানব সূর্য্য, অপ্, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, ব্যোম, দীক্ষিত ও চন্দ্রমা- এই সকল হরতনুতে ভক্তি স্থাপন করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রজাবান্ হয় ও হরসাযুজ্য লাভ করে। এই আমি আপনাদিগের নিকট গুহ্য, যশস্য হরতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম ; ইহর ফলে অধুনা দ্বিপদ ও চতুষ্পদের মঙ্গল হউক। এই আমি দেব

অষ্টবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ভৃগোঃ খ্যাতির্বিজজ্ঞেঽথ ঈশ্বরৌ সুখদুঃখয়োঃ
শুভাশুভপ্রদাতারৌ সর্ব্বপ্রাণভৃতামিহ।
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মন্বন্তরবিচারিণৌ ॥ ১
তয়োর্জ্যেষ্ঠা তু ভগিনী দেবী শ্রীর্লোকভাবিনী
সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাদ্য শোভনম্
নারায়ণাত্মজৌ সাধ্বী বলোৎসহৌ ব্যজায়ত
তস্যাস্তু মানসাঃ পুত্রা যে চান্যে দিব্যচারিণঃ।
যে বহন্তি বিমানানি দেবানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥
দ্বে তু কন্যে স্মৃতে ভার্য্যে বিধাতুধাতুরেব চ
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব তয়োঃ পুত্রৌ দৃঢ়ব্রতৌ ॥ ৪
পাণ্ডুশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ ব্রহ্মকোশৌ সনাতনৌ ;
মনস্বিন্যাং মৃকণ্ডোশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বভুব হ ॥ ৫

মহাদেবের তনু ও নামের নিদান কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা ভৃগুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি-শ্রবণ করুন। ৪৯-৬০।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,-ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে সুখ-দুঃখের প্রভু, প্রাণিমাত্রের শুভাশুভ-প্রদাতা মন্বন্তরবিচারী ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। লোকতারিণী শ্রীদেবী ইহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ইনি দেব নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করেন। এই সাধ্বী রমণীর গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামক দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। যাহারা স্বর্গচারী ও যাহরা পুণ্যকর্ম্মা ও দেবগণের বিমানসমূহের বহনকারী, তাহারা সকলেই ঐ শ্রীদেবীর মানস পুত্র। আয়তি ও নিয়তি নামে দুইটি প্রসিদ্ধ কন্যা বিধাতা ও ধাতার ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের দুইটি দৃঢ়ব্রত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম- পাণ্ডু ও মৃকণ্ডু। এই দুই পুত্র

সুতো বেদশিরাস্তস্য মুর্দ্ধন্যায়ামজায়ত।
পীবর্য্যাং বেদশিরসঃ পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ।
মার্কণ্ডেয়া ইতি খ্যাতা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥ ৬
পাণ্ডোশ্চ পুণ্ডরীকায়াং দ্যুতিমানাত্মজোঽভবৎ
উৎপন্নৌ দ্যুতিমন্তশ্চ সৃজবানশ্চ তাবুভৌ ॥ ৭
তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভার্গবাণাং পরস্পরম্
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতে মরীচেঃ শৃণুত প্রজাঃ
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতির্বিজজ্ঞে সাত্মসম্ভবম্।
প্রজাপতেঃ পূর্ণমাসং কন্যাশ্চেমা নিবোধত।
কুষ্টিঃ পৃষ্টিস্ত্বিষা চৈব তথা চাপচিতিঃ শুভা ॥ ৯
পূর্ণমাসঃ সরস্বত্যাং দ্বৌ পুত্রাবুদপাদয়ৎ।
বিরজং চৈব ধর্ম্মিষ্ঠং পর্ব্বসং চৈব তাবুভৌ ॥ ১০
বিরজস্যাত্মজো বিদ্বান সুধামা নাম বিশ্রুতঃ
সুধামসুতো বৈরাজঃ প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতঃ
লোকপালঃ সুধর্ম্মাত্মা গৌরীপুত্রঃ প্রতাপবান্
পর্ব্বসঃ সর্ব্বগণানাং প্রবিষ্টঃ স মহাযশাঃ ॥ ১২
পর্ব্বসঃ পর্ব্বসায়াং তু জনয়ামাস বৈ সুতৌ।
যজ্ঞবাসং চ শ্রীমন্তং সুতং কাশ্যপমেব চ।
তয়োর্গোত্রকরৌ পুত্রৌ তৌ জাতৌ
ধর্ম্মনিশ্চিতৌ ॥ ১৩
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী জজ্ঞে তাবাত্মসম্ভবৌ।
পুত্রৌ কন্যাশ্চতস্রশ্চ পুণ্যাস্তা লোকবিশ্রুতাঃ ॥
সিনীবালী কুহুশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা।
তথৈব ভরতাগ্নিং চ কীর্ত্তিমন্তং চ তাবুভৌ ॥১৫
অগ্নেঃ পুত্রং তু পর্জ্জন্যং সংহুতী সুষুবে প্রভুম্
হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্যো মারীচ্যামুদপাদয়ৎ।
আভুতসংপ্লবস্থায়ী লোকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥
জজ্ঞে কীর্ত্তিমতশ্চাপি ধেনুকা তাবকল্মষৌ ;
বরিষ্ঠং ধৃতিমন্তং চাপ্যুভাবঙ্গিরসাং বরৌ ॥ ১৩
তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ য়েঽতীতা বৈ সহস্রশ

সনাতন ব্রহ্মাকোশস্বরূপ। মৃকণ্ডু হইতে মনস্বিনীয় গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র বেদশিরা ; বেদশিরা মুর্দ্ধন্যার গর্ভে মার্কণ্ডেয় হইতে জন্মলাভ করেন। পীবরীর গর্ভে তাঁহার বহু বংশধর পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা সকলেই মার্কণ্ডেয় নামে প্রসিদ্ধ এবং সকলেই বেদপারগ ঋষি। পুণ্ডরীকার গর্ভে পাণ্ডুর দ্যুতিমন, দ্যুতিমন্ত ও সৃজবান্ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে দ্যুতিমন্ত ও সৃজবানের পুত্র-পৌত্রগণ ভার্গবদিগের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ। স্বয়ম্ভুব মনুর অধিকার কাল অতীত হইলে ভগবান্ মরীচির যেরূপ বংশবিস্তৃতি ঘটে, তাহা শ্রবণ করুন। মরীচীর পত্নী সম্ভূতি ; ইনি প্রজাপতি মরীচি হইতে পূর্ণমাস নামে এক পুত্র ও কতিপয় কন্যা প্রসব করেন। তাহাদের বিবরণ শ্রবণ করুন। ঐ কন্যাগণের নাম কুষ্টি, পৃস্টি, ত্বিষা ও অপচিতি। পূর্ণমাস সরস্বতীর গর্ভে দুইটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম বিরজ ও পর্ব্বস। এতদ্দয়ের মধ্যে বিরজের পুত্র সুধামা ; তৎপুত্র ধার্ম্মিক প্রতাপী বৈরাজ, প্রাচ্য দেশ আশ্রয় করেন। পর্ব্বস গৌরীর পুত্র ; ইনি সুধার্ম্মিক প্রতাপবান্, মহাযশা ও লোকপাল্ হইয়া প্রমথগণের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পর্ব্বস পর্ব্বসার গর্ভে দুইটি শ্রীমান পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম যজ্ঞবাস ও কশ্যপ। এতদ্দয়ের বংশবৃদ্ধিকর ধর্ম্মনিশ্চায়ক দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ১-১৩। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি। স্মৃতির গর্ভে দুইটী পুত্র ও চারিটী কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ কন্যগণ সকলেই লোকবিশ্রুত ; সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি- ইহারা অঙ্গিরার কন্যা। আর ভরতাগ্নি ও কীর্ত্তিমন্ত এই দুইজন পুত্র। সংহূতি, অগ্নি হইতে প্রভু পর্জ্জন্যকে পুত্ররূপে প্রসব করেন। হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্য মারীচীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্র আভূত-সংপ্লব-স্থায়ী লোকপাল হইয়াছিলেন। ধেনুকা, কীর্ত্তিমান্ হইতে বরিষ্ঠ ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন।

অনসূয়াপি জজ্ঞে তান্ পঞ্চাত্রেয়ানকলষান্ ॥
কন্যাং চৈব শ্রুতিং নাম মাতা শঙ্খপদস্য যা।
কর্দ্দমস্য তু যা পত্নী পুলহস্য প্রজাপতেঃ ॥১৯
সত্যনেত্রশ্চ হব্যশ্চ আপোমূর্ত্তিঃ শনীশ্বরঃ।
সোমশ্চ পঞ্চমস্তেসামাসীৎ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
যামেঽতীতে সহাতীতাঃপঞ্চাত্রেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ হ্যত্রিণা বৈ মহাত্মনা
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে যামে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২১
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তালিস্তৎসুতো
হভবৎ।
পূর্ব্বজন্মনি সোঽগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
মধ্যমো দেববাহুশ্চবিনীতো নাম তে ত্রয়ঃ ॥
স্বসা যবীয়সী তেষাং সত্বতী নাম বিশ্রুতা।
পর্জ্জন্যজননী শুভ্রা পত্নী ত্বগ্নেঃ স্মৃতা শুভা॥২৬
পৌলস্ত্যস্য ঋষেশ্চাপি প্রীতিপুত্রস্য ধীমতঃ।
দত্তালেঃ সুষুবে পত্নী সুজঙ্ঘাদীন্ বহূন্সুতান্

পৌলস্ত্যা ইতি বিখ্যাতাঃ স্মৃতাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
ক্ষমা তু সুষুবে পুত্রান্ পুলহস্য প্রজাপতেঃ।
তে চাগ্নিবর্চ্চসঃ সর্ব্বে যেষাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা
কর্দ্দমশ্চাঙ্গরীষশ্চ সহিষ্ণুশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
ঋষির্ধনকপীবাংশ্চ শুভা কন্যা চ পীবরী ॥ ২৬
কর্দ্দমস্য শ্রুতিঃ পত্নী আত্রেয্যজনয়ৎ সুতান্।
পুত্রং শঙ্খপদং চৈব কন্যাং কাম্যাং তথৈব চ
স বৈ শঙ্খপদঃ শ্রীমাল্লোকপালঃ প্রজাপতিঃ
দক্ষিণস্যাং দিশি রতঃ কাম্যাং দত্ত্বা প্রিয়ব্রতে
কাম্যা প্রিয়ব্রতাল্লেভে স্বায়ম্ভুবসমান্ সুতান।
দশ কন্যাদ্বয়ং চৈব যৈঃ ক্ষত্রং সম্প্রবর্ত্তিতম্ ॥
পুত্রো ধনকপীবাংশ্চ সহিষ্ণুর্নাম বিশ্রুতঃ।
যশোধরী বিজজ্ঞে বৈ কামদেবং সুমধ্যমা ॥
ক্রতোঃ ক্রতুসমঃ পুত্রো বিজজ্ঞে সন্ততিঃ শুভা
নৈযাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে
হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।

ইহারা উভয়েই আঙ্গিরস শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের যে সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র অতীত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনুসূয়া অত্রি হইতে পাঁচটি নিষ্পাপ পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। ঐ কন্যার নাম শ্রুতি; উনি শঙ্খপদের মাতা ও কর্দ্দমঋষির পত্নী। অনুসূয়া যে পাঁচটি পুত্রপ্রসব করেন, তাঁহাদের নাম- সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনৈশ্চর ও সোম। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে ইহারা বিদ্যমান ছিলেন। পরে যামনামক বেদগণসহ এই পঞ্চ অত্রিবংশধর অতীত হইয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে উহাদের শত শত সহস্র সহস্র পুত্র-পৌত্র মহাত্মা অত্রির সহিত বিদ্যমান ছিলেন। পুলস্ত্য হইতে প্রীতির গর্ভে দত্তালি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে অগস্ত্য ছিলেন। পুলস্ত্যের মধ্যম পুত্র দেববাহু ও কনিষ্ঠ বিনীত। ইঁহাদের যবীয়সী ভগ্নীর নাম সত্বতী; পর্জ্জন্য-জননী সুন্দরী শুভ্রা অগ্নির পত্নী। পৌলস্ত্য ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীমান্ দত্তালি হইত তাঁহার পত্নী সুজঙ্ঘ প্রভৃতি বহু পুত্র প্রসব করেন। স্বায়ম্ভুর মন্বন্তরে সকলেই তাঁহারা পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। পুলহ প্রজাপতির পত্নী স্বাধা- অগ্নিতুল্য তেজস্বী বহু প্রখ্যাতকীর্ত্তি পুত্র প্রসব করেন। তাঁহদের নাম কর্দ্দম, অম্বরীষ ও সহিষ্ণু। এই সহিষ্ণুর অপর নাম ধনকপীবান্। ইহাদের ভগ্নীর নাম পীবরী। কর্দ্দমের পত্নী অত্রিনন্দিনী শ্রুতি শঙ্খপদ নামে এক পুত্র ও কাম্যা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। শ্রীমান্ লোকপাল প্রজাপতি শঙ্খপদ রাজা প্রিয়ব্রতের হস্তে স্বীয় ভগিনী কাম্যাকে সম্প্রদান করিয়া দক্ষিণ দিকে বাস করিয়াছিলেন। ১৪-২৮। কাম্যা প্রিয়ব্রত হইত স্বায়ম্ভুবসম দশ পুত্র ও দুইটি কন্যা প্রসব করেন। এই পুত্রগণ হইতেই ক্ষত্রকুল বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ধনকপীবান্ সহিষ্ণু নামে বিখ্যাত। ইঁহার পত্নী সুমধ্যমা যশোধারী কামদেব নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ক্রতুর আত্মতুল্য পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহা হইতেই ক্রতুর শুভ বংশবিস্তৃতি ঘটে।

ষষ্ট্যৈতানি সহস্রাণি বালখিল্যা ইতি শ্রুতাঃ ॥
অরুণস্যাগ্রতো যান্তি পরিবার্য্য দিবাকরম্।
আভূতসংপ্লবাৎসর্ব্বে পতঙ্গসহচারিণঃ ॥ ৩২
স্বসারৌ তু যবীয়স্যৌ পূণ্যাত্মসুমতী চ তে।
পর্ব্বসস্য স্নুষে তে বৈ পুর্ণমাসসুতস্য বৈ ॥৩৩
উর্জ্জায়াস্তু বসিষ্ঠস্যা পুত্রা বৈ সপ্ত জজ্ঞিরে।
জ্যায়সী চম্বসা তেষাং পুণ্ডরীকা সুমধ্যমা ॥
জননী সা দ্যুতিমতঃ পাণ্ডোস্তু মহিষী প্রিয়া।
অস্যাং ত্বিমে যবীয়াংসো বাসিষ্ঠাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ
রজঃপুত্রোহর্ব্ববাহুশ্চ সবনশ্চাধশ্চ যঃ।
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ
রজসো বাপ্যজনয়ন্মার্কণ্ডেয়ী যশস্বিনী।
প্রতীচ্যাং দিশি রাজন্যং কেতুমন্তং প্রজাপতিম
গোত্রাণি নামভিস্তেষাং বাসিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্
স্বায়ম্ভুবেহন্তরেহতীতাস্ত্বগ্নেস্তু শৃণুত প্রজাঃ ॥

এই বংশধরগণের ভার্য্যা পুত্র ছিল না ; ইহাঁরা সকলেই উর্দ্ধরেতা ছিলেন। সংখ্যায় ইহাঁরা ষষ্ঠী সহস্র ও বালখিল্য আখ্যায় অভিহিত। ইহাঁরা দিবাকরকে পরিবৃত করিযা অরুণের অগ্রে অগ্রে প্রধাবিত হন। প্রলয়-কালা বধি ইহাঁরা সূর্য্যের সাহচর্য্য করিয়া থাকেন। ইহাঁদের ভগিনীদ্বয়ের নাম পুণ্যা ও আত্মসুমতী। ইহারা পূর্ণমাস-সূত পর্ব্বসের পুত্রবধু। উর্জ্জাগর্ভে বসিষ্ঠের সপ্ত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ইহাঁদের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন ; নাম তাঁহার পুণ্ডরীকা। ইনি দ্যুতিমানের জননী এবং পাণ্ডুর মহিষী। ইহাঁর গর্ভে সপ্ত বাসিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। এই সপ্ত বাসিষ্ঠের নাম রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্র। ইহাঁরা সকলেই সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত। মনস্বিনী মার্কণ্ডেয়ী রজস্ হইতে রাজন্য কেতুমান্ প্রজাপতিকে প্রসব করেন। ইনি প্রতীচ্য দিক্ আশ্রয় করিয়াছিলেন। মাহাত্মা বসিষ্ঠগণের বংশ, নামের সহিত স্বায়ম্ভুবাধিকারে লুপ্ত হইয়াছে। অধুনা

ইত্যেষ ঋষিসর্গস্তু সানুবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিস্তরেণানুপুর্ব্ব্যা চাপ্যগ্নেস্তু শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৩৯
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে
ঋষিবংশানুকীর্ত্তনং নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

যোহসাবগ্নিরভিমানী হ্যসীৎ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্বাহা ব্যজায়ত ১
পাবকঃ পবমানিশ্চ শুচিরগ্নিশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
শুচিঃ সৌরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বাহাপুত্রাস্ত্রয়স্তু তে ॥ ২
নির্ম্মথ্য পবমানস্তু শুচিঃ সৌরস্ত যঃ স্মৃতঃ।
পাবকা বৈদ্যুতাশ্চৈব তেষাং স্থানানি যানি বৈ
পবমানাত্মজশ্চৈব কব্যবাহন উচ্যতে।
পাবকাৎ সহরক্ষস্তু হব্যবাহঃ শুচেঃ সুতঃ ॥ ৪
দেবানাং হব্যবাহোহগ্নিঃ পিতৃণাং কব্যবাহনঃ

অগ্নিবংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সানুবন্ধ ঋষিসর্গ কীর্ত্তিত হইল, অধুনা বিস্তৃতভাবে অগ্নিবংশের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৮-৩৯।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

যিনি স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে অভিমানী অগ্নি হইয়া ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহা হইতেই স্বাহা তিন পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্রগণের নাম পাবক, পবমান ও শুচি। শুচি অগ্নি সৌর বলিয়া বিখ্যাত। নির্ম্মর্থন-জাত অগ্নিই পবমান ; সূর্য্যকরিণস্থ অগ্নি শুচি এবং বৈদুত অগ্নিই পাবক বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহাদিগের বাসস্থান কথিত হইল। পবমানের আত্মজ-কব্যবাহন, পাবক হইতে সহরক্ষ; এবং শুচি হইতে হব্যবাহ জন্মগ্রহণ করেন। হব্যবাহ

সহরক্ষোহনুরাণাং তু ত্রয়াণাং তু ত্রয়োহগ্নয়ঃ
এতষাং পুত্রপৌত্রাস্তু চত্বারিংশন্নবৈব তু।
বক্ষ্যামি নামতস্তেষাং প্রবিভাগং পৃথক্ পৃথক্
বৈদ্যুতো লৌকিকাগ্নিস্তু প্রথমো ব্রহ্মণঃ সুতঃ
ব্রহ্মৌদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ ॥
বৈশ্বানরমুখস্তস্য মহঃ কাব্যো হ্যপাং রসঃ।
অমৃতোহথর্ব্বণাৎ পূর্ব্বং মথিতঃ পুষ্করোদধৌ।
সোহথর্ব্বা লৌকিকাগ্নিস্তু দধ্যঙ্গোহথর্ব্বণঃ সুতঃ
অথর্ব্বা তু ভৃগুর্জ্ঞেয়োহপ্যঙ্গিরাথর্ব্বণঃ সুতঃ
তস্মাৎ স লৌকিকাগ্নিস্তু দধ্যঙ্গোহথর্ব্বণো মতঃ
অথ যঃ পবমানোহগ্নির্নির্ম্মন্থ্যঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ
স জ্ঞেয়ো গার্হপত্যোহগ্নিস্ততঃ পুত্রদ্বয়ং স্মৃতম্
শংস্যস্ত্বাহবনীয়োহগ্নির্যঃ স্মৃতো হব্যবাহনঃ।
দ্বিতীয়স্তু সুতঃ প্রোক্তঃ শুক্রোহগ্নির্যঃ প্রণীয়তে
তথা সভ্যাবসথ্যৌ বৈ শংস্যস্যাগ্নেঃ সুতাবুভৌ
শংস্যাস্তু ষোড়শ নদীশ্চকমে হব্যবাহনঃ।

যোহসাবাহবনীয়োহগ্নিরভিমানী দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ
কাবেরীং কৃষ্ণবেণীং চ নর্ম্মদাং যমুনাং তথা।
গোদাবরীং বিতস্তাং চ চন্দ্রভাগামিরাবতীম্
বিপাশাং কৌশিকীং চৈব শতদ্রুং সরযূং ততা
সীতাং সরস্বতীং চৈব হ্লাদিনীং পাবনীং তথা
তাসু ষোঢ়শধাত্মানং প্রবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্
আত্মানং ব্যদধাত্তাসু ধিষ্ণীষ্বথ বভুব সঃ ॥
ধিষ্ণ্যাদব্যভিচারিণ্যস্তাসূৎপন্নাস্তু ধিষ্ণ্যয়ঃ।
ধিষ্ণীষু জজ্ঞিরে যস্মাদ্ধিষ্ণ্যয়স্তেন কীর্ত্তিতাঃ ॥১৬
ইত্যেতে বৈ নদী পুত্রা ধিষ্ণীষ্বেব বিজজ্ঞিরে।
তেষাং বিহরণীয়া যে উপস্থেয়াশ্চ যেহগ্নয়ঃ।
তান্ শৃণুধ্বং সমাসেন কীর্ত্ত্যমানান্ যথা তথা ॥
ঋতুঃ প্রবাহণোহগ্নীধ্রঃ পুরস্তাদ্ধিষ্ণ্যয়োহপরে
বিধীয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যেহহ্নি সবনক্রমাৎ
অনির্দ্দেশ্যান্নবাচ্যানামগ্নীণাং শৃণুত ক্রমম্।
সম্রাড়গ্নিঃ কৃষানুর্যো দ্বিতীয়োত্তরবেদিকঃ ॥ ১৯

দেবাতাদিগের, কব্যবাহন পিতৃদিগের এবং সহরক্ষ অসুরদিগের অগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি সংখায় একোনপঞ্চাশৎ। ইহাদের নামতঃ বিভাগ বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ ব্রহ্মার সন্তান লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত, তৎপুত্র ব্রহ্মৌদনাগ্নি, তৎপুত্র ভরত। বৈশ্বানর-মুখ, ইহার তেজ এবং কাব্য ইহার রসরূপে উক্ত। পুস্করোদধি মন্থনে অমৃতোৎপত্তির পর অথর্ব্বণ অগ্নির উৎপত্তি। এই অথর্ব্বা লৌকিকাগ্নিং ইহার পুত্র দধ্যঙ্গ। অথর্ব্বা ভৃগু বলিয়া বিদিত ! ইহার পুত্র অঙ্গিরা। অঙ্গিরা হইতেই অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্গ লৌকিকাগ্নি বলিয়া অভিহিত। পবমান নামক অগ্নি কবিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মথ্য। এই অগ্নি গার্হপত্য নামে পরিচিত। ইহাঁর দুই পুত্র ; তন্মধ্যে একের নাম শংস্য ; এই শংস্যই আহবনীয় হব্যবাহন নামে অভিহিত। দ্বিতীয়ের নাম শুক্রাগ্নি। শংস্যের দুই পুত্র ; নাম- সভ্য ও অবসথ্য। দ্বিজগণ যে হব্যবাহনকে আহবনীয় অভিমানী অগ্নি বলিয়া জানেন তিনিই বিখ্যাত ষোড়শ নদীকে কামনা করেন। ঐ নদী সকলের নাম- কাবেরী, কৃষ্ণবেনী, নর্ম্মদা, যমুনা,গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী, শতদ্রু, সরযু, সীতা, স্বরস্বতী, হ্লাদিনী ও পাবনী। হব্যবাহন ঐ নদীসমূহে স্বীয় শরীর ষোড়শধা বিভক্ত করিযা পরে স্বয়ং সেই সকল ধিষ্ণীতে অর্থাৎ আধারভূত নদীতে আসক্ত হইলেন। অগ্নি নিজেও ধিষ্ণ, সেই সকল সাধ্বী ধিষ্ণীর উদরে তাঁহা হইতে অনেক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। ধিষ্ণীগর্ভে জাত বলিযা সেই পুত্রগণ ধিষ্ণি নামে নিরূপিত হয়। এই সকল নদীনন্দন অগ্নির মধ্যে যাঁহারা বিহরণীয় ও পূজ্য সংক্ষেপে তাঁহাদের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১-১৭। ঋতু, প্রবাহণ, অগ্নীধ্র ও অপরাপর ধিষ্ণিগণ যজ্ঞদিবসে বসনক্রমে সম্মুখভাগে সন্নিবেশিত হইয়া থাকেন। যে সকল অগ্নির স্থান নির্দ্দেশ হয় নাই বা অন্য কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের স্থাপনক্রম বলিতেছি।

সম্রাড়গ্নিঃ স্মৃতা হ্যষ্টৌ উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজাঃ
অধস্তাৎপর্ষদন্যস্তু দ্বিতীয়ঃ সোহ্রুত দৃশ্যতে ॥
গ্রতদ্বোচে নবো নাম চত্বারি স বিভাব্যতে।
ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ॥
হব্যসূর্য্যাদ্যসংসৃষ্টঃ শামিত্রে স বিভাব্যতে।
বিশ্বস্যায়ঃ সমুদ্রোহগ্নিব্রর্বহ্মস্থানে স কীর্ত্যতে ॥
ঋতুদামা চ সুজ্যোতিরৌদুম্বর্য্যা স কীর্ত্ত্যতে
ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্ণম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ॥ ২২
অজৈকপাদুপস্থেয়ঃ স বৈ শালামখীয়কঃ।
অনুদ্দেশ্যেহপ্যহির্বুরা সোহগ্নির্গৃহপতিঃ স্মৃতঃ
শংস্যস্যৈব সুতাঃ সর্ব্বে উপস্থেয়া দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
ততো বিহরণীয়াংশ্চ কক্ষ্যাম্যষ্টৌ তু তৎসুতান
ক্রতুপ্রবাহণোহগ্নীধ্রস্তত্রস্তা ধিষ্ণ্যয়োহপরে।
বিহ্বয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যেহহ্নি সবনক্রমাৎ
পৌত্রেয়স্তৎসুতো হ্যগ্নিঃ স্মৃতো যো হব্যবাহনঃ

যিনি অগ্নির সম্রাট্ কৃশানু, উত্তরদিগবর্ত্তী যজ্ঞীয় দ্বিতীয় বেদিকা তাঁহার স্থান। সম্রাট্ অগ্নি অষ্টবিধ; দ্বিজগণ ইহাঁদের পূজা করিয়া থাকেন। পর্ষৎনামক অগ্নি পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ অগ্নির মধ্যে দ্বিতীয়; ইহাঁকে বেদীর অধোবাগে নিরূপনীয়। নভ নামক অগ্নি চতুর্দ্ধা ভাবনীয়। ব্রহ্মজ্যোতি বসু নামক অগ্নি ব্রহ্মস্থানে স্থাপনীয়। হুব্য ও সূর্য্যাদির সহিত যাহার কোন সংসর্গ নাই, এরূপ অগ্নি শামিত্র বিষয়ে ভাবনীয়। সমুদ্রাগ্নি ব্রহ্মস্থানে নির্হিত করিবে। সুজ্যোতি ঋতুধাম নামক অগ্নি ঔদুম্বরীতে স্থাপনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত। অজৈকপাদ অগ্নি পূজনীয়। ইহাঁকে শালামুখ করিয়া স্থাপন করিতে হয়। অহির্ব্রধ নামক অগ্নি অনুদ্দেশ্য; ইহা গৃহপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আর শংস্যসুত অগ্নিগণ, দ্বিজগনের উপাস্য। অতঃপর বিহরণীয় অগ্নি ও তাহাদের পুত্রের বিবরণ বলিতেছি। ঋতু, প্রাবাহণ ও অগ্নীধ্র ইহাদিগকে লইয়া ধিষ্ণিগণ যজ্ঞদিবসে যথাস্থানে সবন ক্রমে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হুব্যবাহন নামক

শান্তিশ্চাগ্নিঃ প্রচেতাস্তু দ্বিতীয়ঃ সত্য উচ্যতে
তথাগ্নির্বিশ্বদেবস্তু ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে।
অবক্ষুরচ্ছাবাকস্তু ভুবঃ স্থানে বিবাব্যতে ॥
উশীরাগ্নি সবীর্য্যস্তু নেষ্টীয়ঃ সং বিভাব্যতে।
অষ্টমস্তু ব্যরত্নিস্তু মার্জ্জালীয়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ধিষ্ণ্যা বিহরণী য়া যে সৌম্যেনাজ্যেন চৈব হি
তয়োর্যঃ পাবকো নাম স চাপাং গর্ভ উচ্যতে
অগ্নিঃ সোহবভৃথো জ্ঞেয়ঃ সম্যকৃপ্রাপ্যাপ্সুভুয়তে
হ্রচ্ছয়স্তৎসুতো হ্যগ্নির্জঠরে যো নৃণাং স্থিতঃ ॥
মন্যুমান্ জঠরস্যাগ্নের্বিদ্ধানগ্নিঃ সুতেঃ স্মৃত।
পরস্পরোচ্ছ্রিতঃ সোহগ্নির্ভূতানাং হি বিভুর্নহান্
পুত্রঃ সোহগ্নের্মন্যুমতো ঘোরঃ সংবর্ত্তকঃ স্মৃত
পিবন্নপঃ স বসতি সমুদ্রে বড়বামুখঃ ॥ ৩৩
সমুদ্রবাসিনঃ পুত্রঃ সহরক্ষো বিভাব্যতে
সহরক্ষসুতঃ কআমো গৃহাণি স দহেন্নৃণাম্ ॥৩৪
ক্রব্যাদোহগ্নিঃ সুতস্তস্য পুরুসানর্ত্তি যো মৃতান্

অগ্নি পৌত্রেয় বলিয়া বিখ্যাত। শান্তি নামক অগ্নি প্রচেতাস্বরূপ। সত্য নামক অগ্নি দ্বিতীয় স্থানীয়। বিশ্বদেব নামক অগ্নি ব্রহ্মস্থানে স্থাপনীয়। অচক্ষু এবং অচ্ছাবাক অগ্নি ভূমিতে স্থাপনীয় বলিযা বিভাবিত সবীর্য্য উশীরাগ্নি নেষ্ট্রীয় বলিয়া জ্ঞাতব্য। অষ্টম ব্যরত্নি মার্জ্জালীয় বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহারা ধিষ্ণ্য এবং যাহারা অন্য সৌম আজ্য দ্বারা বিহরণীয়, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পাবক নামক অগ্নিই জলরাশির গর্ভ বলিয়া কথিত। যে অগ্নি জলে সম্যক্হূয়মান হয় তাহাই অবভৃত অগ্নি। ইহার পুত্রের নাম হ্রচ্ছয় অগ্নি; এই হ্রচ্ছয় অগ্নিই প্রাণীদিগের জঠরে বাস করে। ১৮-৩১। জাঠরাগ্নির পুত্র বিদ্বান্ মন্যুমান্। ঐ অগ্নি ভুতগণের প্রবু ও পরস্পর উচ্ছিত। মন্যুমানের পুত্র গোর সংবর্ত্তক। এই সংবর্ত্তক সমুদ্রে বড়বামুখে বাস করে। সমুদ্রবাসী অগ্নির পুত্র সহরক্ষ; তৎপুত্র ক্ষাম; ইনিই নরগণের গৃহ দাহ করেন। তৎপুত্র-ক্রব্যাদ অগ্নি; এই অগ্নিই শবদেহ দগ্ধ করে।

ইত্যেতে পাবকস্যাগ্নেঃ পুত্রা হ্যেবং প্রকীর্ত্তিতাঃ
ততঃ শুচেস্তু যৈঃ সৌরৈর্গন্ধর্ব্বৈরসুরাবৃতৈঃ।
মথিতো যস্তরণ্যাং বৈ সৌহগ্নিরগ্নিঃ সমিধ্যতে
আয়ুর্নামাথ ভগবান্ পশৌ যস্তু প্রণীয়তে।
আয়ুষো মহিমান্ পুত্রঃ স শাবান্নামতঃ সুতঃ ॥
পাকযজ্ঞেষভিমানী সোহগ্নিস্তু সবনঃ স্মৃতঃ।
পুত্রশ্চ সবনস্যাগ্নেরদ্ভুতঃ স মহাযশাঃ ॥ ৩৮
বিবিচিস্ত্বদ্ভুতস্যাপি পুত্রোহগ্নেঃ স মহান্ স্মৃতঃ
প্রায়শ্চিত্তেহথ ভীমানাং হুতং ভুঙক্তে হবিঃ সদ
বিবিচেস্তু সুতো হ্যর্কো যোহগ্নিস্তস্য সুতাস্ত্বিমে
অনীকবান্বাসৃজবাংশ্চ রঙ্গেহাপিতৃকৃত্তথা।
সুরভির্বসুরত্বাদৌ প্রবিষ্টো রুক্কবান্ ॥ ৪০
শুচেরগ্নেঃ প্রজা হ্যেষা বহ্নয়স্তু চতুর্দ্দশ।
ইত্যেতে বহ্নয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রণীয়ন্তে-
হধ্বরেষু যে ॥ ৪১
আদিসর্গে হ্যতীতা বে যামৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বমগ্নয়স্তেহভিমানিনঃ ॥ ৪২
এতে বিহরণীয়াস্তু চেতনাচেতনেস্বিহ।
স্থানভিমানিনো লোকে প্রাগাসন্ হব্যবাহনাঃ'

পাচকাগ্নির এই সমস্ত পুত্রদিগের বিবরণ কথিত হইল। অনন্তর শুচির পুত্রগণের বিষয় বলা হইতেছে। শুচির পুত্র সৌরি অগ্নি- অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অরণীমধ্যে মথিত হইয়া সমিদ্ধ হইয়াছিল। আয়ুঃ নামক ভগবান্ অগ্নি পশুশরীরে বিরাজিত। আয়ুর পুত্র মহিমান্। যে অগ্নি পাক-যজ্ঞ অভিমানী, তাহাই সবন নামে কথিত; সবনের পুত্র অদ্ভুত; তৎপুত্র বিবিচি ; এই বিবিচি প্রায়শ্চিত্তহোমে হুত হবি ভোজন করেন। বিবিচির পুত্র- অর্ক। অর্কের কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়; যথা- অনীকবান, বাসৃজবান্, রক্ষোহা, পিতৃকৃৎ ও সুরভি, এই সুরভি ধনত্বাদিতে জ্যোতীরূপে প্রবিষ্ট। ইহারা সকল শুচি অগ্নির সন্তান এবং সংখ্যায় চতুর্দ্দশ। ইহারাই অধ্বরে প্রণীত হইয়া থাকে। যে সকল অভিমানী অগ্নি স্বায়ম্ভুবাধিকারে অতীত হইয়াছে, তাহারা

কাম্য নৈমিত্তিকাজস্রেষেতে কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ।
পূর্ব্বমন্বন্তরেহতীতে শুক্রৈর্যামৈঃ সুরৈঃ সহ ॥
দেবৈর্মহাত্মভিঃ পুণ্যৈঃ প্রথমস্যান্তরে মনৌঃ
ইত্যেতানি ময়োক্তানি স্থানানি স্থা ননশ্চ হু।
তৈরেব তু প্রসংখ্যাতমতী তানাগতেস্বপি ॥৪৫
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু লক্ষণং জাতবেদসাম্।
সর্ব্বে তপস্বিনো হ্যেতে সর্ব্বে হ্যবভৃথাস্তথা।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে জ্যোতিষ্মন্তশ্চ তে স্মৃতাঃ
স্বারোচিষাদিষু জেয়াঃ সাবর্ণ্যন্তেষু সপ্তসু।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু নানারূপপ্রয়োজনৈঃ ॥ ৪৭
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ দেবৈরিহ সহাগ্নয়ঃ।
অনগতৈঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং বর্ত্তন্তেহনাগতাগ্নয়ঃ।
ইত্যেষ বিনয়োহগ্নীনাং ময় প্রোক্ত যথাতথম্
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্য চা পিতৃণাং বক্ষ্যতে ততঃ ॥

ইতি শ্রীমাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তেহগ্নিবর্ণনং
নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

বিহরণীয়সংজ্ঞক অগ্নি; চেতন ও অচেতন প্রাণীতে ইহাদের স্থিতি। ইহারা পূর্ব্বে কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য কর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া স্থানাভিমানী ছিল; এবং পূর্ব্ব মন্বন্তর অতীত হইলে প্রথম মনুর অধিকারকালে পুণ্যশালী মাহাত্মা যাব দেবগণের সহিত অবস্থিত ছিলেন। এই সকল অতীত অনাগত অগ্নিদিগের স্থান স্থানী ও লক্ষণাদি আমি কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল অগ্নি তপস্বী অবভৃতী, প্রজাপতি ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া কীর্ত্তিত। স্বারোচিষ মনুর অধিকার পর্যন্ত সকল মন্বন্তরেই অশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য বর্ত্তমান অগ্নি সকল বর্ত্তমান দেবের সহিত এবং অনাগত অগ্নিসকল অনাগত দেবের সহিত বর্ত্তমান। এই আমি যথাযথ অগ্নি-নির্ণয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর বিস্তৃতরূপে পিতৃগণের বংশবিবরণ আনুপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩২-৪৯।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ পুত্রান্ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
অম্ভাংসি জজ্ঞিয়ে তানি মনুষ্যাসুরদেবতাঃ। ১
পিত্রবন্মন্যমানস্য জজ্ঞিরে পিতরোঽস্য বৈ।
তেষাং নিসর্গঃ প্রাগুক্তো বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে
দেবাসুরমনুষ্যাণাং দৃষ্ট্বা দেবোঽভ্যভাষত।
পিতৃবন্মন্যমানস্য জজ্ঞিরে বোপযক্ষিতাঃ ॥ ৩
মধ্বাদয়ঃ ষড তবস্থান্ পিতৃন্ পরিচক্ষতে।
ঋতবঃ পিতরো দেবা ইত্যেষাবৈদিকী শ্রুতিঃ
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু হ্যতীতানাগতেষপি।
এতে স্বায়ম্ভুবে পূর্ব্বমুৎপনন হ্যন্তরে শুভে ॥৫
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতা নাম্না তথা বর্হিষদশ্চ বৈ।
অযজ্ঞানস্তথা তেসামাসন্ বৈ গৃহমেধিনঃ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,- পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবান্ প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে মনঃসমাধান করিলে, তাঁহা হইতে প্রথমতঃ জল ও পরে দেব, অসুর ও মনুষ্য সৃষ্ট হইল। পরে তিনি আপনাকে পিতার ন্যায় মনে করিলে পিত্রগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই পিতৃগণের সৃষ্টির বিষয় পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে ; অধুনা বিস্তৃতরূপে বলিতেছি- শ্রবণ করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা তদানীন্তন দেব, অসুর, মনুষ্যদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,-আমি সকলের পিতার ন্যায়। এইরূপ ভাবনা করিলে মধু প্রভৃতি ষড়ঋতু জন্ম গ্রহণ করিল- এই ষড় ঋতুই পিতৃলোক বলিয়া কথিত। 'ঋতু সকল পিতৃদেব' ইহাই বৈদিক শ্রুতি। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি অতীত অনাগত সকল মন্বন্তরেই এই পিততৃগণ উৎপন্ন হইয়া আসিতেছেন। ইহাগিদের নাম অগ্নিসবাত্তা ও বর্হিষদ।

অগ্নিস্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তে বৈ পিতরোঽনাহিতাগ্নয়ঃ
যজ্বানস্তেষু যে হ্যসন পিতরঃ সোমপীথিনঃ।
স্মৃতা বহিষদস্তে বে পিতরস্ত্বগ্নিহোত্রিণঃ ॥ ৭
ঋতবঃ পিতরো দেবাঃ শাস্ত্রেঽস্মিন্নিশ্চয়ো মতঃ
মধুমাধবৌ রসৌ জ্ঞেয়ৌ শুচিশুক্রৌ তু শুস্মিণৌ
নভশ্চৈব নভস্যশ্চ জীবাবেতাবুদাহৃতৌ ॥ ৮
ইষশ্চৈব তথোর্জ্জশ্চ সুধাবস্তাবুদাহৃতৌ।
সহশ্চৈব তপস্যশ্চ মনুমন্তৌ তু তৌ স্মৃতৌ।
তপশ্চৈব তপস্যশ্চ ঘোরাবেতৌ তু শৈশিরৌ
কালাবস্থাস্তু ষট্তেসাং মাসাখ্যা বৈ ব্যবস্থিতাঃ
ত ইমে ঋতবঃ প্রেক্তাশ্চেতনাচেতনাস্তু বৈ ॥
ঋতবো ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়াস্তেঽভিমানিনঃ
মাসার্দ্ধমাসস্থানেষু স্থানঞ্চ ঋতবোর্ত্তবাঃ ॥ ১১
স্থানানাং ব্যতিরেকণ জ্ঞেয়াঃ স্থানভিমানিনঃ
অহোরাত্রঞ্চ মাসাশ্চ ঋতবশ্চায়নানি চ ॥ ১২
সংবৎসরাশ্চ স্থানানি কালাবস্থাভিমানিনঃ।
নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তা বৈ দিনক্ষপাঃ ॥
এতেষু স্থানেনা যে তু কালাবস্থাস্ববস্থিতাঃ।

ইহাদের মধ্যে কতিপয় অযজ্ঞা গৃহমেধী ছিলেন। অগিস্ব্যাত্তা নামে প্রসিদ্ধ পিতৃগণই অনাহিতাগ্নি বলিয়া বিদিত। পিতৃগণের মধ্যে যাঁহারা যজ্বা ও সোমপীথি, তাঁহারাই বর্হিষদ নামে অগ্নিহোত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'ঋতু সকল পিতৃদেব' ইহাই শাস্ত্রের অনুমোদিত। চৈত্র বৈশাখ- রাস, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়- অগ্নি, শ্রাবণ ভাদ্র- জীব, আশ্বিন কার্ত্তিক- সুধা, অগ্রহায়ণ পৌষ- মন্যু এবং মাঘ ফাল্গুন- ঘোর শিশিরস্বরূপ। এই প্রকারে ঋতুর সামান্য কালাবস্তা বিহিত আছে। এই ঋতু সকল চেতন এবং অচেতন বলিয়া উক্ত হয়। ঋতু সকল ব্রহ্মার অভিমানী পুত্র মাসার্দ্ধকালে ঋতু অর্ত্তিবরূপে পরিণত হয় এবং স্থান ব্যতিরেকে তাহারা অভিমানী হইয়া থাকে। অহোরাত্র, মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর,- এই সকল কালাবয়ব কালাবস্থাভিমানী। নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন ও ক্ষপা- এই সমুদায়ে

তন্ময়ত্বাত্তদাত্মাত্তদাত্মানস্তান্ বক্ষ্যামি নিবাধত
পর্ব্বণ্যাস্তিথয়ঃ সন্ধ্য পক্ষা মাসার্দ্ধসংজ্ঞিতাঃ।
নিমেসাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মূহুর্ত্তা বৈ দিনক্ষপাঃ।
দ্বাবর্দ্ধমাসৌ মাসস্তু দ্বৌ মাসাবৃতুরুচ্যতে ॥ ১৫
ঋতুত্রয়ং চাপ্যয়নং দ্বেহয়নে দক্ষিণোত্তরে।
সংবৎসরঃ সুকেকস্তু স্থানান্যেতানি স্থানিনাম্
ঋতবঃ সুমেকপুত্রা বিজ্ঞেয়া হ্যষ্টধা তু ষট্।
ঋতুপুত্রাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ প্রজাস্তর্ত্তবলক্ষণাঃ ॥ ১৭
যস্মাচ্চৈবার্ত্তবেয়াস্তু জায়ন্তে স্থাণুজঙ্গমাঃ।
আর্ত্তবাঃ পিতরশ্চৈব ঋতবশ্চ পিতামহাঃ ॥ ১৮
সুমেকাস্তু প্রসূয়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ প্রজাতয়ঃ।
তস্মাৎ স্মৃতঃ প্রজানাং বৈ সুমেকঃ প্রপিতামহঃ
স্থানেষু স্থানিনো হ্যেতে স্থানাত্মনঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ
তদাখ্যাস্তন্ময়ত্বাচ্চ তদাত্মানশ্চ তে স্মৃতাঃ ।২০
প্রজাপতিঃ স্মৃতো যস্তু স তু সংবৎসরো মতঃ
সংবৎসরঃ স্মৃতো হ্যগ্নির্ঋতমিত্যুচ্যতেদ্বিজৈঃ
ঋতাত্তু ঋতবো যস্মাজ্জজ্ঞিরে ঋতবস্ততঃ।
মাসাঃ ষড়ৃতবো জ্ঞেয়াস্তেষাং পঞ্চার্ত্তবাঃ
সুতাঃ ॥ ২২
দ্বিপদাং চতুষ্পদাং চৈবপক্ষিসংসর্পজামপি।
স্থাবরাণাঞ্চ পঞ্চানাং পুষ্পং কালার্ত্তবং স্মৃতম্
ঋতুত্বমার্ত্তবত্বঞ্চপিতৃত্বঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্।
ইত্যেতে পিতরো জ্ঞেয়া ঋতবমআর্ত্তবাশ্চ যে ॥
সর্ব্বভুতানি তেভ্যোহথ ঋতু কালাদ্বিজজ্ঞিয়ে
তস্মাদেতেহপি পিতর আর্ত্তবা ইতি নঃ শ্রুতম্
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষূ স্থিতাঃ কালাভিমানিনঃ।
স্থানাভিমানিনো হ্যেতে তিষ্ঠন্তীহ প্রসংযমাৎ
অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদঃ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
জজ্ঞাতে চ পিতৃভ্যস্তু দ্বে কন্যে লোকবিশ্রুতে
মেনা চ ধারিণী চৈব যাভ্যাং বিশ্বমিদং ধৃতম্।
পিতরস্তে নিজে কন্যে ধর্ম্মার্থং প্রদদুঃ শুভে।
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চৈব তে
উভে। ২৮

অবস্থিত যে সকল কালাবয়ব কালাত্মক বলিয়া তাহাদেরও নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পর্ব্ব, তিথি, সন্ধ্যা, মাসার্দ্ধ-সংজ্ঞিত পক্ষ, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন, রাত্রি, দুই অর্দ্ধ মাসে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন ; দক্ষিণ ও উততরাভিধেয় অয়ন, এবং দুই অয়নে এক বৎসর সুমেকসংজ্ঞায় অভিহিত। এইগুলি কালরূপ অবয়বীয় অবয়ব। ঋতু সকল সুমেক-পুত্র ; ইহরা ছয় ও আট ভাগে বিভক্ত। ঋতু গণের পঞ্চ পুত্র ; তাহারা আর্ত্তব নামে খ্যাত। আর্ত্তব হইতে জাত স্থাণূ ও জঙ্গম সকলেই আর্ত্তবেয় ; আর্ত্তব পিতৃ স্বরূপ ; ঋতুগণ পিতামহস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত সকলেই সুমেক হইতে প্রসৃত হয়িা মৃত হয়। এইজন্য সুকেম প্রজাগণের প্রপিতামহ বলিয়া কথিত। এই সকল যথাস্থানস্থিত স্থানিগণ স্থানত্মক বলিয়া কথিত। উহারা তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত সেই সেই নাম ও রূপশালী বলিয়া বিদিত। অর্থাৎ ঋতু প্রভৃতি সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট। প্রজাপতি-সম্বৎ-স্বর স্বরূপ এবং সম্বৎসর- অগ্নি ও ঋতুস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত। ঋত হইতেই ঋতুগণের জন্ম ; এই জন্যই উহাদের নাম ঋতু। মাস সকল ষড়ঋতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পাঁচটা আর্ত্তব-ঐ ষড়ঋতুর সুতস্থানীয়। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পক্ষী, সর্প ও স্থাবরদিগের পুষ্পই কালার্ত্তিব বলিয়া নিরূপিত। ঋতুত্ব ও আর্ত্তবত্ব-পিতৃত্ব বলিয়াই কীর্ত্তিত। এজন্য ঋতু সকল ও আর্ত্তব সকল পিতা বলিয়া উক্ত। আমরা শুনিয়াছি, সর্ব্বভুতই ঋতুকালে এই ঋতু ও আর্ত্তব হইতে জন্মগ্রহণ করে। সেইজন্য ইহাদিগকে পিতা বলা যায়। ১-২৫। সকল মন্বন্তরেই কালাভিমানী ও স্থানাভিমানী অগ্নিস্বাত্তা ও বর্হিষদ নামক দ্বিবিধ পিতৃপুরুষ বর্ত্তমান। ঐ পিতৃদ্বয় হইতে লোকবিশ্রুত দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঐ কন্যাদ্বয়ের নাম- মেনা ও ধারিণী। ইহাঁরাই এই বিশ্ব পোষণ করেন। পিতৃগণ ধর্ম্মার্থ ঐ কন্যাদ্বয় সম্প্রদান

অগ্নিঘাত্তাস্তু যে প্রোক্তাস্তেষাং মেনা তু মানসী
ধারিণী মানসী চৈব কন্যা বর্হিষদাং স্মৃতা ॥ ২৯
মেরোস্তু ধারিণী নাম পত্ন্যর্থং ব্যসৃজন্ শুভাম্
পিতরস্তে বর্হিষদঃ স্মৃতা যে সোমপীথিনঃ।
অগ্নিস্বাত্তাস্তে তাং মেনাং পত্নীং হিমবতে দদুঃ
স্মৃতাস্তে বৈ তু দৌহিত্রাস্তদ্দৌহিতান্নিবোধত ॥
মেনা হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং সাম্বসূয়ত।
গঙ্গা সরিদ্বরা চৈব পত্নী যা লবণোদধেঃ।
মৈনাকস্যানুজঃ ক্রৌঞ্চঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো যতঃ স্মৃতঃ
মেরোস্তু ধরনী পত্নী দিব্যৌষধিসমন্বিতম্।
মন্দরং সুষুবে পুত্রং তিস্রঃ কন্যাশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥
বেলা চ নিয়তিশ্চৈব তৃতীয়া চায়তিঃ পুনঃ।
ধাতুশ্চৈবায়তিঃ পত্নী বিধাতুনিয়তিঃ স্মৃতা ॥
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বং তয়োর্বৈ কীর্ত্তিতাঃ প্রজাঃ
সুষুবে সাগরাদ্বেলা কন্যামেকামনিন্দিতাম ॥
সাবর্ণিনা চ সামুদ্রী পত্নী প্রাচীনবর্হিষঃ।
সবর্ণা সাথা সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৩৬
তেষাং স্বায়ম্ভুবো দক্ষঃ পুত্রত্বে জজ্ঞিবান্ প্রভুঃ
ত্র্যম্বকস্যাভিশাপেন চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ॥ ৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ সূতমপৃচ্ছচ্ছাংশপায়নঃ।
উৎপন্নঃ স কথং দক্ষো হ্যভিশাপাদ্ভবস্য তু।
চাক্ষষস্যান্বয়ে পূর্ব্বং তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥৩৮
ইত্যুক্তঃ কথয়ামাস সূতো দক্ষাশ্রিতাং কথাম্
শাংশপায়নমামন্ত্র্য ত্র্যম্বকাচ্ছাপকারণম্ ॥ ৩৯
দক্ষস্যাসন্ সুতো হ্যষ্টৌ কন্যা যাঃ কীর্ত্তিতা ময়া
স্বেভ্যোগৃহেভ্যো হ্যানায্য তাঃ পিতাভ্যর্চ্চয়দ গৃহে।
ততস্থভ্যচ্চিতাঃ সর্ব্বা ন্য বসংস্তাঃ পিতুগৃহে ॥
ভাসাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী যা ত্র্যম্বকস্য বৈ
নাজুহাবাত্মজাং তাং বৈ দক্ষ্যে রুদ্রমভিদ্বিষন
অকরোৎ স নতিং দক্ষে ন কদাচিন্মহেশ্বরঃ।

করিয়াছিলেন। ঐ উভয় কন্যা ব্রহ্মবাদিনী এবং পরম যোগিনী ছিলেন। তন্মধ্যে মেনা- অগ্নিস্বাত্তা নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা। আর ধারিণী নাম্নী কন্যা বহির্ষদ নামক পিতৃগণের মানসী কণ্যা। সোমপীথী বর্হির্ষদ পিতৃগণ মেরুকে ধারিণী নাম্নী কন্যা প্রদান করেন এবং অগ্নিধাত্তা পিতৃগণ মেনা নাম্নী স্বয়ি কন্যাকে হিমবানের হস্তে পত্নীত্বে সম্প্রদান করেন। অধুনা তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবরণ শ্রবণ করুন। হিমবানের পত্নী মেনা মৈনাককে প্রসব করেন। সরিদ্বরা গঙ্গা লবণোদধির পত্নী। ক্রৌঞ্চ- মৈনাকের অনুজ। ক্রৌঞ্চ হইতেই ক্রৌঞ্চদ্বীপ বিখ্যাত। মেরুপত্নী ধারিণী দিব্যৌষধি-সমন্বিত মন্দরাখ্য পুত্র ও তিনটি কন্যা প্রসব করেন। ঐ কন্যাত্রয়ের নাম- বেলা, নিয়তি ও আয়তি। ইহাদের মধ্যে আয়তিকে ধাত্রা এবং নিয়তিকে বিধাতা পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। সবায়ম্ভুবাধিকারে ইহাঁদের সন্তান-সন্ত তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেলা সাগর হইতে এক অনিন্দিতাঙ্গী কন্যা প্রসব করেন। সাবর্ণিস্বীয় সামুদ্রী নাম্নী কন্যা প্রাচীনবর্হির হস্তে সম্প্রদান করেন। তাহা হইতে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়; সকলেই প্রাচেতস সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সকলেই ধনুর্ব্বেদে বিশারদ। চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ভগবান্ ত্র্যম্বকের অভিশাপে সবায়ম্ভুব দক্ষ তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ২৬-৩৭। শাংশপায়ন এই কথা শুনিয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে সুত! চাক্ষুষ মন্বন্তরে কি প্রকারে দক্ষ ভব-শাপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন? আপনি তাহা বলুন। সূত এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্ষবিষয়িণী কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন,- দক্ষ প্রজাপতির অষ্ট কন্যা; তিনি তাঁহার কন্যাগণকে স্ব স্ব গৃহ হইতে আনয়ন করিয়া নিজগৃহে যথোচিত সম্মানের সহিত বাস করাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সতী নাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা- জগজ্জননী ত্রাম্বক- পত্নী। দক্ষ রুদ্রের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সতীকে

জামাতা শ্বশুরে তস্মিন্ স্বভাবাত্তেজসি স্থিতঃ
ততো জ্ঞাত্বা সতী সর্ব্বাঃ স্বসৃঃ প্রাপ্তাঃ পিতুর্গৃহম্।
জাগাম সাপ্যনাহূতা সতী তৎ স্বং পিতুগৃহম্ ॥
তাভ্যো হীনাং পিতা চক্রে সত্যাঃ পূজাম-সম্মতাম্।
ততোহব্রবীৎ সা পিতরং দেবী ক্রোধাদমর্ষিতা
যবীয়নীভ্যো জ্যায়সীং কিন্তু পূজামিমাং প্রভো
অসম্মতামবজ্ঞায় কৃতবানসি গর্হিতাম্ ॥ ৪৪
অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা হি ন ত্বসৎকর্ত্তুমর্হসি।
এবমুক্তেহরবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ ॥
ত্বং তু শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ পূজ্যা বালা সদা মম।
তাসাং যে চৈব ভর্ত্তারস্তে মে বহুমতাঃ সদা ॥
ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চ তপিষ্ঠাশ্চ মহাযোগাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।
গুণৈশ্চৈবাধিকাঃ শ্লাঘ্যা সর্ব্বে তে ত্র্যম্বকাৎ সতি ॥ ৪৭

বসিষ্ঠো হ্যত্রি পুলস্ত্যশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
ভৃগুশ্চরীচিশ্চ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥৪৪
তস্যাত্মা স চ তে শর্ব্বো ভক্তা চাসি হিতং সদা
তেন ত্বাং ন বুভূষামি প্রতিকুলো হি মে ভবঃ
ইত্যুবাচ তদা দক্ষঃ সম্প্রমূঢ়েন চেতসা।
শাপার্থমাত্মনশ্চৈব যে চোক্তাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥৫০
তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুদ্ধা দেবী দমব্রবীৎ
বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্যস্মাদদুষ্টাং মাং বিগর্হসে।
তস্মাত্ত্যজাম্যহং দেহমিদং তাত তবাত্মজম্ ॥
ততস্তেনাবমানে সতী দুঃখাদমর্ষিতা।
অব্রবীদ্বচনং দেবী নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৫২
যত্রাহমুপ্পৎস্যেহহং পুনর্দেহেন ভাস্বতা।
তত্রাপ্যহমসম্মূঢ়া সম্ভূতা ধার্ম্মিকী পুনঃ।
গচ্ছেয়ং ধর্ম্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকস্যৈব ধর্ম্মতঃ ॥৫৩
তত্রৈবাথ সমাসীনা যুক্তাত্মানং সমাদধে।

আহবান করিলেন না, কারণ- সতীপতি কদাপি দক্ষকে প্রণাম করিতেন না ; পরন্তু তিনি জামাতা হইয়াও শ্বশুরের নিকট অতি তেজস্বিতা দেখাইতেন। অনন্তর সতী আপন অপর ভগিনীগণ পিতৃগৃহে আসিয়াছে শুনিয় অনাহূতভবেই পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁহার অন্যান্য কন্যা অপেক্ষা তাঁহাকে নিকৃষ্টতম পূজা করিলেন। তাহাতে সতী ক্রোধাবিষ্টা হইয়া পিতাকে কহিলেন,- হে পিতঃ ! আপনি কনিষ্ঠাদিগকে জ্যেষ্ঠার ন্যায় সম্মান করিতেছেন ; ইহাতে আমি অসম্মতা বা দুঃখিতা হইলে, আপনি আমার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা, কি জন্য আপনি আমায় উপযুক্ত সম্মান করেন না ? ক্ষা সতী কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া আরক্ত-নেত্রে বলিতে লাগিলেন,-হে সতি ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা ও সম্মানার্হা কন্যা বটে, কিন্তু তুমি ব্যতীত আমার অপরাপর কন্যাগণের ভর্ত্তৃগণ সকলেই আমার বহুমত এবং তাহরা সকলেই ত্র্যম্বক অপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, মহাযোগী, ধার্ম্মিক ও গুণাধিক! বসিষ্ঠ,অত্রি,পুলহ, অঙ্গিরা,পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি- ইহারা আমার শ্রেষ্ঠ জামাতা। শর্ব্ব আমার প্রতিকুল অথচ সে-ই তোমার আত্মস্বরূপ এবং তাহাতেই তুমি অনুরুক্তা। এজন্য আমি তোমার পক্ষপাতী নহি। মূঢ়চিত্ত দক্ষ শাপগ্রস্ত হইবার নিমিত্তই এইরূপ কথা বলিলেন। সতী পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে অবমানিতা হইয়া বলিলেন,- হে তাত! আমি বাক্য-মন ও কর্ম্ম দ্বারা অদুষ্টা হইলেও আপনি যে হেতু আমায় বিনাদোষে অবমনানা করিলেন, অতএব আমি আপনা হইতে উৎপন্ন আমার এই কলুষিত তনু সত্বর পরিত্যাগ করিব। ৩৮-৫১। অনন্তর অবমানিতা সতী নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া ভগবান্ মহেশ্বরকে নমস্কারপূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন,- আমি পুনরায় যেকানে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিব, সেইখানেই মুগ্ধ না হইযা ধর্ম্মাচরণ করিব

ধারয়ামাস চাগ্নেগ্নীং ধারণাং মনসাত্মনঃ ॥ ৫৪
তত আগ্নেয়ীসমুত্থেন বায়ুনা সমুদীরিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহ্নির্ভস্ম চকার তাম্
তদুপশ্রুত্য নিধনং সত্যা দেবোঽথ শূরভৎ।
সংবাদঞ্চ তয়োর্বুদ্ধা যাতাতথ্যেন শঙ্করঃ।
দক্ষস্যাথ ঋষীণাঞ্চ চুকোপ ভগবান্ প্রভুঃ ॥
যস্মাদবমতা দক্ষ মৃৎকৃতে নাম সা সতী।
প্রশস্তাশ্চেতরাঃ সর্ব্বাঃ স্বসুতা ভর্ত্তৃভিঃ সহ ॥
তস্মাদ্বৈবস্বতং প্রাপ্য পুনরেব মহর্ষয়ঃ।
উৎপস্যন্তে দ্বিতীয়ে বৈ মম যজ্ঞে হ্যযোনিজাঃ
হুতে বৈ ব্রহ্মণা শত্রে চাক্ষষস্যান্তরে মনোঃ।
অভিব্যাহৃত্য চ ঋষীন্ দক্ষমভ্যগমৎ পুনঃ ॥
ভবিতা চাক্ষুসো রাজা চাক্ষুষস্য সমন্বয়ে।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চেব প্রচেতসঃ ॥ ৬০
দক্ষ ইত্যেব নাম্না ত্বং মার্ষায়াং জনয়িষ্যসি।
কন্যায়াং শাখিনাঞ্চৈব প্রাপ্তে বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে
দক্ষ উবাচ।
অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্ম্মতে।
ধর্ম্মার্থকামযুক্তেষু কর্ম্মস্বিহ পুনঃপুনঃ ॥ ৬২
যস্মাত্ত্বং মৎকৃতে ক্রুরমৃষীন্ ব্যাহৃতবানসি।
তস্মাৎ সার্দ্ধং সুরৈর্যজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষ্যন্তি বৈ
দ্বিজাঃ ॥৬২
হুত্বাহুতিং ততঃ ক্রূর অপস্ত্যক্ষ্যন্তি কর্ম্মসু।
ইহৈব বৎস্যসি ততা দিবং হিত্বাযুগক্ষয়াৎ ॥
রুদ্র উবাচ।
সর্ব্বেষামেব লোকানাং ভূর্লোকত্বাদিরুচ্যতে।
তমহঙ ধারয়িষ্যামি নিদেমাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৩৫
অস্যাং ক্ষিতৌ বৃতা লোকাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি
ভাস্করাঃ।
তানহং ধারয়ামীহ সততং ন তবাজ্ঞয়া ॥৬৩
চাতুর্ব্বর্ণ্যং হি দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে

এবং ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধর্ম্মপত্নীত্ব প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া সেই স্থানেই তিনি যোগাবলম্বনে স্বীয় দেহ সমাহিত করিলেন।- সতী তখন মনে আগ্নেয়ী ধারণা করিলেন ; করিবামাত্র অগ্নেয়ী ধারণা করিলেন ; করিবামাত্র আগ্নেয়ী ধারণা হইতে সমুত্থিত বায়ু দ্বারা বহ্নি সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার দেহ তৎক্ষণাৎ তস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অনন্তর শূলধারী ভগবান্ শঙ্কর দেবীর নিধন-সংবাদ যথাযথ অবগত ইহয়া দক্ষ ও ঋষিগণের প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,- হে দক্ষ ! তুমি যেমন আমার জন্য সতীকে অবমানিত করিয়া তোমার অপর সকল কন্যাগণকে ভর্ত্তার সহিত সম্মানিত করিয়াছ ; ইহার ফলে বৈবস্বতযুগে তোমার অনুগত মহর্ষিগণ মৃত্যু-কবলিত হইয়া পুনরায় আমার দ্বিতীয় যজ্ঞে অযোনিজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে ভগবান ব্রহ্মা দক্ষযজ্ঞে হোম করিতেছিলেন, তৎকালে ভগবান্ শূলী ঋষিগণের প্রতি এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া ক্রমে দক্ষসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, -চাক্ষুষান্বয়ে চাক্ষুষ নামে এক রাজা হইবেন, ঐ রাজা প্রাচীণবির্হর পৌত্র ও প্রচেতার পুত্র। উনি তোমাকে বৃক্ষনন্দিনী মরিষার গর্ভে উৎপাদন করিবেন। দক্ষ বলিলেন- রে দুর্ম্মৃতে। আমি সে জন্মেও তোমার ধর্ম্মার্থকামযুক্ত কর্ম্মে পুনঃপুন বিঘ্ন উৎপাদন করিব বেং তুমি যে আমার নিমিত্ত নিরীহ ঋষিগণকে ক্রুরবাক্যে তিরস্কার করিয়াছ ; তাহার ফলে দ্বিজগণ তোমাকে সুরগণের সহিত পূজা করিবেন না এবং তাঁহারা আহুতি প্রদান করিয়াজ্ঞকুণ্ডে জল ঢালিয়া দিবেন। সুতরাং যুগক্ষয় নিদ্ধন তোমাকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকেই বাস করিতে হইবে। ৫২-৬৩। রুদ্র বলিলেন,- মুঢ় ! ভুর্লোক, লোক সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আমি উহা পরমমেষ্ঠীর আদেশে ধারণ করিয়া থাকি। এই ক্ষিতিতলে ভাস্করোপম লোক সকল বিরাজ করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে তোমার আদেশে ধারণ

নাহং তৈঃ সহ ভোক্ষ্যামি ততো দাস্যান্তি তে পৃথক্।
ততো দেবৈঃ স তেঃ সার্দ্ধং নেজ্যতে পৃথগিজ্যতে ॥ ৬৭
ততো হুভিব্যাহৃতো দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা
স্বয়ম্ভুবেহন্তরে ত্যক্ত্বা উৎপন্নো মানুষেস্বিহ ॥
জ্ঞাত্বা গৃহপতিং দক্ষং জ্ঞাননামীশ্বরং প্রভুম্।
দক্ষো নাম মহাযজ্ঞৈঃ সোহযজদ্দৈবতৈঃ সহ॥
অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্তে বৈবস্বতেহন্তরে
মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ॥
সা তু দেবী সতী পূর্ব্বং ততঃ পমআদুমাভবৎ।
সহ্বব্রতা ভবস্যৈষা ন তয়া মুচ্যতে ভবাঃ।
যাবদিচ্ছতি সংস্থাতুং প্রভুর্মন্বন্তরেস্বিহ ॥ ৭১
মরীচং কশ্যপং দেবী যথাদিতিরনুব্রতা।
সাধ্যং নারায়ণং শ্রীস্তু মঘবন্তং শচী যথা ॥ ৭২
বিষ্ণুং কীর্ত্তী রুচিঃ সূর্য্যং বসিষ্ঠং চাপ্যরুন্ধতী।
নৈতান্তু বিজহত্যেতান্ ভর্ত্তৃন্ দেব্যঃ কথঞ্চন
আবর্ত্তমানকল্পেষু পুনর্জায়ন্তি তৈঃ সহ ॥ ৭৩

এবং প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেহন্তরে।
প্রাচীনবর্হির্ষঃ পৌতঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মার্ষায়াঞ্চ পুনর্নৃপঃ।
জজ্ঞে রুদ্রাভিশাপেন দ্বিতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্
ভৃগ্বাদয়স্তু তে সর্ব্বে জজ্ঞিরে বৈ মহর্ষয়ঃ।
আদ্যে ত্রেতাযুগে পূর্ব্বং মনো বৈবস্বতস্য হ ॥
দেবস্য মহতাং যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্ ॥
ইতি সানুশয়ো হ্যাষীত্তয়োর্জাত্যন্তরাগতঃ।
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য ত্রাম্বকস্য চ ধীমতঃ ॥ ৭৭
তস্মান্ননষয়ঃ কার্য্যে বৈরিস্বহ কদাচন।
জাত্যন্ত রগতস্যাপি ভাবিতস্য শুভাশুভৈঃ।
জন্তং ন মুঞ্চতি খ্যাতিস্তন্ন কার্য্যং বিজানতা ॥
ঊষয় ঊচুঃ।
প্রাচেতসস্য দক্ষস্য কথং বৈবস্বতেহন্তরে।
বিনাশমগমৎ সুত হয়মেধঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৭৯

করি না। দেবতাদিগের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য আছে, তাহারা সকলে একত্র ভোজন করিয়া থাকে, সেইজন্য আমি তাহাদের পঙিক্ততে ভোজন করি না; সুতরাং আমাকে তাঁহারা পৃথকভাবেই ভোজন করান। এজন্য আমি হবির্ভাগ ও পূজা তাহাদের সহিত গ্রহণ না করিযা পৃথকভবে গ্রহণ করি। অনন্তর দক্ষ অমিততেজা রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া স্বায়ম্ভুবাধিকারে মানুষ লোকে উৎপন্ন হইলেন এবং জ্ঞানবান্ গৃহপতি দক্ষ দেবতাগণের সহিত এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলিেন। এদিকে শৈলরাজ মেনার গর্ভে উমা দেবীকে উৎপাদন করিলেন। ইনিই পূর্ব্বজন্মে সতী আখ্যায় অভিহিতা ছিলেন। এই দেবীই পূর্ব্বে সতী পশ্চাৎ উমা নাম্নী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। যেমন দিতি মরীচ কশ্যপকে, লক্ষ্মী নারায়ণকে, কীর্ত্তি বিষ্ণুকে, রুচি সূর্য্যকে এবং অরুন্ধতী বসিষ্ঠকে কদাপি কোন প্রকারে পরিত্যাগ করেন না এবং ইহারা সকলেই প্রতি কল্পে কল্পেও পুনরায় আপন আপন ভর্ত্তার সহিত মিলিতা হন, তেমনি এই সতী সর্ব্বদাই ভবের সহধর্ম্মিণী, কদাপি ভবকে পরিত্যাগ করেন না। অনন্তর দক্ষ রুদ্রশাপ নিবন্ধন চাক্ষুষাধিকারে প্রাচীনবহির পৌত্র ও দশ প্রচেতার পুত্ররূপে মার্ষার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতি মহির্ষগণও বৈবস্বত মনুর অধিকারকালের পূর্ব্বে ত্রেতাযুগের প্রথমে বরুণতুল্য রূপধারী দক্ষের যজ্ঞে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৬৪-৭৬। এই প্রকারে ভগবান হর ও প্রজাপতি দক্ষের জন্মান্তরেও দীর্ঘ দ্বেষ চলিতে লাগিল। বস্তুতঃ জন্মান্তরীয় বৈরতাবশে উপনীত শুভাশুভ কর্ম্মে পরিচালিত জীবের অন্তর হইতে পূর্ব্ব সংস্কার কদাচ বিলুপ্ত হয় না; অতএব বৈরিতা করিয়া ক্রোধ কিম্বা দ্বেষ বর্দ্ধন করা সমীচী নহে। ঋষিগণ বলিলেন- হে সূত ! বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতির

দেব্যা মৃত্যুং কৃতং মত্বা ক্রুদ্ধং সর্ব্বাত্মকং প্রভুম্
কথং প্রাসাদয়দ্দক্ষঃ সাধিতঃ কথম॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নো ব্রূহি যথাতথম্ ॥ ৮০

সূত উবাচ।

পুরা মেরোর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
জ্যেতিষ্কং নাম সাবিত্রং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
তস্মিন্ দেবো গিরিশ্রেষ্ঠে সর্ব্বাধাতুবিভূষিতে।
পর্য্যঙ্ক ইব বিভ্রাজন্নুপবিষ্টো বভুব হ ॥ ৮২
শৈলরাজসুতা চাস্য নিত্যং পার্শ্বস্থিতাভবৎ।
আদিত্যাম্মহাত্মানো বসবমআমিতৌজসঃ ॥
তথৈব চ মহাত্মানাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
তথা বৈশ্রবাণো রাজা গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ॥৮৫
যক্ষাণামীশ্বরঃ শ্রীমান্ কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ।
উপাসতে মহাত্মানমুশা চ মহামুনিঃ।
সনৎকুমরপ্রমুখাস্তে চৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ৮৫
অঙ্গিরঃ প্রমুখাশ্চৈব তথা দেবর্ষয়োঽপরে।
বিম্বাবসুর্ম্বস্তথা নারদপর্ব্বতৌ ॥ ৮৬
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্মাজগ্মুরনেকশঃ।
ববৌ শিবঃ সুকো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচি ॥৮৭

হয়মেধ যজ্ঞ কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল ? কি প্রকারেই বা দক্ষ প্রজাপতি, দেবীর দেহত্যাগ জনিত ক্ষোভে নিতান্ত ক্রুদ্ধ রুদ্রকে প্রসন্ন করিলেন ? এবং বিধ্বস্ত যজ্ঞই বা সাধিত হইল কিরূপে? ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছে করি। তুমি যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কৌতুহল নিবারণ কর। সূত বলিলেন,- হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে দেবদেব একদা সর্ব্বলোকে নমস্কৃত অপ্রমেয় অনাধৃষ্য সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত, লোকবিশ্রুত জ্যোতিষ্ক-নামক মেরুশৃঙ্গে পর্য্যঙ্কাসীনবৎ উপসিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় শৈলরাজসুতা নিরন্তর তাঁহার পার্শ্বে বাস করিতেন। তৎকালে আদিত্যগণ, অমিতৌজা বসুগণ, অশ্বিণীকুমারদ্বয়, সনৎ কুমার প্রমুখ পরম ঋষি, অঙ্গিরা-প্রমুখ দেবর্ষি, বিশ্বাবসু, গন্ধর্ব্ব, নারদ, পর্ব্বত ও

সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোতোঃ পুষ্পবন্তো দ্রুমাস্তথা।
ততা বিদ্যাধরাশ্চৈব সিদ্ধাশ্চৈব তপোধনাঃ ॥৮৮
মহাদেবং পশুপতিং পর্য্যুপাসন্তি তত্র বৈ।
ভুতানি চ তথান্যনি নানারূপধরাণ্যথ ॥ ৮৯
রাক্ষসাম্মহারৌদ্রাঃ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
বহুরূপধরা হৃষ্টা নানা প্রহরণোদ্যতাঃ ॥ ৯০
দেবস্যানুচরাস্তত্র তস্থুর্বৈশ্বার্নরোপমাঃ।
নন্দীশ্বরস্তগবান্ দেবস্যানুমতে স্থিতঃ।
প্রগৃহ্য জ্বলিতং শূলং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৯১
গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভবা।
পর্য্যুপাসত তং দেবরূপিণী দ্বিজসত্তমাঃ ॥৯২
এবং স ভগবাংস্তত্র দীপ্যমনং সুরর্ষিভিঃ।
দেবৈশ্চ সুমহাভাগৈর্মহাদেবো ব্যবস্থিতঃ ॥৯৩
হুরা হিমবতঃ পৃষ্ঠে দক্ষ্যে বৈ যজ্ঞমারভৎ।
গঙ্গাদ্বারে শুভে দেশে ঋষিসিদ্ধ নিষেবিতে ॥
ততস্তস্য মখে দেবাঃ শতক্রুতুপুরোগমাঃ।
গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিমাপেদিয়ে তদা ॥ ৯৫
স্বৈর্বিমানৈর্মহাত্মানো জ্বলদ্ভির্জ্বলন প্রভাঃ।

অপ্সরাগণ সকলে আসিয়া সেইখানে নিত্য নিত্য তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। মঙ্গলময় সুখস্পর্শ বায়ু বিবিধ গন্ধ লইয়া অনুকুলভাবে বহিতে লাগিল। বিটপিবৃন্দ সকল ঋতুতেই সমভাবে পুষ্প প্রদান করিতে লাগিল ; সিদ্ধ বিদ্যাধর ও তপোধনগণ ভগবান পশুপতির সর্ব্বদা উপাসনা করিতে লাগিলেন ; অন্যান্য বিবিধরূপ ভুত সকল, মহারৌদ্র রাক্ষসগণ ও মহাবল পিশাচগণ, ইহারা সকলেই নানা প্রহরণে ভুষিত হইয়া ভগবান মহাদেবের অনুচরের কার্য্য করিতে লাগিল। ভগবান্ নন্দীশ্বর স্বীয় তেজে দীপ্যমান উজ্জ্বল শূল হস্তে ধারণ করিয়া মহাদেবের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। ৭৭-৯১। সর্ব্বতীর্থময়ী দেবরূপিণী সরিদ্বরা গঙ্গা তৎকালে দেবদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভগবান মহাদেব

সেবস্যানুমতেহ্যগচ্ছন্ গঙ্গাদ্বার ইতি শ্রুতিঃ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাকীর্ণং নানাদ্রুমলতাবৃতম্।
ঋষিসঙ্ঘৈঃ পরিবতং দক্ষং ধর্ম্মভৃতাং বরম্ ॥
পৃথিব্যমন্তরিক্ষে বা যে চ স্বর্লোকবাসিনঃ।
সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সহ মরুদ্গণৈঃ
জিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব্বে আগতা যজ্ঞভাগিনঃ ॥
উষ্মপাঃ সোমপাশ্চৈব আজ্যপা ধুমপাস্তথা।
আশ্বিনৌ পিতরশ্চৈব আগতা ব্রহ্মণা সহ ॥১০০
এতে চান্যে চ বহবো ভূতগ্রামাস্তথৈব চ।
জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জকাস্তথা ॥১০১
আহূতা মন্ত্রতঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ সহ পত্নিভিঃ।
বিরাজন্তে বিমানস্তা দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥১০২
তান্ দৃষ্টা মন্যুমাবিষ্টো দধীচো বাক্যমব্রবীৎ
অপূজ্যপূজনে চৈব পুজ্যানাং চাপ্যপুজনে।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥
এবমুক্তা তু বিপ্রর্ষিঃ পুনর্দক্ষমবাষত।
পুজ্যস্তু পশুভর্ত্তারং কস্মান্নাহ্বয়সে প্রভুম্ ॥১০৪

দক্ষ উবাচ।

সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ।
একাদমাবস্তগতা নান্যং বেদ্মি মহেশ্বরম্ ॥১০৫

দধীচ উবাচ।

সর্ব্বেষামেকমনেত্রহুয়ং যেনেমো ন নিমন্ত্রিতঃ।
যথাহং শঙ্করাদুর্দ্ধং নান্যৎপশ্যামিদৈবতম্ ॥
তথা দক্ষস্য বিপুলো যজ্ঞোহয়ং ন ভবিষ্যতি ॥

দক্ষ উবাচ।

এতন্মখেশায় সুবর্ণপাত্রে
হবিঃ সমস্তং বিধিমন্ত্রপুতম্।
বিষ্ণোর্নয়াম্য প্রতিমস্য সর্ব্বং
প্রবোর্বিভোর্হ্যাহবনীয়নিত্যম্ ॥ ১০৭
গতাস্তু দেবতা জ্ঞাত্বা শৈলরাজসুতা তদা।

তথায় দেব ও সুরর্ষিগণের সহিত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষ হিমালয়পৃষ্ঠে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞভূমি মঙ্গলজনম মুনিসিদ্ধ-নিষেবিত গঙ্গাদ্বারে প্রতিষ্ঠিত হইয়ছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঐ যজ্ঞোপলক্ষে অনলকান্তি শতক্রতু প্রমুখ দেবগণ প্রজ্বলিত বহ্নিবৎ নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করিয়া গঙ্গাদ্বারে আগমন করিয়াছিলেন। তকন কি পৃথিবীস্থ, কি অন্তরীক্ষস্থ, কি স্বর্লোকবাসী সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিসঙ্ঘ-পরিবৃত ধার্ম্মিকপ্রবর প্রজাপতি দক্ষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আদিত্য, বসু রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্গণ ইহারা সকলে দেব বিষ্ণুর সহিত যজ্ঞভাগ লাভার্থ আগমন করিলেন। উষ্মপা, সোমপা, আজ্যপা, ধমপা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও পিতৃগণ, ইহাঁরা সকলে পিতামহ ব্রহ্মার সহিত আগমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বহু ভুতগ্রাম, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রভৃতি প্রাণিগণও এ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়াছিল। দেবগণ স্বীয় স্বীয় পত্নীর সহিত অনলবৎ দীপ্যমান বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই সময় ব্রহ্মর্ষি দধীচি মুনিগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন,- অপুজ্য-পুজনে এবং পুজ্যগণের অপুজনে নর মহৎ পাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয়ং নাই। বিপ্রর্ষি দধীচ দক্ষকে এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন,-হে প্রজাপতে ! আপনি পূজনীয় দেব পশুপতিকে কি জন্য আহ্বান করেন নাই ? দক্ষ বলিলেন, -একদশ অবস্থা প্রাপ্ত বহুতর শূলহস্ত কপর্দ্দী রুদ্র আমার আছে। অন্য মহেশ্বর কে? রুদ্র আমার আছে। অন্য মহেশ্বর কে? তাহা আমি জানি না। দধীচ বলিলেন,- সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে ; কিন্তু মহেশকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। শঙ্কর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা ত কৈ আমি কাহাকেও দেখিতেছি না ; দক্ষের এই বিপুল যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। ৯২-১০৬। দক্ষ বলিলেন,-এই যজ্ঞে আমি সুবর্ণপাত্রে করিয়া বিধি-মন্ত্রপুত সমস্ত হবিৎ গ্রহণপূর্ব্বক অপ্রতিম ভগবান্ বিষ্ণুকেই উপহার প্রদান করিব। তিনিই নিত্য

উবাচ বচরং সাধ্বী দেবং পশুপতিং তদা ॥
উমোবাচ।
ভগবন্ ক্ব গতা হ্যেতে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
ব্রূহি তত্ত্বেন তত্ত্বজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥
মহেশ্বর উবাচ।
দক্ষো নাম মহাভাগে প্রজানাং পতিরুত্তমঃ।
হয়মেধেন যজতে তত্র যান্তি দিবৌকসঃ ॥ ১১০
দেব্যুবাচ।
যজ্ঞমেতং মহাভাগ কিমর্থং ন গতোহসি বৈ।
কেন বা প্রতিষেধেন গমনং প্রতিষিধ্যতে ॥
মহেশ্বর উবাচ।
সুরৈরেব মহাভাগে সর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেসু মম সর্ব্বেষু ন বাগ উপকল্পিতঃ ॥ ১১২
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি বাগং যজ্ঞস্য ধীমতঃ ॥
দেব্যুবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বদেবেষু প্রবাবাভ্যধিকো গুণৈঃ।
অজেষশ্চাপধৃষ্যশ্চ তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ১১৪
অনেন তু মহাভাগ প্রতিষেধেন ভাগতঃ।
অতীব দুঃখমাপন্ন বেপথুম্মমানঘ ॥ ১১৫
কিং নাম দানং নিয়মং তপো বা
কুর্য্যামহং যেন পতির্নমাদ্য।
লভেত ভাগং ভগাবন্‌চিন্ত্যো
যজ্ঞস্য চার্দ্ধমত বা তৃতীয়ম্ ॥ ১১৬
এবং ব্রুবাণাং ভগবানচিন্ত্যঃ
পত্নীং প্রহৃষ্টঃ ক্ষুভিতামুবাচ।
ন বেৎসি দেবেশি কৃশোদরাঙ্গি
কিং নম যুক্তং বচনং তবেদম্ ॥ ১১৭
অহং হি জানামি বিশালনেত্রে
ধ্যানেন সর্ব্বং হি বদন্তি সন্তঃ।
তবাদ্য মোহেন মহেন্দ্রদেবো
লোকত্রয়ং সর্ব্বথা সম্প্রশূঢ়ম্ ॥ ১১৮
মামধ্বরে শংসিতারঃ স্তবন্তি
রথন্তরে সাম গায়ন্তি গেয়ম্।
মাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্রে যজন্তে
মমাধ্বর্য্যবঃ কল্পয়ন্তে চ ভাগম্ ॥ ১১৯

হরনীয়। এদিকে আমন্ত্রিত দেববৃন্দ দলে দলে দক্ষের যজ্ঞভূমিতে আগমন করিতেছেন, দেখিয়া সাধ্বী শৈলরাজ-সূতো ভগবান্ হরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-ভগবন্ ! এই শক্রপ্রমুখ দেববৃন্দ কোথায় গমন করিতেছেন? যথাযথ বলিয়া আমার কৌতুহল নিবরণ করুন। মহেশ বলিলেন,-দেবি! মহাভাগে! দক্ষা নামক প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, তদুপলক্ষে দেবগণ তথায় যাইতেছেন। দেবী বলিলেন,-হে মহাভাগ! আপনি কেন এই যজ্ঞে যাইতেছেন না? কোন অন্তরায় হেতু আপনার গমন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে? মহেশ্বর বলিলেন,-হে মহাভাগে! সুরগণই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন যজ্ঞেই আমার ভাগ কল্পনা করেন না বা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদানও করেন না। দেবী বলিলেন,-ভগবন্! আপনি সকল দেবতা হইতে অধিক প্রভাববান, অজেয়, এবং তেজ, যশ ও ঐশ্বর্য্যে অপ্রধৃষ্য; এত গুণ সত্ত্বেও আপনার যজ্ঞভাগ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এ কারণ আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং এজন্য আমার শরীরে কম্প হইতেছে। এমন কোন দান, নিয়ম বা তপস্য আছে যাহা করিলে আপনি যজ্ঞের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অংশও লাভ করিতে পারেন, যদি থাকে, তবে আমি তাহাই করি। ১০৭-১১৬। দেবী এই কথা বলিলে, ভগবান্ দেবেশ দেবীকে দুঃখিত জানিয়া, হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,-হে কৃশোদরাঙ্গি! তুমি জানো না তোমার কি এরূপ বলা শোভা পায়, আমি জানি, সাদু ব্যক্তিরা ধ্যান বশে সমস্তই জানিতে পারেন। বলিব কি, তোমার মোহে মহেন্দ্র, এমন কি লোকত্রয়ই আপাততঃ মুগ্ধ হইয়াছে নতুবা দেখিতেছ না কি যে, প্রস্তোতা সকল যজ্ঞে আমারই স্তব করিতেছে এবং রথন্তরে সাম গান হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ আমাকে ব্রহ্মযজ্ঞে

দেব্যুবাচ।

সুপ্রাকৃতোঽপি ভগবান্ সর্ব্বস্ত্রীজনসংসদি।
স্তৌত গোপায়তে বাপি স্বমাত্মানং ন সংশয়ঃ

ভগবানুবাচ।

নাত্মানং স্তৌমি দেবেশি পশ্য ত্বমুপগচ্ছ চা।
যং স্রক্ষ্যামি বরারোহে ভাগার্থং বরবর্ণিনি ॥
এবমুক্তা তু ভাগবান্ পত্নীং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্।
সোঽসৃজদ্ভবান্ ব্রহ্মাদ্ভুতং ক্রোধাগ্নিসন্নিভম্
সহস্রশীর্ষং দেবঞ্চ সহস্রচরণেক্ষণম্।
সহস্রমুদ্গরধরং সহস্রশরপাণিনম্ ॥ ১২৩
শঙ্খচক্রগদাপাণিং দীপ্তকার্ম্মকধরিণম্।
পরস্বসিধরং দেবং মহারৌদ্রং ভয়াবহম্ ॥১২৪
ঘোররূপেণ দীপ্যন্তং চন্দ্রার্দ্ধকৃতভূষণম্।
বসানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরনিস্রবম্ ॥ ১২৫
দংষ্ট্রাকরালং ভিভ্রান্তং মহাবক্ত্রং মহোদরম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বং প্রলম্বোষ্ঠং লম্বকর্ণং দুরাসদম্ ॥
কুলিশোদ্যোতিতকরং ভাভির্জ্বলিতমুর্দ্ধজম্।
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং মুক্তাদামবিভূষিতম্ ॥১২৭
তেজসা চৈব দীপ্যন্তং যুগান্তমিব পাবকম্।
আকর্ণদারিতাস্যান্তং চতুর্দংষ্ট্রং ভয়ানকম্ ॥ ১২৮
মহাবলং মহাতেজং মহাপুরুষমীশ্বরম্।
বিশ্বহর্ত্তৃমহাকায়ং মহান্যগ্রোধমণ্ডলম্।
যুগপচ্চন্দ্রশতবদ্দীপ্যন্তং মন্মথাগ্নিবৎ ॥১২৯
চতুর্মহাস্যং সিততীক্ষ্ণদন্তং
মহোগ্রতেজোবলপৌরুষাঢ্যম॥
যুগান্তসূর্য্যাগ্নিসহস্রভাসং
সহস্রচন্দ্রামলকান্তিকান্তম্।
প্রদীপ্ত সর্ব্বৌষধিমন্দরাভং
সুমেরুকৈলাসহিমাদ্রিতুল্যম্ ॥১৩০
যুগার্কাভং মহাবীর্য্যং চারুনাসং মহাননম্।
প্রচণ্ডগণ্ডং দীপ্তাক্ষমগ্নিজ্বালাবিলাননম্ ॥১৩১
মৃগেন্দ্রকৃত্তিবসনং নানাগন্ধানুলেপনম্।
উষ্ণীষিণং চন্দ্রধরং ক্বচিদুগ্রং ক্বচিৎ সমম্ ॥১৩২
নানাকুসুমমুর্দ্ধানং নানাগন্ধানুলপনম্।
নানারত্নবিচিত্রাঙ্গং নানাভরণভূষিতম্ ॥১৩৩
কর্ণিকারস্রজং দীপ্তং ক্রোধাদুদ্ভ্রান্তলোচনম্ ॥
ক্বচিন্নৃত্যতি চিত্রাঙ্গং ক্বচিদ্বদতি সুস্বরম্।
ক্বচিদ্ধ্যায়তি যুক্তাত্মা ক্বচিৎ স্থূলং প্রমার্জ্জতি।
ক্বচিদ্গায়তি বিশ্বাত্মা ক্বচিদ্রৌতি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥

পূজা করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্য্যু গণ আমরাই ভাগ কল্পনা করেন। দেবী বলিলেন,- ভগবন্! অত্যন্ত প্রাকৃত লোকও স্ত্রীজন সন্নিধানে নিজের প্রশংসা করে অথবা আত্মগোপন করিয়া থাকে। ভগবান্ বলিলেন- হে দেবশি! আমি আত্মস্তুতি করিতেছি না। তুমি আমার নিকটে আসিয়া দেখ-আমি যজ্ঞভাগ লাভের নিমিত্ত এক ভূত সৃজন করিতেছি। ভগবান্ হর স্বীয় পত্নীকে এই কথা বলিয়া নিজ মুখ হইতে ক্রোধাগ্নি-সন্নিভ এক ভূত সৃজন করিলেন। ঐ ভূত-সহস্রশীর্ষ,, সহস্রচরণ, সহস্রমুদ্গর-ধর, সহস্রশরপাণি, শঙ্খচক্রগদা-পাণি, দীপ্তকার্ম্মকধারী, পরশু ও অসিধারী সাক্ষাৎ ভয়তুল্য, মহারৌদ্র, ঘোররূপে দীপ্যমান, চন্দ্রার্দ্ধকৃত-ভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী, রুধিপ্লাবিত-সর্ব্বাঙ্গ, করাল-দংষ্ট্রা, মহাবক্ত্র, মহোদর, বিদ্যুজ্জিহ্ব, লম্বোষ্ঠ, লম্বকর্ণ, দুরাসদ, বজ্র দ্বারা দীপ্তহস্ত, তেজঃপ্রদীপ্ত কেশরাশি-ধর, জ্বালা-মালায় পরিক্ষিপ্ত, মুক্তা-দাম-বিভূষিত, যুগান্ত পাবকের ন্যায় তেজে প্রদীপ্ত, আকর্ণ-বিস্তৃত-বদন, মহাবল মহাতেজা, বিশ্বহর্ত্তা, মহাকায়, মহান্ বটবিটপীর ন্যায় পরিমণ্ডল-যুত, যুগপৎ শতচন্দ্রবৎ সমুজ্জ্বল, মন্মথাগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, চারিটী বিরাট্ আস্যযুক্ত, সিত তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রশালী, মহেন্দ্রতেজা, সহস্রযুগান্ত-সূর্য্য-সন্নিভ, সুমেরু কৈলাস ও হিমাদ্রি তুল্য, প্রচণ্ড-গণ্ড, দীপ্তক্ষ, অগ্নিজ্বালা-বিশিষ্ট মুখবিবর, মহাভুজঙ্গবেষ্টিত, উষ্ণীষধর, বিবিধ কুসুম-ভূষিত মস্তক-ধর, নানা আভরণে ভূষিত ও ক্রোধে উদ্ভ্রান্তনেত্র। ১১৭-১৩৪। সে নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া কখন নৃত্য করিতে লাগিল, কখন সুস্বরে কথা কহিতে লাগিল,

জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ
প্রভুত্বমাত্মসম্বোধো হ্যধিষ্ঠানগুণৈর্যুতঃ ॥ ১৩৬
জানুভ্যামবনিং গত্বা প্রণতঃ প্রঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
অজ্ঞাপয় ত্বং দেবেশ কিং কার্য্যং করবাণি তে
তমুবাচাক্ষিপ মখং দক্ষস্যেহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৩৭
দেবস্যানুমতিং শ্রুত্বা বীরভদ্রো মহবলঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবেশস্য উমাপতেঃ ॥
ততো বন্ধাৎ প্রমুক্তেন সিংহেনেবেহ লীলয়া।
দেব্যা মন্যুকৃতং মত্বা হতো দক্ষস্য স ক্রতুঃ ॥
মন্যুনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।
আত্মানঃ সব্বসাক্ষিত্বে তেন সার্দ্ধং সহানুগা ॥
স এষ ভগাবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রেতাবাসকৃতালয়ঃ।
বীরভদ্র ইতি খ্যাতো দেব্যা মন্যুপ্রমার্জ্জকঃ
সোঽসৃজদ্রোমকূপেভ্যো রৌদ্রান্নাম গণেশ্বরান্
রুদ্রানুগা মহাবীর্য্যা রুদ্রবীর্য্যপরক্রামাঃ॥ ১৪২
রুদ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে রুদ্রসমপ্রভাঃ।

কখন স্থূল বস্ত্র মার্জ্জন করিতে লাগিল, কখন গান করিতে লাগিল, এবং কখন বা মহর্ম্মুহু রোদন করিতে লাগিল। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, প্রভুত্ব, আত্মসম্বোধ, ও অধিষ্ঠান-গুণযুক্ত হইয়া সে ক্ষিতিতল লুণ্ঠিত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে দেবদেব মহেশ্বরকে বলিল,-হে দেব! আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি কার্য্য করিব? তখন ভগবান্ মহাদেব বলিলেন,-তুমি দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস কর। অনন্তর মহাবল বীরভদ্র দেব মহেশ্বরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক পিঞ্জর-মুক্ত সিংহের ন্যায় অতিক্রোধে দেবীর উৎকণ্ঠাজনক সেই দক্ষযজ্ঞাভিমুকে ধাবিত হইলেন। ঐ সময়েই দেবীর ক্রোধ-সম্ভূতা মহাভীমা মহেশ্বরী ভদ্রকালী বীরভদ্রের অনুসরণ করিলেন। অতীব ক্রুদ্ধ প্রেতাবাসবাসী বীরভদ্র তখন দেবীর ক্রোধোপশমের নিমিত্ত স্বীয় রোমকুপ হইতে রৌদ্রনামক অসংখ্য গণেশ্বরকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ রুদ্রসহচর অতি বিভীষণ রুদ্রগণ সকলেই রুদ্রতুল বল-

তে নিপেতুস্ততস্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
ততঃ কিলকিলাশ্ব আকাশং পুরয়ন্নিব।
তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥
পর্ব্বতাশ্চ ব্যশীর্য্যন্ত কম্পতে চ বসুন্ধরা।
মেরুশ্চ ঘুর্ণ্যতে বিপ্রাঃ ক্ষুভ্যন্তে বরুণালয়াঃ ॥
অগ্নয়ো নৈব দীপ্যন্তে ন চ দীপ্যতি ভাস্করঃ।
গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ ॥
ঋষয়ো নাভ্যভাষন্ত ন দেবা ন চ দানবাঃ।
এবং হি তিমিরীভূতে নিদহন্তি বিমানিতাঃ ॥
সিহনাদং প্রমুঞ্চন্তে ঘোররূপা মহাবলাঃ।
প্রভঞ্জন্তে পরে ঘোরা যুপানুৎপাটয়ন্তি চ ॥
প্রমর্দ্দন্তি তথা চান্যে বিনৃত্যন্তি তথাপরে।
আধাবন্তি প্রধাবন্তিবায়ুবেগা মনোজবাঃ।
চুর্ণ্যন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যাগস্যায়তানি চ ॥ ১৪৯

বীর্য্যশালী ও রুদ্রের ন্যায় রূপধারী ; তাহারা সংখ্যায় শত শত সহস্র সহস্র। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যুগপৎ যজ্ঞভূমি আক্রমণ করিল। তাহাদের কিল-কিলা শব্দে আকাশ ও দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইল। নিখিল দেববৃন্দ চকিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল ; বসুন্ধরা কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। মেরু ঘুর্ণ্যমাণ হইল। সাগর ক্ষুভিত, অগ্নি দীপ্তিহীন, ভাস্কর তেজোহীন, গ্রহগণ অপ্রকাশিত, এবং তারকাপুঞ্জ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। যজ্ঞে সমাগত ঋষিগণ, দেবগণ এবং দানবগণের কারও বাক্য স্ফুরণ হইল না। ক্রমশঃ সব্বস্থান যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। গণসমূহ আকাশে থাকিয়া যজ্ঞাগত লোক সকলকে নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত করিতে লাগিল ; মহাবল গণগণ ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিল ; কেহ কেহ বা যজ্ঞাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিল ; কেহ কেহ বা যজ্ঞপুট উৎপাটন করিয়া দিল ; কেহ কেহ বা নির্দ্দয় নিপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল ; অপর কতিপয়গণ দলবদ্ধ হইয়া পৈশাচিক আনন্দে তাণ্ডব করিতে লাগল। তাহারা দলে দলে

শীর্য্যমাণানি দৃশ্যন্তে তারা ইব নভস্তলাৎ।
দিব্যান্নপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥
ক্ষীরনদ্যস্ততা চান্যা ঘৃতপায়সকর্দ্দমাঃ।
মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ ॥ ১৫১
ষড়ুরসান্নিবহন্ত্যন্যা গুড়কুল্যা মনোরমাঃ।
উচ্চাবচানিমাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥
পানকানি চ দিব্যানি লেহ্যং চোষ্যং তথাপরে
ভুঞ্জতে বিবিধৈর্বক্ত্রৈর্বিলুণ্ঠন্তি ক্ষিপন্তি চ ॥
রুদ্রকোপান্মহাকায়াঃ কালাগ্নিসদৃশোপমাঃ।
সুরসৈন্যানি মর্দ্দন্তে ভীষয়ন্তি চ সর্ব্বশঃ।
ক্রীড়ন্তি বিবিধাকারাশ্চিক্ষিপুঃ সুরযোষিতঃ ॥
রুদ্রকোপপ্রযুক্তাস্ত সর্ব্বদেবৈঃ সুরক্ষিতম্।
তং যজ্ঞমহনন্ শীঘ্রং রুদ্রকল্পাঃ সমীপতঃ ॥
চক্রুরন্যে তথা নাদান্ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করান্।
ছিত্ত্বা শিরোহন্যে যজ্ঞস্য বিনন্দতি ভয়ঙ্করাঃ ॥
দক্ষো দক্ষপতিশ্চৈব দেবো যজ্ঞপতিস্তথা।
মৃগরূপেণ চাকাশে প্রপলায়িতুমারভৎ ॥ ১৫৭

বায়ুবেগে ধাবন ও কুর্দ্দন করিতে লাগিল। যজ্ঞপাত্র সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল ; যজ্ঞ-ভবন বিনষ্ট করিল ; নভস্তলে তারা যেমন বিশীর্ণ দেখায়, তদ্রূপ যজ্ঞভূমি বিশীর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা দিব্য দিব্য পর্ব্বতোমপম অন্ন ও পানীয়-রাশি, ক্ষীর-নদী, ঘৃত ও পায়স-কর্দ্দম, শদু ও মাণ্ডোদক, জল, খণ্ড ও শর্করারূপ বালুকারাশি, ষড়ুরসবাহিনী অসংখ্য গুড়কুল্যা, উচ্চাবচ মাংসস্তূপ, অন্যান্য বিবিধ ভক্ষ্য ও দিব্য দিব্য লেহ্য, চুষ্য প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রীর স্তূপ যথেচ্ছ ভোজন ও চতুর্দ্দিকে উঃক্ষেপণ করিতে লাগিল। সেই রুদ্রকোপপ্রযুক্ত কালাগ্নিসদৃশ প্রমথগণ সুরসৈন্যগণকে মর্দ্দন করিয়া ইতস্ততৎ ক্রিড়া করিতে করিতে সুরবালাগণকেও দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা সর্ব্বদেব সমক্ষে দক্ষের যজ্ঞ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর অতি ভীষণ

বীরভদ্রোহপ্রমেয়াত্মা জ্ঞাত্বা তস্য বলং তদা।
অন্তরিক্ষগতস্যাশু চিচ্ছেদাস্য শিরো মহান্ ॥
দক্ষঃ প্রতাপতিশ্চৈব নষ্টঃ সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
ক্রুদ্ধেন বীরভদ্রেণ শিরঃ পাদেন পীড়িতম্।
জরাভিভূততীব্রত্বা নিপপাত মহীতলে ॥ ১৫৯
ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবতানাং তাঃ কোট্যো বিমলাত্মিকাঃ
পাশোগ্নিবলেনামু বদ্ধাঃ সিংবলেন চ ॥
ততো জগ্মুর্মহাত্মানং সর্ব্বে দেবা মহাবলম্।
প্রসীদ ভগবন্ রুদ্র ভৃত্যানাং মা ক্রুধঃ প্রবো
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কথ্যতাং কো ভবানিতি

বীরভদ্র উবাচ।

ন চ দেবো ন চাদিত্যো ন চ ভোক্তুমিহাগতঃ
নৈব দ্রষ্টুং হি দেবেন্দ্রান্ন চ কৌতুহলান্বিতঃ ॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থং সম্প্রাপ্তং বিদ্ধি মামিহ।
বীরভদ্র ইতি খ্যাতং রুদ্রকোপাদ্বিনির্গতম্ ॥

হুঙ্কার করিতে লাগিল। কেহ বা যজ্ঞ-শির ছেদন করিয়া ভয়ঙ্কর নাদ করিল। ঐ সময় যজ্ঞপতি দক্ষ মৃগরূপ ধারণ করিয়া আকাশযানে পালায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অপ্রমেয়াত্মা মহাবীর বীরভদ্র জানিতে পারিয়া অতি সত্বর অন্তরীক্ষগত দক্ষের মস্ত ক ছেদন করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি এইরূপ অচেতন হইয়া ভূপতিাবস্থায় বীরভদ্রকর্ত্তৃক পদদলিত হইতে লাগিলেন। তখন ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতা অগ্নি প্রদীপ্ত পাশে আবদ্ধ হইয়া মহবল বীরভদ্রসমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও দক্ষপ্রজাতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,-প্রভো! আপনি কে? এ ভৃত্যগণের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আপনি কে? তাহা বলিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। ১৩৫-১৬২। বীরভদ্র বলিলেন,-আমি দেবাতা বা আদিত্য নহি, আমি এখানে ভোজন করিতে আসি নাই এবং কৌতুহলান্বিত হইয়া দেবতাদিগকে দর্শন করিতেও আমার আগমন হয় নাই। আমি

ভদ্রকালী চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বিনির্গতা
প্রেষিতা দেবদেবেন যজ্ঞান্তিকমিহাগতা ॥
শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবং তং ত্বমুমাপতিম্।
বরং ক্রোধোঽপি রুদ্রস্য বরদানং ন দেবতঃ
বীরভদ্রবচঃ শ্রুত্বা দক্ষো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
তোষয়ামাস দেবেশং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥
প্রদুষ্টে যজ্ঞবাটে তু বিদ্রুতেষু দ্বিজাতিষু।
তারমৃগময়ে দীপ্তে রৌদ্রে ভীমমহানলে ॥
শূলনির্ভিন্নবদনৈঃ কুজদ্ভিঃ পরিচারকৈঃ।
নিখতোৎপাটিতৈর্যুবৈরপবিদ্ধৈর্যতস্ততঃ ॥
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ গৃধ্রৈরামিষগৃর ভিঃ।
পক্ষাপাতবিনিধূ তৈঃ শিবাশতনিনাদিতৈঃ ॥
প্রাণাপানৌ সন্নিরুধ্য ততঃ স্থানেন্ যত্নতঃ।
বিচার্য্য সর্ব্বতো দৃষ্টিং বহ্বদৃষ্টিরমিত্রজিৎ ॥
সহসা দেবদেবেশস্তগ্নিকুণ্ডাদুপাগতঃ।
চন্দ্রসূর্য্যসহস্রস্য তেজঃ সম্বর্ত্তকোপমম্ ॥ ১৭২
প্রহস্য চৈনং ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ।

কেবল দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশের নিমিত্তেই এখানে আসিয়া ছিলাম ; আমার নাম-বীরভদ্র-আমি রুদ্রকোপ হইতে উৎপন্ন। আর এই ভদ্রকালী, দেবী সতীর ক্রোধ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া দেবদেব কর্ত্তৃক এই যজ্ঞভূমিতে প্রেরিত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! আপনি দেব উমাপতির শরণাপন্ন হউন, অন্য দেবতার বরদান অপেক্ষা রুদ্রের ক্রোধও ভাল। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ বীরভদ্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শূলপাণিকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময় দেব শূলপাণি ইতস্ততঃ দৃষ্টি বিক্ষেপপুরঃসর প্রাণাপান নিরোধ করিয়া-দক্ষের যজ্ঞভূমি প্রদুষ্ট, যজ্ঞদীক্ষিত দ্বিজাতিকুল বিদ্রুত, প্রদীপ্ত ভীম যজ্ঞীয় মহানল নির্ব্বাপিত, পরিচারকগণ শূলাহতবদনে রোরুদ্যমান এবং যজ্ঞযূপ উৎপাটিত, আমিসগৃধূ পতনোৎপতনশীল গৃধ্রগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত ও পক্ষবাতবিনির্দ্ধূত, এবং শিবাশত কর্ত্তৃক নিনাদিত হইতে দেখিয়া

নষ্টস্তেঽজ্ঞানতো দক্ষ প্রীতিস্তে ময়ি সাম্প্রতম্
স্মিতং কৃত্বাব্রবীদ্বাক্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে
শ্রাবিতঞ্চ সমাখ্যায় দেবানাং গুরুভিঃ সহ।
তমুবাচাঞ্জলিংকৃত্বা দক্ষো দেবং প্রজাপতিঃ
ভীতর্শঙ্কিতবিত্রস্তঃ সবাষ্পবদনেক্ষণঃ ॥ ১৭৫
যদি প্রসন্নো ভগবান্ যদি বাহং তব প্রিয়ঃ।
যদি বাহমনুগ্রাহ্যো যদি দেয়ো বরো মম ॥
যদ্দগ্ধং ভক্ষিতং পীতমশিতং যচ্ছ নাশিতম্।
চূর্ণীকৃতং চাপবিদ্ধং যজ্ঞসম্ভারমীদৃশম্। ১৭৭
দীর্ঘকালেন মহতা প্রযত্নেন চা সঞ্চিতম্।
তন্ন মিথ্যা ভবেন্মহ্যং বরমেতং বৃণোম্যহম্ ॥
তথাস্ত্বিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষং মহাদেবং ক্র্যক্ষং তং বৈ প্রজাপতিঃ

সহসা অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন। এবং শত সহস্র চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া দক্ষকে বলিলেন-হে প্রজাপতে! তোমার অজ্ঞানতার জন্যই এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইল। কিন্তু এখন তোমার প্রতি আমার প্রীতি যথেষ্ট আছে। এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,- অধুন তোমার কি উপকার করিব, তাহা বল। আমি দেবগণের নিকট তোমার দুর্দ্দৈবের সকল বিষয়ই অবগত আছি। অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি ভগবান্ হরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত-মানসে গলদশ্রুনয়নে বলিলেন,-হে দেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমার প্রতি যদি আপনার প্রীতি থাকে, আমাকে যদি অনুগ্রহ্য বলিয়া মনে করেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার দীর্ঘকালের সঞ্চিত যজ্ঞ-সম্ভার সমুদয়-যাহা অযাথাবাবে ভক্ষিত ও নাশিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত অতি প্রযত্ন-সঞ্চিত দ্রব্য-সম্ভার আমি বররূপে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; আপনার প্রসাদে আমার সেই যজ্ঞফল প্রাপ্তি হউক। ১৬৩-১৭৮। ভগবান্ হর দক্ষ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া 'তথাস্তু' বাক্যে বর দান

নুত্যামবনিং গত্বা দক্ষো লব্ধা ভবাদ্বরম্।
য়ামস্টসহস্রেণ স্তবান্ বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৮০

দক্ষ উবাচ।

দেবাদেবেশ দেবারিবলসুদন।
দেবেন্দ্রহ্যমরশ্রেষ্ঠ দেবদানবপূজিত ॥ ১৮১
সহস্রাক্ষা বিরূপাক্ষ ত্রক্ষ যক্ষাধিপপ্রিয়।
সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তং বর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বানাবৃত্য তিষ্ঠসি ॥
শঙ্কুকর্ণ মহাকর্ণ কুম্ভকর্ণার্ণবালয়।
গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমোহস্ত তে ॥
শতোদর শতাবর্ত্ত শতজিহ্ব শতানন।
গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণো হ্যর্চ্চয়ন্তি তথার্চ্চিনঃ ॥
দেবদানবগোআ চ ব্রহ্মা চত্বং শতক্রতঃ।
মুর্ত্তীশ ত্বং মহামূর্ত্তে সমুদ্রাম্বুধরায় চ ॥ ১৮৫
সর্ব্বা হ্যস্মিন্ দেবতাস্তে গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে
শরীরং তে প্রপশ্যামি সোমমগ্নিং জলেশ্বরম্ ॥
আদিত্যমথ বিষ্ণুঞ্চ ব্রহ্মাণং সবৃহস্পতিম্।
ক্রিয়া কার্য্যং কারণঞ্চ কর্ত্তা করণমেব চ ॥১৮৭
অসচ্চ সদসচ্চৈব তথৈব প্রভবাব্যয়ম্।
নমো ভবায় শর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চা ॥১৮৮
পশূনাং পতয়ে চৈব নমস্ত্বন্ধকঘাতিনে।
ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে ॥১৮৯
ত্রাম্বকায় ত্রিনেতায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ।
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় প্রচণ্ডায়ধরায় চ ॥ ১৯০
দণ্ডিমাসক্তকর্ণায় দণ্ডিমুণ্ডায় বৈ নমঃ।
নমোহর্দ্ধদণ্ডকেশায় নিষ্কায় বিকৃতায় চ ॥১৯১
বিলোহিতায় ধুম্রায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ।
নমস্ত্ব প্রতিরূপায় শিবায় চ নমোহস্তু তে ॥
সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সূর্য্যধ্বজপতাকিনে।
নমঃ প্রমথনাথায় বৃষস্কন্ধায় ধন্বিনে ॥১৯৩
নমো হিরণগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ।
হিরণ্যকৃতচূড়ায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ ॥ ১৯৪
সত্রঘাতায় দণ্ডায় বর্ণপানপুটায় চ।
নমঃ স্তুতায় স্তুত্যায় স্তূয়মানায় বৈ নমঃ ॥ ১৯৫
সর্ব্বায়াভক্ষ্যভক্ষ্যায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
নমো হোত্রায় মন্ত্রায় শুক্লধ্বজপতাকিনে ॥ ১৯৬
নমো নমায় নম্যায় নমঃ কিলিকিলায় চ।
নমস্তে শয়মানায় শয়িতায়োত্থিতায় চ ॥ ১৯৭

করিলেন। অনন্তর দক্ষ, নতজানু হইয়া উপবেশন করত ধর্ম্মাধ্যক্ষ ত্রিলোচন হইতে বর লাভ করিয়া অষ্টাধিক সহস্র নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ বলিলেন,- হে দেবদেবেশ! আপনি দেবারিবলসূদন, দেবেন্দ্র, অমরশ্রেষ্ঠ, দেবদানবপূজিত, সহস্রাক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যক্ষ, যক্ষাধিপপ্রিয়, সর্ব্বতঃ পণিপাদ, সর্ব্বতোক্ষি-শিরোমুখ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান্ এবং আপনিই সমুদয় জগৎ আবৃত করিয়া বিরাজমান ; আপনাকে নমস্কার। হে শঙ্কুকর্ণ ! আপনি মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ, পাণিকর্ণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি শতোদর, শতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব ও শতনন; গায়ত্রী-জপ-পরায়ণগণ এবং অর্থিগণ আপনার গুনগান করিয়া থাকেন। আপনি দেবদানবের পালয়িতা, ব্রহমা, শতক্রতু, মূর্ত্তীশ, মহামুর্ত্তি এবং সমুদ্রম্বুধর ; গোষ্ঠে গোগণের ন্যায় দেবাতগণ আপনাতেই অবস্থিত। সোম, অগ্নি, জলেশ্বর, আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি আপনার শরীরস্বরূপ। আপনি ক্রিয়া কার্য্য, কারণ, কর্ত্তা, করণ, অসঃ সঃ, সদসঃ, প্রভব ও অব্যয় ; আপনাকে নমস্কার। আপনি ভব, নাথ, রুদ্র বরদ, পশুপতি এবং অন্ধকঘাতী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ক্রিশূল-বরধারী, ত্র্যাম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিপুরঘ্ন, চণ্ড, মুণ্ড, প্রচণ্ড, ধর, দণ্ডী, আসক্ত কর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, অদ্ধদণ্ডকেশ, নিষ্ক, বিকৃত, বিলোহিত, ধুম্র, নীলগ্রীব, অপ্রতিরূপ এবং শিব, আপনাকে নমস্কার। সূর্য্য, সূয্যাপতি, সূর্য্যধ্বজপতাকী; প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধন্বী, হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যকৃতচুড়, হিরণ্যপতি, সত্রঘাত, দণ্ড, বর্ণপান-পুট, স্তুত, স্তুত্য, স্তুয়মান, সর্ব্ব ভক্ষ্যাভক্ষ্য, সর্ব্বভূতান্ত রাত্মা, হোত্র, মন্ত্র, শুক্লধ্বজপতাকী, নম,

স্থিতায় চলমানায় ক্ষুদ্রায় কুটিলায় চ।
নমো নর্ত্তনশীলায় মুখবাদিত্রকারিণে ॥ ১৯৮
নাট্যোপহারলুব্ধায় গীতবাদ্যরতায় চ।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বল প্রমথনায় চ ॥১৯৯
কলনায় চ কল্পায় ক্ষয়ায়োপাক্ষয়ায় চ।
ভীমদুনন্দুবিহাসায় ভীমসনপ্রিয়ায় চ ॥ ২০০
উগ্রায় চ নমো নিত্যং নমস্তে দশবাহবে।
নমঃ কপালহস্তায় চিতাভস্মপ্রিয়ায় চ ॥ ২০১
বিভীষণায় ভীষ্মায় ভীষ্মব্রতধারায় চ।
নমো বিকৃতবক্ষায় খড়্গাজিহ্বাগ্রদংষ্ট্রিণে ॥
পক্কামমাংসলুব্ধায় তুম্ববীণাপ্রিয়ায় চ।
নমো বৃষায় বৃষ্যায় বৃষ্ণয়ে বৃষণায় চ ॥ ২০৩
কটঙ্কটায় চণ্ডায় নমঃ সাবয়বায় চ।
নমস্তে বরকৃষ্ণায় বরায় বরদায় চ ॥ ২০৪
বরগন্ধমাল্যবস্ত্রায় বরাতিবরয়ে নমঃ।
নমো বষায় বাতায় ছায়ায়ৈ আতপায় চ ॥ ২০৫
নমো রক্তবিরক্তায় শোভনায়াক্ষমালিনে।
সম্ভিন্নায় বিভিন্নায় বিবিক্তবিকটায় চ ॥ ২০৬
অঘোরূপরূপায় ঘোরঘোরতরায় চ।
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততরায় চ ॥ ২০৭
একপাদ্বহুনেত্রায় একশীর্ষ নমোহস্তু তে।
নমো বৃদ্ধায় লুব্ধায় সংবিবাগপ্রিয়ায় চ ॥ ২০৮
পঞ্চমালার্চ্চিতাঙ্গায় নমঃ পাশুপতায় চ।
নমশ্চণ্ডায় ঘন্টায় ঘন্টয়া জঙ্ঘগৃদ্ধিনে ॥ ২০৯
সহস্রশতঘন্টায় ঘন্টামালাপ্রিয়ায় চ।
প্রাণদণ্ডায় ত্যাগায়নমো হিলিহিলায় চ ॥
হুংহুংকারায় পারায় হুংহুংকারপ্রিয়ায় চ।
নমশ্চ শম্ভবে নিত্যং গিরিকৃক্ষফলায় চ ॥ ২১১
গর্ভমাসংশৃগালায় তারকায় তরায় চ।
নমো যজ্ঞাধিপতয়ে দ্রুতায়োপদ্রুতায় ॥ ২১২
যজ্ঞবাহায় দানায় তপ্যায় তপনায় চ।
নমস্তটায় ভ্যায় তড়িতাংপতয়ে নমঃ। ২১৩
অন্নদায়ান্নপতয়ে নমোহস্তন্নভবায় চ।
নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চা ॥ ২১৪
সহস্রোদ্যতশূলায় সহস্রনয়ায় চ।
নমোহস্তু বালরূপায় বালরূপধরায় চা ॥ ২১৫
বালানাঞ্চৈব গোপত্রে চ বালক্রীড়নকায় চা।
নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় ক্ষোভণায়াক্ষতায় চ ॥ ২১৬
তরঙ্গাঙ্কিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ।
নমঃ ষট্কর্ম্মনিষ্ঠায় ত্রিকর্ম্মনিরতায় চ ॥ ২১৭
বর্ণাশ্রমাণাং বিধিবৎ পৃথক্কর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে।
নমো ঘোষায় ঘোষ্যায় নমঃ কলকলায় চ।
শ্বেতপিঙ্গলনেত্রায় কৃষ্ণরক্তেক্ষণায় চ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় ক্রথায় ক্রথনায় চ ॥ ২১৯

নম্য, কিলিকিল, শয়মান, শয়িতা, উত্থিত, স্থিত, চলমান, ক্ষুদ্র, কুটিল, নর্ত্তনশীল, মুখবাদিত্রকারী, নাট্যোপহারলুব্ধ, গীতবাদ্যরত, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলপ্রমথন, কলন, কল্প, ক্ষয়, উপক্ষয়, ভীমদুন্দুভিহাস ও ভীমসেনপ্রিয়; আপনাকে নিত্য নমস্কার।১৭৯-২০০। আপনি উগ্র, দশবাহু, কপালহস্ত, চিতাভস্মপ্রিয়, বিভীষণ, ভীষ্ম,ভীষ্মব্রতধর,বিকৃতবক্ষা, খড়্গাজিহ্ব, উদ্রদংষ্ট্রী, পক্কাম-মাংসলুব্ধ, তুম্ববীর্ণাপ্রিয়, বৃষ, বৃষ্য, বৃষ্ণি, বৃষণ, কটঙ্কট, চণ্ড, সাবয়ব, বরকৃষ্ণ, বর, বরদ, বর-গন্ধ-মাল্যবস্ত্র, বরাতিবার, বর্ষ, বাত, ছায়া, আতপ, রক্ত বিরক্ত, শোভন, অক্ষমালী, সংভিন্ন, বিভিন্ন, বিবিক্ত, কিকট, অঘোর-রূপরূপ, ঘোর, ঘোরতর, শিব, শান্ত, শান্ততর, একপাৎ, মহনেত্র, একশীর্ষ, বৃদ্ধ, লুব্ধ, সংবিভাগপ্রিয়, পঞ্চমালার্চ্চিতাঙ্গ, পাশুপত, চণ্ড, ঘন্ট, ঘন্টাজঙ্ঘগৃদ্ধী, সহস্র শতঘন্ট, ঘন্টামালাপ্রিয়, প্রাণদণ্ড, ত্যাগ হিলিহিল, হূহূঙ্কার, পার, হূহূঙ্কারপ্রিয় ও শম্ভু, আপনাকে নমস্কার। গিরিবৃক্ষফল, গর্ভমাংস, শৃগাল, তারক, তর, যজ্ঞাধিপতি, দ্রুত, উপদ্রুত, যজ্ঞাবাহু, দান, তপ্য, তপন, তব্য, তড়িপতি, অন্নদ, অন্নপতি, অন্নভব, সহস্রশীষ, সহস্রচরণ, সহস্রোদ্যত-শূল, সহস্রনয়ন, বালরূপ, বালরূপধর, বালগোপাতআ, বালক্রীড়নক, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ক্ষোভণ, অক্ষত, তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুক্তদেশ, ষট্কর্ম্মানিষ্ঠ, ত্রিকর্ম্মানিরত, বর্ণাশ্রমীদিগের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মনির্দ্দেষ্টা, ঘোষ, ঘোষ্য,

সাংখ্যায সাংখ্যমুখ্যায় যোগাধিপতয়ে নমঃ।
নমো রথ্য বিরথ্যাঃ চতুষ্পথরতায় চ ॥ ২২০
কৃষ্ণজীনোত্তরীয়ায় বালযজ্ঞোপবীতিনে।
ঈশান বজ্রসংহায় হরিকেম নমোঽস্ত তে ॥
অবিবেকৈকনাথায় ব্যক্তাব্যক্ত নমোঽস্ত তে
কাম কামদ কামঘ্ন ধৃষ্টোদ্দৃ-নিসূদনঃ।
সর্ব্ব সর্ব্বদ সর্ব্বজ্ঞ সন্ধ্যারাগ নমোঽস্ত তে ॥
মহাবল মহাবাহো মহাসত্ত্ব মহাদ্যুতে।
মহামেঘবরপ্রেক্ষ মহাকাল নমোঽস্ত তে ॥
স্থূলজীর্ণাঙ্গজটিনে বল্কলাজিনধারিণে।
দীপ্তসূর্য্যাগ্নিজটিনে বল্কলাজিনবাসসে।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিম তপোনিত্য নমোঽস্ত তে ॥
উন্মাদন শতাবর্ত্ত গঙ্গাতোয়ার্দ্রমূর্দ্ধজ।
চন্দ্রাবর্ত্ত যুগাবর্ত্ত মেঘাবর্ত্ত নমোঽস্ত তে ॥২২৫
ত্বমন্নমন্নকর্ত্তা চ অন্নদশ্চ ত্বমেব হি।
অন্নস্রষ্টা চ পক্তা চ পক্কভুক্তপচে নমঃ ॥২২৬
জরায়ুজোঽণ্ডজশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জ এব চ।
ত্বমেব দেবদেবেশো ভূতগ্রামমউর্ব্বিধঃ ॥২২৭
চরাচরস্য ব্রহ্মা ত্বং প্রতিহর্ত্তা ত্বমেব চ।
ত্বমেব ব্রহ্মবিদুষামপি ব্রাবিদাং বরঃ ॥ ২২৮

কলকল, শ্বেতনিঙ্গলনেত্র, কৃষ্ণরক্তেক্ষণ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, ক্রথ, ক্রথন, সাংখ্য, সাংখ্যামুখ্য ও যোগাধিপতি, আপনাকে নমস্কার। হে সাংখ্যবিরথ্য, াপনি চতুষ্পথ, কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়, ব্যালযজ্ঞোপবীতী, ঈশান, বজ্রসংহ, হরিকেশ, অবিবেকৈকনাথ, ব্যক্তাব্যক্ত, কাম, কামদ, কামঘ্ন, ধৃষ্ট, দৃপ্তনিসূদন, সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বঘ্ন, সন্ধ্যারোগ, মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব মহাদ্যুতি, মহাবেঘবর-প্রেক্ষ, মহাকাল, সউল, জীর্ণঙ্গজটী, বল্কলাজিনধারী, দীপ্তসূর্য্যাগ্নিজটী, বল্কলাজিনবাসা, সহস্র সূর্য্যপ্রতিম, তপোনিত্য, উন্মাদন, সভাবর্ত্ত, গঙ্গতোযার্দ্ধমস্তক, চন্দ্রাবর্ত্ত, যুগাবর্ত্ত, মেঘাবর্ত্ত, অন্ন, অন্নকর্ত্তা, অন্নদ, অন্নস্রষ্টা, পক্তা, পক্কভুক্তপচ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, দেবদেবেশ, চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম,

সত্ত্বস্য পরমা যোনিরব্বায়ূর্জ্যোতিষাং নিধিঃ।
ঋক্সামানি তথোঙ্করমাহুস্ত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
হবির্হাবী হবো হাবী হুবাং বাচাহুতঃ সদা।
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২৩০
যজুর্ময়ো ঋঙ্ময়শ্চ সামাথর্ব্বময়স্তথা।
পঠ্যসে ব্রহ্মবিদ্ভিস্তং কল্পোপনিষদাং গণৈঃ ॥
ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাবর্ণ্যাবরাম যে।
ত্বামেব মেঘসঙ্ঘামইবস্বস্তনিতগর্জ্জিতম্ ॥২৩২
সংবৎসরস্ত্বমৃতবো মাসো মাসার্দ্ধমেব চ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাশ্চ নক্ষত্রাণি যুগা গ্রহাঃ ॥২৩৩
বৃষাণাং কুকুদং ত্বং হি গিরীণাং শিকরাণি চ।
সিংহো মৃগাণাং পততাং তার্ক্ষ্যোঽহনন্তম
ভোগিনাম ॥২৩৪
ক্ষীরোদো হ্যদধীনাঞ্চ যন্ত্রণাং ধনুরেব চ।
বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাংসত্যমেব চ ॥ ২৩৫
ইচ্ছা দ্বেষশ্চ রাগশ্চ মোহঃ ক্ষামো দমঃ শমঃ
ব্যাবসায়ো ঋতির্লোভঃ কামক্রোধৌ জয়াজয়ৌ
ত্বং গদী ত্বং শরী চাপি খট্বাঙ্গী ভূর্ত্তরী তথা।
ছেত্তা ভেত্তা প্রহর্ত্তা চ ত্বং নেতাপ্যন্তকো মতঃ

চরাচর ব্রহ্মা, প্রতিহর্ত্তা ও ব্রহ্মবিদ্বর। আপনি জন্তুগণের যোনি, জল, বায়ু ও জ্যোতিঃ পদার্থের নিধি। ব্রহ্মবাদিগণ আপনাকে ঋক্ সাম ও ওঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ। আপনিই হবির্দ্ধাণী হব, হায় এবং হোমের আহুতি। সামগ ব্রহ্মবাদিগণ আপনার এই সকল নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। ২০১-২৩০। আপনি যজুর্ম্ময়, বাঙ্ময়, সমাথর্ব্বময়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, বর্ণবর, বিশ্বস্ত নিতগর্জ্জিত, সংবৎসর, ঋতু, মাস, মাসার্দ্ধ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ নক্ষত্র, যুগ, গ্রহ, বৃষককুদ্, গিরিশিখর, মৃগদিগের মধ্যে সিংহ, পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড়, সর্পদিগের মধ্যে অনন্ত, উদধিদিগের মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রের মধ্যে ধনু, প্রহরণের মধ্যে বজ্র, ব্রত সকলের মধ্যে সত্য, ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ, মোহ, ক্ষাম, দম, শম, ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম, ক্রোধ, জয়, অজয়,

দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্ম্মোহর্থঃ কাম এব চ।
ইন্দ্রঃ সমুদ্রাঃ সরিতঃ পল্বলানি সরাংসি চ ॥
লতাবলী তৃণৌষধ্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
দ্রব্যকর্ম্মগুণারম্ভঃ কালপুষ্পফলপ্রদঃ ॥ ২৩৯
আদিশ্চন্তিশ্চ মধ্যশ্চ গায়ত্র্যোঙ্কার এব চ।
হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতস্তথারুণঃ ॥
কদ্রুশ্চ কপিলশ্চৈব কপোতো মেচকস্তথা।
সুবর্ণরেতা বিখ্যাতঃ সুবর্ণশ্চপ্যতো মতঃ ॥
সুবর্ণনাম চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ।
ত্বমিন্দ্রোহথ যমশ্চৈব বরুণো ধনদোহনলঃ ॥
উৎফুল্লশ্চিত্রাভানুশ্চ স্বর্ভানুর্ভানুরেব চ।
হোত্রং হোতা চ হোমস্ত্বং হুতং চ প্রহুতং প্রভুঃ
সুর্পঞ্চ তথা ব্রহ্ম যজুষাং শতরুদ্রিয়ম্।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্ ॥২৪৪
গিরিঃ স্তোকস্তথা বৃক্ষো জীবঃ পুঙ্গল এব চ।
সত্বং ত্বঞ্চ রজস্তঞ্চ তমশ্চ প্রজনং তথা ॥ ২৪৫
প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানে ব্যান এব চ
উন্মেষশ্চৈব মেষশ্চ তথা জৃম্ভিতমেব চ ॥ ২৪৬
লোহিতাঙ্গো গদী দংষ্ট্রী মহাবক্ত্রো মহোদরঃ
শুচিরোমা হরিশ্মশ্রুরূর্দ্ধকেশস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২৪৭
গীতবাদিত্রনত্যাঙ্গো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ।

গদী, শরী খট্বাঙ্গী, ঝঝরী, ছেত্তা, ভেত্তা, প্রহর্ত্তা, নেতা, অন্তক, দশ লক্ষণ-সংযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ইন্দ্র, সমুদ্র, সরিৎ, পল্বল, সর, লতা, বল্লী, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগপক্ষী, দ্রব্য-কর্ম্ম-গুণারম্ভ, কালপুষ্প-ফলপ্রদ, আদি, অন্ত, মধ্য, গায়ত্রী, ওঙ্কার, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, অরুণ, কদ্রু, কপিল, কপোত, মেচক, সুবর্ণরেতা, বিখ্যাত, সুবর্ণ, সুবর্ণনামা, সুবর্ণপ্রিয়, ইন্দ্র, যম, বরুণ, ধনদ, অনল, উৎফুল্ল, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, ভানু, হোত্র, হোতা, হোম, হুত, প্রহুত, প্রভু, সুবর্ণ, ব্রহ্মা, শতরুদ্রিয়, পবিত্রেরও পবিত্র, মঙ্গলেও মঙ্গল, গিরি, স্তোক বৃক্ষ, জীব, পুদ্‌গল, সত্ত্ব, রজ, তম, প্রজন, প্রাণ, অপান, সামান ; উদান ও ব্যান। আপনিই উন্মেষ, মেষ, জৃম্ভিত, লোহিতাঙ্গ, গদী, দ্রংষ্ট্রী, মহাবক্ত্র, মহোদর,

মৎস্যো জলো জল্যো জবঃ কালঃ কলী
কলঃ ॥ ২৪৮
বিকালশ্চ সুকালশ্চ দুঃস্কালঃ কালনাশনঃ।
মৃতুশ্চৈব ক্ষয়োহন্তশ্চ ক্ষমাপায়করো হরঃ ॥
সম্বর্ত্তকোহন্তকশ্চৈবসম্বর্ত্তকবলাহকৌ।
বটো ঘটীকো ঘন্টীকে চড়ালো লবলো বলী
ব্রহ্মকালোহগ্নিবক্ত্রশ্চ দণ্ডী মুণ্ডী চ দণ্ডধৃক্।
চতুর্যুগশ্চতুর্ব্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুষ্পথঃ ॥ ২৫১
চতুরাশ্রমবেত্তা চ চাতুর্ব্বর্ণ্যকরশ্চ হ।
ক্ষরাক্ষরপ্রিয়ো ধূর্ত্তোহগণ্যোহগণ্যগণাধিপঃ
রুদ্রমাল্যাম্বরধরোগিরিশো গিরিকপ্রিয়ঃ।
শিল্পীশঃ শিল্পিনাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশিল্প প্রবর্ত্তকঃ ॥
ভগনেত্রান্তকশ্চন্দ্রঃ পুষ্ণো দন্তবিনাশনঃ।
স্বাহাস্বধা বষট্‌কার নমস্কার নমোহস্তু তে ॥
গূঢাবর্ত্তশ্চ গূঢ়শ্চ গূঢ়প্রতিনিষেবিতা ॥ ২৫৪
তরণস্তারকশ্চৈব সর্ব্বভূতসুতারণঃ।
ধতা বিধাত সত্ত্বণাং নিথাতা ধারণো ধরঃ ॥
তপো ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যমথার্জবম্।
ভুতাত্মা ভুতকৃদ্‌ভূতো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ ॥
ভূর্ভূবস্বারাতশ্চৈব তথোৎপত্তির্মহেশ্বরঃ।

শুচিরোমা, হরিৎশ্মশ্রু, ঊর্দ্ধকেশ, ত্রিলোচন, গীত-বাদ্রিত্র-নৃত্যাঙ্গ, গীত-বাদনক-প্রিয়, মৎস্য, জলী, জল, জল্য, জব, কাল, ফণী, কল, বিকাল, সুকাল, দুষ্কাল, কালনাশন, মৃত্যু, ক্ষয়, অন্ত, ক্ষমাপায়কর, হর, সংবর্ত্তক, অন্তক, সংবর্ত্তক-বলাহক, ঘট, ঘটিক, চুড়াবল, বল, বলী, ব্রহ্মকাল, অগ্নিবক্ত্র, দণ্ডী, মণ্ডী, দণ্ডধৃক্, চতুর্যুগ, চতুর্ব্বেদ, চতুর্হোত্র, চতুষ্পথ, চতরাশ্রমবেত্তা, চাতুর্ব্বর্ণ্যকর, ক্ষরাক্ষর-প্রিয়, ধুর্ত্ত, অগণ্য, অগণ্যা-গণাধিপ, রুদ্রাক্ষ মাল্যাম্বরধর, গিরিক, গিরিকপ্রিয়, শিল্পীশ, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব শিল্পপ্রবর্ত্তক, ভগনেত্রান্তক, চন্দ্র, পুষার, দন্তবিনাশন, গূঢ়াবর্ত্ত, গূঢ়প্রতিনিষেবিত, তরণ, তারক, সর্ব্বভূতসুতারণ, ধাতা, বিধাতা, সত্ত্ব-নিধাতা, ধারণ, ধর, তপ, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, আর্জ্জব,

ঈশানোদ্বীক্ষণঃ শান্তো দুর্দ্দান্তো দন্তনাশনঃ ॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত সুরাবর্ত্ত কামাবর্ত্ত নমোহস্তু তে।
কামবিম্বনিহর্ত্তা চ কর্ণিকার রজঃপ্রিয়ঃ ॥২৫৮
মুখচন্দ্রো ভীমমুখঃ সুমুখো দুর্ম্মুকো মুখঃ।
চতুর্ম্মুখো বহুমুকো রণেষ্বভিমুখঃ সদা ॥২৫৯
হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্মহোদধিঃ পরো বিরাট্।
অধর্ম্মহা মহাদণ্ডো দণ্ডধারো রণপ্রিয়ঃ ॥২৬০
গৌতমো গোপ্রতারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ।
ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মস্রষ্টা চ ধর্ম্মো ধর্ম্মবিদুত্তমঃ ॥২৬১
ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো মানদো মান এব চ
তিষ্ঠন্ স্থিরশ্চ স্থাণূশ্চ নিষ্কম্পঃ কম্প এব চ
॥দুর্ব্বারণো দুর্ব্বিষদো দুঃসহো দুরতিক্রমঃ।
দুর্দ্ধরো দুষ্প্রকম্পশ্চ দুর্ব্বিদো দুর্জ্জয়ো জয়ঃ
শশঃ শশাঙ্কঃ শমনঃ শীতোষ্ণং দুর্জ্জরাথ তুট্
অধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ব্যাধিহা ব্যাধিগশ্চ হ ॥
সহ্যো যজ্ঞো মৃগব্যাধো ব্যাধীনামাকরোহকরঃ
শিখণ্ডী পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকাবলোকনঃ ॥২৬৫
দণ্ডধরঃ সদণ্ডশ্চ দণ্ডমুণ্ডবিভূষিতঃ।
বিষপোহমৃতপশ্চৈব সুরাপঃ ক্ষীরসোমপঃ ॥

ভূতাত্মা, ভূতকৃদ্, ভূত, ভূতভব্য, ভবোদ্ভব, ভুঃ, ভুবঃ,স্বঃ, তদুৎপত্তি, মহেশ্বর, ঈশান, বীক্ষণ, শান্ত, দুর্দ্দান্ত, দন্তনাশন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, সুরাবর্ত্ত, কামাবর্ত্ত, কাম-বিম্বনিহর্ত্তা, কর্ণিকার-রজঃপ্রিয়, মুখচন্দ্র, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, মুখ, চতুর্ম্মুখ, বহুমুখ, রণাভিমুখ, হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, মহোদধি, পর, বিরাট্, অধর্ম্মাহা, মহাদণ্ড, দণ্ডধার, রণপ্রিয়, গৌতম, গো, প্রতার, গো-বৃষেশ্বর-বাহন, ধর্ম্মকৃৎ, ধর্ম্মস্রষ্টা, ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিদুত্তম, ত্রৈলোক্যগোপ্তা, গোবিন্দ, মানদ, মান, তিষ্ঠ, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প, কম্প, দুর্ব্বারণ, দুর্ব্বিষদ, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুর্জ্জয়, দুষ্প্রকম্প, দুর্ব্বিদ ; দুর্জ্জয়, জয়, শশ, শশাঙ্ক, গমন, শীতোষ্ণ, দুর্জ্জরা, তুট্, আধি, ব্যাধ, ব্যাধিহা, ব্যাধিগ, সহ্য, যজ্ঞ, মৃগ, ব্যাধ, ব্যাধি-আকর, অকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরীকাবলোকন, দণ্ডধর, সদণ্ড, দণ্ড

মধুপশ্চাজ্যপশ্চৈব সর্ব্বপশ্চ মহাবলঃ।
বৃষাশ্ববাহ্যো বৃষভস্তথা বৃষভলোচনঃ ॥ ২৬৭
বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসৎকৃতঃ
চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুষী তে হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ।
অগ্নিরাপস্তথা দেবো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিতঃ ॥ ২৬৮
ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পুরাণ ঋষয়ো ন চ।
মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যথাতথ্যেন তে শিব
যা মূর্ত্তয়ঃ সুসূক্ষ্মাস্তে ন মহ্যং যান্তি দর্শনম্।
তাভির্মাং সততং রক্ষ পিতা পুত্রমিবৌরসম্ ॥
রক্ষমাং রক্ষণীয়োহহং তবানঘ নমোহস্তু তে
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তমআহং সদা ত্বয়ি ॥
যঃ সহস্রণ্যনেকানি পুংসামাহ্য দুর্দ্দশঃ।
তিষ্ঠত্যেকঃ সমুদ্রান্তে স মে গোপ্তাস্তু নিত্যশঃ
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ
সম্ভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে।

মুণ্ডবিভূষিত, বিষয়, অমৃতপ, সুরাপ, ক্ষীর-সোমপ, মধুপ, আজ্যপ, সর্ব্বপ, মহাবল, বৃষাশ্ব-বাহ্য, বৃষভ, বৃষভলোচন, লোক-বিখ্যাত বৃষভ,, ও লোক সৎকৃত। চন্দ্র ও আদিত্য আপনার চক্ষুর্দ্বয়, এবং পিতামহ আপনার হৃদয়। অগ্নি, জল, ধর্ম্মকর্ম্ম-প্রসাধক দেবগণ, ব্রহ্মা, গোবিন্দ, ও পুরাণ ঋষিগণ, ইহাঁরা কেহই আপনার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে সক্ষম নহেন। ১৩১-২৬৯। আপনার যে অতিসূক্ষ্ম মূর্ত্তি সকল, তাহা আমাদের দৃষ্টিপথের অগোচর। ঐ সকল মূর্ত্তি দ্বারা আপনি পিতার ন্যায় আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমি আপনার রক্ষনীয়। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ভক্তানুকম্পী, আমি আপনার ভক্ত। আপনি বহু সহস্র পুরুষ আহরণ করিয়া একাকী সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করেন, আপনিই আমার পালনককর্ত্তা। বিগতনিদ্র-জিতশ্বাস সমদর্শী যুঞ্জান পুরুষগণ আপনাকে জ্যোতীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। আপনি যোগত্মা ; আপনাকে

যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেঽহন্তু শায়িনম্
প্রবিশ্য বদনে রাহোর্যঃ সোমং গ্রসতে নিশি।
গ্রসত্যর্কঞ্চ স্বর্ভানুর্ভূত্বা সোমাগ্নিরেব চ ॥ ২৭৫
যেঽঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থাঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
রক্ষন্তু তে হি মাং নিত্যং নিত্যমাপ্যায়য়ন্তু মাম্
যে চাপ্যুৎপতিতা গর্ভাদধোভাগগতাশ্চ যে।
তেষাং স্বাহা স্বধাশ্চৈব আপ্নুবন্তু স্বদন্তু চ ॥
যে ন রোদন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ
হর্ষয়ন্তি চ হৃষ্যন্তিনমসেতভ্যস্তু নিত্যশঃ ॥
যে সমুদ্রে নদীদুর্গে পর্ব্বতেষূ গুহাসু চা।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ২৭৮
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চত্বরেষু সভাসু চ।
হস্ত্যশ্বরথশালাসু জীর্ণোদ্যানালয়েষু চ ॥ ২৭৯
পঞ্চপঞ্চসুভূতেষু দিশাসুবিদিশাসু চ।
চন্দ্রর্কয়োর্মধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিসু ॥ ২৮০
রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎ পরং গতাঃ।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ
সূক্ষ্মাঃ স্থূলাঃ কৃশা হ্রস্বা নমস্তেভ্যস্তু নিত্যশঃ
সর্ব্বস্তুং সর্ব্বগো দেব সর্ব্বভূতপতির্ভবান্।
সর্ব্বভুতান্তরাত্মা চ তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥২৮৩
ত্বমেব চেজসে যস্মাদ্ যজ্ঞৈর্ব্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
ত্বমেব কর্ত্তা সর্ব্বস্য তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥২৮৪
অথ বা মায়য়া দেব মোহিতঃ সূক্ষ্ময়া ত্বয়া।
এতস্মাৎ কারণাদ্বাপি তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিঃ ॥
প্রসীদ মম দেবেশ ত্বমেব শরণং মম।
ত্বং গতিস্ত্বং প্রতিষ্ঠা চ ন চান্যস্তি ন মে গতিঃ
স্তত্বৈবং স মহাদেবং বিররাম প্রজাপতিঃ।
ভগবানপি সুপ্রীতঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ২৮৭
পরিতুষ্টেঽস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সুব্রত।
বহুনাত্র কিমুক্তেন মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥২৮৮
অথৈনমব্রবীদ্বাক্যং তৈলোক্যাধিপর্তির্ভবঃ।
কৃত্বাশ্বাসকরং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যমাহ তম্
দক্ষ দক্ষ ন কর্ত্তব্যো মন্যুর্বিঘ্নমিমং প্রতি।

নমস্কার। যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইলে আপনিভূত সকল সম্যক্ ভক্ষণ করিয়া জলমধ্যে শয়ন করেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি রজনিযোগে রাহুবদনে প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকে গ্রাস করেন এবং স্বর্ভানু ও সোমাগ্নি হইয়া সূর্য্যকে কবলিত করিয়া থাকেন। আপনিই দেহীদিগের দেহস্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ; আপনি নিত্য আমাকে রক্ষা ও আপ্যায়িত করুন। যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ গর্ভ হইতে উৎপতিত ও অধোগত হয়, স্বাহা ও স্বধা তাহাদের রুচিকর হইয়া থাকে। উহারা দেহস্থ অবস্থায় রোদন করে না এবং প্রাণিগণকেও রোদন-পরায়ণ, হৃষ্ট বা তৃপ্ত করে না উহাদিগকে নমস্কার। ঐ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সমুদয় সমুদ্র-মধ্যে, নদীদুর্গে, পর্ব্বতে, গুহায়, বৃক্ষমূলে, গোষ্ঠে, কান্তার-গহনে, চতুষ্পথে, রথ্যায় চত্বরে, সভাভূমিতে, চন্দ্র-সূর্য্যের মধ্যস্থলে, চন্দ্রার্ক-রশ্মি-মধ্যে, রসাতলে ও তদতিরিক্ত স্থানেও অবস্থিত। তাহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কৃশ ও হ্রস্ব। আপনি তাহাদিগের স্বরূপ। অতএব তাহাদিগকে আমি নিত্য নমস্কার করি। হে দেব! আপনিই নিখিল বস্তু, সর্ব্বগ, সর্ব্ব ভুতপতি, ভগবান্ ও সর্ব্ব ভূতাত্মরাত্মা, এই জন্যই আপনার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ভুরিদক্ষিণ যজ্ঞ সকলে আপনিই বিধিবৎ যজনীয় হন; আপনি সকলের কর্ত্তা; এই জন্যই আপনি নিমন্ত্রিত হন নাই। হে দেব! অথবা আপনিই আমাকে সূক্ষ্ম মায়া দ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন, এই জন্যই আপনি নিমন্ত্রিত হন নাই। হে দেব! অথবা আপনিই আমাকে সূক্ষ্ম মায়া দ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন, এই জন্যই আপনি নিমন্ত্রিত হন নাই।২৭০-২৮৪। হে দেবেশ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আপনিই আমার একমাত্র শরণ্য। আপনি আমার গতি ও প্রতিষ্ঠা; আপনি ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই। প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে ভগবান্ মহেশের স্তব করিয়া বিরত হইলে, ভগবান্ মহেশ্বর সুপ্রীত হইয়া পুনরায় দক্ষকে বলিলেন,- হে সুব্রত! আমি তোমার এই সুবিস্তৃত স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি; আর অধিক তোমায় বলিতে হইবে না, তুমি আমার নিকটে আইস; এই বলিয়া ভগবান্ সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,-

অহং যজ্ঞহা ন ত্বন্যো দৃশ্যতে তৎপুরা ত্বয়া ॥
ভূষশ্চ ত্বং বরমিমং মত্তো গৃহ্ণস্ব সুব্রত।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা ত্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ২১১
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
প্রজাপতে মৎপ্রসাদাৎ ফলভাগী ভবিষ্যসি ॥
বেদান ষড়ঙ্গানুদ্ধৃত্য সাঙ্খ্যান্ যোগাংশ্চ কৃৎস্নশঃ
তপশ্চ বিপুলং তপ্তা দুশ্চরং দেববানবৈঃ ॥
অর্থৈর্দশার্দ্ধসংযুক্তৈর্গূঢ়মপ্রাজ্ঞনির্ম্মিতম্।
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্মৈর্বিপরীতং ক্বচিৎ সমম্ ॥ ২১৪
শ্রুত্যর্থৈরধ্যবসিতং পশুপাশবিমোক্ষণম্।
সর্ব্বেসামাশ্রমাণাং তু ময়া পাশুপতং ব্রতম্।
উৎপাদিতং শুভং দক্ষ সর্ব্বপাপবিমোক্ষণম্ ॥
অস্য নীর্ণস্য যৎসম্যকুফলং ভবতি পুস্কলম্।
তদস্তু তে মহাভাগ মানসন্ত্যজ্যতাং জ্বরঃ ॥
এবমুক্তা মহাদেবঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ।
অদর্শনমনুপ্রাপ্তে দক্ষস্যামিতবিক্রমঃ ॥ ২১৭
অবাপ্য চ তদা ভাগং যতোক্তং ব্রহ্মণা ভবঃ।
জ্বরঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো বহুদা ব্যভজত্তদা।
শান্ত্যর্থং সর্ব্বভূতানাং শৃণুধ্বং তত্র বৈ দ্বিজাঃ
শীর্ষাভিতাপো নাগানাং পর্ব্বতানাং শিরারুজঃ
অপাং তু নীলিকাং বিদ্যান্নির্ম্মোকং ভুজগেষ্পপি
স্বৌরকঃ সৌরভেয়াণামূষরঃ পৃথিবীতলে।
ইবানামপি ধর্ম্মজ্ঞ দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্ ॥ ৩০০
রন্ধ্রোদ্ভূতং ততস্বানাং শিকোদ্ভেদশ্চ বর্হিণাম্।
নেত্ররাগ কোকিলাং জ্বর প্রোক্তো মহাত্মভিঃ ॥৩০১
অজানাং পিত্তভেদশ্চ সর্ব্বেসামিতি ন শ্রুতম্।
শুকানামপি সর্ব্বেষাং হিমিকা প্রোচ্যতে জ্বরঃ
শার্দ্দূলেষ্পপি বৈ বিপ্রাঃ শ্রমো জ্বর ইহোচ্যতে
মানুষেষু তু সর্ব্বজ্ঞ জ্বরো নামৈষ কীর্ত্তিতঃ।
মরণে জন্মনি ততা মধ্যে চ বিশতে সদা ॥ ৩০৩
এতন্মাহেশ্বরং তেজো জ্বরো নাম সুদরুণঃ।
নমস্যশ্চৈব ম্যাশ্চ সর্ব্বপ্রাণিভিরীশ্বরঃ ॥ ৩০৪
ইমাং জ্বরোৎপত্তিমদীনমানসঃ
পঠেৎ সদা যঃ সুসমাহিতো নরঃ।

হে দক্ষ! তুমি এই যজ্ঞবিঘ্ন বিষয়ে দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইও না। আমিই এই যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছি; অন্য কেহ নহে, তাহা তুমি সাক্ষাৎ দেখিয়াছ। তুমি পুনরায় আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। হে প্রজাপতে! তুমি প্রীতি সহকারে শ্রবণ কর; তুমি সহস্র অশ্বমেধয় ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। তুমি ষড়ঙ্গ বেদ উদ্ধার করিয়া সাংখ্যযোগ ও বিপুল তপ স্মরণ করিয়া গূঢ়, অপ্রাজ্ঞচরিত, বিপরীত-ভাবাপন্ন ও ক্বচিৎসম বর্ণশ্রম ধর্ম্ম শ্রুত্যর্থ-সঙ্গত করিয়া প্রচার কর, এই পশুপাশ-বিমোচন পাশুপত ব্রত আমি সর্ব্বাশ্রমীর নিকটেই প্রচারিত করিব। এই ব্রত আচরণ করিলে যে ফল হইবে, তাহার সমুদয় ফল, তুমিই প্রাপ্ত হইবে। তুমি মানস জ্বর পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিয়া ভাগবান্ মহাদেব অনুচরগণের সহিত সপত্নীক অন্তর্হিত হইলেন এবং ব্রহ্মা-পরিকল্পিত যথোক্ত যজ্ঞ ভাগ লাভ করিয়া সর্ব্বভূতের শান্তির নিমিত্ত জ্বরকে বহুভাগে বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজগণ! আপনারা ইহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করুন। ২৮৫-৩১৮। নাগদিগের শীর্ষাভিতাপ, পর্ব্বদিগের শিলাজনিত পীড়া, জলের নালিকা, ভুজগণের নির্ম্মোক, সৌরভেয়গণের ক্ষৌরক, পৃথিবীর উষরতা, গজগণের দৃষ্টি প্রত্যবরোধন, অশ্বগণের রন্ধ্রোদ্ভব, ময়ূরদিগের শিকোদ্ভেদ, এবং কোকিলগণের নেত্ররোগ জ্বর বলিযা কীর্ত্তিত। এই প্রকার- অজগণের পিত্তভেদ, শুকদিগের হিমিকা এবং শার্দ্দুলগণের শ্রম, জ্বর বলিয়া কথিত। মানুষদিগের জ্বর জ্বরনামেই অভিহিত। ইহা মানবগণের জন্ম-মরণ-কালে ও মধ্যাপস্থাতেও সংঘটিত হইয়া থাকে। এই যে সুদারণ জ্বর, ইহা শাম্ভব তেজ বলিয়া জানিবেন। এই জ্বররূপী শাম্ভব তেজ সর্ব্বপ্রাণীরই সদা নমস্য, ও মাননীয়। যে

বিমুক্তরোগঃ স নরো মুদা যুতো
নভেত কামান্ স যতা মনীষিতান্ ॥ ৩০৫
দক্ষপ্রোক্তং স্তবং পাপি কীর্ত্তয়েদ্ যঃশৃণোতি বা
নাশভং প্র প্নুয়াৎকিঞ্চিদ্দীর্ঘং চায়ুরবাপ্নুযাৎ ॥
যতা সর্ব্বেষু দেবেষু বরিষ্ঠো যোগবান্ হরঃ।
তথা স্তেবো বরিষ্ঠোহয়ং স্তবানাং ব্রহ্মনির্ম্মিতঃ
যশোরাজ্যসুখৈশ্বয্যবিত্তায়ুর্ধনকাঙ্ক্ষিভিঃ।
স্তোতব্যো ভক্তিমাস্থায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ
ব্যাধিতো দুঃখিতে দীনশ্চৌরত্রস্তো ভয়ার্দ্দিতঃ
রাজকার্য্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভায়ৎ ॥
অনেন চৈব দেহেন গণানাং স গণাধিপঃ।
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য গণ এবোপপদ্যতে ॥
ন চ যক্ষাঃ পিশাচা বা ন নাগা ন বিনায়কাঃ।
কুর্য্যুর্বিঘ্নং গৃহে তস্য যত্র সংস্তুয়তে স্তবঃ ॥৩১০
শৃণুয়াদ্বা ইদং নারী সুভক্ত্যা ব্রহ্মচারিণী।
পিত্রভির্ভর্ত্তৃপক্ষাভ্যাং পুজ্যা ভবতি দেববৎ ॥
শৃণুয়াদ্বা ইদং সর্ব্বং কীর্ত্তয়েদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
তস্য সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যবিঘ্নতঃ ॥
মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচাপ্যুদাহৃতম্।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবনস্যানুকীর্ত্তনাৎ ॥
দেবস্য সহ্হস্যাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্য তু।
বলিং বিভবতঃ কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ ॥ ৩১৫
ততঃ সত্তক্তে গৃহীয়ান্নমান্যশু যথাক্রমম্।
ঈপ্সিতার্থংভতেহত্যর্থং কামান্ ভোগাংশ্চ মানবঃ
মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি স্ত্রী সহস্রপরীবৃতঃ ॥ ৩১৬
সব্বকর্ম্মসু যুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মৃভশ্চ গণসালোক্যং পুজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥
কৃষেব বিধিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে।
আভুতসংপ্লবস্থায়ী রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ৩১৮
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
নৈতদ্বেদয়তে কশ্চিন্নেদং শ্রাব্যং তু কস্যাসিৎ ॥
শ্রত্বৈতৎ পরমং গুহ্যং যেহপি স্যুঃ পাপকারিণঃ

নর সুসমাহিত হইয়া এই জরোৎপত্তি বিরবণ পাঠ করে, সে সর্ব্বরোগমুক্ত হইয়া আনন্দের সহিত যথামতি অভিলষিত সকল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই দক্ষ-প্রেক্ত স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে, সে কদাচ অমঙ্গল প্রাপ্ত হয় না ; পরন্তু দীর্ঘায়ু লাভ করে। যেমন সকল দেবতার মধ্যে ভগবান্ হরই বরিষ্ঠ, সেইরূপ যাবতীয় স্তবের মধ্যে ব্রহ্মনির্ম্মিত দক্ষপ্রোক্ত এই স্তব অতি মহনীয়। যাহারা যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশর্য্য, বিত্ত, আয়ু এবং ধন আকাঙ্খা করে, তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তোত্র পাঠ করিবে এবং যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দুখিত, ভীত, রাজকার্য্য নিযুক্ত, তাহারাও এই স্তোত্র পাঠ করিলে মহৎ ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে। এই দেহেই তাহারা গণাধিপত্য লাভ করিয়া ইহলোকে সুখ ও পরলোকে গণনায়কত্ব প্রাপ্ত হয়। যেখানে ভগবান্ ভব স্তুত হন, সেখানে যক্ষ, পিশাচ, নাগ ও বিনায়কগণ কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্রহ্মচারিণী নারী ভক্তি সহকারে এই স্তোত্র পাঠ শ্রবণ করে, সেই নারী, পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল এই উভয় কুল হইতেই দেববৎ পূজা লাভ করে। যে ব্যক্তি এই স্তব মাত্র শ্রবণ বা বারবার কীর্ত্তন করে, তাহারও সকল কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহা মনে মনে ভাবনা করা যায়, যাহা স্পষ্ট বাক্যে বলা যায়, এতৎসমুদয়ই এই স্তবানুকীর্ত্তনে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকেয়সহ বিভবানুসারে যে ব্যক্তি দেব-ত্রিলোচন, দেবী ও নন্দীশ্বরের বলি-পূজাদি করে, সে ঈপ্সিতার্থ ও অভিলষিত ভোগ সকল প্রাপত হয় এবং মৃত হইলে স্ত্রীসহস্রপরিবৃত হইয়া স্বর্গ লাভ করে। বিষয়মুগ্ধ বা সর্ব্ব পাতকযুক্ত ব্যক্তি দক্ষ-কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং অন্তে সুরাসুর-পুজিত হইয়া গণসালোক্য প্রাপ্ত হয়; পরে আভুতসংপ্লব কাল পর্যন্ত রুদ্রানুচর হইয়া থাকে। ইহা পরাশরসুত ব্যাসদেব বলেন।

বৈশ্যা স্ত্রিয়শ্চ শূদ্রশ্চ রুদ্রলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৩২০
শ্রাবয়েদ্ যস্তু বিপ্রেভ্য সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি দ্বিজো বৈ নাত্র সংশয়ঃ
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দক্ষ প্রোক্ত-
স্তবো নাম ত্রিমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়।
সূত উবাচ
ইত্যেষা সমনুজ্ঞাতা কথা পাপপ্রণাশিনী।
যা দক্ষমধিকৃত্যেহ কথা শর্ব্বাদুপাগতা ॥ ১
পিতুবং প্রসঙ্গেন কথা হ্যেষা প্রকীর্ত্তিতা।
পিতৃণামানুপূর্ব্ব্যেণ দেবান্ বক্ষাম্যতঃ পরম্ ॥
ত্রোযুগমুখে পূর্ব্বমাসন্ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
দেবা যামা ইতি খ্যাতাঃ পূর্ব্বং যে যজ্ঞসূনবঃ ॥
অজিতা ব্রহ্মণঃ পুত্রা জিতা জিদজিতাশ্চ যে।
পুত্রাঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে শুক্রনাম্না তু মানসাঃ ॥ ৪

এই স্তোত্র কেহ সহসা প্রকাশ করিবে না এবং শ্রবণও করিবে না। পাপকারী ব্যক্তি বৈশ্য, স্ত্রী, বা শূদ্র, যদি এই পরম গুহ্য স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ বিপ্রগণকে পর্ব্ব পর্ব্বে ইহা শ্রবণ করায়, সে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয় ; ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ৩১৯-৩২০।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,- পিতৃবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান্, ভব ও দক্ষসম্বন্ধিনী কথা আপনারা অবগত হইয়াছেন ; অধুন পিতৃবংশের অনুরূপ দেববংশ বর্ণন করিতেছি ; শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে ত্রেতাযুগের আদিতে দেবগণ 'যাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা যজ্ঞপুত্র বলিয়া বিখ্যাত হন। ইহাঁদের মধ্যে অজিতগণ ব্রহ্মার পুত্র এবং জিত, জিৎ ও অজিত, ইহাঁরা স্বায়ম্ভুব

তৃপ্তিমন্তো গণা হ্যেতে দেবানন্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ
ছন্দোগাস্তু ত্রয়স্ত্রিংশৎসর্ব্বে স্বায়ম্ভুবস্য হ ॥ ৫
যদুর্যযাতিদ্বৌ দেবৌ দীধয়ঃ স্রবসো মতিঃ।
বিভাসশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রজাতির্বিশতো দ্যুতিঃ ॥
বায়সো মঙ্গলশ্চৈব যামা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ
অভিমন্যুরুগ্রদৃষ্টিং সময়োহথ শুচিশ্রবাঃ।
কেবলো বিশ্বরূপশ্চ সুপক্ষো মধুপস্তথা ॥ ৭
তুরীয়ো নির্হয়ূশ্চৈব যুক্তো গ্রাবাজিনস্তু তে।
যমিনো বিশ্বদেবাদ্যং যবিষ্ঠোহমৃতবানপি ॥ ৮
অজিরো বিভুর্বিভাবশ্চ মূলিকোহথ দিদেহকঃ
শ্রুতিশৃণো বৃহচ্ছুক্রো দেবা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ ॥
আসন্স্বায়ম্ভুবস্যৈতে অন্তরে সোমপায়িনঃ।
ত্রিষিমন্তো গণা হ্যেতে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥
তেষামিন্দ্রঃ সদা হ্যাসীদ্বিশ্বভুক্ প্রথমো বিভুঃ।
অসুরা যে তদা তেষামাসন্ দায়াদবান্ধবাঃ ॥ ১১
সুপর্ণক্ষগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
অষ্টৌ তে পিতৃভিঃ সার্দ্ধং নাসত্যা দেবযোনয়ঃ

মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র। দেবগণের মধ্যে গণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐ সকল পুত্র তৃপ্তিমান গণ বলিয়া খ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনুর ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক পুত্র ছন্দোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদু, যযাতি, দীধর, স্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাপতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স, ও মঙ্গল, এই দ্বাদশটী 'যাম' দেব বলিয়া কথিত এবং অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, শুচিশ্রবা, কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, গ্রাবাজিন, যুক্ত, নির্হ্রয়ু, সাধন বিশ্বদেবাদ্য, যবিষ্ঠ অমৃতবান, অজির, বিভু, বিভাব, মুনিক, বিদেহগ, শ্রুতিশৃণ, ও বৃহচ্ছুক্র, ইহাঁরা স্বায়ম্ভুবাধিকারে সোমপায়ী ছিলেন। ইহাঁরা মহাবল ত্রিষিমন্তগণ বলিয়া বিখ্যাত। ১-১০। বিশ্বভুক্ বিভু সর্ব্বদা ইহাঁদের ইন্দ্র ছিলেন। তকন অসুর, সুপর্ণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিশাচ, উরগ, ও রক্ষম এই অষ্টগণ উহাঁদের জ্ঞাতি ও বান্ধব মধ্যে পরিগণিত ছিল। তকন পিতৃগণের সহিত

স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতাঃ প্রজাস্তাসাং সহস্রশঃ
প্রবাবরূসম্পন্না আয়ুষা চ বলেন চ ॥ ১৩
বিস্তরাদিহ নোচ্যন্তে মা প্রসঙ্গে ভবত্বিহ।
স্বায়ম্ভুবো নিসর্গশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতং মনুঃ ॥১৪
অতীতে বর্ত্তমানেন দৃষ্টো বৈবস্বতেন সঃ।
প্রজাভির্দেবতাভিশ্চ ঋষিভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥১৫
তেষাং সপ্তর্ষয়ঃ পূর্ব্বমাসন্ যে তান্নিবোধত।
ভৃগ্বঙ্গরা মরীচিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥১৬
অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ সপ্ত স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
অগ্নীধ্রশ্চাতিবাহুশ্চ মেধা মেদাতিথির্বসুঃ ॥১৭
জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে দশ পুত্রা মহৌজসঃ ॥১৮
বায়ুপ্রোক্তা মহাসত্ত্বা রাজানঃ প্রথমেঽন্তরে।
সাসুরং তৎসগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্।
সপিশাচমনুষ্যঞ্চ সুপর্ণাপ্সরসাং গণম্ ॥ ১৯
নো শক্যমানুপূর্ব্ব্যেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
বহুত্বান্নামধেয়ানাং সংখ্যা তেষাং কুলে তথা ॥

যা বৈ ব্রজকুলাখ্যাস্তু আসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
কালেন বহুনাতীতা অয়নাব্দযুগক্রমৈঃ ॥২১

ঋষয় উচুঃ।

ক এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বভূতাপহারকঃ।
কস্য যোনিঃ কিমাদিশ্চ কিং তত্ত্বং স কিমাত্মজঃ
কিমস্য চক্ষুঃ কা মূর্ত্তি কে চাস্যাবয়বাঃ স্মৃতাঃ
কিংনামধেয়ঃ কোঽস্যান্তা এতৎ প্রব্রূহি
পৃচ্ছতাম্ ॥২৩

সূত উবাচ।

শ্রূয়তাং কালসদ্ভাবঃ শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্।
সূর্য্যযোনির্নিমেষাদিঃ সংখ্যাচক্ষুঃ স উচ্যতে ॥
মূর্ত্তিরস্য ত্বহোরাত্রে নিমেষাবয়বশ্চ সঃ।
সংবৎসরশতং ত্বস্য নাম চাস্য কলাত্মকম্।
সাম্প্রতানাগতাতীতকালাত্মা স প্রজাপতিঃ ॥
পঞ্চানাং প্রাবভক্তানাং কালাবস্থাং নিবোধত
দিনার্দ্ধমাসমাসৈস্তু ঋতুভিস্ত্বয়নৈস্তথা ॥ ২৬
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।

নাসত্যগণ দেবযোনি ছিলেন। ইহাঁদের প্রভাব-রূপ-সম্পন্ন আয়ুষ্মান্ বলবান্ সহস্র সহস্র সন্তান-সন্ততি স্বায়ম্ভুব অন্তরে অতীত হইয়াছে। এ গ্রন্থে তাহাদের প্রসঙ্গ না থাকায় বিস্তৃতভাবে কথিত হইল না। অতবী স্বায়ম্ভুব মনুর, সৃষ্টিবিস্তার সাম্প্রতিক মনুর ন্যায়ে জ্ঞাতব্য। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কাল অতীত হইলে, বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর দৃষ্টান্তেই তৎকালিক স্বভাবাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্ব মন্বন্তরে যাহাঁরা প্রজা, দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের সহিত সপ্তর্ষি ছিলেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, যথা ;- ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বসিষ্ঠ। অগ্নীধ্র, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান, হস্য, সবন ও পুত্র-এই দশ জন মহৌজা স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। বায়ু বলিয়াছেন, ইহাঁরাই প্রথম মন্বন্তরের রাজা ছিলেন। আর অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, পশাচ, ও মনুষ্যগণের সহিত কত যে সুপর্ণ ও অপ্সরঃসমূহ সেই মন্বন্তরে ছিলেন, বহুত্ববশত শতবর্ষেও তাহাদের বা পূর্ব্বোক্ত রাজবংশীয়গণের নামের আনুপর্ব্বিক সংখ্যা করা অসম্ভব। সবায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে সকল ব্রজকুলাখ্য প্রজা ছিল, বহু অয়ন, অব্দ, ও যুগক্রমে বহুকাল হইল তাহারা অতীত হইয়াছে। ১১-২১। ঋষিগণ বলিলেন,-হে সূত! ঐ সর্ব্ব ভূতাপহারক কাল কে ? ইহার উৎপত্তি, আদি, তত্ত্ব, স্বরূপ, চক্ষু, মূর্ত্তি, অবয়ব, নাম এবং দেহ কি ? তাহা বলুন। সূত বলিলেন,- আপনারা এই কাল সদ্ভাব শ্রবণ করিয়া অবধারণ করুন ; আমি কীর্ত্তন করিতেছি। সূর্য্যযোনি নিমেষাদিকে কাল কহে ; সংখ্যা কালের চক্ষুঃস্বরূপ। এইকালের মূর্ত্তি অহোরাত্র ; অবয়ব নিমেষ ও কলাত্মক সংবৎসর তাহার নাম। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানত্মক কালই স্বয়ং প্রজাপতি। অধুনা দিন, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও অয়নদ্বারা পঞ্চধা বিভক্ত কালের অবস্থাভেদ শ্রবণ

ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ ॥ ২৭
বৎসরঃ পঞ্চমস্তেষাং কালঃ স যুগসংজ্ঞিতঃ।
তেষাং তু তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত
ঋতুরগ্নিস্তু যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ
আদিত্যোয়স্ত্বসৌ সারঃ কালাগ্নিঃ পরিবৎসরঃ
শুক্লকৃষ্ণা গতিমআপি অপাং সারময়ঃ খগঃ।
স ইদাবৎসরঃ সোমঃ পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ ॥
যশ্চায়ং তপতে লোকাংস্তনুভিঃ সপ্তসপ্তভিঃ।
আশু কর্ত্তা চ লোকস্য স বায়ুরিতি বৎসরঃ ॥
অহঙ্কারাদ্রুদন্ রুদ্রঃ সম্ভূতো ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
স রুদ্রো বৎসরস্তেষাং বিজজ্ঞে নীললোহিতঃ
তেষায় হি তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোগাৎ কালাত্মা প্রপিতামহঃ।
ঋক্‌মাযজুষাং যোনিঃ পঞ্চানাং পতিরীশ্বরঃ ॥
সোহগ্নির্যজুশ্চ সোমশ্চ স ভূতঃ স প্রজাপতিঃ।
প্রোক্তঃ সম্বৎসরশ্চেতি সূর্য্যো
যোহগ্নির্মনীষিভিঃ ॥ ৩৪
যস্মাৎ কালবিভাগানাং মাসর্ত্তুয়নয়োরপি।
গ্রহণক্ষত্রশীতোষ্ণবর্ষায়ঃকর্ম্মাণাং তথা।
যোজিতঃ প্রবিভাগানাং দিবসনাঞ্চ ভাস্করঃ ॥
বৈকারিকঃ প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রজাপতিঃ।
একৈনৈকোহথ দিবসো মাসোহথর্ত্তুঃ পিতামহঃ
আদিত্যঃ সবিতা ভানুর্জ্জীবনো ব্রহ্মসংকৃতঃ।
প্রভবশ্চাব্যয়শ্চৈব ভুতানাং তেন ভাস্করঃ ॥ ৩৭
তারাভিমানী বিজ্ঞেয়স্তৃতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ॥
সোমঃ সর্ব্বৌষধিপতির্যস্মাৎ স প্রপিতামহঃ ॥৩৮
আজীবঃ সর্ত্তভুতানাং যোগক্ষেমকৃদীশ্বরঃ।
অবেক্ষমাণঃ সততং বিভর্ত্তি জগদংশুভিঃ ॥৩৯
তিথীনাং পর্ব্বসন্ধীনাং পূর্ণিমাদর্শয়োরপি।
যোনির্নিশাকরো যশ্চ যোহমৃতাত্মা প্রজাপতিঃ
তস্মাৎ স পিতৃমান সোম ঋগ্‌যজুচ্ছন্দসাত্মকঃ
প্রাণাপানসমানদ্যৈর্ব্যানোদানাত্মকৈরপি ॥ ৪১
কর্ম্মভিঃ প্রাণিনাং লোকে সর্ব্বচেষ্টা প্রবর্ত্তকঃ।
প্রাণাপানসমানানাং বায়ুনাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪২

করুন। প্রথম সংবৎসর ; দ্বিতীয় পরিবৎসর; তৃতীয় ইদ্‌বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর সংজ্ঞায় অভিহিত। হাঁদের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি; যে ঋতু অগ্নি বলিয়া কীর্ত্তিত, উহা সংবৎসর; আদিত্য যে কাল বিভাগ করেন, তাহা পরিবৎসর; সোম ইদ্‌বৎসর; ইহাঁর শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়বিধ গতি এবং ইনি জলসারময় ও আকাশগামী। ইহাই পুরাণানুমোদিত। যিনি সপ্ত সপ্ত তনু দ্বারা এই লোক সকলকে তাপযুক্ত ও সচেষ্ট করেন, তিনিই বায়ু এবং ঐ বায়ুই অনুবৎসর। রুদ্র রোদন করিতে করিতে অহঙ্কারবশে ব্রহ্মা হইতে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সম্ভূত হন, ঐ নীললোহিত রুদ্রই রুদ্রদিগের বৎসর। ইহাঁদের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কালাত্মা প্রপিতামহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যোগে ঋক্ সাম ও যজুর নিদান এবং পঞ্চ কালের ঈশ্বর। তিনিই অগ্নি, যজু, সোম ভুতও প্রজাপতি। যিনি অগ্নি, তিনিই সূর্য্য বলিয়া খ্যাত এবং সেই সূর্য্যই মনীষিগণের মতে সংবৎসর। এই সূর্য্য হইতেই কাল-বিভাগ, মাস, ঋতু, অয়ন, গ্রহ, নক্ষত্র, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, আয়ু ও দিবসের বিভাগ সঙ্ঘটিত হয়। এই প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি, দিবস, মাস ও ঋতুর প্রবর্ত্তয়িতা এবং ইনিই পিতামহস্বরূপ। ইনিই আদিত্য, সবিতা, ভানু, জীবন ও ব্রহ্ম সৎকৃত নামে অভিহিত এবং ভুতগণের উৎপত্তি-বিনাশ-সাধক বলিয়া ভাস্কর আখ্যায় নিশ্চিত। ২২-৩৭। তৃতীয় পরিবৎসর, তারাভিমানী সোম সকল ওষধির পতি বলিয়া তিনিও প্রপিতামহ-পদবাচ্য ও সর্ব্বভূতের যোগ-ক্ষেমকারী। ইনি আংশু দ্বারা জগৎ পোষন করেন। তিথি, পর্ব্বসন্ধি, পূর্ণিমা ও আমাবস্যার ইনি যোনি। ইনি নিশাকর অমৃতাত্মা ও প্রজাপতি ; এজন্য এই সোম পিতৃমান এবং ঋক্ যজু ও ছন্দোময়। ইনিই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানাত্মক কর্ম্ম দ্বারা নিখিল প্রাণীর সর্ব্ব

পঞ্চানাং চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিস্মৃতিজলাত্মনাম্।
সমানকালকরণঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদয়ন্নিব ॥ ৪৩
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকানামাবহ প্রবহাদিভিঃ।
বিধাতা সর্ব্বভূতানাং ক্ষমী নিত্যং প্রভঞ্জনঃ ॥
যোনিরগ্নেরপাং ভূমেরবেশ্চন্দ্রমসশ্চ যঃ।
বায়ুঃ প্রজাপতির্ভূতং লোকাত্মা প্রপিতামহঃ ॥
প্রজাপতিমুখৈর্দেবৈঃ সম্যগিষ্টফলার্থিভিঃ।
ত্রিভিরেব কপালৈস্তু অম্বকৈরোষধিক্ষয়ে।
ইজ্যতে ভগবান্‌যস্মাত্তস্মাত্র্যম্ব উচ্যতে ॥ ৪৬
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ চ জগতী চৈব যা স্মৃতা।
ত্র্যম্বকা নামতঃ প্রোক্তা যেনয়ঃ সবনস্য তাঃ
তাভিরেকত্বভূতাভিস্ত্রিবিধাভিঃ স্ববীর্য্যতঃ।
ত্রসাধনপুরোড়াশস্ত্রিকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥ ৪৮
ইত্যেতৎপঞ্চবর্ষং হি যুগং প্রোক্তং মনীষিভিঃ
যচ্চৈব পঞ্চধাত্মা বৈ প্রোক্তঃ সংবৎসরো দ্বিজৈঃ
সৈকং ষট্‌কং বিজজ্ঞেঽথ মধ্বাদীনৃতবঃ কিল ॥

ঋতুপুত্রার্ত্তবঃ পঞ্চ ইতি সর্গঃ সমাসতঃ।
ইত্যেষ পবমানো বৈ প্রাণিনাঙ জীবিতানি তু
নদীবেগসমযুক্তং কালো ধার্বত সংহরন্।
অলোরাত্রকরস্তস্মাৎ স বায়ুরভবৎ পুনঃ ॥ ৫১
এতে প্রজানাং পতয়ঃ প্রধানাঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
পিতরঃ সর্ব্বলোকানাং লোকাত্মানং প্রকীর্ত্তিতাঃ
ধ্যায়তো ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্রুদন্ সমভবদ্ভবঃ।
ঋষিবিপ্রো মহাদেবো ভূতাত্মা প্রপিতামহঃ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং প্রণবায়োপপদ্যতে।
আত্মবেশেন ভূতানামঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্ভবঃ ॥ ৫৪
অগ্নিঃ সংবৎসরঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বায়ুরেব চ।
যুগাভিমানী কালাত্মা নিত্যং সংক্ষেপকৃদ্বিভুঃ।
উন্মাদকোঽনুগ্রহকৃৎ স ইদ্ধৎসর উচ্যতে ॥ ৫৫
রুদ্রাবিষ্টো ভগবতা জগত্যস্মিন্ স্বতেজসা।
আশ্রয়ত্রয়সংযোগাত্তনুভির্নামভিস্তথা ॥ ৫৬
ততস্তস্য তু বীর্য্যেণ লোকানুগ্রহকারকম্।

চেষ্টাপ্রবর্ত্তক। ইনি প্রাণ, অপান ও সমান বায়ুর প্রবর্ত্তয়িতা; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি ও রসের যথাকালে পুষ্টিসাধক; এবং উহাদের যেন ক্রিয়াসম্পাদক। সর্ব্বাত্মা। প্রভঞ্জন আবহ-প্রবহাদি দ্বারা সকল জীবের জীবনস্বরূপ ও বিধাতা। ইনি জল, অগ্নি, ভূমি, রবি ও চন্দ্রমার উৎপত্তি স্থান; তাই ইনি প্রজাপতি, লোকাত্মা ও প্রতিতামহ বলিয়া উক্ত। প্রজাপতিপ্রমুখ দেবতাত্রয় সম্যক্ ইষ্টফল কামনায় ওষধিক্ষয়ে ত্রিকপাল ও অম্বক দ্বারা ভগবান্ রুদ্রের পূজা করেন। এজন্য তাঁহার নাম 'ত্রাম্বক' হইয়াছে। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জাগতী এই ছন্দ তিনটি 'ত্র্যাম্বক' উহারাই যজ্ঞযোনি বলিয়া কথিত। ঐ ত্রিবিধ ছন্দ স্বীয় প্রভাবে কৌভূত হওয়ায় ত্র্যম্বক ত্রিসাধন, পুরোডাশ ও ত্রিকপাল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। মনীষিগণ এবম্প্রকার পঞ্চবর্ষকে যুগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দ্বিজগণ এই যে পঞ্চবিধ সম্বৎসরের কথা কহিয়াছেন, উহাদের এক এক বর্ষ মধু প্রভৃতি ছয় ঋতু হইয়া প্রাদুর্ভূত।

ঋতুপুত্র আর্ত্তবগণ পঞ্চধা বিভক্ত। সংক্ষেপে এই কাল সর্গ কথিত হইল। বায়ুও এইরূপে বায়ুকালরূপে প্রাণিগণের জীবন ক্ষয় করিয়া নদীর বেগের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছেন। এই কাল হইতেই অহোরাত্র হইয়াছে, এই কালই পুনরায় বায়ুমূর্ত্তি-ধর। ইহারা সকলেই প্রজাপতি সর্ব্বদেহীদিগের প্রধান, সর্ব্বলোকের পিতা, ও লোকাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত। ৩৮-৫৩। ভগবান্ ব্রহ্মা ধ্যানস্থ থাকিলে ভগবান্ ভব তাঁহা হইতে আবির্ভূত হন। ইনি ঋষি, বিপ্র, ও মহাদেবস্বরূপ ভূতাত্মা এবং পিতামহ। ইনিই সকলের ঈশ্বর, প্রণবের নিমিত্তই ইহাঁর আবির্ভাব। ইনি আত্মরূপে প্রাণিগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তিকারণ। ইনিই অগ্নি, সংবৎসর, সূর্য্য, চন্দ্রমা ও বায়ু। ইনি যুগাভিমানী, কালাত্মা, নিত্য সংহারক এবং ইনি উন্মাদক ও অনুগ্রহকর্ত্তৃরূপে ইদ্ধবসবনামে কথিত। ইনিই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশ্রয়শয়-সম্বন্ধ নিবন্ধন তনু

দ্বিতীয়ং ভদ্রসংযোগং শতং তস্যৈককারকম্ ॥
দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ কালত্বঞ্চাস্য যৎপরম্।
তস্মাদ্বৈ সর্ব্বথা ভদ্রস্তদ্ভক্তিরভিপুজ্যতে ॥ ৫৮
পতিঃ পতীনাং ভগবান্ প্রজেশানাং প্রজাপতিঃ
ভবনঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং নীললোহিতঃ।
ওষধীঃ প্রতিসন্ধত্তে রুদ্রঃ ক্ষীণাং পুনঃপুনঃ ॥
ইত্যেষাং যদপত্যং বৈ ন তচ্ছক্যং প্রমাণতঃ।
বহুত্বাৎ পরিসংখ্যাতুং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥ ৬০
ইমং বংশং প্রজেশানাং মহতাং পুণ্যকর্ম্মণাম্
কীর্ত্তয়ন্ স্থিরকীর্ত্তীনাং মহতীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥৬১
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দেববংশ-
বর্ণনং নামৈকত্রিংমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ও নাম সকল দ্বারা স্বীয় তেজে এ জগতে প্রতিভাত। অনন্তর তাঁহারই প্রভাবে আবার লোকানুকুল বিস্তৃত সৃষ্টি এবং দেব, পিতৃ ও কাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পরে ঐ উৎপন্ন ভূতগণই আবার তাঁহার পূজা করে। ভগবান্ ভব প্রজেশ, প্রজাপতি, পতিরও পতি, সর্ব্বভূতের প্রভব এবং ক্ষীণ ওষধি সকলের পুনঃপুনঃ প্রতিসন্ধাতা। প্রথমোক্ত পুণ্যকর্ম্মাদিগের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য বলিয়া সম্পূর্ণ বংশবিবরণ কীর্ত্তন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি এই স্থিরকীর্ত্তি প্রজাপতিগণের মহৎ বংশ কীর্ত্তন করেন, তিনি মহতী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন্। ৫৪-৬১।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রণবস্য বিনিশ্চয়ম্।
ওঙ্কারমক্ষরং ব্রহ্ম ত্রিবর্ণহআদিতঃ স্মৃত্ ॥ ১
যো যে যস্য যতা বর্ণো বিহিতো দেবতাস্তথা।
ঋচো যজুংষি সামানি বায়ুরগ্নিস্তথা জলম্ ॥ ২
তস্মাত্তু অক্ষরাদেব পুনরন্যে প্রজজ্ঞিরে।
চতুর্দ্দশ মহাত্মানো দেবানাং যে তু দেবতাঃ ॥ ৩
তেষূ সর্ব্বগতশ্চৈব সর্ব্বগঃ সর্ব্বযোগবিৎ।
অনুগ্রহায় লোকানামাদিমধ্যান্ত উচ্যতে ॥ ৪
সপ্তর্ষয়স্তথেন্দ্র যে দেবাশ্চ পিতৃভিঃ সহ।
অক্রান্নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে দেবদেবান্মহেশ্বরাৎ ॥
ইহামুত্র হিথার্থায়বদন্তি পরমং পদম্।
পূর্ব্বমেব ময়োক্তস্তে কালস্তু যুগসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগাদিঃ কলিনা সহ।
পরিবর্ত্তমানৈস্তৈরেব ভ্রমমাণেষা চক্রবৎ ॥ ৭
দেবতাস্তু তদোদ্বিগ্নাঃ কালস্য বশমাগতাঃ।
ন শক্নুবন্তি তন্মানং সংস্থাপয়িতুমাত্মনা ॥ ৮
তদা তে বাগ্যতা ভূত্বা আদৌ মন্বন্তরস্য বৈ।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ ইন্দ্রশ্চৈব মহাতপাঃ ॥ ৯
সমাধায় মনস্তীব্রং সহস্রং পরিবৎসরান্।

ওঙ্কারে তিনটী বর্ণ আছে। ইহা মন্ত্রের আদিতে প্রযুক্ত হয়। ওঙ্কারস্থ বর্ণ হইতেই ঋক্ যজুঃ, সাম ও বায়ু অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। দেবতাদিগের মধ্যে যে চতুর্দ্দশ জন মাহাত্মা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বগ, সর্ব্বগত ও সর্ব্বযোগবিৎ, তিনিই লোকানুগ্রহের নিমিত্ত ওঙ্কারের আদি-মধ্য অন্তরূপে আবির্ভূত সপ্তর্ষি, ইন্দ্র, দেবগণ ও পিতৃগণ-ইহাঁরা সকলেই দেবদেব মহেশ্বরস্বরূপ। ওঙকারাক্ষয় হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ১-৫। মনীষিগণ ঐ ওঙ্কারাক্ষরকে ইহলোক ও পরলোকের হিতকর পরমপদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে আমি চক্রবৎ ভ্রমমাণ কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের সহিত কালের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি; যুগ সকল চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকিলে, তখন দেবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া ব্যাকুলিতভাবে তাহার ইয়ত্তা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং মন্বন্তরের আদিতে ঐ

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,-অতঃপর প্রণবের বিষয় কীর্ত্তণ করিতেছি শ্রবণ করুন। ওঙ্কারাক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ;

প্রপয়াস্তে মহাদেবং ভীতাঃ কালস্য বৈ তদা
অয়ং হি কালো দেবেশশ্চতুর্মূর্ত্তিমর্মুখঃ।
কোঽস্য বিদ্যান্মহাদেব অগাধস্য মহেশ্বর ॥ ১১
অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবস্তন্ত্র কালং চতুর্ম্মুখম্।
ন ভেতব্যমিতি প্রাহ কো বঃ কামঃ প্রদীয়তাম্
তৎকরিষ্যামহং সর্ব্বং ন বৃথায়ং পরিশ্রমঃ।
উবাচ দেবো ভগবান্ স্বয়ং কালঃ সুদুর্জ্জয়ঃ ॥১৩
যদেতস্য মুখং শ্বেতং চতুর্জিহ্বং হি লক্ষ্যতে।
এতৎ কৃতযুগং নাম তস কালস্য বৈ মুখম্।
অসৌ দেবঃ সুরশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা বৈবস্বতো মুখঃ ॥
যদেতদ্রক্তবর্ণাভং দ্বিতীয়ং বঃ স্মৃতং ময়া।
ত্রিজিহ্বাং লেলিহানন্ত্ব এতত্রেতা যুগং দ্বিজাঃ
অথ যজ্ঞ প্রবৃত্তিস্তু জায়তে হি মহেশ্বরাৎ।
ততোঽত্র ইজ্যতে যজ্ঞস্ত্রিস্রোজিহ্বাস্ত্রয়ে হগ্নয়ঃ
দৃষ্ট্বা চৈবাগ্নয়ো বিপ্রাঃ কালজিহ্বাবর্ত্ততে ॥
যদেতদ্বৈ মুখং ভীমং দ্বিজিহ্বং রক্তপিঙ্গলম্।
দ্বিপাদোঽত্র ভবিষ্যামি দ্বাপরং নাম তদ্যুগম্
যদেতৎ কৃষ্ণবর্ণাভং তুরীয়ং রক্তলোচনম্।
একজিহ্বো পৃথু শ্যামং লেলিহানং পুনঃপুনঃ ॥
ততঃ কলিযুগং ঘেরং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্।
কল্পস্য তু মুখং হ্যেতচ্চতুর্থং নাম ভীষণম্ ॥১৯
ন সুখংনাপি নির্ব্বাণং তস্মিন্ ভবতি বৈ যুগে
কালগ্রস্তা প্রজা চাপি যুগে তস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥
ব্রহ্মা কৃতযুগে পুজ্যস্ত্রেতায়াং যজ্ঞ উচ্যতে।
দ্বাপরে পুজ্যতে বিষ্ণুরহং পুজ্যশ্চতুর্ষ্বাপ ॥ ২১
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ যজ্ঞশ্চ কালস্যৈব কলাস্ত্রয়ঃ।
সর্ব্বেস্বব হি কালেষু চতুর্মূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ ॥ ২২
অহং জনো জনয়িতা কালঃ কালপ্রবর্ত্তকঃ
যুগকর্ত্তা ততা চৈব পরং পরপরায়ণং ॥ ২৩
তস্মাৎ কলিযুগং প্রাপ্য লোকানাং হিতকারণাৎ
অভয়ার্থং চ দেবানামুভয়োর্লোকয়োরপি ॥ ২৪
তদা ভব্যশ্চ পূজ্যশ্চ ভবিষ্যামি সুরোত্তমাঃ
তস্মাদ্ভয়ং ন কার্য্যঞ্চ কলিং প্রাপ্য মহৌজসঃ ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ দেব, ঋষি ও তপোধনগণ যতবাক্ হইয়া সহস্র বর্ষব্যাপী তীব্র তপস্যায় মনঃ-সমাধানপূর্ব্বক কাল ভয়ে ভীত হইয়া ভগবান মহাদেবকে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন,-হে মহেশ্বর মহাদেব! এই দেবেশ কাল চতুর্ম্মূর্ত্তি। চতুর্ব্বদন ; ইহাঁর তত্ত্ব কে জানিতে পারে? অনন্ত র মহাদেব চতুর্ম্মুখ কালকে নিরীক্ষণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন,-তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমাদের কোন্ অভিলষিত পূরণ করিব, তাহা তোমরা বল ; তোমাদিগকে আর বৃথা পরিশ্রম করিতে হইবে না ; এই বলিয়া কালরূপী সাক্ষাৎ সুদুর্জ্জয় দেবদেব বলিতে লাগিলেন,-এই যে চারিটী জিহ্বাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ বদন দেখিতেছ এইটী কালের কৃতযুগ নামক প্রথম মুখ। আর এই মুখই দেব সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও ইনিই বৈবস্বত নামক মুখ। ঐ যে রক্তবর্ণ দ্বিজিহ্ব, লেলিহান দ্বিতীয় মুখ, উহাই ত্রেতাযুগ ; ইহাতেই মহেশ্বর হইতে যজ্ঞপ্রবৃত্তি হয় এজন্য ইহাতেই যজ্ঞ আরব্ধ হয়। ইহার তিনটী জিহ্বা তিনটী অগ্নিস্বরূপ, ইহাকে আহিত অগ্নিই কালের জিহ্বা। আর এই যে দুইটী জিহ্বা বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর রক্ত পিঙ্গল বদন, এই বদনই আমার দ্বিপাদধর্ম্ম যুক্ত দ্বাপর যুগ। আর এই যে কৃষ্ণবর্ণ রক্তলোচন একজিহ্ব পুনঃপুনঃ লেলিহান স্থূল চতুর্থ বদন, ইহাই কল্পমুখস্বরূপ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ঘোর কলিযুগ। কলিযুগে সুখও নাই, নির্ব্বাণও নাই, সকল প্রজাই কলিগ্রস্থ হইয়া থাকে। কৃতযুগে ব্রহ্মা পুজ্য, ত্রেতায যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণু এবং আমি চারিযুগেই পূজনীয়। ৬-২১। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যজ্ঞ-ইহাঁরা কালেরই তিনটী অংশ মাত্র। আর সকল কালেই আমি চতুর্ম্মূর্ত্তি। আমিই জন, আমিই তোমাদের জনপ্রিয়তা কালপ্রবর্ত্তক কাল। আমিই যুগকর্ত্তা পরম পরপরায়ণ। এজন্য আমি কলিযুগ প্রাপ্ত হইয়া লোকের হিত ও দেবগণের অভয়ের নিমিত্ত ভব্য ও পূজার্হ হইয়া থাকি। হে সুরোত্তামগণ ! সুতরাং কলিপ্রাপ্তিতে আপনাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই। দেব ও ঋষিগণ কালরূপী মহাদেব কর্ত্তৃক

এবমুক্তাস্ততঃ সর্ব্বা দেবতা ঋষিভিঃ সহ।
প্রণম্যশিরসা দেবং পুনরূচুর্জ্জগৎপতিম ॥ ২৬
দেবর্ষয় উচুঃ।
মহাতেজা মহাকায়ো মাহাবীর্য্যো মহাদ্যুতিঃ।
ভীষণঃ সর্ব্বভুতানাং কথং কালশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥২৭
মহাদেব উবাচ।
এষ কালশ্চতুমূর্ত্তিমউর্দ্দংষ্ট্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
লোকসংরক্ষণার্থায় অতিক্রামতি সর্ব্বশঃ ॥২৮
নাসাধ্যং বিদ্যতে চাস্য সর্ব্বস্মিন্ সচরাচরে।
কালঃ সৃজতি ভূতানি পুনঃ সংহরতি ক্রমাৎ ॥
সর্ব্বে কাকলস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্বশে।
তস্মাত্তু সর্ব্বভূতানি কালঃ কলয়তে সদা ॥ ৩০
বিক্রমস্য পদান্যস্য পূর্ব্বোক্তান্যেকসপ্ততিঃ।
তানি মন্বন্তরাণীহ পরিবৃত্তযুগক্রমাৎ ॥ ৩১
একং পদং পরিক্রম্য পদাামেকসপ্ততিঃ।
যদা কালঃ প্রক্রমতে তদা মন্বন্তরক্ষয়ঃ ॥ ৩২

এবমুক্তা তু ভগবান্ দেবার্ষি পিতৃদানবান্।
নমস্কৃতশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৩
এবং স কালো ভগবান দেবর্ষিপিতৃদানবান্।
পুনঃ পুনঃ সংহরতে সজতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৪
অতো মন্বন্তরে চৈব দেবর্ষিপিতৃদানবৈঃ।
পুজ্যতে ভগবানীমো ভায়াৎ কালস্য তস্য বৈ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কলৌ কুর্য্যাত্তপো দ্বিজাঃ
প্রপন্নস্য মহাদেবং তস্য পুণ্যফলং মহৎ।
আদ্দেবা দিবং গত্বা অবতীর্য্য চ ভুতলে ॥
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্।
তপ ইচ্ছন্তি ভূয়িষ্ঠং কর্ত্তুং ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩৬
অবতারান কলিং প্রাপ্য করোতি চ পুনঃপুনঃ
এবং কালন্তরে সর্ব্বে যেহতীতা বৈ সহস্রশঃ
বৈবস্বতেহন্তরে তস্মিন্ দেবরাজর্ষয়স্তথা ॥ ৩৮
দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মনুমেক্ষাকুবংশজাঃ
মহাযোগবলোপেতাঃ কালান্তরমুপাসতে ॥ ৩৯

এইরূপে উক্ত হইয়া তাঁহাকে অবনত-মস্তকে অভিবাদনপূর্ব্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন,- হে দেব! অতিতেজস্বী, মহাকায়, মহাবীর্য্য, মহাদ্যুতি, লোক ভয়ঙ্কর এই কাল চতুর্ম্মুখ হইলেন কি জন্য ? ভগবান্ মহাদেব জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,- এই চতুর্ম্মূর্ত্তি চতুর্ম্মুখ চতুর্দংষ্ট্র কাল লোকরক্ষার নিমিত্ত সকলেই অতিক্রম করিয়া থাকেন। এই চরাচরে তাঁহার কিছুই অসাধ্য নাই। তিনিই ভুত সমুদয় সৃষ্টি করিতেছেন, আবার তিনিই ক্রমশঃ সংহার করিয়া থাকেন। সকলেই কালের বশবর্ত্তী, কিন্তু কাল কাহারও বশীভূত নহে। এজন্য কালই সর্ব্বভূতের সঙ্কলয়িতা। পূর্ব্বোক্ত একসপ্ততি যুগ-কালের এক একটী পাদক্ষেপ স্বরূপ এবং উহাই মন্বন্তর বলিয়া কথিত। এক একবার করিয়া যখন কালের একসপ্ততি বার পাদ বিক্ষেপ হয়, তখনই মন্বন্তরের ক্ষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ একসপ্ততি যুগে এক যুগান্তর হয়। ভগবান্ মহাদেব- দেব, ঋষি, পিতৃ ও দানবগণকে এই কথা কহিলে তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করিলেন ; পরে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হি হইলেন, কাল এই প্রকারে দেব, ঋষি পিতৃ ও দানব প্রভৃতিকে পুনঃপুনঃ সৃজন ও সংহার করিতেছেন । এই নিমিত্তই ভগবান ঈশ, কাল-ভয়ে ভতি দেব ঋষি পিতৃ ও দানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। হে দ্বিজগণ ! অতএব কলিযুগে সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে তপশ্চরণ করা বিধেয়। তিনি তপস্যায় মহাদেবকে প্রাপ্ত হন, তাঁহার পুণ্যফল মহৎ। এজন্য ধর্ম্ম পরায়ণ দেবগণ ও ঋষিগণ সুদারুন কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা করিতেই ইচ্ছা করেন। ২২-৩৬। এইরূপে তাঁহারা কলিপ্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ ও তপোনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। এইরূপে দেবাপি, পুরুবংশসম্ভুত রাজা, মনু ও ইক্ষাকুবংশজাত সহস্র সহস্র নৃপতিগণ,-যাঁহারা কালে অতীত হইয়াছেন, তাঁহারাই আবার কালধর্ম্মের বশীভুত হইয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে সত্য ত্রেতা

ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিংস্তিষ্যে ত্রেতাযুগে কৃতে
সপ্তর্ষিভিশ্চৈব সাদর্ধং ভাব্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ
গোত্রাণাং ক্ষতিয়াণাং চ ভবিষ্যাস্তে
প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪০
দ্বাপরান্তে প্রতিষ্ঠন্তে ক্ষত্রিয়া ঋষভিঃ সহ।
কৃতে ত্রেতাযুগে চেব তথা ক্ষীণে চ দ্বাপরে ॥
ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোচ্ছেদা দ্বিজার্থায় কলৌ স্মৃতাঃ।
এবমেতেষূ সর্ব্বেষু যুগেষু ক্রমশস্ততা ॥ ৪২
সপ্তর্ষিস্তথা সার্দ্ধং সন্তানার্থং যুগে যুগে।
এবং ক্ষত্রস্য চোচ্ছেদাঃ সম্বন্ধ দ্বৈ দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
নরাঃ পাতকিনো যে বৈ বর্ত্তন্তে তে কলৌ
স্মৃতা ॥ ৪৩
মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং সন্তনার্থা শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ।
এবমেতেষু সর্ব্বেষু যুগক্ষয়ক্রমস্তথা ॥ ৪৪
পরস্পরং যুগানাং চ ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোদ্ভবঃ।
যতা বৈ প্রকৃতিস্তেভ্যঃ প্রবৃত্তানাং যথাক্ষয়ম্ ॥
জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রে নিরবশোষিতে।
ক্রিয়ন্তে কুলটাঃ সর্ব্বা ক্ষতিয়ৈর্বসুদাধিপৈঃ।
দিবং গতানহং ভুভ্যং কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধত ॥

দ্বাপর কলি এই যুগেই সপ্তর্ষিগণের সহিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়বংশের ভাবী প্রবর্ত্তকরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর-যুগের শেষে ক্ষত্রিয়গণ সপ্তর্ষিগণের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহারা দ্বিজগণের ধর্ম্ম্য কর্ম্মের সহায়তার নিমিত্তই সপ্তর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য উচ্ছেদ প্রাপ্ত হন। সকল যুগেই এইরূপ সঙ্ঘটিত হয়। পাতকী নরসকলই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সপ্ত মন্বন্তরের বিস্তৃত বৃত্তান্ত শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থেই নিহিত। যুগ পরাবার উদ্ভব, ব্রহ্মক্ষেত্রদিগের উৎপত্তি, তাহাদিগের প্রকৃতি ও তৎপ্রবৃত্ত প্রজাদিগের ক্ষয়, ঐরূপে যুগক্ষয়ক্রম সকল গ্রন্থেই ঐরূপ জানিতে হইবে। জামদগ্ন্য রাম ক্ষত্রকুল নির্ম্মুল করিলে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ কুলটা সংসগং করিয়াছিলেন।

ঐড়মিক্ষ্বাকুবংশ্য প্রকৃতিং পরিচক্ষতে।
রাজানঃ শ্রোণিবন্ধাস্ত তথান্যে ক্ষত্রিয়া ভুবি ॥
ঐড়বংশেঽথ সম্ভূতাস্তথা চেক্ষ্বাকবে নৃপাঃ।
তেভ্য এব শতং পূর্ণং কুলানামাভষেচিতম্ ॥
তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তরো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ
ভোজং তু ত্রিশতং ক্ষত্রং চতুর্দ্ধা তদ্‌যথদিশম্
তেষঈতস্তু রাজানো ব্রুবতস্তান্নিবোধত।
শতং বৈ প্রতিবিন্ধ্যানাং হৈহয়ানাং তথা শতম্
ধার্ত্তরাস্ট্রোস্ত্বেকশতমশীতির্জনমেজয়াঃ।
শতং বৈ ব্রহ্মদত্তানাং কুলানাং বীর্ষিণাং শতম্
ততঃ শতং তু পৌলানাং শতং কাশিকুশাদয়ঃ
তথাপরং সহস্রং তু যেঽতীতাঃ শশবিন্দবঃ।
ঈজানাস্তেঽশ্বমেধৈস্তু সর্ব্বে নিযুতদক্ষিণৈঃ ॥
এবং রাজর্ষয়োঽতীতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
মনার্বৈবস্বতস্যেহ বর্ত্তমানেঽন্তরে শুভে ॥ ৫৩

অতঃপর আমি স্বর্গত নৃপতিগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐড় বংশ ইক্ষাকুবংশের আদি বলিয়া কথিত। 'শ্রোণিবন্ধা' নৃপতিগণ এবং অন্যান্য বহু নৃপতি ঐড়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নৃপতিবৃন্দ হইতে শত শত কুল বিস্তৃত হইয়াছিল। ৩৭-৫০। ভোজবংশীয় নৃপদিগের বংশ উহাদের দ্বিগুণ ; প্রায় তিন শত হইবে। এই ভোজবংশের চারিটী অংশ আছে ; উহা উল্লেখ করা হইয়াছে ! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতিবিন্ধ্য, হৈহয় ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রত্যেক বংশের একশত করিয়া কুল অতীত হইয়াছে। জনমেজয়বংশের াশাতি, ব্রহ্মদত্ত, বীর্য্য পৌল ও কাশিকুশবংশের প্রত্যেককতঃ একশত এবং শশবিন্দুদিগের এক সহস্র কুল অতীত হইয়াছে। এই বংশীয়গণ সকলেই ভুরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র

পুনরুক্তবহুত্বাচ্চা ন শক্যং বিস্তরেণ তু।
এবং সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তা ন শক্যো বিস্তরেণ তু
বক্তুং রাজর্ষয়ঃ কৃৎস্না যেহতীতাস্তৈর্যুগৈ সহ ॥
এতে যযাতিবংস্য বভূবুর্বংশবর্দ্ধনাঃ।
কীর্ত্তিতা দ্যুতিমন্তস্তে যে লোকন্ ধারয়ন্তি বৈ
লভন্তে চ বরান্ পঞ্চ দুর্লভান্ ব্রহ্মলৌকিকান্
আয়ুঃ পুত্রান্ ধনং কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং ভুতিরেব চ ॥
ধারণাচ্ছ্রবণাচ্চৈব পঞ্চবর্গস্য ধীমতাম্।
তথোক্তা লৌকিকাশ্চৈব ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি বৈ
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্য সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
কৃতে বৈ প্রক্রিয়াপাদশ্চতুঃসাহস্য উচ্যতে।
তস্মাচ্চতুঃশতং সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি সংখ্যয়া মুনিভিঃ সহ।
তস্যাপি ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশস্ত্রিশতঃ স্মৃতঃ
অনুষঙ্গপাদস্ত্রেতায়াস্ত্রিসাহস্রস্তু সংখ্যয়া।
দ্বাপরে দ্বে সহস্রে তু বর্ণানাং সম্প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশো দ্বিশতস্তথা
উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়স্তু দ্বাপরে পাদ উচ্যতে ॥ ৬২
কলিং বর্ষসহস্রং তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ শতমেব চ ॥
সংহারপাদঃ সংখ্যাতশ্চতুর্থো বৈ কলৌ যুগে।
সসন্ধ্যানি সহাংশানি চত্বারি তু যুগানি বৈ ॥ ৬৪
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
এবং পাদৈঃ সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চ পঞ্চ চ ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশকৈরেব দ্বে সহস্রে তথাপরে।
এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৬৬
যথা বেদশ্চতুষ্পাদশ্চতুষ্পাদং তথা যুগম্।
যথা যুগং চতুষ্পাদং বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্।
চতুষ্পাদং পুরাণন্তু ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যুগধর্ম্ম-
নিরূপণং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

রাজর্ষি অতীত হইয়াছেন। বৈবস্বত মনুর এই বর্ত্তমান অধিকার কালে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের উল্লেখ বিস্তৃতরূপে করিতে আমি অক্ষম। কাজেই যে সকল রাজর্ষি সেই সেই যুগের সহিত অতীত হইয়াছেন ; সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ করিলাম ; বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না। এই রাজন্যবর্গ সকলেই যযাতিবংশ-সম্ভূত। ইহাঁরা সকলেই দ্যুতিমান্ ছিলেন এবং সকলেই সমস্ত লোক পালন করিয়াছিলেন। প্রজাগণের পুত্রবৎ পালন ও তাহাদের সকল প্রকার অভিযোগ শ্রবণ হেতু ইহারা দুর্লভ ব্রহ্ম লোকপ্রাপক বর লাভ করিবার পর আয়ু, ধন, পুত্র, কীর্ত্তি, ও ঐশ্বর্য্য এই পাঁচটি বরও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃতযুগে প্রক্রিয়াপাদ ; ঐ যুগের পরিমাণ- চারি হাজার বৎসর এবং উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ চারিশত বৎসর। ত্রেতাযুগে অনুষঙ্গ পাদ ; ঐ যুগের পরিমাণ তিন হাজার; এবং উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসর। দ্বাপরে উপোদ্ঘাত পাদ ; ঐ যুগের পরিমাণ দুই হাজার বৎসর এবং উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর। কলিযুগে সংহারপাদ প্রখ্যাত;ঐ যুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর; ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও এক শত বৎসর করিয়া। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত এই চারি যুগের কথা বলা হইল। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণসহ এই চারি যুগের পরিমান দ্বাদশ সহস্র বৎসর। এইরূপ যুগপাদদেরও পরিমাণ দশ সহস্র বৎসর। আর ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ পামিাণ দুই হাজার বৎসর। ঋষিগণ এই দ্বাদশ সহস্র যুগপাদ-পমিাণ কীর্ত্তন করেন। বেদ যেমন চতুষ্পাদ, তেমনি যুগও চতুষ্পাদ বলিয়া কীর্ত্তিত; ইহা স্বয়ং বিধাতা বিধান করিয়াছেন। ৫১-৬৭।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেস্বিহ।
তুল্যাভিমানিনঃ সর্ব্বে জায়ন্তে নামরূপতঃ ॥ ১
দেবাশ্চ বিবিধা যে চ তস্মিন্ মন্বন্তরেঽধিপাঃ
ঋষয়ো মনবশ্চৈব সর্ব্বে তুল্যাভিমানিনঃ ॥ ২
মহর্ষিসর্গঃ প্রোক্তো বৈ বংশঃ স্বায়ম্ভুবশ্য তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত ॥ ৩
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসন্ দশ পৌত্রাস্তু তৎসমাঃ।
যৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপসমন্বিতা ॥ ৪
সসমুদ্রাকরবতী প্রতিবর্ষং নিবেশিতা।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমাদ্যে ত্রেতাযুগে তদা ॥ ৫
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
প্রজাসর্গতপোযোগৈস্তৈরিয়ং বিনিবেশিতা ॥ ৬
প্রিয়ব্রতাৎ প্রজাবন্তো বীরাৎ কন্যা ব্যজায়ত
কন্যা সা তুমহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৭
কন্যে দ্বে শতপুত্রাশ্চ সম্রাট্ কুক্ষিশ্চ তে উভে
তয়োর্ব্বৈ ভ্রাতরঃ শূরাঃ প্রাজাপতিসমা দশ ॥৮
অগ্নীধ্রশ্চ বপুষ্মাংমএমদা মেদতিথির্বিভুঃ।
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ সর্ব্ব এব চ
প্রিয়ব্রতোঽভিষিচ্যৈতান্ সপ্ত সপ্তসু পার্থিবান্
দ্বীপেষু তেষু ধর্ম্মেণ দ্বীপাংস্তাংশ্চ নিবোধত ॥
জম্বুদীপেশ্বরং চক্রে অগ্নীধ্রন্তু মহাবলম্।
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ ॥১১
শাল্মলৌ তু বপুষ্মন্তং রাজানমভিষিক্তিবান্।
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভু
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ।
শাকদ্বীপেশ্বরং চাপি হব্য চক্রে প্রিয়ব্রতঃ।
পুষ্করাধিপতিং বাপি সবনং কৃতবান্ প্রভুঃ।
পুষ্করে সবনস্যাপি মহাবীতঃ সুতোঽভবৎ।
ধাতকিশ্চৈব দ্বাবেতৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ
মহাবীতং স্মৃতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ।
নাম্না তু ধাতকেশ্চাপি ধাতকীখণ্ড উচ্যতে ॥ ১৫
হব্যো ব্যজনয়ৎ পুত্রান্ শাকদ্বীপেশ্বরান্ প্রভুঃ
জলদঞ্চ কুমারঞ্চ সুকুমারং মণীচকম্ ॥ ১৬
বসুমোদং সুমোদাকং সপ্তমঞ্চ মহাদ্রুমম্।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,-অতীত ও অনাগত মন্বনতরসমূহে সকলেই নাম ও রূপানুসারে তুল্যাভিমানী হইয়া থাকে। সেই সেই মন্বন্ত রের বিবিধ দেবতা, মন্বন্তরাধিপ, বিভিন্ন মনু এবং ঋষি সকলেই তুল্যাভিমানী। পূর্ব্বে মহর্ষিসৃষ্টি কথিত হইয়াছে; অধুনা বিস্তৃতরূপে সবায়ম্ভুব বংশ কীর্ত্তন করিতেছি- শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পৌত্র ছিলেন ; তাঁহারা প্রিয়ব্রতের পুত্র এবং গুণে সকলেই স্বায়ম্ভুব মনুর সমান। পূর্ব্বে সত্য ও ত্রেতাযুগে তাঁহারা যোগ ও তপশ্চরণ দ্বারা সসমুদ্রা সপ্তদ্বীপ-সমন্বিতা সমগ্র পৃথিবীর কর গ্রহণ করিতেন। প্রজাপতি বীর প্রিয়ব্রত হইতে এক কন্য উৎপন্ন হয়। ঐ মহাভাগা কন্যা কর্দ্দমপ্রজাপতির সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও দুইটী কন্যা এবং সম্রন্ট্ ও কুক্ষি প্রভৃতি শত পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে দশজন ভ্রাতা প্রজাপতি-সম প্রখ্যাত পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহাদের নাম- অগ্নীধ্র, বপুষ্পান্, মেধা, মেধাতিথি, বিভু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও সর্ব্ব। প্রিয়ব্রত ইহাঁদের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে সাতজনকে সপ্তদ্বীপে অভিষেক করেন। তিনি কোন দ্বীপে কাহাকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপের,বপুষ্মানএক শাল্মলিদ্বীপের, জ্যোতিষ্মানএক কুশদ্বীপের,, দুতিমানএক ক্রৌঞ্চদ্বীপের, হব্যকে শাকদ্বীপের ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের অধীশ্বর করেন। পুষ্পরদ্বীপে সবনের মহাবীত ও ধাতকী নামে দুই পুত্র হয়। মহাবীতের নামে মহাবীত নামক বর্ষ এবং ধাতকীর নামে ধাতকীখণ্ড প্রসিদ্ধ লাভ করে। হব্য কতিপয়

জলদং জলদস্যাথ বর্ষং প্রথমমুচ্যতে।
কুমারস্য চ কৌমারং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
সুমুকারং তৃতীয়ন্তু সুকুমারস্য কীর্ত্তিতম্।
মণীচকস্য চতুর্থং মণীচকমিহোচ্যতে ॥ ১৮
বসুমোদস্য বৈ বর্ষং পঞ্চমং বসুমোদকম্।
মোদকস্য তু মোদাকং বর্ষষষ্ঠং প্রকীর্ত্তিভম্ ॥১৯
মহাদ্রুমস্য নায়া তু সপ্তমন্তু মহাদ্রুমম্।
এষান্তু নাযভিস্তানি সপ্ত বর্ষাণি তত্র বৈ ॥ ২০
ক্রৌঞ্চদ্বীপেরশ্বর স্যাপি পুত্র দ্যুতিমতস্তু বৈ।
কুশলা মনুগশ্চোঞ্চঃ পীবরশ্চান্ধকারকঃ।
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সুতা দ্যুতিমতস্তু বৈ ॥ ২১
তেষাং স্বনামভির্দেশাঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্চ যাঃ শুভাঃ
উষ্ণস্যোঞ্চঃ স্মৃতো দেশঃ পীবরস্যাপি পীবরঃ
অন্ধকারকদেশস্তু অন্ধকারশ্চ কীর্ত্ত্যতে।
মুনেস্তু মুনিদেশো বৈ দুন্দুর্ভেদুন্দুভিঃ স্মৃতঃ।
এতে জনপদাঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপে তু ভাস্বরাঃ
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তৈতে সুমহৌজসঃ

শাকদ্বীপাধিপ কুমার উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম,-জলদ, কুমার, সুকুমার, মণীচক, বসুমোদ, সুমোদক ও মহাদ্রুম। ইহাঁদের মধ্যে জলদের জলদনামক প্রথম বর্ষ, কুমারের কৌমার নামক দ্বিতীয় বর্ষ, সুকুমারের সুকুমারনামক তৃতীয় বর্ষ, মণীচকের মণীচক নামক চতুর্থ বর্ষ, বসুমোদদের বসুমোদনামক পঞ্চম বর্ষ, মোদকের মোদাক নামক ষষ্ঠ বর্ষ ও মহাদ্রুমের মহাদ্রুম নামক সপ্তম বর্ষ প্রসিদ্ধ। শাকদ্বীপে ইহাঁদের নামানুসারে ঐ সাতটী বর্ষ-পর্ব্বত আছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের ঈশ্বর দ্যুতিমানের কতিপয় পুত্র ছিলেন ; তাঁহাদের নাম- কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি। ইহাঁরা ক্রৌঞ্চদ্বীপে আপন আপন নামে নাম দিয়া এক এক দেশে অধিকার করিয়াছিলেন। তদনুসারে উষ্ণের উষ্ণদেশ, পীবরের পীবরদেশ, অন্ধকারকের অন্ধকার দেশ, মুনির মুনিদেশ, ও দুন্দুভির

উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব স্বৈরথো লবণো ধৃতিঃ ॥
ষষ্ঠঃ প্রভাকরশ্চৈব সপ্তমঃ কপিলঃ স্মৃতঃ।
উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডসম্।
তৃতীয়ং স্বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ॥ ২৫
পঞ্চমং ধৃতিমদ্বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম।
সপ্তমং কপিলং নাম কপিলস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৬
তেষাং দ্বীপাঃ কুশদ্বীপে তৎসনামান এব তু।
আশ্রামচারযুক্তাভিঃ প্রজাভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭
শাল্মলস্যেশ্বরাঃ সপ্ত পুত্রাস্তে তু বপুষ্মতঃ।
শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমুতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভঃ সপ্তমস্তথা ॥ ২৮
শ্বেতস্য শ্বেতদেশস্তু রোহিতস্য চ রোহিতঃ।
জী তস্য চ জীমুতো হরিতস্য চ হারিতঃ ॥ ২৯
বৈদ্যুতো বৈদ্যুতস্যাপি মানসস্যাপি মানসঃ।
সুপ্রভঃ সুপ্রভস্যাপি সপ্তৈতে দেশাপালকাঃ ॥
সপ্তদ্বীপে তু বক্ষ্যামি জম্বুদীপাদনন্তরম্।
সপ্তমেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা নৃপা ॥ ৩১

দুন্দুভিদেশ ; ক্রৌঞ্চদ্বীপে এই সপ্ত জনপদ অতি সমৃদ্ধ। কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সপ্ত পুত্র জনামগ্রহণ করে। নাম যথা- উদ্ভিদ, বেণুমান, স্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। এই সকল পুতের নামানুসারে ঐ দ্বীপে কে এক বর্ষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষ উদ্ভিদ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল, তৃতয়ি স্বৈরথাকার, চতুর্থ লবণ, পঞ্চম ধৃতিমান, ষষ্ঠ প্রভাকর ও সপ্তম কপিল বর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। কুশদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপগুলি এইরূপে ইহাঁদের নামানুসারে প্রখ্যাত এবং আশ্রমাচারযুক্ত প্রজাবর্গে সমলঙ্কৃত। ১-২৭। শাল্মলেশ্বর বপুষ্মানের সপ্ত পুত্র ; নাম- শ্বেত, হরিত, জীমুত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। তন্মধ্যে শ্বেত, শ্বেত নামক দেশের, রোহিত, রোহিতনামক দেমের, জীমুত, জীমুতনামক দেশের, হরিত, হরিতনামক দেশের, বৈদ্যুত, বৈদ্যুতনামক দেশের, মানস, মানসনামক

জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়স্তেষাং সপ্তবর্ষাণি তানি বৈ।
তস্মাচ্ছান্তভয়াচ্চৈব শিশিরস্তু সুখোদয়ঃ।
আনন্দশ্চ ধ্রুবশ্চৈব ক্ষেমকশ্চ শিবস্তথা ॥ ৩২
তানি তেষাং সনামানি সপ্তবর্ষাণি ভাগশঃ।
নিবেশিতানি তৈস্তানি পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥
মেধাতিথেস্তু পুত্রৈস্তৈঃ সপ্তদ্বীপনিবাসিভিঃ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ প্লক্ষদ্বীপে প্রজাঃ কৃতাঃ ॥২৪
প্লক্ষদ্বীপাদিকেষ্বেব শাকদ্বীপান্তরেষু বৈ।
জ্ঞেয়ঃ পঞ্চসু ধর্ম্মো বৈ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ॥২৫
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ বলং ধর্ম্মশ্চ নিত্যশঃ।
পঞ্চস্তেতেষু দ্বীপেষু সর্ব্বং সাধারণং স্মৃতম্ ॥২৬
সপ্তদ্বীপপরিক্রান্তং জম্বুদ্বীপং নিবোধত।
অগ্নীধ্রং জ্যেষ্ঠদায়াদং কন্যাপুত্রং মহাবলম্।
প্রিয়ব্রতোঽভ্যষিঞ্চত্তং জম্বুদ্বীপেশ্বরং নৃপম্ ॥
তস্য পুত্রা বভুবুর্হি প্রজাপতিসমৌজসঃ।
জ্যেষ্ঠো নাভিরিতিখ্যাতস্তস্য কিম্পুরুষোঽনুজঃ
হরিবর্ষস্তৃতীয়স্তু চতুর্থোঽভূদিলাবৃতঃ।
রম্যঃ স্যাৎ পঞ্চমঃ পুত্রো হরিন্মান্ ষষ্ঠ উচ্যতে
কুরুস্তু সপ্তমস্তেষাং ভদ্রশ্বো হ্যষ্টমঃ স্মৃতঃ।
নবমঃ কেতুমালস্তু তেষাং দেশান্নিবোধত ॥
নাভেস্তু দক্ষিণং বর্ষং হিমাহ্বং তু পিতা দদৌ
হেমকূটং তু যদ্বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় তৎ ॥৪১
নৈষধং যৎস্মৃতং বর্ষং হরিবর্ষায় তদ্দদৌ।
মধ্যমং যৎসুমেরোস্তু স দদৌ তদিলাবৃতে ॥৪২
নীলং তু যৎস্মৃতং বর্ষং রম্যায়ৈতৎপিতা দদৌ
শ্বেতং যদুত্তরং তস্মাৎ পিত্রা দত্তং হিরিন্মতে ॥৪৩
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎকুরবেদদৌ।
বর্ষং মাল্যবতং চাপি ভদ্রাশ্বায় ন্যবেদয়ৎ ॥৪৪
গন্ধমাদনবর্ষং তু কেতুমালে ন্যবেদয়ৎ।
ইত্যেতানি মহাস্তীহ নব বর্ষাণি ভাগশঃ ॥৪৫
অগ্নীধ্রস্তেষু সর্ব্বেষু পুত্রাংস্তানভ্যষিঞ্চত।
যথাক্রমং স ধর্ম্মাত্মা ততস্তু তপসি স্থিতঃ ॥৪৬
ইত্যেতৈঃ সপ্তভিঃ কৃৎস্নাঃ সপ্তদ্বীপা
নিবেশিতাঃ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু ॥
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ শুভানি তু।

দেমের বেং সুপ্রভ, সুপ্রভ দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। আমি সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বু দ্বীপের পরবর্ত্তী অন্যান্য দীপপুঞ্জের বিবরণই অগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি। মেধাতিথির সপ্ত পুত্র, ইহাঁরা সকলেই প্লক্ষদ্বীপের অধীশ্বর। ইহাদের মধ্যে শান্তভয় জ্যেষ্ঠ। ইহাঁরা সপ্ত ভ্রাতায় নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত বর্ষ পালন করিতেন। শান্তভয়ের অনুজগণের নাম-শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, ধ্রুব, ক্ষেমক ও শিব। সবায়ম্ভুব মন্বন্তরে মেধাতিথির পুত্রগণ সমগ্র প্লক্ষদ্বীপের প্রজাবর্গকে বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত করিয়াছিলেন। প্লক্ষদ্বীপ হইতে শাক দ্বীপের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত সর্ব্বত্র বর্ণাশ্রম-বিভাগানুযায়ী ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পঞ্চ দ্বীপে সুখ, আয়ু, রূপ, রস ও ধর্ম্ম সকলেরই সমান। অধুনা সপ্তদ্বীপ-সুশোভিত জম্বুদ্বীপের বিবরণ শ্রবণ করুন। প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল অগ্নীধ্রকে কন্যা-পুত্রের সহিত এই জম্বুদ্বীপের আধিপত্যে অভিষিক্ত করেন। প্রজাপতি সদৃশ ঐ

অগ্নীধ্রের কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নাভি ; ইহার অনুজ কিম্পুরুষ দ্বিতীয় ; হরিবর্ষ তৃতীয় ; চতুর্থ ইলাবৃত ; পঞ্চম রম্য ; হরিন্মান্ ষষ্ঠ ; করু সপ্তম ; ভদ্রাশ্ব অষ্টম ; এবং নবম কেতুমাল; ইনিই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইহাদের পিতা নাভিকে হিমাখ্য দক্ষিণ বর্ষ, কিম্পুরুষকে হেমকুট, হরিবর্ষকে নৈষধবর্ষ, ইলাবৃতকে সমেরুর মধ্য প্রদেশ, রম্যকে নীলবর্ষ, হরিন্মনএক শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবানের উত্তর প্রদেশ, ভদ্রাশ্বকে মাল্যবান্ বর্ষ এবং কেতুমালকে গন্ধমাদন বর্ষ, প্রদান করেন। অগ্নীধ্র এই প্রকারে পুত্রগণকে নয়টি বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যায় মনঃ সমাধান করেন। স্বায়ম্ভুব প্রিয়ব্রতের সপ্তপুত্র এই প্রকারে সপ্তদ্বীপশালিনী সমস্ত পৃথিবী ভোগ

তেষাং সবাভাবতঃ সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ ॥
বিপ্রর্ষয়ো ন তেষ্বন্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষ্বাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যযাঃ।
ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষ্বব তু সর্ব্বশঃ ॥৪৯
নাভের্হি সর্গং বক্ষ্যামি হিমাহেব তন্নিবোধত।
নাভিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রং মরুদেব্যা মহাদ্যুতিঃ।
ঋষভং পার্থিবশ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্ষত্রস্য পূর্ব্বজম্ ॥৫০
ঋষভদ্ভিরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাগ্রজঃ।
সোহভিষিচ্যাথ ভরতঃ পুত্রং প্রাব্রাজ্যমাস্থিতঃ
হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় ন্যবেদয়ৎ।
তস্মাত্তদ্ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না বিদুর্বুধাঃ ॥৫২
ভরতস্যাত্মজো বিদ্বান্ সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
বভুব তস্মিংস্তদ্রাজ্যং ভরতঃ সন্নযোজয়ৎ।
পুত্রসংকামিতশ্রীকো বনং রাজা বিবেশ সঃ ॥
তৈজসস্তৎসুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ।
তৈজসস্যাত্মজো বিদ্বানিন্দ্রদ্যুম্ন ইতি শ্রুতঃ ॥
পরমেষ্টিসুতস্যাথ নিধনে তস্য শোভনঃ।
প্রতীহারঃ কুলে তস্য নাম্না জজ্ঞে তদন্বয়াৎ।
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাতো জজ্ঞে তস্যাপি ধীমতঃ
উন্নেতা প্রতিহর্ত্তুস্তু ভুবস্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ।
উদ্গীথস্তস্য পুত্রোহভুৎ প্রতাবিশ্চাপি তৎসুতঃ
প্রতাবেস্তু বিভুঃ পুত্রঃ পৃথুস্তস্য সুতো মতঃ।
পৃথোশ্চাপি সুতো নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ স্মৃতঃ
গয়স্ত্র তু নরঃ পুত্রো নরস্যাপি সুতো বিরাট্
বিরাট্সুতো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্য
সুতোহভবৎ ॥ ৫৮
ধীমতশ্চ মহান্ পুত্রো মহতশ্চাপি ভৌবনঃ।
ভৌবনস্য সুতস্ত্বষ্টা অরিজস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৫৯
অরিজস্য রজঃ পুত্রঃ শতজিদ্রজসো মতঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ॥৬০
বিশ্বজ্যোতিষ্প্রধানা যৈস্তিরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ
তৈরিদং ভারতং বর্ষং সপ্তখণ্ডং কৃতং পুরা ॥
তেষাং বংশপ্রসূতৈস্তু ভুজ্যেয়ং ভারতী ধরা
কৃতত্রেতাদিযুক্তানি যুগাখ্যান্যেকসপ্ততিঃ ॥ ৬২
যেঽতীতাস্তৈর্যুগৈঃ সার্দ্ধং রাজানস্তে তদন্বয়াঃ

করিয়াছিলেন। ২৮-৪৭। এই যে কিম্পুরুষাদি শুভ অষ্ট বর্ষের কথা বলা হইল এই সকল বর্ষের অধিবাসীদিগের সিদ্ধি সুখপ্রায় হইয়া অনায়াসেই উপস্থিত হয়। ঐ সকল বর্ষে বিপর্য্যয় কিছুরই নাই ; জরামৃত্যু, অধর্ম্ম, উত্তম-অধম-মধ্যম ভেদ বা যুগ ধর্ম্ম, এ সমুদায়ও কস্মিন্ কালেই নাই। অতঃপর নাভির বংশ কীর্ত্তন করিতেছি- শ্রবণ করুন। নাভি, মরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামক এক সর্ব্ব ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য মহাদ্যুতি পুত্র উৎপাদন করেন। ঋষভ হইতে ভারতের জন্ম ; ভরত বীর ও স্বীয় শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ। ঋষভ ভরতকে হিমাখ্য দক্ষিণ বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এজন্য ঐ স্থানের নাম হয় ভারতবর্ষ। ভরতের পুত্র বিদ্বান্ সুমতি, ভরত সুমতিকে ভারতবর্ষে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্মের আশ্রয় লয়েন। সুমতির পুত্র- তৈজস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ। তৈজসের পুত্র বিদ্বান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন। ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্র নাশ হওয়ার পরমেষ্ঠী স্বয়ং তাহার বংশে প্রতীহার নামে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রতিহারের পুত্র প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত। প্রতিহর্ত্তার পুত্র উন্নেতা; তৎপুত্র-ভুব; তৎপুত্র-উদ্গীথ; তৎপুত্র- প্রতাবি; তৎপুত্র-বিভু ; তৎপুত্র- পৃথু; তৎপুত্র- নক্ত; তৎপুত্র- গয়; তৎপুত্র- নব; তৎপুত্র- বিরাট্ ; তৎপুত্র- মহাবীর্য্য; তৎপুত্র- ধীমান্; তৎপুত্র- মহান্; তৎপুত্র- ভৌবন; তৎপুত্র- ত্বষ্টা; তৎপুত্র অরিজ; তৎপুত্র- রজ এবং রজের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের শত পুত্র; তাঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন, পূর্ব্বকথিত বিশ্ববিখ্যাতবীর্য্য নৃপতিগণ যাঁহারা এই প্রজাসমমষ্টি সৃজন করিয়াছেন; তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করেন। ৪৮-৬১। তাঁহাদের বংশপ্রসূত শতসহস্র সন্তানগণই কৃত ত্রেতাদি যুগক্রমে মন্বন্তর পর্য্যন্ত এই ভারতী ধরা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন।

স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৬৩
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেদেং পূরিতং জগৎ।
ঋষিভির্দৈবতৈশ্চাপি পিতৃগন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ ॥৬৪
যক্ষভূতপিশাচৈশ্চ মনুষ্যমৃগপক্ষিভিঃ।
তেষাং সৃষ্টিরিয়ং লোকে যুগৈঃ সহ বিবর্ত্ততে ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সবায়ম্ভুব-
বংশানুকীর্ত্তণং নাম ত্রয়স্ত্রিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

এবং প্রজাসন্নিবেশং শ্রুত্বা চা ঋষিপুঙ্গবঃ।
পপ্রচ্ছ নিপুণঃ সূতং পৃথিব্যায়ামবিস্তরৌ ॥ ১
কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রা বা পর্ব্বতাশ্চ কতি প্রভো।
কিয়ন্তি চৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যশ্চ কাঃ স্মৃতাঃ ॥

তাঁহাদের মধ্যে অতীত যুগের সহিত যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদেরই বংশ-সম্ভূত। এইরূপে এই সবায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় শত শত সহস্র সহস্র নৃপতি অতীত হইয়াছেন। এই স্বায়ম্ভুব বংশধরগণই প্রজাসৃষ্টি করিয়া ঋষি, দেবতা, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভুত, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ এবং পক্ষী সহ এই জগৎ পুরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই সৃষ্টিই যুগানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ৬২-৬৫।

এয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,- সুপণ্ডিত ঋষিশ্রেষ্ঠ এইরূপে প্রজাসন্নিবেশ কাহিনী শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর আয়ার্ম ও বিস্তার সম্বন্ধে সূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,- হে প্রভো! পৃথিবীতে কত দ্বীপ, কত সমুদ্র, কত পর্ব্বত,

মহাভুতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকৌ তথৈব চ।
পর্য্যায়পরিমাণ্যঞ্চ গতিশ্চন্দ্রার্কয়োস্তথা।
এতৎ প্রব্রূহি নঃ সর্ব্বং বিস্তরেণ যথা তথা ॥৩

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পৃথিব্যায়ামবিস্তরম্।
সংখ্যাংশ্চৈব সমুদ্রাণাং দ্বীপানাং চৈব বিস্তরম্
যাবন্তি নৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যশ্চ যাঃ স্মৃতাঃ।
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকৌ তথৈব চ ॥
পর্য্যায়পরিমাণ্যঞ্চ গতিশ্চন্দ্রার্কয়োস্তথা ॥ ৫
দ্বীপভেদসহস্রাণি সপ্তস্বর্ত্ততানি বৈ।
ন শক্যন্তে প্রমাণেন বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৬
সপ্তদ্বীপং তু বক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ।
যেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে ॥ ৭
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ ভাবয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্ছ তন্নিত্যঞ্চ প্রচক্ষতে ॥ ৮
নববর্ষং প্রবক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথা তথা।

কত বর্ষ এবং সেই সেই বর্ষে কত নদী বিরাজ করিতেছে ? মহাভুতগিদের প্রমাণ কি ? লোকালোক এবং চন্দ্রসূর্য্যের পর্য্যায়-পরিমাণই বা কিরূপ? এতৎসমস্ত আমাদিগের নিকট যথাযথ বর্ণন কর। সূত কহিলেন,- অতঃপর আমি পৃথিবীর আয়াম ও বিস্তার, সমুদ্রসংখ্যা, দ্বীপবিস্তার, বর্ষ ও নদীপরিমাণ, মহাভূত প্রমাণ, লোকালোক এবং চন্দ্র সূর্য্যের পর্য্যায়-পরিমাণ বিবৃত করিতেছি। সাতটী প্রধান দ্বীপের অন্তর্গত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র দ্বীপভেদ আছে, তাহাদের যথাযথ বিরবরণ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে শত বর্ষেও বলিতে পারা যায়া না। সুতরাং এক্ষণে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ সহ প্রধানতঃ সপ্ত দ্বীপের কথাই ব্যক্ত করিতেছি। মনুষ্যেরা তর্ক করিয়া এই সকলের প্রমাণ প্রয়োগ করে ; কিন্তু আমার মতে, যে সকল অচিন্তনীয় ভাব, সে সম্বন্ধে তর্ক করা অনুচিত। যাহা প্রকৃতির অতীত পরম বস্তু,

বিস্তারাশ্চণ্ডলাচ্চৈব যোজনৈস্তন্নিবোধত ॥ ৯
শতমেকং সহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ।
নানাজনপদাকীর্ণৈঃ পুরৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥
বিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বপর্ব্বতৈরুপশোভিতম্।
সর্ব্বধাতুনিবদ্ধৈশ্চ শিলাজালসমুদ্ভবৈঃ।
পর্ব্বতপ্রভবাভিশ্চ নদীভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা ॥ ১১
জম্বুদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।
নবভিশ্চবৃতঃ সর্ব্বৈর্ভুবনৈর্ভুতভাবনৈঃ।
লাবণেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ * ১২
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ।
প্রাগায়তাঃ সুপর্ব্বাণঃ ষড়িমে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
অবগাঢ়া উভয়তঃ সমুদৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥ ১৩
হিগ্রায়শ্চ হিমবান্ হেমকুটশ্চ হেমবান্।
তরুণাদিত্যবর্ণাভো হৈরণ্যো নিষধঃ স্মৃতঃ ॥
চাতুর্বর্ণস্তু সৌবর্ণো মেরুশ্চোচ্চতমঃ স্মৃতঃ।

তাহা নিত্য বলিয়াই প্রখ্যাত। ১-৮। যাহা হৌক নব বর্ষাত্মক জম্বুদ্বীপের যথাযথ কথা কহিতেছি, ইহার বিস্তারমণ্ডল ও যোজন পরিমাণ সহ বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ করুন। এই দ্বীপের প্রমাণ,-এক সহস্র একশত যোজন। নানা জনাপদাকীর্ণ বহু বিবিধ রম্য রম্য পুরসমূহে ইহা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। এখানে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বহু পর্ব্বত বিরাজমান। তত্রত্য পর্ব্বত সকল সর্ব্ববিধ ধাতুজালে নিবদ্ধ এবং শিলাজালে পরিব্যাপ্ত। একানে বহু পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত। এহেন সুবিস্তৃত, শ্রীমান, জম্বুদ্বীপ, নয়টী সুবিশাল বর্ষে সর্ব্বে রকমে পরিবারিত এবং ভুতভাবন দেবগণে পরিব্যাপ্ত! লবণাম্বুধি দ্বারা ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টিত। এই দ্বীপের সর্ব্বদিকে ইহারাই সমপরিমাণ বিস্তৃত সুপর্ব্বশালী ছয়টী বর্ষ পর্ব্বত প্রাগগ্রভাবে অবস্থিত। এই সকল বর্ষের অগ্র ও পশ্চাৎবাগ পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন। হিমপ্রায় হিমবান্, হেমময়,

* পদদ্বয়মিদং ক্বচিন্নাস্তি

প্লুতাকৃতিপ্রমাণশ্চ চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৫
নানাবর্ণস্তু পার্শ্বেষু প্রজাপতিগণান্বিতঃ।
নাভিবন্ধনসম্ভূতো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ১৬
পূর্ব্বতঃ শ্বেতবর্ণোঽসৌ ব্রাহ্মণ্যং তস্য তেন তৎ
পীতশ্চ দক্ষিণেনাসৌ তেন বৈশ্যত্বমিষ্যতে ॥
ভৃঙ্গপত্রনিভশ্চাসৌ পশ্চিমেন মহাবলঃ।
তেনাস্য শূদ্রতা দৃষ্টা মেরোর্নানার্থকারণাৎ ॥ ১৮
পার্শ্বযুত্তরতস্তস্য রক্তবর্ণং স্বভাবতঃ।
তেনাস্য ক্ষত্রাত চ স্যাদিতি বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ব্যক্তঃ স্বভাবতঃ প্রোক্তো বর্ণতঃ পরিমাণতঃ
নীলশ্চ বৈদুর্য্যময়ঃ শ্বেতাশৃঙ্গে হিরণ্ময়ঃ।
ময়ূরবর্হবর্ণস্তু শাতকৌম্ভস্তু শৃঙ্গবান্ ॥ ২০
এতে পর্ব্বতরাজানঃ সিদ্ধচরণসেবিতাঃ।
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো নবসাহস্র উচ্যতে ॥ ২১
মধ্যে ত্বিলাবৃতং যস্তু মহামেরোঃ সমন্ততঃ।

হেমকুট, বালার্কবর্ণ-সদৃশ হৈরণ্য নিষধ, নীল এবং মেরু এই ছয়টী প্রসিদ্ধ বর্ষ পর্ব্বত। ইহাদের মধ্যে মেরু অতি উচ্চতম। ইহা সুবর্ণময় ও চতুর্ব্বর্ণশালী। ইহার প্রমাণ প্লুকাকৃতি ; ইহা চতুরস্র, উন্নত। ইহার পার্শ্বে নানা বর্ণের বাস ; তাই ইহা প্রজাপতি গুণে অন্বিত। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নাভিবন্ধন হইতে এই মেরুগিরি উৎপন্ন। ইহার পূর্ব্বদিক্ শ্বেতবর্ণ : তাই ইহার ব্রাহ্মণ্য। দক্ষিণে ইহা পীতবর্ণ ; তাই ইহার বৈশ্যত্ব। ইহার পশ্চিম দিক্ ভৃঙ্গপক্ষ নিভ ; তাই ইহর শুদ্রত্ব এবং উত্তর দিকের পার্শ্ববিচ্ছেদে ইহা স্বাভাপতঃ রক্তবর্ণ বলিয়া ইহার ক্ষত্রত্ব পরিব্যক্ত। এইরূপে নানার্থহেতু এই মেরু অনেক বর্ণে অন্বিত বলিয়া কীর্ত্তিত। ৯-১৯।। স্বভাব, বর্ণ ও পরিমাণ অনুসারে এই মেরুগিরির প্রকৃত স্বরূপ পরিব্যক্ত হইল। নীলাগিরি বৈর্দুষ্যময়, এবং হিরন্ময় বা হৈরণ্য শ্বেতশৃঙ্গশালী। নীলগিরির বর্ণ ময়ুরবর্হতুল্য এবং শৃঙ্গবান্ সুবর্ণময়। এই সকল পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ ও চারণগণে সেবিত। ইহাদিগের অন্তরবিষ্কম্ভ

নবৈব তু সহস্রাণি বিস্তীর্ণঃ পর্ব্বতসত্তম সঃ।
মধ্যে তস্য মহামেরুর্ণির্ধূম ইব পাবকঃ ॥ ২২
বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং মেরোরুত্তরার্দ্ধং তথোত্তরম্।
বর্ষাণি যানি সপ্তাত্র তেষাং যে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
দ্বে দ্বে সহস্রে বিস্তীর্ণা যোজনানি সমুচ্ছ্রয়াৎ ॥
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাত্তেষামায়াম উচ্যতে।
যোজনানাং সহস্রাণি শতে দ্বে মধ্যমৌ গিরী
নীলশ্চ নিষধশ্চৈব তাভ্যাং হীনাস্তু যেঽপরে
শ্বেতশ্চ হেমকুটশ্চ হিমবান্ শৃঙ্গবাংশ্চ যঃ ॥ ২৫
নবতির্দ্বাবশীতিদ্বৌ সহস্রাণ্যায়তাস্তু যে।
তেষাং মধ্যে জনপদাস্তর্ণি বর্ষাণি সপ্ত বৈ ॥
সম্পাতবিষমৈস্তৈস্তু পর্ব্বতৈরাবৃতানি চ।
সন্ততানি নদীভেদৈরগম্যানি পরস্পরম্।
বসন্তি তেষু সত্ত্বানি নানাজাতীনি ভাগশঃ ॥ ২৭
ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্।
হেমকুটং পরং তস্মান্নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥
নৈষধং হেমকুটন্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে।
হরিবর্ষাৎ পরঞ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতম্ ॥ ২৯
ইলাবৃতপরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্।
রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তদ্ধিরণ্ময়ম্।
হিরণ্ময়াৎ পরঞ্চাপি শৃঙ্গবাংসতু কুরু স্মৃতম্ ॥৩০
ধনুঃসংস্থে চ বিজ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে
দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্ ॥ ৩১
অর্ব্বাক্ চ বিষধস্যাথ বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং স্মৃতম্।
পরং নীলবতো যচ্চ বেদ্যর্দ্ধং তু তদুত্তরম্ ॥
বেদ্যর্দ্ধে দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে
তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলবৃতম্।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ৩৩
উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ।
যোজনানাং সহস্রোরুরনীলনিষধা যতঃ।
আয়ামতশ্চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রণি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৪

নব সহস্র যোজন বলিয়া কথিত। ঐ পর্ব্বতগণের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ বিদ্যমান। অত্রত্য বর্ষপর্ব্বত মহামেরুর চারিদিকে নব সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ ঐ পর্ব্বতের মধ্যভাগে মহামেরু নির্ধুম পাবাকের ন্যায় প্রতীয়মান। মেরুর দক্ষিণার্দ্ধ উহার বেদী এবং উত্তরার্দ্ধ উহার উত্তর বাগ। এখানে যে সপ্তবর্ষ বিরাজিত, তাহাদিগের বর্ষ পর্ব্বতগুলি দুই দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। ইহাদের ায়াম জম্বুদ্বীপের বিস্ত ার অপেক্ষা অধিক বলিয়া কথিত। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী নীল ও নিষধগিরি দুশিত সহস্র যোজন বিস্তৃত। শ্বেত, হেমকুট, হিমবান্ ও শৃঙ্গাবান, ইহারা ঐ দুই পর্ব্বত অপেক্ষা হীন। এই পর্ব্বতগুলি সমষ্টিতে দ্ব্যশীতি সহস্র দ্বিনবতি যোজন আয়ত। ইহাদের মধ্যে যে সকল জনপদ আছে, তৎসমুদয় সপ্ত বর্ষে বিভক্ত এই বর্ষগুলি পতনোন্মুক বিষম পর্ব্বতসমূহে পরিবৃত, ভিন্ন ভিন্ন নদীনিচয়ে পরিব্যপ্ত এবং পরস্পর অগম্য। এই সমস্ত বর্ষে নানা জাতীয় প্রাণী বিভাগক্রমে বাস করে। এই হৈমবত বর্ষ ভারত নামে বিখ্যাত। ইহার পরবর্ত্তী বর্ষ হেমকুট এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ষ কিম্পুরুষ নামে কথিত। নিষধ ও হেমকুট লইয়া হরিবর্ষ নির্দ্দিষ্ট। হরিবর্ষ ও মেরুর পরবর্ত্তী ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃতের পর রম্যক বর্ষ প্রসিদ্ধ, রম্যকের পরবর্ত্তী বর্ষ শ্বেত ; ইহা হিরন্ময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিরন্ময়ের পর শৃঙ্গবান ; ইহা কুরুবর্ষ নামে বিখ্যাত। দক্ষিণোত্তর দিকের বর্ষদ্বয় ধনুরাকারে অবস্থিত। বর্ষসমূহের মধ্যে চারিটী বর্ষ অতি দীর্ঘ, ইলাবৃত মাধ্যম। নিষধাচলের পূর্ব্বভাগ, দক্ষিণবেদ্যর্দ্ধ এবং নীলশৈলের পরভাগ উত্তরবেদ্যর্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দক্ষিণ বেদ্যর্দ্ধে তিনটী এবং উত্তর বেদ্যর্দ্ধে তিনটী বর্ষ বিরাজিত। উক্ত উভয় বেদ্যর্দ্ধের মধ্যভাগে নীলাচলের দক্ষিণে এবং নিষধের উত্তরে মেরুর অন্তর্গত ইলাবৃত বর্ষ অবস্থিত। ২০-৩৩। মাল্যবান্ নামক মহাগিরি উত্তর দিকে আয়ত। এই গিরি নীর

তস্য প্রতীচ্যাং বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ।
আয়ামাদথ বিস্তারান্মাল্যবানিতি বিশ্রুতঃ।
পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুরুত্তমপর্ব্বতঃ ॥ ৩৫
চতুর্ব্বর্ণঃ সুসৌবর্ণশ্চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
অব্যক্তা ধাতবঃ সর্ব্বে সমুৎপন্ন জলাদয়ঃ। ৩৬
অব্যক্তাৎ পৃথিবীপদ্মং মেরুপর্ব্বতকর্ণিকম্।
চতুষ্পথং সমুৎপন্নং ব্যক্তং পঞ্চগুণং মহৎ ॥ ৩৭
ততঃ সর্ব্বাঃ সমুৎপন্না বৃতয়ো দ্বিজসত্তামাঃ।
নৈককল্পার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বিবিধৈঃ প্রাগুপার্জ্জিততৈঃ
কৃতাত্মভির্বিতীতাত্মা মাহাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
মহাদেবো মহাযোগী জগজ্যেষ্ঠো মহেশ্বরঃ
সর্ব্বলোকগতোঽনন্তো হ্যমূর্ত্তিত্বাদজায়ত ॥ ৩৯
ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা।
যোগাচ্ছেবেশ্বরত্বাচ্চ সর্ব্বাত্মগত এব সঃ ॥ ৪০
তন্নিমিত্তং সমুৎপন্নং লোকপদ্মং সনাতনম্।
কল্পশেষস্য তস্যাদৌ কালস্য গৃতিরীদৃশী ॥ ৪১
তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা ঈশানো জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২
তস্য বীজনিসর্গো হি পুষ্করস্য যথার্থবৎ।
কৃৎস্নঃ প্রজানিসর্গেণ বিস্তরেণেহ কথ্যতে ॥ ৪৩
যদঙ্গং বৈষ্ণবং কার্য্যং ততস্তন্নভিতোঽভবৎ
পদ্মাকারা সমুৎপন্ন পৃথিবী সবনদ্রুমা ॥ ৪
তদস্য লোকপদ্মস্য বিস্তরেণ প্রকাশিতম্।
বর্ণ্যমানং বিভাগেন ক্রমশঃ শৃণুত দ্বিজা ॥ ৪৫
মহাদ্বীপাস্তু বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পত্রসংস্থিতাঃ।
ততঃ কর্ণিকসংস্থনো মেরুর্নাম মহাবলঃ ॥ ৪৬
নানাবর্ণেষু পার্শ্বেষু পর্ব্বতঃ শ্বেত উচ্যতে।
পীতং তু দক্ষিণং তস্য শৃঙ্গং কৃষ্ণং তথাপরম্
উত্তরং তস্য রক্তং বৈ শোভিবর্ণসমন্বিতম্।
মেরুস্তু শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু ধিষ্ঠিতঃ

ও নিষধাচল হইতে সহস্র যোজন উন্নত। ইহার আয়াম চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন বলিয়া কথিত। এই মাল্যবান্ গিরির প্রতীচীদিকে গন্ধমাদন গিরি অবস্থিত। আয়াম-বিস্তারে এই গিরি মাল্যবানের সমকক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। উভয় পরিমণ্ডলের মধ্যভাগে উত্তম পর্ব্বত মেরু বিরাজিত। এই মেরু চতুর্ব্বর্ণশালী, সুন্দর, সুবর্ণময়, চতুরস্র ও সমুচ্ছ্রিত। ইহাতে সমুদয় ধাতু ও জলাদি অব্যক্তভাবে সমুৎপন্ন। অব্যক্ত হইতে পৃথিবীপদ্মের আবির্ভাব। এই মেরুগিরি ঐ পদ্মের কর্ণিকাস্থানীয়। ইহাতে সমুদয় বৃত্তি ও সমগ্র দিবজশ্রেষ্ঠ সমুৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু কল্পসঞ্চিত বিবিধ পুণ্যফলে কৃতাত্মগণ এখানে বাস করিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা পুরুসোত্তম, যাহাঁকে মহাদেব মহাযোগী জগৎপ্রধান মহেশ্বর নামে অভিহিত করা হয়, সেই সর্ব্বলোকের মধ্যগত অনন্ত অশরীরিরূপে পূর্ব্বোক্ত পথে আবির্ভূত হন। মাংস, মেদ বা অস্তিসম্ভূত প্রাকৃত দেহ তাঁহার নাই। তিনি ঐশ্বর্য্য বেং যোগপ্রবাবে সর্ব্বান্তর্যামীরূপে বিরাজমান। ঐ সনাতন লোকপথ তাঁহারই নিমিত্ত সমুৎপন্ন হয়। কল্পশেষের উপক্রমে কালের গতি এই রূপই হইয়া থাকে। যিনি প্রজাপতি, জগৎপ্রবু, দেবদেব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তিনিই ঐ পদ্মে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ পদ্মের বীজসৃষ্টি সত্যমুলক। এক্ষণে উহা হইতে সমস্ত প্রজাসৃষ্টির কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি। ঐ পদ্ম বিষ্ণুর সৃষ্টি ; বিষ্ণুর নাভি হইতেই উহার আবির্ভাব। এই বন-বৃক্ষশালিনী পৃথিবীই পদ্মাকারে সমুৎপন্ন হন। এক্ষণে এই লোকপদ্মের প্রকাশবার্ত্তা বিস্ত তরূপে বর্ণন করিতেছি। হে দ্বিজগণ ! আপনারা বিভাগানুসারে ক্রমশঃ ইহা শ্রবণ করুন। ৩৪-৪৫। এই পৃথিবীল চারিটী মহাদ্বীপ ঐ লোকপদ্মের পত্রস্থানীয় বলিয়া বিখ্যাত। মহাবল মেরু উহর কর্ণিকা-স্থান। এই মেরুর পার্শ্ব সকল নানা বর্ণময়। উহার পূর্ব্বদিক শ্বেত, দক্ষিণ পীত, শৃঙ্গ কৃষ্ণ, এবং উত্তরাংশ রক্তবর্ণ। মেরুর এই অংশ নানা

তরুণাদিত্যবর্ণাভো বিধুম ইব পাবকঃ।
চতুরশীতিসাহস্র উৎসেধেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৯
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বিস্তৃতস্তাবদেব তু।
স শরাবস্থিতঃ পূর্ব্বং দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥
বিস্তারাত্ত্রিগুণশ্চাস্য পরণাহঃ সমন্ততঃ।
মণ্ডলেন প্রমাণেন ত্র্যস্রেহুর্দ্ধং তু তদ্যিষ্যতে ॥
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি যোজনানাং সমন্ততঃ।
অষ্টাভিরধিকানি স্যুস্ত্রয়স্রে মানং প্রকীর্ত্তিতম্
চতুরস্রেণমানেন পরিণাহঃ সমন্ততঃ। *
চতুঃষষ্টিঃ সহস্রাণি যোজনানাং বিধীয়তে ॥ ৫২
স পর্ব্বতো মহান্ দিব্যো দিব্যৌ ষধিসমন্বিতঃ।
ভুঞ্জনৈরাবৃতঃ সর্ব্বে জাতরূপময়ৈঃ শুভৈঃ ॥৫৩
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগারাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রদৃশ্যন্তে শুবাশ্চল্লরসাং গণাঃ ॥
স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভবনৈঃ।
চত্বারো যস্য দেশা বৈ নানাপার্শ্বেষধিষ্ঠিতাঃ ॥
ভদ্রাশ্বো ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমাঃ।
উত্তরাঃ করুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৫৬

বিশিষ্ট বর্ণে অন্বিত। এই মেরুগিরি শুভ্রাকারে শোভিত ও রাজার ন্যায় বিরাজিত। ইহার আকার তরুণ তপন-সন্নিভ সুতরাং বিধুম পাবাকের ন্যায় ইহা বিরাজমান। ইহার ঔন্নত্য চতুরশীতি সহস্র যোজন বলিয়া কথিত। এই গিরি অধোভাগে ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট এবং উহা উক্ত পরিমাণ বিস্তৃত। এই মেরুগিরি মস্তকদেশে দ্বাত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বে শরাবাকারে অবস্থিত। ইহার চারিদিকের পরিণাহ বিস্তার অপেক্ষা ত্রিগুণ। এই মহান্ পর্ব্বত দিব্য ওষধিগণে অন্বিত। সুবর্ণময় শুভ্র ভূষণসমূহে ইহার সর্ব্বস্থান আবৃত। এই শৈলরাজের উপরিভাগে দেব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও সুন্দরী অপ্সরোগণ পরিদৃষ্ট হয়। ভূতবাবন বিবিধভূবনে এই মেরু গিরি

* মণ্ডলেনেত্যাদি-শ্লোকদ্বয়মধিকং পুস্তিকান্তর সম্মতম্।

কর্ণিকা তস্য পদ্মস্য সমন্তাৎ পরিমণ্ডলা।
যোজনানাং সহস্রাণি নবর্তিঃ ষাট্প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
চত্বারশ্চপ্যশীতিশ্চ অন্তরান্তরধিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫৮
ত্রিশতঞ্চ সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
তস্য কেশরজালানি বিস্তীর্ণানি সমন্ততঃ ॥ ৫৯
শতসাহস্রিকায়ামা সাশীতিপৃথুলায়াতা।
চত্বারি তস্য পত্রাণি যোজনানাং চতুর্দ্দিশম্ ॥
তত্র যাসৌ ময়া পূর্ব্বং কর্ণিকেত্যভিশব্দিতা।
তাং বর্ণ্যমানামেকাগ্রাঃ সমাসেন বিবোধত ॥
শতাস্রিমেনং মেনেহত্রিঃ সহস্রাস্রিমৃষির্ভৃগুঃ।
অষ্টাস্রিমেনং সবর্ণিশ্চতুরস্রং তু ভাগুরিঃ ॥ ৬২
বর্ষায়ণিস্তু সামুদ্রং শরাবঞ্চৈব গালবঃ।
উর্ব্ববেণীকৃতং গার্গ্যঃ ক্রোষ্টুকিঃ পরিমণ্ডলম্ ॥
যদ্যদ্যস্য হি যৎপার্শ্বং পর্ব্বতাধিপতেঋষিঃ।
তত্তদেবাস্য বেদাসৌ ব্রহ্মৈনং বেদ কৃৎস্নশঃ

পরিবৃত। ইহার নানাদিকের পার্শ্বে চারিটী দেশ অধিষ্ঠিত। ঐ দেশচতুষ্টয়ের নাম-ভদ্রাশ্ব, ভারত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু। এই উত্তর কুরু পুণ্যবানইদগের আশ্রয়ভূমি। ভূপদ্মের কর্ণিকা চারিদিকে মণ্ডলাকারে ষণ্নবতিসহস্র যোজন বলিয়া বিখ্যাত। উহার কেশরজাল চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ। উহারা উপর্য্যপরি অধিষ্ঠিত। উহাদের সংখ্যা রতুরশীতি এবং প্রমাণে উহারা ত্রিশতাধিক সহস্র যোজন। পূর্ব্বোক্ত ভূ-পদ্মের যে চারিটী পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদের আয়াম-বিস্তার শত সহস্র অশীতি যোজন। উহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া অবস্থিত। ঐ যে আমি পূর্ব্বে কর্ণিকার কথা কহিয়াছি, উহার সম্বন্ধে আবার সংক্ষেপে বলিতেছি। একাগ্রভাবে শ্রবণ করুন। ৪৬-৬১। অত্রি মুনি ইহাকে শতাস্র, ভৃগুঋষি সহস্রাস্র, সাবর্ণি অষ্টাস্র ও ভাগুরি চতুরাস্রাকারে এবং বার্ষায়ণি সমুদ্রাকারে গালব শরাবাকারে গার্গ্য উর্দ্ধবেণীর আকারে এবং ক্রোষ্টুকি পরিমণ্ডলাকারে পরিজ্ঞাত আছেন। ফলে যে

মণিরত্নময়ং চিত্রাং নানাবর্ণপ্রভাযুতম্।
অনেকবর্ণনিচয়ং সৌবর্ণমরুণপ্রভম্ ॥ ৬৫
কান্তং সহস্রপর্ব্বাণং সহস্রোদককন্দরম্।
সহস্রশতপত্রং তং বিদ্ধি মেরুং নগোত্তমম্ ॥৬৬
মণিরত্নার্পিতস্তম্ভৈর্নাণিচিত্রিতবেদিকৈঃ।
সুবর্ণমণিচিত্রাঙ্গং তথা বিদ্রুমতোরণৈঃ ॥ ৬৭
বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ শতংখ্যৈর্দিবৌকসাম্
প্রবাদীপিতপর্য্যন্তং মেরুং পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥৬৮
তস্য পর্ব্বসহস্রেহস্মিন্নানাশ্রয়বিভুষিতে।
সর্ব্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্যনেকশঃ ॥৬৯
তমাবসচ্চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥
মহাভবনসম্পূর্ণৈঃ সর্ব্বৈঃ কামফলপ্রদৈঃ
মহাপুরসহস্রৈস্তং দিক্ষূনেকসমাকুলম্ ॥৭১
তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা।
নাম্না মনোবতী নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতা ॥৭২
তত্রোশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
মহাবিমানসংস্থস্য মহিমা বর্ত্ততে সদা ॥৭৩
তত্র সর্ষিগণা দেবাশ্চতুর্বক্ত্রশ্চ তে তদা।
তদেব তেজসাং রাশির্দেবানাং তত্র কীর্ত্ত্যতে
তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ
উপাস্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাযোগৈঃ সুরর্ষিভিঃ ॥৭৫
তত্র লোকপতেঃ স্থানমাদিত্যসমবর্চ্চসঃ।
মহেন্দ্রস্য মহারাজ্ঞঃ সর্ব্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতম্ ॥৭৬
তমিন্দ্রলোকং লোকস্য ঋদ্ধ্যা পরময়া যুতম্।
দীপ্যতে ত্বমরশ্রেষ্ঠৈস্ত্রিদিশৈনিত্যসেবিতম্ ॥
দ্বিতীয়েহপ্যন্তরতটে বৈদিশ্যে পূর্ব্বদক্ষিণে।
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সুরম্যমতিতেজসম্ ॥৭৮
নৈকরত্নার্থিততলমনেকস্তম্ভসংযুগম্।
জাম্বুনদকৃতোদ্যানং নানারত্নসুবেদিকম্ ॥৭৯

ঋষি যেরূপ আকারেই এই পর্ব্বতাধিপতির পার্শ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ইহার পার্শ্ব বস্তুতঃ সেই সেইরূপই আছে। পরন্তু ইহার সমস্ত তত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্মাই জানেন। এই নগোত্তম মেরুগিরি বিচিত্র মণিরত্নময় এবং নানা বর্ণ প্রভাপাতে সমুজ্জ্বল। এখানে অনেক বর্ণের সমাবেশ ; ইহার প্রভা সুবর্ণ ও অরুণবৎ প্রতিভাত। ইহা দেখিতে অতি রমণীয়, সহস্র পর্ব্বে অন্বিত, সহস্র সহস্র জলপূর্ণ কন্দরে সুশোভিত এবং সহস্র সহস্র কমলদলে উদ্ভাসিত। এখানে মণিরত্নখচিত বহু স্তম্ভ আছে ; মণি মণ্ডিত বহু বেদিকা আছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণ-মণি দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে এবং বহু বিদ্রুমতোরণে অন্বিত আছে। দেবগণের শত শত সুন্দর সুন্দর বিমানযানের প্রভাপাতে প্রতি পর্ব্বে পর্ব্বে এই মেরুর পর্য্যন্তভূমি বিদীপিত হয়। ত্বদীয় সহস্র সহস্র পর্ব্ব বিবিধ আশ্রয়ে বিভুষিত, সমুদয় দেব-নিবাস উহাতে সন্নিবিষ্ট এবং ব্রহ্মাদিগণের বরেণ্য দেবপ্রধান চতুরানন ব্রহ্মা উহার উর্দ্ধবাগে অবস্থিত। এই গিরি নানা দিকে বহু সহস্র মহাপুরে সমাকুল। ঐ সকল পুরী নিখিল কামফলের প্রদায়ক এবং মহাভুবনে পরিপূর্ণ। উহাদের মধ্যে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্ম-সভা অতি রমনীয়। উহা মনোবতী নামে সর্ব্বলোকে বিখ্যাত। ঐ মেরুশৈলে মহাবিমানে বিরাজিত দেবদেব ঈশানের এক আবাস স্থান আছে। উহা সহস্রাদিত্য-সম উজ্জ্বল এবং স্বীয় মহিমায় সততই দেদীপ্যমান। তথায় দেব, ঋষি, এমন কি স্বয়ং চতুরানন সর্ব্বদা সন্নিহিত। দেবগণের সন্নিহিত ঐ স্থান তেজঃপুঞ্জরূপে কীর্ত্তিত। তথায় আদিত্য-সমতেজা দেবরাজ মহেন্দ্রের এক আবাসস্থান আছে, সেখানে শ্রীমান্ শ্রীপতি সহস্রাক্ষ পুরন্দর দেবও দেবর্ষিগণের উপস্যমান হইয়া সতত বিরাজমান। নিখিল সিদ্ধসম্প্রদায় ঐ স্থানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ঐ ইন্দ্রলোক পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন, উহা প্রধান প্রধান অমরগণ কর্ত্তৃক নিত্য নিত্য সেবিত হইয়া দীপ্যমান। ৬২-৭৭। ঐ গিরির পূর্ব্বদক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় অন্তরতটে অগ্নিদেবের এক ভাস্বর মহাবিমান বিরাজমান। উহা শত শত বিবিধ বিচিত্র

কুটাগারৈর্বিনিক্ষিপ্তমনেকৈর্ভবনোত্তমৈঃ।
মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্বরং জাতবেদসম্ ॥
সা হি তেজোবতী নাম হুতাশস্য মহাসভা।
সাক্ষাত্তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবমুখোঽনলঃ ॥ ৮১
শিখাশতসহস্রোঢ্যো জ্বালামালী বিভাবসুঃ।
স্তূয়তে হূয়তে চৈব তত্র সর্ষিগণৈঃ সুরৈঃ। ৮২
অধিদৈবকৃতং বিপ্রৈর্বিশেষঃ স তু উচ্যতে।
সবিভাগং চ তেজশ্চ সর্ব্ব এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩
ভোগান্তরমনুপ্রাপ্ত একতেজোবিভুঃ স্মৃতঃ।
পৃথক্ত্বং চ হি যুক্ত্যা তু কার্য্যকারণমিশ্রিতম্ ॥৮৪
তমগ্নিং লোকলোকজ্ঞৈস্তদ্বীর্য্যৈস্তৎপরাক্রমৈঃ
মহাদ্ভির্মহাসিদ্ধৈর্নহাবাগৈনমস্কৃতম্ ॥ ৮৫
তৃতীয়েঽপ্যন্তরতট এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা ॥
তথা চতুর্থদিগ্‌দেশে নৈর্ঋত্যাধিপতেঃ সভা।
নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ ॥৮৭
পঞ্চমেঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া নাম্না শুভবতী সতী।
উদকাধিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥৮৮
পরোত্তরে তথা দেশে ষষ্ঠেঽন্তরতটে শিবে।
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সববউণোত্তরা ॥ ৮৯
সপ্তমেঽপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা।
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদুর্য্য বেদিকা ॥৯০
তথাষ্টমেঽন্তরতট ঈশানস্য মহাত্মনঃ।
যশোবতী নাম সভা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রবা ॥ ৯১
মহাবিমানোন্যেতানি দিক্ষৃষ্টাসু শুবানি হি।
অষ্টানাং দেবমুখ্যানামিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাম্ ॥
ঋষিভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্মহোরগৈঃ।
সেবিতানি মহাভাগৈরুপস্থানগতৈঃ সদা ॥৯৩
নাকপৃষ্ঠং দিবং স্বর্গমিতি যৈঃ পরিপঠ্যতে।
বেদবেদাঙ্গবিদ্ভির্হি শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥ ৯৪

ধাতুসমূহে অন্বিত সুরম্য ও অতিতেজঃসম্পন্ন। উহার তলদেশ বহুরত্নে আস্তৃত। উহাতে নানা স্তম্ভ বিরাজিত। বিবিধ স্বর্ণ-উদ্যান ও নানাবিধ রম্য রত্নবেদিকায় সদাই উহা সমুদ্ভাসিত। উহাতে কত কুটাগার ও কত উত্তম উত্তম ভবন বিদ্যমান। উহা অগ্নিদেবের তেজোবতী নাম্নী মহাসভা বলিয়া প্রথিত। সর্ব্বদেবের মুখস্বরূপ সুরশ্রেষ্ঠ অনল দেব সাক্ষাৎ তথায় বিরাজমান। ঐ বিভাবসু শত সহস্র শিখায় অন্বিত এবং জ্বালামালায় মণ্ডিত। সুরগণ ও ঋষিগণ তাঁহার স্তুতি করেন এবং তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। বিপ্রগণ তাঁহকে বিশিষ্ট অধিদেবরূপে কীর্ত্তন করেন। তিনিই সমস্ত তেজঃসমষ্টি, সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই একই তেজঃ বিভুরূপে বিরাজিত। পরন্তু কার্য্য কারণ বশত যুক্তি দ্বারা তদীয় পৃথকভাব কল্পিত। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, লোকতত্ত্বজ্ঞ, মাহাত্মা, মহাভাগগণ ঐ অগ্নিদেবকে নমস্কার করেন। মেরুর তৃতীয় অন্তরতটে এইরূপ অপর এক মহসভা আছে। উহা যমের সুসংযমা নাম্নী মহাসভা বলিয়া লোকে বিখ্যাত। উহার চতুর্থ তটে নৈর্ঋতাধিপতি ধীমান্ বিরূপাক্ষের এক সভা আছে তাহার নাম কৃষ্ণাঙ্গনা। মেরুর পঞ্চম অন্তরতটে আরও এক মহসভা বিরাজিতা। উহা বৈবস্বতের শুভগতিনাম্নী রমণীয় মহাসভা। মহাত্মা জলাধিপতি বরুণের সতী নাম্নী সভা সুবিখ্যাত। ঐ সভাপুরীর উত্তরে মেরুর সুরম্য ষষ্ঠ অন্তরতটে পবনদেবের নন্দবতী নাম্নী সভা সুপ্রসিদ্ধ। এই সভা সর্ব্বগুণে উপচিত। মেরুর সপ্তম অন্তরতটে নিশাপতির মহোদয়া নাম্নী সভা বিরাজিত। উহা বিশুদ্ধ বৈদুর্য্যবেদিকায় অলঙ্কৃত। মেরুর অষ্টম অন্তরতটে মাহাত্মা ঈশানেয় যশোবতী নাম্নী সভা বিরাজমান। প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ঐ সভার প্রভ সমুজ্জ্বল। ইন্দ্রাদি মহাত্মা অষ্ট দেবশ্রেষ্ঠগণের অষ্টদিকৃস্থিত এই অষ্ট শুভ মহাবিমান কথিত হলি। ৭৮-৯২। ঋষিগণ, দেবগণ,

তদেতৎসর্ব্বদেবানামধিবাসে কৃতাত্মনাম্।
দেবলোকো গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে
নিয়মৈর্বিবিধৈর্য্যজ্ঞৈর্বহুভির্নিয়তাত্মভি ॥ ৯৬
পুণ্যৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈর্নৈকতাজিশতার্জ্জিতৈঃ।
প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জম্বুদ্বপবর্ণনং
নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
যত্তদ্বে কর্ণিকামূলমিতি বৈ সম্প্রকীর্ত্তিতম্।
তদ্‌যোজনসহস্রাণাং সপ্ততীনামধঃ স্মৃতম্ ॥ ১
চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ সহস্রাণ্যত্র মণ্ডলম্।
শৈলরাজাবৃতং রম্যং মেরুমূলমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২
তেষাং গিরিসহস্রাণামনেকেষু মহোচ্ছ্রিতাঃ।

গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ ও মহাভাগ মহোরগগণ সর্ব্বদাই এই সকল মহাবিমান সেবা করিয়া থাকেন। অতএব সমুদায় কৃতাত্মাদেবগণের অধিষ্ঠান বলিয়া দেববেদাঙ্গবিৎ ব্যক্তিগণ নাকপৃষ্ঠ, দিব, ও স্বর্গ ইত্যাদি পর্য্যায়বাচক শব্দে এই মেরুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সমস্ত শ্রুতিবাক্যে এই গিরিবরেই দেবলোক বিরাজিত বলিযা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিবিধ যজ্ঞ, নিয়ম, ও অনেক জন্ম সঞ্চিত বহু পুণ্যফলে মানব এই দেবলোক প্রাপ্ত হয়। ইহাই স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৯২-৯৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,- পূর্ব্বে যে কর্ণিকা-মূলের কথা বলিয়াছি; হাতা সপ্ততি সহস্র যোজন নিম্নভাগে অবস্থিত। উহার মণ্ডল-পরিমাণ

দিক্ষু সর্ব্বাসু পর্য্যন্তৈর্মর্য্যাদাঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ
নিকুঞ্জকন্দরনদীগুহানির্ঝরশোভিতাঃ।
বহুপ্রাসাদকটকৈস্তটৈশ্চকুসুমোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৪
নিতম্বপুষ্পমালৌঘৈঃ সানুভির্ধাতুমণ্ডিতৈঃ।
শিখরৈর্হেমকপিলৈর্নৈকপ্রস্রবণাবৃতৈঃ ॥ ৫
বিহঙ্গশতসম্পুষ্টৈঃ কুঞ্জৈরনুপমৈরপি।
সিংহশার্দ্দুলশরভৈর্নৈকৈশ্চামরবারণৈঃ।
নানাবর্ণাকৃতিধরৈঃ সেবিতা বিবিধৈর্নগৈঃ ॥৬
সপ্তাশ্বহরিকৃষ্টাঙ্গমেকৈকং দশপর্ব্বতম্।
বাহ্যমাভ্যন্তরা যেতু ত্রিবাহাস্তু সমাঃ স্মৃতাঃ ॥
জঠরো দেবকূটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ।
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তৌ ॥ ৮
কৈলাসো হিমবাংশ্চৈবদক্ষিণোত্তরপর্ব্বতৌ।

অষ্টচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। ঐ মণ্ডল শৈলরাজ-পরিবৃত এবং উহাই রম্য মেরুমূল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে সহস্র সহস্র গিরির উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে মহোন্নত মর্য্যাদাপর্ব্বতগণ সর্ব্বদিকে বিরাজতি। ঐ সকল পর্ব্বত-নিকুঞ্জ, কন্দর, নদী, গুহা ও নির্ঝরনিচয়ে সুশোভিত। উহাদের তটসঙ্ঘ কুসুমসমূহে সমুজ্জ্বল এবং উচ্চ উচ্চ বহু প্রাসাদের সমলঙ্কৃত। উহাদের নিতম্বদেশ পুষ্পপুঞ্জে পরিবৃত, সানু সকল ধাতু মণ্ডিত এবং শিখরসমূহ হেমকপিল ও বহু প্রস্রবণে পরিবৃত। ঐ গিরিসূহ পরিপুষ্ট রত্নপ্রভায় প্রভাসিত। উহাদের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য অনুপম কুঞ্জ বিরাজিত। সেই সকল কুঞ্জমধ্যে শত শত বিহঙ্গনাদ পরিশ্রুত, এবং সিংহ শার্দ্দুল, মরভ, চামর ও বারণ প্রভৃতি নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি সম্পন্ন বিবিধ জন্তু ঐ পর্ব্বতসকলের সর্ব্বত্রই বিচরণশীল। উক্ত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে দশটী পর্ব্বত অতীব উন্নত। সূর্য্যের রথবাহী অশ্বগণ উহাদের প্রত্যেকটীর উপর দিয়াই ধাবিত হয়। তাহাদের খুরপাতে ঐ পর্ব্বতগণের

পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তব্যবস্থিতৌ ॥ ৯
যোঽসৌ মেরুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাংশুঃ কনকপর্ব্বতঃ
বিষ্কম্ভং তস্য বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১০
মহাপাদাস্তু চত্বারো মেরোরথ চতুর্দ্দিশম্।
যৈর্ধৃতত্বান্ন চলতি সপ্তদ্বীপবতী মহী ॥ ১১
দশযোজনসাহস্র আয়ামস্তেষু পঠ্যতে।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং নানারত্নোপমোভিতাঃ।
নৈকনির্ঝরবপ্রাঢ্যা রম্যকন্দরনির্ম্মিতাঃ ॥ ১২
নিতম্বপুষ্পকাদম্বৈঃ শোভিতাশ্চিত্রানবঃ।
মনঃশিলাদরীভিশ্চ হরিতালতলৈস্তথা ॥ ১৩
সুবর্ণমাণিচিত্রাভির্গুহাভিশ্চ সমন্ততঃ।
শুদ্ধহিঙ্গলকপ্রখ্যৈঃ কাঞ্চনৈর্ধাতুমণ্ডিতৈঃ ॥ ১৪
বরকাঞ্চনচিত্রৈশ্চ প্রবালৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ।
রুচিরাঃ শতপার্ব্বাণঃ সিদ্ধবাসা মুদান্বিতাঃ।

প্রত্যেকেরই অঙ্গ ক্ষুন্ন হইয়া থাকে জঠর এবং দেবকুট এই দুই পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহারা দক্ষিণোত্তরভাগে আয়ত এবং নীল নিষধাচল পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত। ১-৮। কৈলাস ও হিমবান দক্ষিণ ও উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী। ইহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আয়ত এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই যে সমুন্নত কনকাচল সুমেরুর কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার বিষ্কম্ভের বিষয় বলি, শ্রবণ করুন-মেরুর চারিদিকে চারিটা মহান্‌পাদ বিদ্যমান। ঐ পাদচতুষ্টয় এই সপ্ত দ্বীপবতী মহীকে ধরিয়া রাখে বলিয়া ইহা কখনই টলে না। ঐ পাদচতুষ্টয়ের আয়াম দশসহস্র যোজন বলিয়া উল্লিখিত। উহারা নানা রত্নে উপশোভিত হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণের আবাস মধ্যে গণ্য। ঐ সকল পাদ হইতে অসংখ্য নির্ঝর-রব সমুত্থিত এবং উহাদের স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর কন্দরবৃন্দ সুনির্ম্মিত। উহাদের নিতম্বদেশে যে সকল পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্প প্রস্ফুটিত, তাহা দ্বারা বিচিত্র সানুসকল সুশোভিত। উহাদের স্থানে স্থানে কত সুবর্ণ-মণি-খচিত বিচিত্র গুহা বিরাজিত ; তাহাদের কতস্থানে

মহাবিমানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমন্তাৎ পরিদীপিতাঃ ॥
পূর্ব্বেণ মন্দেরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ ॥
তেষাং সহস্রশৃঙ্গেষু বজ্রবৈদুর্য্যবেদিকাঃ।
শাকাসহস্রকলিতাঃ সুমুলাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৭
স্নিগ্ধৈর্নীলৈর্ঘনৈঃ পর্ণৈঃ সঙ্ছন্নবিবিধাশ্রয়াঃ।
অনেকযোজনোৎসেধাঃ সদা পুষ্পফলোপগাঃ
যক্ষগন্ধর্ব্বসেব্যাশ্চ সেবিতাঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
মহাবৃক্ষাঃ সমুৎপন্নশ্চত্বারো দীপকেতবঃ ॥
মন্দরস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহাবৃক্ষঃ স কেতুরাট্।
আলম্বশাখাশিখরঃ কন্দরশ্চৈব পাদপঃ ॥ ২০
মহাকুম্ভপ্রমাণৈস্তু পুষ্পৈর্বিকচকেসরৈঃ।
মহাগন্ধৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ শোভিতঃ সর্ব্বকালজৈঃ

কত মনঃশিলাময় দরীগৃহ, কত হরিতালময় তটদেশ, কত বিশুদ্ধ হিঙ্গুল তুল্য কাঞ্চন-লাঞ্ছিত প্রবালদামে সমলঙ্কৃত সুন্দর সুন্দর সিদ্ধনিবাস বিদ্যমান। এই সকল সিদ্ধাশ্রম পরম প্রীতির আস্পদ। কত সুন্দর সুন্দর মহতী বিমানশ্রেণী উহাদের চতুর্দ্দিকে সমুজ্জ্বল। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল, এবং উত্তর পার্শ্বে সুপার্শ্ব গিরি অবস্থিত। ইহাদের শৃঙ্গসমূহোপরি চারিটী মহাবৃক্ষ প্রদীপ্তে কেতুস্বরূপে সমুৎপন্ন হইয়া অবস্থিত। এই সকল বৃক্ষের মূলদেশ সুদৃঢ়। উহারা সহস্র সহস্র শাখা সম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মূলে যে সকল বেদিকা আছে, উহারা হীরক ও বৈদুর্য্যমণিময়। ঐ বৃক্ষ সমূহের স্নিগ্ধ নীর অবিরল পত্ররাজি দ্বারা নানা আশ্রম আচ্ছাদিত। উহারা অনেক যোজন উন্নত এবং সর্ব্বদাই পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ। যক্ষ গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ এই সকল বৃক্ষের সেবা করেন। ৯-১৯। মন্দরগিরির শৃঙ্গে এক কেতুরাট্ মহাবৃক্ষ বিরাজিত। উহার শাখা-প্রশাখায় অগ্রভাগ ও কোটর সর্ব্বদিকে আলম্বিত। এই বৃক্ষে সকল ঋতুজাত

সহস্রমধিকং সোহথ গন্ধেনাপূরয়ন্ দিশঃ।
যোজনানাং সমন্তাদ্বৈ মন্দমারুতবীজিতঃ ॥
বরবেতুরিব প্রথিতো ভদ্রাশ্বো নাম যো দ্বিজাঃ
যত্র সাক্ষাদ্ধৃষীকেশঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈর্হীয়তে ॥ ২৩
তস্য ভদ্রকদম্বস্য তদা শ্বেতহয়ো হরিঃ।
প্রাপ্তবানমরশ্রেষ্ঠঃ স তত্র সহিতঃ পুরা ॥ ২৪
তেন চালোকিতং সর্ব্বং দ্বীপং দ্বিপদনায়কাঃ।
যস্য নাম্না সমাখ্যাতো ভদ্রাশ্বো নাম নামতঃ ॥
দক্ষিণস্যাপি শৈলস্য শিখরে দেবসেবিতা।
জম্বুঃ সদা পুষ্পফলা সদা মাল্যোপশোভিতা ॥
মহামূলৈর্মহাস্কন্ধৈঃ স্নিগ্ধবর্ণৈর্বিভূষিতা।
নবৈঃ সদাপুষ্পফলৈঃ শাখাভিশ্চোপশোভিতা
তস্যা হ্যতিপ্রমাণানি স্বাদুনি চ মৃদুনি চ।
ফলন্যমতকল্পানি পতন্তি গিরিমুর্দ্ধনি ॥ ২৮
তস্মাদ্গিরিবরপ্রস্থাৎ পুনঃ প্রস্যন্দবাহিনী।
নদী জম্বুনদী নাম প্রবৃত্তা মধুবাহিনী ॥ ২৯

পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত। এই পুষ্প সমূহের প্রমাণ এক একটা মহাকুম্ভের সমান। উহারা মহাগন্ধময় ও দেখিতে অতি মনোহর। এবম্বিধ পুষ্পপুঞ্জে ঐ বৃক্ষ সুশোভিত। উহা মন্দ মারুতে আন্দোলিত হইয়া চতুর্দ্দিকের সহস্রাধিক যোজন স্থান গন্ধামোদিত করে। হে দ্বিজগণ! ভদ্রাশ্ব নামে যে এক প্রধান কেতুস্থানীয় দেশে প্রসিদ্ধ আছে, এবং যথায় সাক্ষাৎ হৃষীকেশ সিদ্ধসমূহ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, সেইদেশে ঐ বৃক্ষ বিরাজিত। উহার নাম ভদ্রকদম্ব। হরি পুরাকালে শ্বেতবর্ণ হয়ে আরোহণ করিয়া ঐ তরুর প্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন এবং হে নরবরগণ! তিনি তথায় আসিয়া সমসত দ্বীপ অবলোকন করেন, এই জন্য নামাসাদৃশ্যে ঐ দেশ ভদ্রাশ্ব নামে নিরূপিত হয়। দক্ষিণ শৈলের শিখরদেশে এক দেবসেবিত জম্বুবৃক্ষ আছে। উহা সদাই পুষ্প-ফলে অন্বিত এবং সর্ব্বদাই মাল্য-দামে মণ্ডিত। উহার মুলদেশ অতি বিপুল, স্কন্ধদেশ

তত্র জম্বুনদং নাম সুবর্ণং জ্বলনপ্রভম্।
দেবালঙ্কারমতুলং জায়তে পাপনাশনম্ ॥ ৩০
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
তৎপিবন্ত্যমৃতপ্রখ্যং মদু জম্বুরসস্রবম্ ॥ ৩১
স কেতুর্দক্ষিণে দ্বীপে জম্বুলোকেষু বিশ্রুতা
যস্যা নাম্না স বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ ॥
বিপুলস্যাপি শৈলস্য পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ।
জাতঃ শৃঙ্গেঽতিসুমহানশ্বত্থশ্চৈব পাদপঃ ॥ ৩৩
বিলম্বিবরমালাঢ্য সুবর্ণমণিবেদিকঃ।
মহোচ্চস্কন্ধবিটপো নৈকসত্ত্ববআলয়ঃ ॥ ৩৪
কুম্ভপ্রমাণৈঃ সুসবাদৈঃ ফলৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকৈঃ শুভৈঃ
স কেতুঃ কেতুমালানাং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥৩৫
কেতুমালেতি চ তথা তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্।
তন্নিবোধত বিপ্রেন্দ্রা নিরুক্তং নাম কর্ম্মতঃ ॥

অতি মহান্। ঐ বৃক্ষ স্নিগ্ধ পর্ণে বিভূষিত, এবং সতত নবোদ্ভিন্ন পুষ্প, ফল ও শাখা-প্রশাখায় পরিশোভিত। উহার ফল সকল অতি বৃহৎ সুস্বাদু, মৃদু ও অমৃতোপম। উহারা সতত গিরিশিখরে পতিত হয়। তাহাতে সেই গিরিপ্রস্থ হইতে জম্বুনাম্নী এক মধু বাহিনী নদী প্রাবাহিত হইতে থাকে। তথায় জ্বলন-সন্নিভ জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ দেবগণের অনুপম অলঙ্কাররূপে উৎপন্ন হয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সেই অমৃতোপম জম্বুরস পান করেন। ঐ লোকপ্রসিদ্ধ জম্বুবৃক্ষ দক্ষিণদিকের কেতুস্বরূপে অবস্থিত। উহার নামানুসারে এই শাশ্বত জম্বুদ্বীপ বিখ্যাত। ২০-৩২। পশ্চিম পার্শ্বস্থিত মহাকায় বিপুল শৈলের শৃঙ্গে এক অতি বড় অশ্বত্থ পাদপ বিদ্যমান। উহা বিলম্বিত। মাল্যদামে অন্বিত এবং উহার তলদেশে সুবর্ণ-মণিময় বেদিকা বিরাজিত। উহার স্কন্ধ ও শাকা সকল অতি উচ্চ। ঐ বৃক্ষ বহু প্রাণীর আবসস্থল। উহার ফলগুলির প্রমাণ কুম্ভ সদৃশ। উহারা সুস্বাদু, সুন্দর ও সকল ঋতুতেই সমুৎপন্ন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ

ক্ষীরোদমথনে বৃত্তে দৈত্যপক্ষে পরাজিতে।
মহাসমরসম্মর্দ্দবৃক্ষক্ষোভবিমর্দ্দিতা ॥ ৩৭
সহস্রাক্ষেণ বিহিতা মালা তস্য সুতানিতা।
তস্য স্কন্ধে সমাসক্তা হ্যাথস্য বনস্পতেঃ ॥৩৮
সা তথৈব মহাদন্ধা হ্যাম্লানা সর্ব্বকামিকী।
ইজ্যতেসুমহাভাগা বিবিধৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥৩৯
তস্য কেতোঃ সদা মালা দেবদত্তা বিরাজতে।
পবনেনেরিতা বিদ্যং বাতি গন্ধং মনোরমম্ ॥
তাভ্যাং নামাঙ্কিতো দ্বীপঃ পশ্চিমে বহু বস্তরঃ
কেতুমাল ইতি খ্যাতো বিবিচেহ চ সর্ব্বশঃ ॥
সুপার্শ্বস্যোত্তরে চাপি শৃঙ্গে জাতো মহাদ্রুমঃ।
ন্যগ্রোদো বিপুলস্কন্ধোঽনেকযোজনমণ্ডলঃ ॥
মাল্যদামাকলাপৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধ শালিভিঃ।
শাকাবিলম্বী শুশুভে সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৪৩

ঐ বৃক্ষের সেবা করেন। উহা কেতুমাল প্রদেশের কেতুস্বরূপে প্রতিভাত। হে বিপেন্দ্রগণ! কি কারণে কেতুমাল এই নাম নিরুক্তি হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাকালে ক্ষীরাব্ধিমন্থন সমাপ্ত হইলে দৈত্যপক্ষ পরাজিত হয়। দেবেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে কে মাল্য পরিয়া আসিয়াছিলেন, তৎকালিক মহাসমর সঙ্ঘর্ষে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত বৃক্ষক্ষোভে মর্দ্দিত হইয়াও ঐ মালা অম্লানভাবে অবস্থিত ছিল। ইন্দ্র তখন সেই সুতানিত মালা ঐ অশ্বত্থ বনস্পতির স্কন্ধদেশে নিজেই রাখিয়া দেন। এইজন্য তখন হইতে সিদ্ধ ও চারণসম্প্রদায় সেই মহাগন্ধশালিনী সর্ব্বকামদায়িনী সৌভাগ্যবতী মালাকে অর্চ্চনা করিতে থাকেন। সেই কেতুস্বরূপ বৃক্ষের উপর ঐ দেবদত্ত মালা সদাই বিরাজিতা। উহা পবনবেগে আন্দোলিত হইয়া সতত দিব্য, ও মনোজ্ঞ গন্ধ প্রকটিত করে। এইজন্য কেতু ও মালা এই উভয়ের নামাঙ্কিত হইয়া ঐ পশ্চিমদিগ্‌স্থী বহু বিস্তৃত দ্বীপ স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কেতুমালাখ্যায় বিখ্যাত। সুপার্শ্ব গিরির উত্তর

প্রবালকুন্তসদৃশৈর্মধুপুর্ণৈঃ ফলৈঃ সদা।
স হ্যুত্তরকুরূণাং তু কেতুবৃক্ষঃ প্রকাশতে ॥
সনৎকুমারাবরজা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সপ্ত তত্র মহাভাগাঃ কুরবো নাম বিশ্রুতাঃ ॥
তত্র তৈরাগতজ্ঞানৈঃ সত্ত্বস্থৈঃ পুণ্যকীর্ত্তিভিঃ।
অক্ষয়ং ক্ষেমমপরং লোকং প্রাপ্তং সনাতনম্ ॥
তেষাং নামাঙ্কিতো দ্বীপঃ সপ্তানাং বৈ
মহাত্মনাম্।
দিবি চেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা ॥ ৪৭
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জম্বুদ্বীপবর্ণনং
নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তেসাং চতুর্ণাং বক্ষ্যামি শৈলেন্দ্রাণাং যথাক্রমম্
অনুবন্ধানি রম্যাণি সর্ব্বকালর্ত্তুকানি চ ॥ ১

শৃঙ্গে ন্যাগ্রোধ নামক এক মহাবৃক্ষ অবস্থিত। উহার স্কন্ধ বিপুল এবং উহা বহু যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। বিবিধ গন্ধশালী মাল্যদানসমূহে ঐ বৃক্ষ বিরাজিত। সিদ্ধ ও চারণগণ ঐ বৃক্ষের সেবা করেন। উহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রবালময় কুম্ভসদৃশ মধুপর্ণ ফলরাজি দ্বারা সর্ব্বদাই সুশোভিত। ঐ বৃক্ষ উত্তর কুরু দেশের কেতুরূপে দণ্ডায়মান। সনৎকুমারাদি মহাভাগ সপ্ত ব্রহ্মনন্দনগণের নামানুসারে ঐ উত্তরকুরুনাম বিখ্যাত। সেই সকল পুণ্যকীর্ত্তি সত্ত্বগুণাবলম্বী জ্ঞানী ব্রহ্মকুমারগণ ঐ অবনিাশী মঙ্গলাস্পদ শাশ্বত দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য ঐ সপ্ত মাহাত্মা মানস পুত্রগণের নামাঙ্কিত হইয়া ঐ দ্বীপ উত্তরকুরু আখ্যায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, উভয়ত্রই বিখ্যাত হইয়াছে। ৩৩-৪৭।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

সারিকাভির্ময়ূরৈশ্চ চকোরৈশ্চ মদোৎকটৈঃ।
শুকৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ চিত্রকৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২
জীবঞ্জীবকনাদৈশ্চ হেমকানাঞ্চ নাদিতৈঃ।
মত্তকোকিলনাদৈশ্চ বল্গূনাঞ্চনিনাদিতৈঃ ॥
সুগ্রীবাকাঞ্চনবরৈঃ কলবিঙ্করুতৈস্তথা।
কুজিতান্তরশব্দৈশ্চ সুরম্যাণি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪
মদোৎকটৈর্মধুকরৈর্ভ্রমরৈশ্চ মদালসৈঃ।
উপগীতবনান্তানি কিন্নরৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৫
পুষ্পবৃষ্টিং বিমুঞ্চন্তি মন্দমারুতকম্পিতাঃ।
তরবো যত্র দৃশ্যান্তে চরাপল্লবশোভিতাঃ ॥ ৬
স্তবকৈর্মঞ্জরীভিশ্চ তাম্রৈঃ কিশলয়ৈস্তথা ॥
মন্দবাতশশাল্লোলৈর্দোলয়ন্ত্যির্যুতানি চ ॥ ৭
নানাদাতুবিচিত্রৈশ্চ কান্তরূপৈঃ শিলাশতৈঃ।
শল্লৈঃ ক্বচিদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিন্যস্তৈঃ শোভিতানি চ
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
সিদ্ধাপ্সরোগণৈশ্চৈবসেবিতানি ততস্ততঃ ॥ ৯
মনোহরাণি চত্বারি দেবাক্রীড়নাকান্যথ।
চতুর্দ্দিশমুদারাণি নাম্না শৃণুত তানি মে ॥ ১০
পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাদুরস্তরং সর্বিতুর্বনম্ ॥১১
মহাবনেষু চৈতেষু নিবিষ্টানি যথাক্রমম্।
অনুবন্ধানি রম্যাণি বিহঙ্গৈঃ কুজিতানি চ ॥১২
বনৈবিস্তীর্ণতীর্থানি মহাপুণ্যবনানি চ।
মহানাগাধিবাসানি সেবিতানি মহাত্মভিঃ ॥১৩
সুরসামলতোয়ানি শিবানি সুসুখানি চ।
সিদ্ধদেবাসুরবরৈরুপস্পৃষ্টজলানি চ ॥ ১৪
ছত্রপ্রমাণৈবিকচৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ।
পুণ্ডরীকৈর্মহাপত্রৈরুৎপলৈঃ শোভিতানি চ।
মহাসরাংসি চত্বারি তানি বক্ষ্যামি নামতঃ ॥১৫
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্।
শীতোদং পশ্চিমসরো মহাভদ্রং তথোত্তরম্ ॥

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,- আমি এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত চারিটী প্রধান পর্ব্বতের সুরম্য সংস্থান-সন্নিবেশ বলিতেছি, ঐ সকল পর্ব্বত প্রদেশ সকল কালের সকল ঋতুর ফলে ফুলে সুশোভিত। উহাদের স্থানে স্থানে সারিকা, ময়ূর, চকোর, মদ্যোৎকট, শুক ও ভৃঙ্গরাজ বিঙ্গম, দলে দলে বিচরণ করে। জীবঞ্জীবক, হেমক, মত্তকোকিল, বল্গু, সুগ্রীব, কাঞ্চন, ও কলবিঙ্ক প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের মধুর নিনাদে ও অন্যান্য অব্যক্ত শব্দে ঐ সকল প্রদেশের সকল স্থান সর্ব্বদাই মুখরিত ও সুরম্য। কোথাও কোথাও বনান্তভূমি সকল মদোৎট মধু করকুলের মধুর ঝঙ্কারে ও মদালসগতি কিন্নরগণের কণ্ঠরবে উপগীত। ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ তরুনিচয় সর্ব্বদাই চারু পল্লবে সুশোভিত। উহারা মন্দমারুতে আন্দোলিত হইয়া সততই পুষ্পবর্ষণ করে। ঐ তরুবৃন্দের আতাম্র কিসলয়দল, মঞ্জরীপুঞ্জ ও পুষ্পস্তবকসকল বায়ু-হিল্লোলে সততই সুচঞ্চল প্রতি পর্ব্বতের স্থানে স্থানে নানাবিধ ধাতুচিত্রিত শত শত কমনীয় শিলা ও কোথাও কোথাও শল্ল সকল সুবিন্যস্ত; তাহাতে ঐ সকল পার্ব্বত্য দেশ অতীব সুশোভিত! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ ঐ পর্ব্বতসমূহের ইতস্ততঃ বিচরণশীল। ঐ চারি পর্ব্বতের চারিদিকে চারিটী মনোহর উদার দেবোদ্যান বিদ্যমান। উহাদিগের নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে চিত্ররথ, দক্ষিণে নন্দন, পশ্চিমে বিভ্রাজ এবং উত্তরে সবিতৃবন; এই সকল মহাবনের অভ্যন্তর প্রদেশের ক্রমিক সন্নিবেশ বড়ই রমণীয় এবং বিহঙ্গকুজনে উহাতে কত সুরম্য সুবিস্তীর্ণ তীর্থ ও কত মহাপূণ্য বনরাজি বিরাজিত। ঐ সকল বনে মহানাগগণ বাস করে এবং মহাত্মগণ উহাদের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। ১-১৩। ঐ বনরাজির মধ্যে মধ্যে যে সকল তোয়াশক আছে; তাহাদের জল-সুরস, সুবিমল, সুসুখ ও শুভ। সিদ্ধগণ, দেবগণ ঐ সকলের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। উহাদের

অরুণোদং চ পূর্ব্বেণ যে চ শৈলাস্ততঃ স্মৃতাঃ
তান্ কীর্ত্ত্যমানাং স্তত্ত্বেন শৃণুধ্বং বিস্তারান্ময ॥
শীতান্তশ্চ কুমঞ্জশ্চ সুবীরশ্চাচলোত্তমঃ।
বিকঙ্কোমনিশীলশ্চ বৃষভশ্চাচলোত্তামঃ ॥ ১৮
মহানীলোহথ রুচবঃ সবিতুর্মন্দরস্তথা।
বেণুমাংশ্চ সুমেধশ্চ নিষধো দেবপর্ব্বতঃ ॥১৯
ইত্যেতে পর্ব্বতবর অন্যে চ গিরয়স্তথা।
পূর্ব্বেণ মন্দরস্যেতে সিদ্ধবাসা উদাহৃতঃ ॥২০
সরসো মানসস্যেহ দক্ষিণা যে মহাচলাঃ।
যে কীর্ত্তিতা ময়া তে বৈ নামতস্তান্নিবোধত ॥
শৈলঃ শ্রীশিখরশ্চাপি শিশিরশ্চাচলোত্তমঃ।
কলিঙ্গশ্চ পতঙ্গশ্চ রুচকশ্চৈব সানুমান্ ॥ ২২
তাম্রাভশ্চ বিশাখশ্চ তথা শ্বেতোদরো গিরিঃ
সমুলো বিষধারশ্চ রত্নধারশ্চ পর্ব্বতঃ ॥ ২৩
একশৃঙ্গো মহামুলো গজশৈলঃ পিশাচকঃ।
পঞ্চশৈলোহুত কৈলাসো হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ

ইত্যেতে দেবচরিতা হ্যুৎকৃষ্টাঃ পব্বং স্তিমাঃ
দিগ্‌ভাগে দিক্ষিণে প্রোক্তা মেরোরমরবর্চ্চ সঃ
অপরেণ সিতোদস্য সরসো দ্বিজসত্তমাঃ।
উত্তমা যে মহাশৈলাস্তান্ প্রবক্ষ্যে যথাক্রমম্ ॥
সুবক্ষাঃ শিশিশৈলশ্চ কালো বৈদুর্য্যপর্ব্বতঃ।
কপিলঃ পিঙ্গলো রুদ্রঃ সুরসশ্চ মহাচলঃ ॥ ২৭
কুমুদো মধুমাংশ্চৈব অঞ্জনো মুকুটস্তথা।
কৃষ্ণশ্চ পাণ্ডরশ্চৈব সহস্রশিখরশ্চ হু ॥ ২৮
পরিজাতশ্চ শৈলেন্দ্রস্ত্রিশৃঙ্গশ্চাচলোত্তমঃ।
ইত্যেতে পর্ব্বতবরা দিগ্‌ভাগে পশ্চিমে স্মৃতাঃ
মহাভদ্রস্য সরস উত্তরেণাপি শ্রীমতঃ।
যে ময়া পর্ব্বতাঃ প্রোক্তাস্তন্ বদিষ্যে যতাক্রমম্
শঙ্কুকুটো মহাশৈলো বৃষবো হংসপর্ব্বতঃ।
নাগশ্চ কপিলশ্চৈ ইন্দ্রশৈলশ্চ সানুমান্ ॥ ৩১
নীলঃ কনকশৃঙ্গশ্চ শতশৃঙ্গশ্চ পর্ব্বতঃ।
পুষ্পকো মেঘশৈলশ্চ বিরাজশ্চাচলোত্তমঃ
জরুধিশ্চৈব শৈলেন্দ্র ইত্যেতে উত্তরাঃ স্মৃতা

মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রস্ফুটিত কমল, পণ্ডরীক, ও মহাপত্রশালী উৎপল আছে, তাহারা মনোজ্ঞ, মহাগন্ধযুক্ত ও ছত্রপ্রমাণ বিস্তৃত। তন্মধ্যে চারিটী মহাসরোবর বিদ্যমান। উহাদের নাম-সমূহ নির্দ্দেশ করিতেছি; যথা,- পূর্ব্বে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে শীতোদ ও উত্তরে মহাভদ্রনামক মহাসরোবর বিরাজিত। পূর্ব্বোক্ত অরুণোদ সরোবরের অধিষ্ঠান মন্দর গিরির পূর্ব্বদিকে যে সকল শৈল আছে, বিস্তৃতরূপে তাহাদিগের নামনিচয় কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা যথাযথরূপে শ্রবণ করুন। শীতান্ত, কুমুঞ্জ, সুধীর, বিকঙ্ক, মণিশীল, কৃষ্ণ, মহানীল, সবিন্দু মন্দর বেণুমান, সুমেধ, নিষধ ও দেবাচল। এই সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক গিরিবর মন্দরাগিরির পূর্ব্বভাগে বিরাজিত। এই সকল শৈলশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-নিবাস বলিয়া কথিত। মানস সরোবরের দক্ষিণে যে সকল মহাচলের অবস্থানের কথা কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। শ্রীশিখর, শিশির, কলিঙ্গ, পতঙ্গ, রুচক, সানুমান, তাম্রাভ, বিশাখ, শ্বেতোদর, সমূল, বিষধার, রত্নাধার, একশৃঙ্গ, মহামূল, গজশৈল, পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমবান; এই সকল দেবনিবাস উত্তর উত্তর পর্ব্বত, অমরদ্যুতি মেরুর দক্ষিণদিগ্ বিভাগে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শীতোদ সরোবরের পশ্চিম দিকে যে সকল উত্তম উত্তম মহাশৈল অবস্থিত, যথাক্রমে তাহাদের নাম বলিতেছি; যথা-সুবক্ষা, শিখিশৈল, কাল, বৈদুর্য্যগিরি, কপিল, পিঙ্গল, রুদ্র, সুরস, কুমুদ, মধুমান, অঞ্জন, মুকুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডর সহস্রশিখর, পরিজাত, এবং অচলোত্তম ত্রিশৃঙ্গ, এই সকল গিরিবর পশ্চিমদিক্‌বিভাগে বিরাজিত। শ্রীমান্ মহাভদ্র সরোবরের উত্তরে যে সকল পর্ব্বত আছে বলিয়া আমি কীর্ত্তন করিয়াছি, যথাক্রমে

এতেষাং শৈলমুখ্যানন্তরেষু যথাক্রমম্।
স্থল্যোহন্ত্যন্তরদ্রোণ্যশ্চ সরাংসি চ নিবোধত।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো নাম ষট্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শীতান্তস্যাচলেন্দস্য কুমুঞ্জস্যান্তরেণ তু।
দ্রোণ্যো বিহঙ্গসংঘুষ্টা নানাসত্ত্বনিষেবিতাঃ ॥ ১
ত্রিযোজনশতায়ামা বিস্তীর্ণাঃ শতযোজনাঃ।
সুরসামলপানীয়রম্যং তত্র সরোবরম্ ॥ ৩
দ্রোণ্যায়ামপ্রমানৈস্ত পুণ্ডরীকৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
সহস্রশতপত্রৈহি মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩
মহোরগৈরধ্যুষিতং মহাভোগগৈর্দুরাসদৈঃ
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈরুপস্পৃষ্টজলং শুভম্ ॥ ৪
পুণ্যং তচ্ছ্রীসরো নাম প্রকাশং দিবি চেহ চ।
প্রসন্নজলসম্পূর্ণং শরণ্যং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫
তত্র ত্বেকং মহাপদ্মং মধ্যে পদ্মবনস্য হ।
কোটিপত্রপ্রচারং তত্তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ৬
নিত্যং ব্যাকোশমজরং চাঞ্চল্যাচ্চাতিমণ্ডলম্
চারুকেশরজালাঢ্যং মত্তষট্পদনাদিতম্ ॥ ৭
তস্মিন্ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাচ্ছ্রীর্নিত্যমেব হি
লক্ষ্যাঃ পদ্মং তদাবাসং মূর্ত্তিমত্যা ন সংশয়ঃ ॥
সরসস্তস্য পূর্ব্বস্মিংস্তীরে সিদ্ধনিষেবিতে।
সদাপুষ্পফলং রম্যং তত্র বিল্ববনং মহৎ ॥ ৯
শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিযোজনশতায়তম্।
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্মহাবৃক্ষৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১০
শাখাসহস্রকলিতৈর্মহাস্কন্ধৈঃ সমাকুলম্।
ফলৈঃ সুবর্ণসঙ্কাশৈর্হরিতৈঃ পাণ্ডুরৈস্তথা ॥ ১১

তাহাদিগের নাম বলিতেছি ; -যথা-শঙ্খকুট, বৃষভ, হংস, নাগ, কপিল, ইন্দ্রশৈল, নীল, কনকশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পক, মেঘশৈল, বিরাজ, এবং জারুধি এই সকল অচলোত্তম উত্তর দিকে অবস্থিত। এই সকল শৈলশ্রেষ্ঠের অভ্যন্তরে যথাক্রমে যে সকল স্থলী, অন্ত রদ্রোণী ও সরোবরসমূহ আছে, তৎসমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৪-৩৩।

ষটত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,-গিরীন্দ্র শীতান্ত ও কুমুঞ্জের মধ্যভাগে যে সকল দ্রোণী আছে, উহারা বিবিধ বিহঙ্গনাদে মুখরিত ও নানাবিধ প্রাণিসমূহে নিষেবিত। ঐ সকল দ্রোণী তিনশত যোজন আয়ত এবং শতযোজন বিস্ত ত। উহাতে এক সরোবর আছে, তাহা সুরস ও সুনির্ম্মল জলে রমণীয়। দ্রোণীর আয়াম-পরিমিত সুগন্ধি পুণ্ডরীকসমূহে এবং শতসহস্র দলশালী মহাপদ্মে ঐ সরোবর অলঙ্কৃত। উহাতে মহাভোগশালী দুর্দ্ধর্ষ মহোরগ সকল বাস করে এবং দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব উহার শুভ জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। ঐ পুণ্য সরোবর স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সুপ্রকাশিত ; উহার নাম শ্রীসর। উহা প্রসন্ন পুণ্য জলে পরিপূর্ণ ও সকল প্রাণীর শরণ্য। তন্মধ্যে এক পদ্মবন বিরাজমান। সেই পদ্মবনের মধ্যে এক মহাপদ্ম প্রকাশমান। ঐ মহাপদ্মের কোটি কোটি দল এবং উহা তরুণ তপনের ন্যায় সমুজ্জ্বল। ঐ পদ্ম সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত। উহা কখন জীর্ণ-শীর্ণ হয় না। চাঞ্চল্যবশতঃ উহার মণ্ডল অতীব বিস্তৃত দেখা যায়। উহা সুচারু কেসরজালে অন্বিত এবং মদমত্ত ষট্পদসমুহে নিনাদিত। ঐ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নিত্য বিরাজিত। বাস্তবিকই ঐ মহাপদ্ম মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর নিবাসস্থল ; তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সেই সরোবরের সিদ্ধসেবিত পূর্ব্বতীরে এক বৃহৎ বিশ্ববন বিদ্যমান। ঐ বন ফলে-ফুলে সর্ব্বদাই মনোরম। উহা শত যোজন বিস্তৃত এবং ত্রিশত যোজন আয়ত। ঐ বনে সহস্র সহস্র

অমৃতস্বাদুসদৃশৈভেরীমাত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ
শীর্য্যমাণৈঃ পতদ্ভিশ্চ কীর্ণা ভূমির্নিরন্তরা ॥ ১২
নাম্না তচ্ছ্রীবনং নম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥
সিদ্ধৈশ্চৈব সমাকীর্ণং নিত্যং বিলম্বফলাশিভিঃ
বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈশ্চ নিত্যমেব নিষেবিতম্ ॥১৪
তস্মিন্ বনে ভগবতী সাক্ষাৎ শ্রীর্নিত্যমেব হি
দেবী সন্নিহিতা তত্র সিদ্ধসঙ্ঘৈর্নমস্কৃতা ॥ ১৫
বিকঙ্কস্যাচলেন্দ্রস্য মণিশৈলস্য চান্তরে।
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনধতায়তম্ ॥ ১৬
বিপুলং চম্পকবনং সিদ্ধচারণসেবিতম্।
পুষ্পলক্ষ্ম্যা বৃতং ভাতি জ্বলন্তমিব নিত্যদা ॥১৭
অর্দ্ধক্রোশোচ্ছ্রিতৈঃ শিখরৈর্মহাস্কন্ধঃ পলাশিভিঃ।
প্রফুল্লশাখাশিখরৈঃ পিঞ্জরং ভাতি তদ্বনম্ ॥১৮
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়িমিবিস্তরৈঃ।
মনঃশিলাচূর্ণনিভৈঃ পাণ্ডুকেশলালিভিঃ ॥ ১৯
পুষ্পৈর্মনোহরৈর্ব্যাপ্তং ব্যাকোশৈর্গন্ধশালিভিঃ
বিরাজতে বনং সর্ব্বং মত্তভ্রমরনাদিতম্ ॥ ২০
তদ্বনং দানবৈর্দেবৈর্গন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ।
কিন্নরৈরপ্সরোশ্চ মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ২১
তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
সিদ্ধসাধ্যগণাকীর্ণং নানাশ্রুতিবিভূষিতম্ ॥২২
মহানীলকুমুঞ্জাভ্যামন্তরেহপ্যচলাবথ ॥ ২৩
মহানদ্যাঃ সুখায়াস্তু তীরে সিদ্ধনিষেবিতে ॥
পঞ্চাশদ্যোজনায়ামং ত্রিংশদযোজনবিস্তরম্ ॥
রম্যং তালবনং তদ্ধি অর্দ্ধকোশোচ্চমস্তকম্ ॥
মহামুলৈর্নহাসারৈঃ স্থিরৈরবিরলৈঃ শুভৈঃ।
কুমুদাঞ্জনসংস্থানৈঃ পরিবৃত্তৈমহাফলৈঃ।

মহাবৃক্ষ বিরাজিত। তাহাদের শিরোদেশ অর্দ্ধক্রোশ উচ্চে অবস্থিত। ১-১০। ঐ বৃক্ষগুলির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্কন্ধ সহস্র সহস্র শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত এবং সুবর্ণপ্রতিম হরিত-পাণ্ডুর ফলসমূহে সুশোভিত। ঐ সকল ফল ভেরী প্রমাণ, সুগন্ধি এবং অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু। উহারা সুপক্ক হইয়া বৃক্ষ হইতে পতিত হওয়ায় বৃক্ষের তলভূমি নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন হয়। ঐ বনের নাম শ্রীবন। উহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ ও মহেরগগণে ঐ বিল্ববন নিষেবিত। সিদ্ধগণ বিশ্বফলের লালসায় নিত্য ঐ বনে বিচরণ করেন। বিবিধ ভূতবৃন্দ নিত্য ঐ বনে বাস করে। ঐ বনে ভগবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী নিত্যই সন্নিহিতা। সিদ্ধগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে নমস্কার করেন। অচলশ্রেষ্ঠ বিকঙ্ক ও মণিশৈলের মধ্যভাগে শত যোজন বিস্তীর্ণ, দ্বিশত যোজন আয়ত এক সুবিপুল চম্পকবন বিদ্যমান। উহা সিদ্ধ ও চারণগণে নিষেবিত এবং কুসুম সৌন্দর্য্যে পরিবৃত হইয়া নিত্যই উজ্জ্বলাকারে বিভাত। ঐ বনে মহাস্কন্ধশালী বহু বৃক্ষ বিরাজিত। তাহাদের প্রত্যেকের শিরোবাগ অর্দ্ধক্রোশ উন্নত এবং অসংখ্য শাখাশিখর প্রফুল্ল পুষ্পে উল্লসিত। ঐ সকল বৃক্ষ দ্বারা সেই চম্পকবন যেন পিঞ্জরাকারে অবস্থিত। ঐ বৃক্ষসমূহের নিত্য প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি সতত সুগন্ধশালী ও সুরম্য। উহাদের বর্ণ মনঃশিলাচূর্ণ-সম এবং উহারা পাণ্ডুরবর্ণ কেশরজালে সুশোভিত। উহাদের প্রত্যেকের পরিণাহ দ্বিবাহু পরিমিত এবং আয়াম ও বিস্তার ত্রিহস্ত প্রমাণ। ঐ সকল পুষ্প দ্বারা সেই সমগ্র চম্পকবন নিরাজিত এবং মধুমত্ত ভ্রমরগুঞ্জনে উহা মুখরিত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, অপ্সরা ও মহানাগসমুহ সে বনে সর্ব্বদা বিচরণশীল। তথায় ভগবান্ কশ্যপপ্রজাপতির এক আশ্রম বিদ্যমান। উহা সিদ্ধ ও সাধ্যগণে আকীর্ণ এবং বিবিধ বেদনাদে মুখরিত। ১১-২২। মহানীল ও কুমুঞ্জশৈলের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতপ্রদেশে সুখা নাম্নী মহানদীর সিদ্ধসেবিত তীরদেশে এক সুরম্য তালবন আছে। সে বনের শিরোভাগ অর্দ্ধক্রোশ উচ্চ ; উহা পঞ্চাশৎ যোজন

মৃষ্টগন্ধরাসোপেতৈরুপেতং সিদ্ধসেবিতম্ ॥ ২৬
মাহেন্দ্রস্য দ্বিপেন্দ্রস্য তত্র বাস উদাহৃতঃ।
ঐরাবতস্য ভদ্রস্য সর্ব্বলোকেষুবিশ্রুত ॥ ২৭
বেণুমন্তস্য শৈলস্য সুমেধাস্যোত্তরণ চ।
সহস্যযোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ॥ ২৮
বৃক্ষগুল্মলতাগুচ্ছৈঃ সর্ব্ববীরুদ্ভিরীরিতম্।
দুর্ব্বাপ্রস্তারমেবাথ সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৯
তথা নিষধশৈলস্য দেবশৈলস্য চোত্তরে।
সহস্রযোজনায়ামা শতযোজনবিস্তৃতা ॥ ৩০
সর্ব্বা হ্যেকশিলা ভূমির্বৃক্ষবীরুদ্বিবর্জ্জিতা।
আপ্লুতা পাদমাত্রেণ হ্যুদকেন সমন্তত ॥ ৩১
ইত্যেতা হ্যন্তরদ্রোণ্যো নানাকারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
মেরোঃ পূর্ব্বেণ বিপ্রেন্দ্র যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভূবনবিস্যাসো নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

আয়ত ও তিংশৎ যোজন বিস্তৃত। ঐ বনে মহাফলশালী বহু শুভ বৃক্ষ বিরাজিত। উহারা মহামূল-বিশিষ্ট, মহাসার-সম্পন্ন, স্থির, অবিরল। উহাদের সংস্থান সন্নিবেশ কুমুদ ও অঞ্জনশৈলবৎ। ঐ সকল বৃক্ষের ফলরাজি সুরস ও সুগন্ধে পরিপূর্ণ। সিদ্ধগণ এতাদৃশ বৃক্ষ-পরিপূর্ণ ঐ তালবনে সতত বিচিরণ করেন। ঐ তাল্বন ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের বাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। বেণুমন্ত ও সুমেদ-শৈলের উত্তরে এক বন আছে। উহা সহস্র যোজন আয়ত এবং শত যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে বৃক্ষ, গুল্ম বা লতাগুচ্ছ কিছুই নাই। উহা কেবল দুর্ব্বাবনে আস্তৃত। উহাতে কোন প্রাণী নাই। নিষধ ও দেবশৈলের উত্তরে সহস্র যোজন আয়ত ও শত যেজন বিস্তৃত কে ভুভাগ ছে; উহাতে বৃক্ষ বা লতা কিছুই নাই। উহার সর্ব্বস্থান এক শিলাময় এবং পাদমাত্র জলে উহার সর্ব্ব স্থান আপ্লুত। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মেরুর পূর্ব্বদিক্স্থিত এই সকল নানাকৃতি-সম্পন্ন অন্তর-দ্রোণী যথাবৎ কীর্ত্তিত হইল। ২৩-৩২।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দিক্ষণা দিশমাশ্রিতাঃ।
যা দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচরিতাঃ শৃণু তা হ্যনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১
শিশিরস্যাচলেন্দ্রস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ চ।
শুষ্কভুমিশ্রিয়া যুক্তং লতালিঙ্গিতপাদপম্ ॥ ২
পৃতুক্ষেপোচ্চশিখরৈঃ পাদপৈরুপশোভিতম্।
উদুম্বরনং রম্যং পক্ষিসঙ্ঘনিষেবিত্ ॥ ৩
পক্কৈর্বিদ্রুমসঙ্গাশৈর্মধুপুর্ণৈর্মনোরমৈঃ।
জ্বলিতং তদ্বনং ভাতি মহাকুম্ভোপমৈঃ ফলৈঃ
তৎসিদ্ধযক্ষগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা উরগাস্তথা।
বিদ্যাধরাশ্চ মুদিতা উপজীবন্তি নিত্যশঃ ॥ ৫
প্রসন্নস্বাদুসলিলাস্তত্র নদ্যো বহূবকাঃ।
সুরসামলতোয়াস্তঃ সরাংসি চ সমন্ততং ॥ ৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,- যে সকল সিদ্ধ সেবিত গিরিশ্রেণী দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, অতঃপর তাহাদেরই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিতেছি। অচলেন্দ্র শিশির ও পতঙ্গ এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক রমণীয় উদুম্বর বন বিদ্যমান। ঐ বন বিপুল শাখা ও উচ্চ শিকর-সম্পন্ন বিবিধ পাদপে শোভিত, নানাজাতীয় বিহঙ্গমে নিষেবিত এবং সুকোমল ভূমি শোভায় সুসমৃদ্ধ। ঐ বনের পাদপ সকল বিবিধ লতায় আলিঙ্গিত। এই সকল পাদপস্থ ফল সমূহের প্রমাণ এক একটা মহাকুম্ভ সদৃশ। উহারা পক্কাবস্থায় দেখিতে বিদ্রুমের ন্যায় বর্ণশালী ; উহাদের অভ্যন্তর মধুরসে পরিপূর্ণ। ঐ সকল মনোজ্ঞ ফলে তত্রত্য উদুম্বর বন জ্বলিতবৎ প্রতিভাত। সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও বিদ্যাধরগণ মুদিত মনে নিত্যই সে বনের সেবা করেন। সে বনের মধ্যে দিয়া প্রসন্ন-পূণ্য-বিমলা প্রভৃত

তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
রম্যং সুরগণাকীর্ণং সর্ব্বতশ্চিত্রকাননম্।
সমন্তাদ্‌যোজনশতং দম্বনং পরিমণ্ডলম্ ॥ ৭
তাম্রবর্ণস্য শৈলস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ তু।
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্ ॥ ৮
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পুণ্ডরীকৈঃ সমন্ততঃ।
সহস্রপত্রৈর্বিকচৈর্মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৯
তথা ভ্রমরসংলীনৈঃ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
প্রফুল্লৈঃ শোভিতজলং রক্ত নীলৈর্মহোৎপলৈঃ
সরোবরং মহাপুণ্যং দেবদানবসেবিতম্।
মহোরগৈরধ্যুষিতং নীলজালবিভুষিতম্ ॥ ১১
তস্য মধ্যে জনপদো হ্যায়তঃ শতযোজনঃ।
তিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণো রক্তধাতুবিভুষিতঃ ॥ ১২
তস্যোপরি মহারথ্যা প্রাংশুপ্রাকারতোরণা।
নরনারীগণাকীর্ণা স্ফীতা বিভববিস্তরৈঃ ॥ ১৩
বলভীকুটনির্য্যূহৈর্মণিভক্তিবিচিত্রিতৈঃ।
রত্নচিত্রার্পিততলৈঃ শুভ্রচিত্রোত্তরচ্ছদৈঃ ॥ ১৪
মহাভবনমালাভির্মহাপ্রাংশুভিরুত্তমৈঃ।
বিদ্যাধরপরং তত্র শোভতে ভ্রাজয়চ্ছুভম্। ১৫
বিদ্যারপতিস্তত্র পুলোমা তত্র বিশ্রুতঃ।
চিতবেষধরঃ স্রগ্বী মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতিঃ ॥ ১৬
দীপ্তানাং চিত্রবেষাণাং পূর্য্যপ্রতিমতেজসাম্।
বিদ্যাধরসহস্যাণামনেকেষাং স রাজরাট্ ॥
বিশাখস্যাচলেন্দ্রস্যতদঙ্গস্যান্তরেণ চ।
সরসস্তাম্রবর্ণস্য পূর্ব্বে তীরে পরিস্রুতম্ ॥ ১৮
পঞ্চেষুপেক্ষণৈর্বিদ্ধং সুশাখি বর্ণশোভিতম্।
সর্ব্বকালফলং তত্র স্ফীতংশ্চাম্রবনং মহৎ ॥ ১৯
ফলৈঃ কনকসঙ্কাশৈর্মহাস্বাদৈঃ সুগন্ধভিঃ।
মহাকুম্ভপ্রমাণৈশ্চ তনুশাখৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২০
গন্ধর্ব্বকিন্নরা যক্ষা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা।

জলবাহিনী বহু নদী প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিকে সরোবর সকল বিরাজিত। সেখানে ভগবান্ কর্দ্দম প্রজাপতির আশ্রম। ঐ আশ্রম রমণীয় সুরগণ-সেবিত ও সর্ব্বদিকে বিচিত্র বনে অন্বিত। তত্রত্য বনভূমির চতুর্দ্দিগব্যাপী মণ্ডল শত যোজন সুপ্রসর। তাম্রপর্ণ ও পতঙ্গ গিরির অন্তরালে শত যোজন বিস্তত ও দ্বিশত যোজন আয়ত এক মহাপুণ্য সরোবর আছে। উহার সর্ব্বস্থান তরুণ তপন সন্নিভ পুণ্ডরীক ও সহস্য সহস্র পত্রযুক্ত প্রফুল্ল পদ্মসমূহে সমলঙ্কৃত উহার জাল মধুকরপরিগত সুগন্ধি শত পত্রদলে এবং রক্ত ও নীলবর্ণ প্রফুল্ল মহোৎপলসমূহে সুশোভিত। এসরোবর দেব, দানব ও মহোরগকুলে নিবেষিত। পূর্ব্বোক্ত বনাভ্যন্তরে শত যোজন আয়ত ত্রিংশৎযোজন বিস্তীর্ণ রক্তবর্ন ধাতুমণ্ডিত এক জনপদ আছে। তাহার উপর এক মহারথ্যা বিদ্যমান। ঐ রথ্যা উন্নত প্রকার ও তোরণযুক্ত, নানা নরনারীগণে আকীর্ণ এবং বৈভববিস্তারে সমৃদ্ধ। তত্রত্য জনপদের মধ্যভাগে এক সুসজ্জিত বিদ্যাধরপুরী বিরাজমান। ঐ পুরীর অভ্যন্তরে যে সকল মহোন্নত মহাভবন আছে, সে সমুদায় নানা মণিখচিত, বিবিধ চিত্রে অন্বিত, ও বলভী প্রভৃতি দ্বারা সমলঙ্কৃত। তাহাদের তলভাগে নানা রত্নময় চিত্র বিন্যস্ত এবং সুকোমল সুচিত্র উত্তরচ্ছদে পরিস্তৃত। ঐ পুরীর মধ্যে বিখ্যাত বিদ্যাধরপতি পুলোমা বাস করেন। তিনি বিচিত্র বেশধারী, মাল্যমণ্ডিত ও মহেন্দ্রসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন। ১-১৬। সূর্য্যতুল্য তেজঃপুঞ্জধারী বিচিত্রবেশী বহু সহস্র বিদ্যাধরদিগের তিনি রাজাধিরাজ। অচলেন্দ্র বিশাল ও পতঙ্গের মধ্যভাগে তাম্রপর্ণাখ্য সরোবরের পূর্ব্বতীরে এক সুসমৃদ্ধ সুবৃহৎ আম্রবন বিদ্যমান। ঐ বন পঞ্চবান দ্বার বিদ্ধ, সুন্দর শাখা সম্পন্ন, নানা বর্ণে শোভিত ও সার্ব্বকালিক ফলসমূহে পরিপূর্ণ। বনের মধ্যে মধ্যে সর্ব্বদিকেই যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহাদের শাখাঅতি অল্প ; সে সমুদায়ে প্রচুর ফল ফলিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল ফল প্রমাণে এক একা মহাকুম্ভের ন্যায়, দেখিতে স্বর্ণবর্ণ,